# গুলে বকাওলী

নওয়াজিস খান

গুলে বকাওলী

গুলে বকাওলী

নওয়াজীস খান

# গুলে বকাওলী

সম্পাদনায়

রাজিয়া সুলতানা

বাঙলা একাডেমী : ঢাকা

GULEY BAKAULI : Edited by Razia Sultana, Published by Bangla Academy, Dacca, East Pakistan, 1970. Price Rs. 9·00

বাএ ৩২৯

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৩৭৭
জুন ১৯৭০

প্রচ্ছদ
শামসুল বাসেত

প্রকাশক
ফজলে রাব্বি
প্রকাশনাধ্যক্ষ
বাঙলা একাডেমী
ঢাকা

মুদ্রক
তাজুল ইসলাম
বর্ণমিছিল
৪২/এ কাজী আবদুর রউফ রোড
ঢাকা—১

দাম : নয় টাকা

গুলে বকাওলী

# ভূমিকা

## কবি-পরিচিতি

কবি নওয়াজীসের নাম খোন্দকার মুহম্মদ নওয়াজীস খান। চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার অন্তর্গত সুখছড়ি গ্রামে তাঁর নিবাস ছিল। কবির গুলে বকাওলী কাব্যে যে আত্মবৃত্তান্ত আছে তাতে নিম্নরূপ বংশতালিকা পাওয়া যায়[১] :

## কবির রচনাবলী

১। গুলে বকাওলী কবি নওয়াজীস খাঁর প্রধান ও শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। চট্টগ্রামের বাণীগ্রামের জমিদার বংশের আদি পুরুষ বৈদ্যনাথ রায়ের আদেশে তিনি এই কাব্য রচনা করেন।

শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ মহানৃপকুল জাত
দাতা অতি দানি শুদ্ধরীত।
তাহান আরতি শুনি হীন নোয়াজীসে গুণি
বকাঅলি পুস্তক রচিত।

গুলে বকাওলীর কয়েকটি পুথি আবিষ্কৃত হলেও কোনটিই সম্পূর্ণ নয়। তবে পুথি কয়েকটির পাঠ মিলিয়ে একটি সাধারণ পাঠ নির্ণয় করা চলে।

---

১. পুথি-পরিচিতি—ডঃ আহ্মদ শরীফ সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ১১২।

গুলে বকাওলী পরিস্তানের শাহজাদা তাজুল মুলুক ও পরীরাজ-কন্যা বকাওলীর প্রণয়-উপাখ্যান। কাহিনীটি নওয়াজীস খাঁর মৌলিক রচনা নয়। তিনি এটি অন্য ভাষা থেকে গ্রহণ করেছেন। কোন্ ভাষার কাহিনী তা উল্লেখ করেন নি, তবু বলেছেন:

মোহন্তের আজ্ঞা মন-পাটেত রাখিয়া।
হীন নোয়াজীসে কহে কিতাব দেখিয়া।

হিন্দীতে এ কাহিনীর কোন রচনার সন্ধান পাওয়া যায় না। ফার্সী ও উর্দুতে গুলে বকাওলীর একাধিক কাব্য লিখিত হয়েছিল। ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের মুন্সী নেহালচান্দ লাহোরী গুলে বকাওলী কাহিনী সর্বপ্রথম ফার্সী থেকে উর্দু গদ্যে অনুবাদ করেন। তাঁর গ্রন্থের নাম 'মজহাবে ইশ্‌ক' এবং প্রকাশকাল ১৮১৪। এই অনুবাদ থেকেই ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে দয়াশঙ্কর নসীম 'মসনবী গুলজারে নসীম' নামে উর্দু পদ্যে অনুবাদ করেন এবং তা ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়[২]।

নেহালচান্দ লাহোরী যে ফার্সী কাব্য থেকে গুলে বকাওলী কাব্য উর্দুতে অনুবাদ করেন তা হচ্ছে শেখ ইজ্জতউল্লাহ্ নামে একজন বাঙালী রচিত ফার্সী 'তাজুলমুলুক গুলে বকাওলী' নামক কাব্য। শেখ ইজ্জতউল্লাহ্ ১৭২২ খ্রীস্টাব্দে কাব্যখানি রচনা করেন। ন'বছরের পুরোনো বন্ধু ও সুহৃদ নজর মুহম্মদের অনুরোধে তিনি কাব্য রচনা শুরু করেন, কিন্তু বন্ধুর আকস্মিক মৃত্যুর শোকে উন্মাদপ্রায় হয়ে গিয়ে প্রায় সমস্ত লিখিত কাগজগুলো চোখের পানিতে ধুয়ে দিতে চাইলে অন্য বন্ধুদের ঐকান্তিক অনুরোধে তিনি রচনাটি সম্পূর্ণ করেন[৩]। ইজ্জতুল্লাহ্ সম্পর্কে আর কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

ইজ্জতুল্লাহ্ হয়তো এ কাহিনীর মূল লেখক নন। তাঁর পাণ্ডুলিপির চেয়ে ও প্রাচীন কোন কোন কাব্যের কথা শোনা যায় কিন্তু সে পাণ্ডুলিপিগুলি এখন কোথাও পাওয়া যায় না। গুলে বকাওলী কাহিনীর একটি উর্দু মসনবীর কথা গারসাঁ দেতাসী উল্লেখ করেছেন। তিনি এর নাম বলেছেন 'তোহ্‌ফা-এ মজলিসে সালাতীন'। নামটি রচনাকাল বাচক। এতে রচনাকাল ১১৫১ হিজরী (১৭৩৮ খ্রীঃ) হয়। রামবাবু সক্‌সেনার মতে এর নাম 'তোহ্‌ফাতুল মজলিস' এবং রচনাকাল ১০৫৩ হিজরী (১৬৪৩ খ্রীঃ)। ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র

২. ভূমিকা—সৈয়দ মজনুন আলী সম্পাদিত গুলজার-ই-নসীম, উর্দু একাডেমী, পাঞ্জাব।
৩. বাংলা সাহিত্যে উপাখ্যান, গুলে বকাওলী—আবু মহামেদ হবিবুল্লা; সাহিত্য পত্রিকা, শীত সংখ্যা, ১৩৬৪।

জৈন তাঁর 'উর্দু কি নাসুরী দাস্তানী' গ্রন্থে রামবাবু সক্সিনার মত গ্রহণ করেন নি। তিনি অভিযোগ করেছেন যে, রামবাবু সক্সিনা কোন্ সূত্র অবলম্বনে এ মন্তব্য করেছেন তার কোন উল্লেখ নেই। জ্ঞানচন্দ্র জৈনের মতে গ্রন্থটির প্রকৃত নাম 'তোহ্ফাতুল মজলিস এ সালাতীন' এবং প্রকৃত বিচারে এর রচনাকাল দাঁড়ায় ৭৮৬ হিজরী (১৩৮৪ খ্রীঃ)[৪]। অবশ্য তিনি কোন্ সূত্র অবলম্বনে এই রচনাকাল নির্ধারণ করেছেন তা উল্লেখ করেন নি।

'দাক্ষিনী' বা দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন উর্দুতে লিখিত একটি গুলে বকাওলী কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। স্প্রিংগার তাঁর আওধ ক্যাটালগে (Sprenger : Catalogue of Persian and Hindusthani Books in the library of the king Oudh 1865) ওয়ু-ই-বাহহাদের বর্ণনাপ্রসঙ্গে গুলে বকাওলীর এই পাণ্ডুলিপির কথা বলেছেন। এর রচনাকাল ১০৩৫ হিজরী অর্থাৎ ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দ বলা হয়েছে। পাণ্ডুলিপিটির কথা আর কোথাও উল্লেখ করা হয় নি। বর্তমানে পুথিটির কোন খোঁজ পাওয়া যায় না। তাই লেখকের নাম বা গ্রন্থের অন্য কোন বিবরণী জানার উপায় নেই।

গুলে বকাওলী কাহিনীর আদি লেখক ইজ্জতুল্লাহ না হলেও অনুমান করা যায় যে নওয়াজীস খাঁ ইজ্জতুল্লাহর কাব্য অনুসরণে গুলে বকাওলী রচনা করেন। 'তোহ্ফাতুল মজলিসে সালাতীন' কাব্যখানি ইজ্জতুল্লাহ্র পূর্ববর্তী কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহ আছে। 'দাকিনী' উর্দুর পাণ্ডুলিপিটির ন্যায় এটিও অপ্রাপ্য। ইজ্জতুল্লাহ জাতিতে বাঙালী ছিলেন। নওয়াজীস খাঁর পক্ষে তাঁর কাব্যই সহজলভ্য ছিল। ইজ্জতুল্লাহর কাব্য যে জনপ্রিয় এবং বহুল প্রচলিত ছিল তার প্রমাণ তাঁর কাব্যের অনুলিপি লণ্ডন (India Office), বার্লিন, অক্সফোর্ড, বাঁকিপুর ও কলকাতায় আছে। তাছাড়া ইজ্জতুল্লাহ্র কাব্যের আরও অনুবাদ হয়েছে। নেহালচান্দ লাহোরী উর্দু গদ্যে এ কাহিনীর অনুবাদ করেছেন।

কবি নওয়াজীস খাঁর অন্যান্য যে কয়েকটি রচনার নিদর্শন পাওয়া যায় তার কোনটিই পূর্ণাঙ্গ নয়। অধিকাংশই বিচ্ছিন্ন ও জীর্ণপ্রায় পত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

৪. উর্দু কি নস্রী দাস্তানী—ডঃ জ্ঞানচন্দ্র জৈন। ১৯৫৪ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১৬১—১৬২।

২। জোরওয়ার সিং কীর্তি[৫]:

চট্টগ্রামের পটিয়া থানার অন্তর্গত শঙ্খ নদের তীরবর্তী দোহাজারীর হাজারী বংশের জোরওয়ার সিংহের কীর্তি-কাহিনী এ রচনার বিষয়বস্তু।

৮২/১" × ৫১/২" পরিমিত কাগজের পুথির জীর্ণপ্রায় মাত্র চারটি পত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। জোরওয়ার সিং কীর্তি প্রধানতঃ প্রশস্তি। কবি তাঁর স্তুতি করে কৃপা প্রার্থনা করেছেন।

মুই হীনে প্রতিদিনে মাগি প্রভুস্থান।
শ্রীযুত জোরওয়ার সিং হইতে কল্যাণ॥

প্রাপ্ত পত্র কয়টি পত্রাঙ্ক বিহীন। কোন বিরাট পুথির অংশ বিশেষ কিনা বলা সম্ভব নয়। তবে এ চারটি পত্রেই কবির মূল উদ্দেশ্য পরিস্ফুট। জোরওয়ার সিংহের পিতা লছমন সিংহ। হাজারী মনসবদার আধু খাঁ ও হাজারী মনসবদার লছমন সিংহ বুজর্গ উমিদ খাঁর সময়ে চট্টগ্রামের সীমান্তসেনানী ছিলেন। চট্টগ্রামের শাসনকর্তা বুজর্গ উমিদ খাঁর শাসনকাল ১৬৬৬—১৬৬৮ এবং ১৬৭৪—১৬৭৭ খ্রীঃ। জোরওয়ার সিংহের সঠিক সময়কাল পাওয়া না গেলেও অনুমান করা যায় কবি যখন তাঁর যশোকীর্তি বর্ণনা করেছিলেন তখন তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর পিতা লছমন সিংহ তখন সম্ভবত পরলোকগত। আঠারো শতকের প্রথমার্ধে জোরওয়ার সিংহ বর্তমান ছিলেন। নওয়াজীশ খাঁ হয়তো সে সময়েই 'জোরওয়ার সিং কীর্তি' রচনা করেন।

৩। পাঠান প্রশংসা[৬]:

এ রচনাটি চট্টগ্রামের দোহাজারীর পাঠান বংশের কোন এক প্রতিষ্ঠিত পাঠানের প্রশংসাগীতি। ৯" × ৫" পরিমিত কাগজে জীর্ণকায় এ পুথিটির মাত্র দু'টি পত্র বিদ্যমান। 'পাঠান প্রশংসায়' কবি প্রসঙ্গক্রমে আলাওলের নামোল্লেখ করেছেন:

আর কত সুপ্রসঙ্গ বহুলে রচিল।
প্রলয় অবধি সব পুস্তকে রহিল॥
লক্ষ্যাবধি নরপতি হইছে সংসারে।
প্রশংসা রচনা বিনু করিয়াছে কারে॥

---

৫. পুথি-পরিচিতি—ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ১৭২।
৬. পুথি-পরিচিতি—ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ৩০৭।

কে জানিত এ সকল ভাবি চাহ মনে।
খাঁনবক্ত আলাওল রচনা কারণে ॥
কহে নোয়াজীসে হীনে ভাবি নিজমন।
পাঠান-প্রশংসা অতি করিয়া যতন ॥

'জোরওয়ার সিং কীর্তি' ও 'পাঠান-প্রশংসা' একজাতীয় রচনা। কবি নোহাজারীর হাজারী বংশীয় হিন্দু ও মুসলমান জমিদারদ্বয়কে স্তুতি করে বৈষয়িক ব্যাপারে তাঁদের অনুগ্রহ লাভের প্রয়াস পেয়েছিলেন।

পাঠান-প্রশংসার পাণ্ডুলিপির সঙ্গে পৃথক একটি জীর্ণ পত্রে 'হোসেন নৃপতি কীর্তি' জ্ঞাপক একটি কবিতা পাওয়া গেছে। তাতে হোসেন নরপতির প্রশংসা বা বন্দনা করা হয়েছে। কবিতাটিতে নওয়াজীস খাঁর ভণিতা নেই। ডঃ আহ্মদ শরীফ সাহেবের অনুমান যে, কবিতাটি সম্ভবতঃ নওয়াজীস খাঁর এবং উল্লিখিত হোসেন খাঁ নবাবী আমলের চট্টগ্রামের শাসনকর্তাদের মধ্যে একজন। চট্টগ্রামের ইতিহাসে দুই হোসেন খাঁর উল্লেখ আছে। এক নবাব ফিদবী হোসেন খাঁ (১৭২৮—১৭৩৫)। আর অন্যজন হলেন হোসেন মুহম্মদ খাঁ (১৭৩৫—১৭৩৬)। সত্যই যদি কবিতাটি নওয়াজীস খাঁর রচনা হয় তা'হলে বলতে হয়—কবি এটি অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচনা করেছিলেন।

৪। বয়ানাত :

ধর্মীয় বিষয়ের কতকগুলি বয়ান সম্বলিত এই গ্রন্থের পরিচিতি ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের মুসলিম বাংলা সাহিত্যে রয়েছে[৭]। এ পুস্তকের নাম পাওয়া যায়নি। তিনি বিষয়বস্তু বিচারে পুস্তকটিকে এ নামে আখ্যায়িত করেছেন। এর প্রথম বয়ানে 'তন' বা ইন্দ্রিয়ের সাথে জেহাদের বিবরণ এবং দ্বিতীয় বয়ানে মুনাফেকের বিবরণ আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের 'শ্রীনামা' (ক্রমিক ৪৬০, পুথি ৫৬৯) নামক পুথিতে 'বাব উপক্ষিবা বয়ান'[৮] নামের বয়ানটি সম্ভবতঃ আলোচ্য কাব্যেরই একটি বয়ান। বাঙলা একাডেমী সংগৃহীত একটি পুথিতে কবি নওয়াজীস খাঁর ভণিতাযুক্ত এক পুষ্ঠার মুকামের কথা বর্ণিত আছে যথা :

৭. মুসলিম বাংলা সাহিত্য—ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, পৃষ্ঠা ২১৫। ১ম সংস্করণ।
৮. পুথি-পরিচিতি—পৃষ্ঠা ৫২০।

কহর রহমান কবি বোলে তার নাম।
সর্বত্রে নিতম্ব তার পুরে মনষ্কাম॥
পশুভেদি জীব আত্মা বৈসে সেই ঠাম।
রুহ্‌ হৱে মাশিকা কনিষ্ঠা তার নাম॥
বাম পাশে পাপিষ্ঠ ইব্লিছ বসি আছে।
কুবুদ্ধি শিখায় নিত্য বসি বাম পাশে॥
অস্পষ্ট...শব্দ উপজে তথা নিত।
নিরন্তর শুন তথা নিয়োজিয়া চিত।
অরূপ রূপমা কর স্থির কর মন।
ঘট মধ্যে চিনি লও প্রভু নিরঞ্জন॥
বহু জ্ঞান হৈব বাড়িব পরমাই।
নিরন্তর মন যদি রহে সেহি ঠাঁই॥
কহে হীন নোয়াজীসে মুকামের কথা।
পঞ্চালি করিয়া ভেদ কহিলুম সর্বথা॥

এই মুকামের কথা অংশটি কি কবির নতুন কোন রচনা, না বয়ানাতেরই একটি বয়ান তা অনুসন্ধান সাপেক্ষ।

৫। গীতাবলী[৯] :

কবি নওয়াজীস খাঁ বহু গীত বা গান রচনা করেছিলেন। এ জাতীয় গীত-সংগ্রহের তিনটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুথি পাওয়া গেছে। ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত 'মুসলিম কবির পদসাহিত্য' গ্রন্থে কবি নওয়াযীস খাঁর আটটি গান সঙ্কলিত হয়েছে।

৬। বাজে কবিতা[১০] :

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত ও আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ সংগৃহীত ৩২২ ক্রমিক সংখ্যক পুথিকে 'বাজে কবিতা' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বাজে কবিতা দুটি ফর্দ কাগজ। এক ফর্দে কবি গোলাম শিকদার নামক জনৈক ধনবান লোকের কাছে মসজিদ নির্মাণের জন্য কিছু ভূমিদান চেয়েছেন। অপর ফর্দে দোহাজারীর আবু খাঁর পুত্র শেখ জামাল খাঁর বিবাহ বর্ণিত হয়েছে।

৯. পুথি-পরিচিতি—পৃষ্ঠা ১১৯, ১২০ ও ১২১।
১০. পুথি-পরিচিতি—পৃষ্ঠা ১১৮।

তবে আধু খাঁএ মনে চিন্তিতে লাগিল।
পুত্র বিবাহ করাইতে মনেত ইচ্ছিল ॥
শ্রীযুত আমানত খাঁ গুণনিধি।
মহা ধর্মবন্ত তানে করিলেক বিধি ॥
তান ভগ্নী সত্যবতী ছিল একজন ॥
রূপেত চন্দ্রিমা জ্যোতি ত্রিজগ মোহন ॥
সেই কন্যা বিবাহ করাইল নৃপমণি।
শের জমাল খাঁ নৃপতির হইল রমণী ॥
দোঁহের পিরীতি আছিল অনিবার।
এক মুখে কহিতে না পারি সমাচার ॥
এই মতে কতদিন গমি সে হইল।
আধু খাঁ নৃপতি তবে স্বর্গে চলি গেল ॥

আধু খাঁর পুত্র শের জামাল খাঁর বিয়ের জাঁকজমকের কথা পরবর্তীকালে কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিল। 'চট্টগ্রামের ইতিহাস' গ্রন্থে মাহ্‌বুব-উল আলম এ সম্পর্কে বলেছেন :

> এই বিবাহের শান-শওকত বহুকাল পর্যন্ত লোক মুখে পরিকীর্তিত হইত। যৌতুকের সরঞ্জামের মধ্যে বড় বড় ডেগ ছিল। কাজী, মোল্লা এবং কয়েকজন কারী যৌতুকের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গোলাম বাঁদীর ত কথাই নাই। শের জামাল খাঁর পুত্রবধূ নুর চেহরা পাঠানীর পোষ্য-পুত্র রুস্তমে আলি খাঁ যখন দোহাজারী এস্টেটের মালিক, সেই সময়ও এই সকল কাজী, মোল্লা প্রভৃতির বংশধরেরা এস্টেট হইতে বৃত্তি ভোগ করিতেছেন।[১১]

সৈয়দ মুর্তাজা আলী সম্পাদিত আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের 'ইসলামাবাদ' গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, বাংলার নবাবের চট্টগ্রামস্থ প্রতিনিধি দেওয়ান মহাসিং যে দু'জন হাজারীকে দোহাজারীতে স্থাপিত করেন তাঁরা হচ্ছেন আধু খাঁর পুত্র শের জামাল খাঁ এবং লছ্‌মন সিংহের পুত্র জোরওয়ার সিং[১২]। অধ্যাপক আহমদ শরীফের মতে আধু খাঁ ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে

১১. চট্টগ্রামের ইতিহাস নবাবী আমল—মাহ্‌বুব উল-আলম, পৃষ্ঠা ৩৬।
১২. ইসলামাবাদ—আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ রচিত ও সৈয়দ মুর্তাজা আলী সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ১৫-১৬। পাদটীকা।

আরাকানীদের দক্ষিণ চট্টগ্রাম থেকে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করেন। মাহ্‌বুব-উল আলম চট্টগ্রামের ইতিহাস গ্রন্থে অনুমান করেন ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দের আগেই আধু খাঁর মৃত্যু হয়েছিল এবং তাঁর আরব্ধ কাজ পুত্র শের জামাল খাঁই সম্পূর্ণ করেন[১৩]। History of Chittagong গ্রন্থে সৈয়দ মুর্তাজা আলী আধু খাঁ ও শের জামাল খাঁর মৃত্যুকাল যথাক্রমে ১৭০৩ ও ১৭৬১ খ্রীস্টাব্দে বলেছেন[১৪]। আধু খাঁর সময়কাল বা মৃত্যুর তারিখে মতভেদ থাকলেও এ কথা নিশ্চিত যে তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। আলোচ্য পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যাচ্ছে যে, শের জামাল খাঁর বিবাহের অনতিকাল পরেই আধু খাঁ পরলোক গমন করেন। সুতরাং এটিও অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনা।

'বয়ানাত' ও 'গীতাবলী' এ দু'টি গ্রন্থে কবির অধ্যাত্ম জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। 'গুলে বকাওলী' কবির একমাত্র পূর্ণাঙ্গ কাব্য। এই একটি মাত্র কাব্যেই কবির কবিপ্রতিভা স্ফূর্তিলাভ করেছে। এ'ছাড়া কবির অন্যান্য রচনা বিচ্ছিন্ন ও উদ্দেশ্যমূলক। সেগুলো রচনার পেছনে রয়েছে প্রভাবশালী বা বিত্তশালীর করুণালাভের প্রত্যাশা। ঐতিহাসিক মূল্য ছাড়া এ রচনাগুলোর কোন সাহিত্যিক মূল্য নেই।

## কবির সময়কাল

কবি নওয়াজীস খানের গুলে বকাওলী কাব্যটি মোটামুটিভাবে পূর্ণাঙ্গ এবং এতে কবির আত্মবিবরণী রয়েছে। অন্যান্য কাব্যগুলি অসম্পূর্ণ এবং কোথাও কবির আত্মবিবরণী নেই। গুলে বকাওলী কাব্যের আত্মবিবরণীতে কবি প্রধানতঃ বংশ পরিচিতি দিয়েছেন। সে বংশ-পরিচিতি অনুসরণে কবির সঠিক সময়-কাল নির্ণয় করা যায় না।

ডক্টর আহ্‌মদ শরীফ সম্পাদিত পুথি-পরিচিতিতে বলা হয়েছে যে কবির বংশধর আতাউল্যাহ পণ্ডিত সাহেবের মতে নওয়াজীস খান ১৬৩৮ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ ক'রে ১২৭ বৎসর বয়সে অর্থাৎ ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে পরলোক গমন করেন। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক লিখেছেন, "তাঁহার এক অধঃস্তন বংশধর আতাউল্লাহ খাঁ পণ্ডিত তাঁহাদের বংশ-পরম্পরায় রক্ষিত বিবরণ হইতে জানাইয়াছেন যে কবি নওয়াজীস খান হাজার মঘী সনে

১৩. চট্টগ্রামের ইতিহাস : নবাবী আমল, মাহ্‌বুব-উল আলম—পৃষ্ঠা ৩৫।
১৪. History of Chittagong—Syed Murtaza Ali, July 1964, পৃষ্ঠা ৬৫।

(১৬২৮ খ্রীস্টাব্দে) জীবিত ছিলেন। তখন কবি যুবক[১৫]। এখানে কবির বংশধরের উক্তিতে বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। তা'ছাড়া কবি যে ১২৭ বৎসর বেঁচে ছিলেন সে তথ্য বিচার সাপেক্ষ। নিম্নতন বংশধরের পক্ষে পূর্বপুরুষের মৃত্যুর তারিখ যতটা সঠিক বলা সম্ভব, জন্মের তারিখ ততটা নয়।

কবি সপ্তদশ শতাব্দীতে জন্মলাভ করে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত যে বেঁচে ছিলেন তার স্বপক্ষে আর একটি ঐতিহাসিক তথ্যের উল্লেখ পাই ইতিহাসবিদ্ ডঃ আবদুল করিম রচিত একটি প্রবন্ধে[১৬]। সেখানে তিনি মুসলমান নির্মিত একটি প্রাচীন মসজিদ প্রতিষ্ঠার সময়কাল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। মসজিদটি কবি নওয়াজীসের বাসভূমির নিকটবর্তী বাঁশখালী থানার ইলুসা গ্রামে। তিনি মসজিদের প্রস্তরফলকে লিখিত আরবী লিপিটি (১৫৬৮ খ্রীঃ) সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন। লোকশ্রুতি আছে—মসজিদটি বক্সী হামিদ প্রতিষ্ঠা করেন। বক্সী হামিদ সম্পর্কে ইতিহাস কিংবা 'তারিখ-ই- হামিদী' নীরব। একমাত্র নওয়াজীস খানের গুলে বকাওলীর আত্ম-বিবরণীতে বক্সী হামিদের সামান্য উল্লেখ পাওয়া যায়। ডঃ করিম নওয়াজীস খানের কাব্যের আত্মপরিচিতি অংশে বক্সী হামিদের উল্লেখ থেকে একপ্রকার নিঃসন্দেহ হয়েছেন যে ইলুসা গ্রাম নিবাসী বক্সী এবং মসজিদ নির্মাতা বক্সী হামিদ একই ব্যক্তি। বক্সী হামিদের প্রভাব প্রতিপত্তির কথাও কবির মুখে একাধিকবার উচ্চারিত হয়েছে।

ইলসা নাম সেইগ্রাম তোমা জন্মস্থান।
* * * নরপতি তুমি গুণবান!
যথ রাজা তোমার পিত্রিএ শাসিলেক।
তাথুবিক রাজা তুমি শাস্ত্র পরতেক॥

বক্সী হামিদ সম্পর্কে ডঃ করিম সে প্রবন্ধে বলেছেন—'The Mosque is associated with the name of Bakshi Hamid who is believed to have served the Mughals in the capacity of a

১৫. মুসলিম বাংলা সাহিত্য—ডক্টর এনামুল হক, পৃষ্ঠা ২১৩।

১৬. An unpublished inscription-Vol ix. No 2,1964, Journal of the Asiatic Society of Pakistan.

Bakhishi ( Pay-Master ) and according to popular belief Bakhshi Hamid built the Mosque in Mughal period."

মসজিদটির ভাস্কর্যের বৈশিষ্ট ও নানান ঐতিহাসিক অনুষঙ্গের আলোচনা দ্বারা ডঃ করিম একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মসজিদটি কোন ক্রমেই অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে নয়, বরং শুরুতে নির্মিত। সুতরাং নওয়াজীসের সময়কাল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ডঃ করিমের এই রচনাটিও একটি মূল্যবান তথ্য।

কবির কোন গ্রন্থে রচনাকাল না থাকলেও কাব্যগুলোতে সমসাময়িক কালের কয়েকটি ঘটনার পরিচয় পাওয়া যায়। তাতে প্রমাণিত হয় যে কবির সে রচনাগুলো অষ্টাদশ শতাব্দীর, সপ্তদশ শতাব্দীর নয়। গুলে বকাওলী কাব্যটি ইজ্জতুল্লাহর কাব্য (১৭২২ খ্রীঃ) অনুসরণে লিখিত। অনুমান করা যায় কবি নওয়াজীস খান তাঁর গুলে বকাওলী কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীর চতুর্থ, পঞ্চম বা ষষ্ঠ দশকের মধ্যে রচনা করেন। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে গুলে বকাওলী কাব্যটি সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রচিত।[১৭]

কবি নওয়াজীস খান কবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তা সঠিক নির্ণয় করা সম্ভব না হলেও একথা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে, তাঁর সবগুলি কাব্যই অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনা এবং তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন।

## গুলে বকাওলীর কাহিনী

গুলে বকাওলী কাব্য তাজল মুলুক ও বকাওলী পরীর প্রণয়োপাখ্যান। এর শাখা-কাহিনী তাজুল মুলকের অমাত্য বাহ্‌রাম ও বকাওলীর সখী রূহ্ আফজার প্রণয়-কাহিনী। গুলে বকাওলীর কাহিনী নিম্নরূপ :

শর্কস্তানের বাদশাহ জয়নুল মুলক। তাঁর পঞ্চম পুত্র তাজুল মুলকের জন্মের পর জ্যোতিষী ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে বার বছরের মধ্যে নবাগত পুত্রের মুখদর্শনে বাদশা চোখের জ্যোতি হারাবেন। সে আশঙ্কায় :

ভাবি তার কহে শাহা অমাত্য ডাকিয়া।
দূরান্তরে টঙ্গি ঘর দিবারে বান্ধিয়া ॥
তথা নেও শিশুবর মহিষী সঙ্গতি।
বনে জনে শুনিতে পাঠাও শীঘ্র গতি।

১৭. বাংলা সাহিত্যের কথা—২য় খণ্ড, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ১৩৭১ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩৪৩।

কিন্তু এত সাবধানতায়ও কোন ফল হলো না। দৈব দুর্বিপাকে একদিন বাদশাহ্ মৃগয়া কালে পুত্রের সাক্ষাৎ লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই অন্ধ হয়ে গেলেন। চিকিৎসকেরা বললেন, বকাওলী পরীর উদ্যানের বকাওলী ফুল এনে চোখে লাগালে দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে, অন্য কোন চিকিৎসায় নয়। কিন্তু সে পুষ্পোদ্যানের সন্ধান কেউ দিতে পারল না। অবশেষে বাদশার চার পুত্র বকাওলী ফুলের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। কনিষ্ঠ পুত্র তাজুল মুলুক তখন দেশ থেকে বিতাড়িত। সেও এ অভিযানে ভ্রাতাদের সঙ্গী হল। বহু নদনদী পেরিয়ে তারা ফেরদৌস নগরীতে পৌঁছল। আইয়ারা নামে এক রূপজীবা নারী কৌশলে জুয়া খেলায় তার চার ভাইকে পরাজিত করে বন্দী করে রাখল। কিন্তু তাজুল মুলুকের কাছে আইয়ারা পরাজিত হল। তাজুল মুলুক তাকে বিবাহ করে বকাওলী পুষ্পের সন্ধানে যাত্রা করল। পথে এক দৈত্যের মনস্তুষ্টি সাধন করে তার সাহায্যে কুমার বকাওলী উদ্যানের প্রধান প্রহরী হেমালা দৈত্যের কাছে গিয়ে পৌঁছল। এখানেও তাজুল মুলক হেমালা দৈত্যের পালিতা কন্যা মাহমুদার পাণি গ্রহণে বাধ্য হ'ল। কিন্তু বকাওলী ফুলের চিন্তায় সে সর্বদাই উদাসীন থাকে। অগত্যা হেমালা দৈত্য সুড়ঙ্গপথে তাজুল মুলুককে সে উদ্যানের সন্ধান দিল। তাজুল মুলক যখন অতি সন্তর্পণে বকাওলী পুষ্প নিয়ে প্রত্যাবর্তন করছিল তখন পথে এক অপূর্ব টঙ্গী দেখল। সে টঙ্গীতে :

এক কন্যা শুতিয়াছে দেখিল গোচরে।
মহা রূপবতী সেহ প্রশংসা অতুল।
স্বর্গের উ্যানে যেন বিকশিত ফুল।।

ঘুমন্ত বকাওলী পরীর রূপে তাজুল মুলক মুগ্ধ হয়ে ভাবে 'আপনার নিদর্শন কিছু রাখি যাই।' তারপর সে ঘুমন্ত পরীর সঙ্গে অঙ্গুরী বদল করল। এতেও তাজুল মুলুকের পরিতৃপ্তি হল না। কন্যার শাড়ীর আঁচলে প্রেমলিপি বেঁধে রেখে বলল :

প্রাণ আদি শক্তি মতি রাখি তোমা সঙ্গে।
মৃত্যুবৎ চলি যাই নিজ শূন্য অঙ্গে।।

বকাওলী পুষ্প ও মাহ্মুদাকে নিয়ে তাজুল মুলক আইয়ারার দেশে গিয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাইদের দাসত্ব মোচন করল। কিন্তু অকৃতজ্ঞ ভাইরা পিতৃরাজ্যলোভে জোর করে তার কাছ থেকে ফুল কেড়ে নিয়ে স্বদেশে

প্রত্যাবর্তন করল। সে পুষ্পের স্পর্শে পিতা দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন। এদিকে তাজুল মুলুক শর্কস্তানের নিকটবর্তী এক অরণ্যে হেমালা দৈত্যের সহায়তায় বকাওলী উদ্যানের অনুরূপ এক উদ্যানবাটি নির্মাণ করল। সেখানে সে মাহমুদা ও আইয়ারাকে নিয়ে বসবাস করতে লাগল। একদিন তাজুল মুলুকের আমন্ত্রণে বাদশা জয়নুল মুলক সে বাগান বাড়িতে পদার্পণ করলেন :

দুই নৃপ যদি সে হইল মুখামুখি।
চন্দ্র সূর্য যেহেন হইল দেখাদেখি।।
স্বর্ণে স্বর্ণে মুখামুখি দৃষ্টা দৃষ্টি হয়।
সিন্ধু সিন্ধু মিশি যেন তরঙ্গ খেলয়।।

রাজা বুঝতে পারলেন যে সর্বকনিষ্ঠ পুত্রের জন্যই তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছেন ; অন্য চার পুত্রের এতে কোন কৃতিত্ব নেই। রাজার শত অনুরোধেও কুমার শর্কস্তান প্রত্যাবর্তনে সম্মত হল না। এদিকে বকাওলী পরী ঘুম থেকে উঠে হস্তে অঙুরী ও বস্ত্রাঞ্চলে প্রেমলিপি পেয়ে তাজুল মুলুকের খোঁজে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সওদাগরের ছদ্মবেশে সে শর্কস্তানে গিয়ে তাজুল মুলকের সন্ধান জানল। হেমালা দৈত্যের সহযোগিতায় বকাওলীর উদ্যানে তাজুল মুলক ও পরীকন্যার মিলন হল। একদিন বকাওলীর মাতা জমিলা খাতুন কন্যার সঙ্গে কুমারকে দেখতে পেল। ক্রোধে সে তাজুল মুলুককে সমুদ্রে নিক্ষেপ করল :

পুষ্প হস্তে যেহেন বুলবুল কৈল্য দূর।

নানা বিপদ-আপদের পর তাজুল মুলক এক অরণ্যে সাপের মাথায় বহুমূল্য মণি পেয়ে মণিটি আপন উরু দেশে লুকিয়ে রাখল। এক ঐন্দ্রজালিক সরোবরে স্নানের পর তাজুল মুলুক নারীরূপে পরিবর্তিত হয়। দ্বিতীয় বারে সে দৈত্যের আকার লাভ করে এবং তৃতীয় বার স্নানের পর স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। নানা স্থানে ঘোরার পর তাজুল মুলক দৈত্যহস্তে বন্দী অবস্থায় বকাওলীর পিতৃব্য কন্যা রুহ্ আফজাকে দেখতে পেল। দৈত্যকে যুদ্ধে পরাজিত করে কুমার রুহ্ আফজাকে উদ্ধার করল। রুহ্ আফজার চেষ্টায় তাজুল মুলুকের সঙ্গে বকাওলী পরীর বিবাহ সুসম্পন্ন হল। পরীকে নিয়ে শেষে কুমার স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করল।

তাজুল মুলক টের পেল রোজ রাত্রে বকাওলী অমরাপুরে ইন্দ্ররাজার সভায় নৃত্যগীত করতে যায়। কৌতুহলী কুমার বকাওলীর সঙ্গে ইন্দ্রসভায় গেল। সেখানে মৃদঙ্গীর ছদ্মবেশে বকাওলীর নাচের সঙ্গে মৃদঙ্গ বাজাল। বকাওলীর নাচ ও মৃদঙ্গীর বাজনায় মুগ্ধ ইন্দ্ররাজ বর দিতে চাইলেন। বকাওলী পুরস্কার স্বরূপ রাজার কাছে মৃদঙ্গীকেই প্রার্থনা করে বসল। ইন্দ্ররাজ তখন মৃদঙ্গীবেশী তাজুল মুলকের পরিচয় জানতে পেরে অমরাপুরীতে মনুষ্যের প্রবেশের স্পর্ধা দেখে সক্রোধে বকাওলীকে অভিশাপ দিলেন :

সিংহল দ্বীপেত রাজা চন্দ্রসেন নাম।
তাহাতে মঠের গৃহে কর গিয়া ঠান।।
দ্বাদশ বৎসর শিলা হইয়া থাকিবা।
জন্মান্তরে কুমার হরিষে ন পাইবা।।
এ বলি সিংহল দ্বীপে কন্যাকে ফেলিল।
অর্দ্ধ অঙ্গ শিলা হই মঠেতে রহিল।।

মঠে অবস্থানরত বকাওলীর সহিত রোজ রাত্রে সাক্ষাৎ করতে যেতে হতো বলে কুমারও সিংহল দ্বীপে গিয়ে অবস্থান করতে লাগল। সঙ্গে কোন টাকা-কড়ি না থাকায় তাজুল মুলক উরুদেশে রক্ষিত মণিটি রাজবাড়ীতে বিক্রী করতে যায়। এদিকে সিংহল রাজকন্যা চিত্রাবতী তার রূপে মুগ্ধ হয়ে আহার নিদ্রা ত্যাগ করে তাজুল মুলুককে বিয়ে করবে বলে পণ করে। কিন্তু কুমার তার প্রতি অনুরক্ত ছিল না। রাজার আদেশে তাকে মাণিক চুরির অপরাধে অভিযুক্ত করে বন্দী করা হয়। বাধ্য হয়ে কুমার সিংহল রাজকন্যা চিত্রাবতীর পাণি গ্রহণ করে। বার বছর পূর্ণ হলে বকাওলী কৃষকের কন্যারূপে পুনর্জন্ম লাভ করে এবং যথাসময়ে তাজুল মুলকের সাথে বকাওলীর পুনর্মিলন হল। চিত্রা-বতী ও বকাওলীকে নিয়ে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করে তাজুল মুলক চার স্ত্রী নিয়ে সুখে বসবাস করতে লাগল। বাহ্‌রাম নামে তাজুল মুলকের এক অমাত্যপ্রধান বকাওলীর ভগ্নি রুহ আফ্‌জাকে বিবাহ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। বকাওলী এবং তাজুল মুলকের চেষ্টায় বাহ্‌রামের সঙ্গে রুহ আফ্‌জার বিবাহ সম্পন্ন হল। এখানেই নওয়াজীস খাঁর গুলে বকাওলী কাহিনীর পরিসমাপ্তি।

## গুলে বকাওলী কাহিনীর উৎস

পারস্যের ফারসী সাহিত্যে গুলে বকাওলী কাহিনীর কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না। ইজ্জতউল্লাহ ফারসী ভাষায় প্রথম এই কাহিনী-কাব্য রচনা করেন। কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলির নাম মুসলমানী এবং কাহিনীর সাধারণ পরিবেশ ফারসী উপাখ্যানগুলির অনুরূপ। তথাপি গুলে বকাওলী কাহিনীর অধিকাংশ উপাদানই পাক-ভারতীয়। হিন্দু পুরাণ, পঞ্চতন্ত্র এবং ভারতীয় বিভিন্ন কাহিনী থেকে উপাদান সংগ্রহ করে গুলে বকাওলী রচিত হয়েছে।

কাহিনীগত সাদৃশ্যের কথা বলতে গিয়ে দু'টি উপাখ্যানের উল্লেখ করতে হয়। তা হচ্ছে মধুমালতী ও মেহেরুন্নেসা বয়ান। সম্ভবতঃ কবি মনঝনই মধুমালতী কাব্যের প্রথম রচয়িতা এবং তিনি ১৫৪৫ সনে এই হিন্দী কাব্যখানি রচনা আরম্ভ করেন[১৮]। মধুমালতীর সঙ্গে গুলে বকাওলীর কাহিনীর সাদৃশ্য বিশেষ লক্ষণীয়।

মধুমালতী কাব্যের নায়িকা মধুমালতীর সখী প্রেমার সঙ্গে নায়ক মনোহরের সাক্ষাৎ ঘটে এক অরণ্যে—সেখানে সে এক দৈত্যের হস্তে বন্দিনী। ঠিক তেমনি গুলে বকাওলী কাব্যে গুলে বকাওলীর সখী রুহ্ আফ্জার সঙ্গে নায়ক তাজুল মুলকের সাক্ষাৎ ঘটে পর্বত শীর্ষে এক টঙ্গীতে। রুহ আফ্জাও দৈত্যের হস্তে বন্দিনী। উভয় কাহিনীতেই নায়ক সখীকে উদ্ধার করে এবং প্রতিদানে সখীও নায়ক-নায়িকার মিলনে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে। মধুমালতীতে নায়িকার মা নায়ক-নায়িকার মিলন স্বচক্ষে দেখে কুলকলঙ্কের ভয়ে মধুমালতীকে মন্ত্র বলে শুকপাখী বানিয়ে ছেড়ে দেন। গুলে বকাওলী কাব্যে নায়িকার মা অনুরূপ অবস্থায় নায়িকাকে দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে তাজুল মুলুককে আকাশ থেকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে এবং বকাওলীকে নজরবন্দী করে রাখে। উভয় কাব্যেই নায়ক-নায়িকা বিবাহের পর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সখী বা উপ-নায়িকার সঙ্গে উপনায়কের বিবাহের ব্যবস্থা করে। মধুমালতীতে প্রেমার সঙ্গে বিবাহ হয় তারাচাঁদের এবং গুলে বকাওলী কাব্যে রুহ্ আফজার সঙ্গে বিবাহ হয় বাহ্রামের।

---

১৮. মধুমালতী উপাখ্যান—সৈয়দ আলী আহসান, সাহিত্য পত্রিকা—বর্ষা ১৩৭১, পৃষ্ঠা—২২।

মীর হাসান আলীর 'সেহেরুল বয়ান' মর্ত্যের মানুষের সাথে পরী-কন্যা বদর মুনীরের প্রণয়কাহিনী। গুলে বকাওলীতেও পরীকন্যার সাথে মানুষের প্রণয়কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। 'সেহেরুল বয়ান'-এ রানীর পুত্র-সন্তান হওয়ার পর জ্যোতিষ ভবিষ্যদ্বাণী করে যে, বার বছর পূর্ণ হওয়ার আগে রাজা ছেলের মুখ দেখলে ছেলের অনিষ্টের সম্ভাবনা। গুলে বকাওলী কাব্যেও অনুরূপ ভবিষ্যদ্বাণী পাওয়া যায়। বার বৎসর পূর্ণ হওয়ার আগে পিতা-পুত্রের সাক্ষাৎ ঘটলে পিতা দৃষ্টিশক্তি হারাবেন। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ নায়ক-নায়িকা দ্বারা উপনায়ক উপনায়িকার মিলন ঘটানো 'সেহেরুল বয়ান'-এ আছে। সেহেরুল বয়ানের কাহিনীতে শাহযাদা এক পরীর গৃহে লালিত-পালিত হয়েছিল। যখন পরী জানতে পারল যে শাহযাদা এক পরীকন্যার সঙ্গে আংটি বিনিময় করেছে, তখন সেই পরী সামান্য মানুষের এরূপ আস্পর্ধা দেখে ক্রোধে তাকে এক জঙ্গলে নিক্ষেপ করে। সেহেরুল বয়ান ও গুলে বকাওলী কাহিনীর এরূপ সাদৃশ্য লক্ষ্য করেই 'মসনবী গুলজারই নাসীম' গ্রন্থের সম্পাদক সৈয়দ গজনফর আলী বলেছেন যে, 'গুলে বকাওলী' কাব্য মীর হাসানের সেহেরুল বয়ানের অনুকরণে রচিত[১৯]।

শাহ্যাদা তাজুল মুলুককে বকাওলীর সন্ধানে গমন থেকে বিরত রাখার জন্য আইয়ারা ব্রাহ্মণ ও বাঘের গল্পটি বলে। ব্রাহ্মণ ও বাঘের এ কাহিনীটি পঞ্চতন্ত্রের কাহিনী। পঞ্চতন্ত্রের দক্ষিণী উর্দু সংস্করণ Textus Simplicitor পাণ্ডুলিপিতে এ কাহিনী আছে[২০]।

গুলে বকাওলীতে বাদশাহ্ জয়নুল মুলুকের জনৈক পাত্র একটি গল্প বলে। সে গল্পে রাজার শুধু কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করত। রাজার আদেশ হল রানীর যদি আবার কন্যা জন্মায় তবে রানীকে হত্যা করা হবে। রানী প্রাণরক্ষার জন্য সর্বকনিষ্ঠা কন্যাকে পুত্রের মত লালন পালন করে। বিবাহের সময় সে পুরুষবেশী কন্যা বনে গিয়ে এক পুরুষ দৈত্যের সঙ্গে আকার পরিবর্তন করে পুরুষ হয়ে যায়। এ কাহিনীটি সম্ভবতঃ মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব থেকে নেয়া হয়েছে। সেখানে শিখণ্ডী

১৯. সৈয়দ গজনফর আলী সম্পাদিত 'মসনবী গুলজার-ই-নাসীম'। উর্দু একাডেমী পাঞ্জাব, সম্পাদকের ভূমিকা।

২০. ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র জৈন—উর্দু কী নাসূরী দাস্তানী—১৯৫৪ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১৬১-১৬৪।

মেয়ে ছিল, কিন্তু তাকে পুরুষের ন্যায় লালন করা হয়। বিবাহের সময় সে এক অরণ্যে যায় এবং এক ঋষির সঙ্গে আকার পরিবর্তন করে।

বকাওলীর বিবাহের পর কাহিনীর দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ ইন্দ্রসভার বর্ণনা সম্পূর্ণ পাক-ভারতীয়। ইন্দ্রসভার উল্লেখ পাক-ভারতীয় প্রায় সব ভাষার সাহিত্যেই অল্পবিস্তর রয়েছে। গুলে বকাওলী কাহিনীটি যে পাক-ভারতের, এর স্বপক্ষে আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ রয়েছে। বকাওলী বার বছর সিংহলের এক মঠে পাথর হয়ে থাকার পর এক গৃহস্থের ঘরে জন্ম নেয়। এ ঘটনা থেকে মনে হয় কাহিনীকার পুনর্জন্মবাদেও বিশ্বাসী ছিলেন।

অবশ্য গুলে বকাওলীর কাহিনীতে পাক-ভারতীয় উপাদান ছাড়া কিছু কিছু বিদেশী উপাদানও পরিলক্ষিত হয়। তাজুল মুলুক তার ভাইদের আইয়ারা বেশ্যার কয়েদ থেকে মুক্তি দেয়, কিন্তু ভাইরা তার প্রতি সদ-ব্যবহার করে নি। এ কাহিনীটি 'আলেফ-লায়লা'র শাহযাদা খোদাদাদের কাহিনীর অনুরূপ। খোদাদাদের কাহিনীটি 'আলফারায বাদ-সিদ্দাত' এর ষষ্ঠ কাহিনী। দৈত্যের সাহায্যে মহল নির্মাণ আলিফ-লায়লার আলাদিন ও অন্যান্য গল্পে রয়েছে। তাজুল মুলক একটি চৌবাচচায় অবগাহন করে যাদুর বলে মেয়ে হয়ে যায়। সিন্দবাদের কাহিনী এবং আলিফ-লায়লার দ্বিতীয় পরিচেছদের কাহিনীগুলিতে ঝর্ণা বা কূপের পানির সাহায্যে আকার পরিবর্তনের কথা রয়েছে। পাখী ও শিকারীর কাহিনীতে হযরত সুলায়-মানের বিচারের কথা উল্লেখ আছে। এটিও কোন মুসলিম কাহিনী থেকে গৃহীত।

সুতরাং দেখা যাচেছ যে গুলে বকাওলী কাহিনীতে পাক-ভারতীয় ও বিদেশী উপাদানের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে।

## গুলে বকাওলী কাব্যে কবির কৃতিত্ব

ফারসী গুলে বকাওলী উপাখ্যান অবলম্বনে যে কয়জন কবি বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা করেছেন কবি নওয়াজীস খান তাঁদের মধ্যে প্রথম। শুধু সর্বপ্রথম বললে তাঁর পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না। তিনি এ কাহিনীর সার্থক রূপকার। অনুবাদ বলতে এ যুগে আমরা মূলের চরণানুগত অনুসরণ বুঝি। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে সে জাতীয় অনুবাদ ছিল না। আক্ষরিক অনুবাদ না করে প্রায় কবিই মূলের ছায়া মাত্র গ্রহণ করে

অনেকটা স্বাধীনভাবে রচনা করতেন। কবি নওয়াজীসের গুলে বকাওলী সে জাতীয় অনুবাদ। তিনি প্রয়োজনবোধে কাহিনীর স্থানবিশেষ সংক্ষিপ্ত বা পরিবর্ধিত করেছেন। এ কাব্যে কবির কাহিনী নির্মাণে নতুনত্ব বা বৈচিত্র্য নেই, কিন্তু বৈচিত্র্য আছে ভাবে। কবির স্বকীয়তা বিষয়বস্তুতে নয়, অভিনব পরিচর্যায় এবং পরিযোজনে।

গুলে বকাওলী কাব্যের বিভিন্ন অংশে কবির মানস ধর্মের সুস্পষ্ট পরিচয় বিধৃত হয়েছে। তিনি শুধু যে একজন সার্থক কবি ছিলেন তা নয়। ধর্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, যোগতত্ত্ব ও জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞানের প্রকাশ এ কাব্যের নানান জায়গায় ধরা পড়ে। সুফী কবিদের মত কাব্যের স্থানে স্থানে সৃষ্টি ও স্রষ্টার রহস্য কবি বর্ণনা করেছেন। স্রষ্টার রহস্যতত্ত্ব ব্যাখ্যায় কবির ধর্মজ্ঞান ও যুক্তিপ্রধান মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষ সৃষ্টির সেরা বা 'আশ্‌রাফুল মখলুকাত'—একথা নিম্নের চরণ কয়টিতে বর্ণিত হয়েছে :

'মনুষ্যকে জানিয় প্রভুর নাম জাত।
মহিমা প্রশংসাপুঞ্জ তা-সবের হাত॥
অন্য জীব তা-সবের সেবক জানিবা।
প্রভুর সেবক সেই নিশ্চয় মানিবা॥
প্রেমের উদ্ভব জান মনুষ্যের কুল।
এ লাগিয়া তা-সবের প্রশংসা বহুল॥

প্রভুর পরিচয় :

প্রভুকে না জানে কেহ কোথাতে নিবাস।
ব্যক্তরূপে না করএ গোপত প্রকাশ॥
সংসার দেখএ প্রভু না দেখে সংসারে।
কাম ভক্ষ্য তেজিয়া সংশয় নাশিবারে॥
গোপ্ত নিজ ছায়া দিছে মনুষ্য উপর।
শুদ্ধভাবে জ্যোতি দর্শন পায় ঘটান্তর॥

এবং কবির মতে শুদ্ধ ও সরল মনে স্রষ্টার ধ্যান ব্যতীত তাঁকে পাওয়া সম্ভব নয়—

সেই সে পুরুষ আদ্য আস্ত্র সিদ্ধিমান।
কার হস্তে না শিখিছে এ সকল জ্ঞান॥
নিজ বুদ্ধি বলে ত্রিজগত সৃজিয়াছে।
শাস্ত্র প্রকাশিয়া সকলের জ্ঞান দিছে॥

চিনিলে আপনা অঙ্গ চিনে নিরঞ্জন।
ভাব-সেতু মধ্যে পায় জ্যোতির দর্শন ॥

কবির মননশক্তি যে বিচিত্রগামী তার পরিচয় পাই হিন্দু-মুসলিম বিভিন্ন ধর্মীয় কাহিনীর প্রসঙ্গ অবতারণায়। উপমা রূপকে ইসলামী কিংবদন্তী ও কাহিনীর অনুষঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে :

ইয়াকুব নবীর যেমন ইছুপ কারণ।
অক্ষি শেষ করিলেক আশায় দর্শন ॥
আইউবে আপনা দুঃখ শরীরে সহিল।
তেন-মতে শাহা দুঃখ ভুঞ্জিতে লাগিল ॥

শুধু মুসলমান ধর্মের কোরান হাদিসখ্যাত কাহিনী নয়, হিন্দু পুরাণখ্যাত প্রসঙ্গও বাদ পড়েনি। কাব্য-ক্ষেত্রে এই অসাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য-বোধ সমসাময়িক হিন্দু-মুসলমান কবিদের অনেকের মধ্যেই অবর্তমান। বাংলা কাব্যের সেই যুগে তখনও মঙ্গল কাব্যের হাওয়া শেষ হয়নি। মঙ্গল কাব্যের দেব-দেবীদের সম্পর্কে কবি অবহিত ছিলেন তার পরিচয় পাই এই সমস্ত তুলনার মধ্যে :

কুগ্রহ হইলে যার শক্র হয় পিতা।
কুগ্রহে রাবণে হরে রামের বনিতা ॥
কুগ্রহে উপেন্দ্র দেবে নারী ভাগাইল।
শুভ পাই রতন-কলিকা পুনী আইল ॥

কবির জ্যোতিষ-শাস্ত্র-জ্ঞানের পরিচয় কাব্যের নানা জায়গায় বিধৃত হয়েছে। বকাওলীকে বিবাহের পর তাজুল মুলুকের স্বদেশযাত্রার প্রাক্কালে সুদীর্ঘ তিন পৃষ্ঠায় বাংলা দেশে প্রচলিত শুভাশুভ, বিধিনিষেধ ও শাস্ত্রীয় আচারের কথা বর্ণিত হয়েছে। এ অংশ সম্ভবতঃ কবির নিজস্ব। ফারসী গুল্-ই-বকাওলী মূলকাব্যে এ অংশ ছিল না। কারণ এ জাতীয় শাস্ত্রবাণী অন্য কোন বাংলা বকাওলী কাব্যে নেই। বিভিন্ন বিধিনিষেধ বর্ণনায় কবি বলেছেন :

পঞ্চমী দশমী অমাবস্যা পূর্ণিমাত।
শনিতে না কর কার্য তিথি সে পূর্ণিত ॥
এই পঞ্চ তিথি মধ্যে এমত বোলয়।
কৃষি বিদ্যা আরম্ভিলে ফল সিদ্ধি নয় ॥

বিবাহ করিলে ভার্যা বিধবা হইব।
যাত্রা কৈল্যে সেই গমে সিদ্ধি না হইব।।

এ জাতীয় বিধিনিষেধের মধ্যে পূর্ববঙ্গের মানুষের দৈনন্দিন জীবনে প্রচলিত লোকবিশ্বাসের উল্লেখ রয়েছে :

বৃদ্ধ শাহা আগে যাই করহ প্রণাম
আশীর্বাদে বিঘ্ন-নাশ পুরে মনস্কাম।

*　　　*　　　*

ডানে সর্প বামে শিবা যুবতী সোন্দর।
ধেনু বৎস পয়ঃ পিয় বৃষ গজ হয়।
পূর্ণ ঘট পুষ্পমালা পতাকা উড়য়।।
দক্ষিণে উজ্জ্বল বর্ণ রজত কাঞ্চন।
দ্বিজ নৃপ গণকাদি সম্মুখে শোভন।।
মদ্য মাংস দধি সুধা শুক ধান্য ঘৃত।
যাত্রাকালে এসব দেখিলে আনন্দিত।।

এ কাব্যের মাঝে মাঝে কবির নীতি-উপদেশ বা শাস্ত্রবাণী সুভাষণে বা এপিগ্রামে পরিণত হয়েছে। এ কাব্যের নীতি-বিষয়ক অংশগুলি কবির আদর্শবাদী মনেরই পরিচায়ক। গুলে বকাওলী কাব্যে ব্যবহৃত কবি নওয়াজীস খানের সুভাষণের কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে দেওয়া গেল :

ক্ষমার মাহাত্ম্য সম্পর্কে :

যেবা ক্ষমাশীল হৈব　　আদি অন্তে রক্ষা পাইব
অ-ক্ষেমার নষ্ট সর্বকাজ।

সুখ-দুঃখ সম্পর্কে :

ভালমন্দ আকাশের দুই মত রীত।
সতত কাহার নাহি সুখ অখণ্ডিত।
ক্ষেণে দুঃখ ক্ষেণে সুখ চরিত্র আকাশ।
পলটিলে শুভদিন বিঘ্ন হয় নাশ।।

প্রেম সম্পর্কে :

প্রেমের সমুদ্র জান অধিক অগাধ।
ডুবিলে মুকুতা ঘটে ভাসিলে প্রমাদ।।

একচিত্তে সাধিলে প্রভুর দেখা পায়।
একচিত্তে স্বামী নারী হরিষে গোঁয়ায়।।

জন্মভূমির মাহাত্ম্য সম্পর্কে :

উদ্ধার জানিবা নিজ জন্মভূমি দেশ।
স্বজাতির মাঝে গতি হরিষ বিশেষ।।

মানব-চরিত্র সম্পর্কে :

সংসার চরিত্র কিবা বুঝ আত্মপর।
ধনের তরাজু দিয়া তৌলয় আদর।

এবার নওয়াজীস খানের কাব্যের প্রকাশভঙ্গীর বিশ্লেষণে আসা যাক। ভাবসমৃদ্ধ সূক্ষ্ম উপমারূপক ব্যবহারে নওয়াজীস খান কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। যেখানে অনেক কথা বলার দরকার সেখানে একটি মাত্র সম্পন্ন উপমার সাহায্যে কবি দীর্ঘ বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত ও সংহত আকার দান করেছেন। এ কাব্যে ব্যবহৃত অধিকাংশ উপমা, রূপক ও উৎপ্রেক্ষা বেশ স্বচ্ছন্দ। যেমন :

(ক) বুদ্ধির সমুদ্রে ডুবাইয়া নিজ মন।
মুক্তির মুকুতা এক তুলিল তখন।

(খ) কটিতে কর্কশে পুষ্প বান্ধিল তখন।।
দরিদ্রে পাইলে ধন বান্ধয় যেমন।।

(গ) যে ভয় দর্শাও মোকে তা নড়েম হৃদয়।
কোথাতে অম্বার করে আনলের ভয়।।

(ঘ) বুদ্ধিতে না পায় ঠাঁই কপট সমুদ্র।
সর্বধন নিজ প্রাণ উবয় বহিত্র।।
অন্যজনে এ সকল না শুনে যেমতে।
বচন মাণিক্য কুঞ্জি দিনু তোমা হাতে।।

(ঙ) অমল বসন অঙ্গে আইল কুমার।
পবনে পাইল লজ্জা চলনে তাহার।।

(চ) দেখ এ স্বরূপ কৈন্যা নিকটে বসিছে।
যেহেন পুষ্পের পুঞ্জ যতনে রাখিছে।।

(ছ) প্রেমানল উগ্র হইল অদর্শন ফলে।
নিভাইতে চাহি অগ্নি দর্শনের জলে।।

(ঙ) অর্ক সঙ্গে পদ্ম যেন প্রেম বাড়াইল।
নিদাঘ সময়ে যেন সমূলে নাশিল॥
বসন্ত ঘটাও পদ্ম হোক উৎপন্ন।
বিকাশ কারণে কর জল বরিষণ॥

(ঝ) মোর নামে মন্ত্র জপে সেই কোন জন।
লজ্জা সীমা প্রেম শিনায় করিল যতন॥

(ঞ) বত্রিশ দশন জ্যোতি বিদ্যুৎ লহর
অনাগুতে মুক্তা যেন গুম্ফিছে দোসর

(চ) দেখ এ স্বরূপ কৈন্যা নিকটে বসিছে
যেহেন পুষ্পের পুঞ্জ যতনে রাখিছে।

শুধু উপমারূপকে নয়, সওয়াসীগ খানের শিল্পকৃতির আরও পরিচয় পাওয়া যায় শব্দের ধ্বনিব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে। ব্যঞ্জনবর্ণের আত্যন্তিক বিন্যাসে ক্ষেত্রবিশেষে আশ্চর্য স্বর ঝংকারের সৃষ্টি হয়েছে। ভারতচন্দ্র ও আলাওল ছাড়া অন্ত্য-মধ্য যুগের অন্য কবিদের মধ্যে যমক বা অনুপ্রাস সৃষ্টিতে এতটা শিল্পকুশলতা লক্ষ্য করা যায় না। দুই-একটি চরণ উদ্ধৃত না করলে বক্তব্য স্পষ্ট হয় না:

(ক) সপুষ্পিত সমাহিতে করিল সাজন।
শুভ দিনে শুভক্ষণে করিতে গমন॥

(খ) গোলাব ঝরণ সব করিল পুষ্পিত।
সপুষ্পিত উদ্যানেতে সুগন্ধি ব্যাপিত॥

কোথাও আবার একই শব্দের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগে চরণের গতি আশ্চর্য দ্যুতি পেয়েছে:

ত্রিজগ মালিক প্রভু সঙ্গী কেহ নাই প্রভু
যাকে চাহে সমর্পে সংসার।
যাকে চাহে দেশ হরে যাকে চাহে নষ্ট করে
যাকে চাহে মহিমা অপার॥
দিনহস্তে সুরজনী, রাত্রি হস্তে অহমনি
মৃতহস্তে জীবন সঞ্চারে॥

কাব্য-রচনার এই বিশেষ পদ্ধতিতে কবির ভাব-বৈচিত্র্য ও রসসৃষ্টির বিস্ময়কর অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে। বাঙালীর সহজ সংস্কারবোধের

উপর নায়ক তাজুল মুলকের চরিত্র গড়ে উঠেছে। বাঙালী স্ত্রী-চরিত্রের আদর্শমুখীনতা এ কাব্যের নারী চরিত্রগুলিকে প্রভাবিত করেছে। নিঃসন্তান হেমালা দৈত্য হলেও তার পালিতা কন্যা গ্রহণ ও পরী-মাতার আচরণ বাঙালী নারী সুলভ। কন্যা বিদায়ের প্রাক্কালে বকাওলীর মায়ের বিলাপে স্নেহ-কাতর বাঙালী নারীরই চিরন্তণ রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়।

তবে রাণী জমিলা খাতুন গুণবতী।
সজল নয়ানে কহে জামাতার প্রতি॥
আজু মোর ঘট হন্তে প্রাণ নিঃসরিব।
শূন্য ঘট বিনু প্রাণে কেমতে রহিব॥
হরিস কুসুম যথা ফুটিছে সুরঙ্গে।
নিদাঘ পবন কভু না লাগিছে অঙ্গে॥

পরীকন্যার বিবাহের আয়োজন ও অনুষ্ঠান বাঙালী মুসলমান সমাজের মতই:

তবে নৃপে আজ্ঞা দিল মওলার প্রতি।
নিকা পরাইতে কন্যা কুমার সঙ্গতি॥
আজ্ঞা পাই মওলানায় নিকাহা পড়াইল।
শাদী মোবারক বলি সকলে ফুঁকিল॥

এ কাব্যের কাহিনী পরী-দৈত্যের হলেও পরিবেশ-রচনায় এবং চরিত্র নির্মাণে কবি বাঙালীত্বকে বিসর্জন দিতে পারেন নি। তাই এই গুলে বকাওলী উপাখ্যানে শুধু কাব্যস্বাদ নয়, আঠারো শতকের বাঙালী মুসলিম সমাজের কিছু কিছু খণ্ড চিত্রও পাঠকের মানসচক্ষে ভেসে উঠে। সময় এবং যুগের ব্যবধান সত্ত্বেও এ যুগের পাঠক মধ্যযুগের মানুষের উষ্ণ সান্নিধ্য অনুভব করে।

নানা গুণ থাকা সত্ত্বেও বহু প্রাচীন এবং মধ্যযুগের কবির মত কবি নওয়াজীসের কাব্য আধুনিক পাঠকের কাছে পূর্ণ সমাদর পাওয়ার প্রত্যাশা রাখে না। নিতান্ত উপায়হীন না হলে কেবল মাত্র কাব্য রসাস্বাদনের জন্য এ যুগের কোন পাঠক কবির দ্বারস্থ হবেন না। এর প্রধান কারণ যুগ-বিভেদ। যুগে যুগে সাহিত্যের কাঠামোর পরিবর্তন ঘটে। মানুষের আবেগ ও চিন্তার ধারা সব যুগে একই রকম থাকে না। কাব্যপাঠকেরও রুচি বদলায়। পরিবর্তনের এই ধর্ম ছাড়াও সাহিত্যের একটি শাশ্বত রূপ আছে—যুগ ও রুচির ব্যবধান যাকে আচ্ছন্ন করতে পারে না; এটিই

সাহিত্যের আদি ও অকৃত্রিম রূপ। এই রূপের সূত্রেই হাফেজ-রুমী সেক্সপীয়র-কালিদাস-রবীন্দ্রনাথ-নজরুল একসূত্রে গ্রথিত। সুন্দরের আরাধনা সকল জাতির সকল যুগের কবিই করে গেছেন—তফাৎ শুধু প্রকাশভঙ্গীর।

নওয়াজীস খানের কাব্যের কয়েকটি ত্রুটির কথা না বললে রচনা পূর্ণাঙ্গ হয় না। প্রথমতঃ, কবির মন্তব্য বা নিজস্ব বক্তব্যের বাহুল্য। কাব্যের কোন কোন জায়গায় জীবন, জগৎ এবং জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কে কবির নিজস্ব বক্তব্য বক্তৃতার আকারে বর্ণিত হয়ে কাহিনীর গতিকে শ্লথ ও মন্থর করে দিয়েছে। রূপকথা আশ্রিত এ জাতীয় অলৌকিক উপাখ্যানে কাহিনীই কাব্যের প্রধান আকর্ষণ। বক্তব্যের মাঝে মাঝে কবির মন্তব্য কাহিনীকে একঘেঁয়ে ও বৈচিত্র্যহীন করে তুলছে। উদাহরণ স্বরূপ কাব্যের শেষ অংশে রুহ্ আফজার মন্ত্র দিয়ে বাহ্‌রামকে শুক পাখী বানানোর পর অযথা মন্ত্রের মাহাত্ম্য বর্ণনা পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটায়।:

শুদ্ধমন্ত্র হইলে সর্বত্রে হয় কার্য।
শুদ্ধ পাত্র হইলে রাজা রাখে নিজ রাজ্য
মন্ত্র এক পরতেক পাপ নভ্য হয়॥
গুরু মুখে মন্ত্র লক্ষ্যে ঈশ্বর দেখয়।
মন্ত্রে স্বর্গ মন্ত্রে নর্ক মন্ত্রে কার্য সার।
জানিয় এ তিন মন্ত্র সংসার মাঝার।।
হেন মন্ত্র শুদ্ধি করি গন্ধর্ব হইয়া।
রাখিলেক পাত্র শুক পিঞ্জরে টাঙ্গিয়া।।

রুহ আফ্‌জার মন্ত্র বলে বাহ্‌রামের কি রূপান্তর ঘটলো সেকথা জানার জন্য যখন পাঠকের মন কৌতূহলে উদ্দীপ্ত তখন মন্ত্রের মাহাত্ম্য বর্ননা ক্লান্তিকর ও পীড়াদায়ক। নওয়াজীস খানের বকাওলী কাব্যের এ ধরনের আর একটি ত্রুটি কাহিনীর পুনরুক্তি। একই কথার এবং কাহিনীর পুনরুক্তি কাব্যে বিষয়বস্তুর মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ করেছে। উদাহরণ স্বরূপ নারীর পুরুষে রূপান্তরিত হওয়ার অংশটির কথা উল্লেখ করা যায়। সম্ভবতঃ কাহিনীর এ জাতীয় পুনরুক্তি মূল কাব্যেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। মূল কাব্যে থাকলেও কবি নওয়াজীসের কাব্যের বিভিন্ন স্থানে কিছু ঘটনার সংযোজন এবং পরিবর্জন রয়েছে; এ জাতীয় অংশের পরিবর্জনও কবির হাতে ছিল। কাহিনীর পুনরুক্তি কবি ইচ্ছা করলেই বর্জন করতে পারতেন।

এ কাব্যে কিছু অপ্রচলিত ও নূতন শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় ; যেমন চিত্রকারী (চিত্রাঙ্কন অর্থে) উপকান্ত (নাগর) খেলিগর (খেলোয়াড়) ভাবানল (প্রেমানল) উর্ধ্ব হেঁট (উচুঁ নীচু) বন্দিয়ান (বন্দী) বালেম্ব (প্রেমাস্পদ) অকুমারী (অবিবাহিত) আরতি (আকাঙক্ষা) মন-ঘোর (স্মৃতি-বিভ্রম) চিকিৎসা (চেষ্টা) বিবচন ইত্যাদি। কিছু কিছু আঞ্চলিক শব্দের প্রয়োগ দোভাষী পুথি সাহিত্যের ভাষার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যেমন— মিলাইতে, মলে, (তবে কন্যা হস্তে মলে যোগল লোচনে) লগে (সঙ্গে অর্থে)। এগুলো অবশ্য লিপিকরের ত্রুটিও হতে পারে। বাক্যে ব্যবহৃত ক্রিয়া বিশেষণের প্রয়োগও মাঝে মাঝে সুপ্রযুক্ত হয়নি। যেমন:

বিক্রিমু, প্রকাশিব, চিকিৎসিমু ইত্যাদি।

কবি নওয়াজীসের কাব্য-মূল্যের কথা ছেড়ে দিলেও অন্য কারণে তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয়। তাঁর কবি-গুরুত্ব ঠিক তাঁর কাব্যের রসোৎকর্ষের উপর নির্ভরশীল নয় ; অন্যান্য কবিদের সহিত তুলনামূলক বিচারে তিনি হয়ত প্রথম শ্রেণীর কবি নন, কিন্তু যে জন্য বাংলা সাহিত্যে তাঁর গুরুত্ব তা রোমান্টিক কাহিনী-কাব্যের ধারা রচনার জন্য। মধ্যযুগের মুসলমান কবিরা সর্বপ্রথম রোমান্টিক আখ্যান রচনার দ্বারা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের একটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ সৃষ্টি করেন। কবি নওয়াজীস খান সে ধারারই একজন বিশিষ্ট সাধক। ফারসী কাব্যের বিষয়বস্তুকে তিনি বাঙালী পাঠক-মানসের উপযোগী করে কেবলমাত্র বাঙালীকে অর্পণ করে গেছেন। এখানেই তার কবি-প্রতিভা সার্থক।

## গুলে বকাওলীর অন্যান্য রচয়িতা

বাঙলা ভাষায় গুলে বকাওলী কাহিনীর প্রথম রচয়িতা কবি নওয়াজীস খান। তার পরে এ কাহিনী অবলম্বনে গদ্যে ও পদ্যে আরও অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এ পর্যন্ত যে কয়জন গুলে বকাওলী কাহিনী রচয়িতার সন্ধান পাওয়া গেছে তাদের পরিচয় নিম্নরূপ:

১। গুলে বকাওলী—(কাব্য) নওয়াজীস খান অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ।

২। তাজুল বকাবলি—(কাব্য) মুহম্মদ মুকীম অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ।

৩। গুলে বকাওলী—(কাব্য) মুহম্মদ আলী।
৪। গোলে বকাওলী ও তাজল মুলুকের পুথি—মুন্সী এরাদত আলী বা এরাদত উল্লাহ্।
৫। গোলে বকাওলি—কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (বা বন্দ্যোপাধ্যায়)।
৬। গোলে বকাওলি—(কাব্য) উমাচরণ মিত্র ও প্রাণকৃষ্ণ মিত্র।
৭। গোলে বকাওলী—(গদ্য) বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়।
৮। গোলে বকাওলী (?)—মানিক মিয়া ওরফে আবদুশ শুকুর।
৯। গুলে বাকওলী (গদ্য)—সৈয়দ আবদুল মান্নান।
১০। গোলে বকাওলী—নাট্যরূপ—কুঞ্জবিহারী বসু।

এবার নওয়াজীস খাঁ ছাড়া অন্যান্য রচয়িতার রচনা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

মুহম্মদ মুকীমের কাব্যের নাম 'তাজল বকায়লি'। তাজল বকায়লির একটি পুথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ক্রমিক সংখ্যা ৯৭, পুথি ৪১৭) এবং আর একটি বাংলা একাডেমীতে (ক্রমিক সংখ্যা ৭২। মুকিম ১) সংরক্ষিত আছে। বাংলা একাডেমীর পুথিটি সম্পূর্ণ, লিপিকাল ১২১৭ মঘী অর্থাৎ ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দ। পুথির মালিকের নাম মুহম্মদ ওয়ালী।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত পুথিটি প্রথমপত্রহীন। ১২১৮ মঘী বা ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে লিপিকৃত। লিপিকরের নাম নিম্নরূপ। 'লেখিতং শ্রী মাংওয়ালী সন ১২১৮ মঘী। মালিক মুহম্মদ ওয়ালী পীং রমজান আলী সাং পাইন্দং।' উভয় পুথিরই লিপিকর ও মালিক একই ব্যক্তি। পুথি দুইটির শেষাংশে রয়েছে—

শ্রী লএক মোহাম্মদ মুকীম রচিত।
সাঙ্গ গ্রন্থ তাজুল বকায়লি বাক্যান্বিত।
এবে কহি শক নাম নিবন্ধেক ভও।
অঙ্কস্থিত করিয়া বুঝিবা খণ্ড খণ্ড।

দুঃখের বিষয় লিপিকর রচনাকাল-জ্ঞাপক পরবর্তী অংশটুকু আর লেখেননি। অন্য কোন লিপিকরের লেখা পূর্ণাঙ্গ পুথি পেলে হয়ত সে পরিবর্জিত অংশটুকু পাওয়া যেতে পারে। আপাততঃ মুকীমের কাব্যের আত্মপরিচয় অংশের সাহায্যে তাঁর রচনাকাল অনুমান করা যায়। আত্মপরিচয় অংশে ইংরেজ নৃপতির কথা কয়েক জায়গায় বলা হয়েছে। যেমন:

১। ইংরেজ নৃপতি সে যে ফিরিঙ্গির জাত।
ইছবি ছুহান নিতা পাদরী সাক্ষাৎ।।

২। চিরদিন ইংরেজ এথা মহীপাল
ভালে ভাল মন্দে মন্দ তস্করের কাল।।

ড: আহ্মদ শরীফ সম্পাদিত পুথি-পরিচিতিতে উল্লিখিত হয়েছে যে কবি ১৭৭০—১৮০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে এই পুথি রচনা করেন।[২১] ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের মতে এ কাব্যটি ১৭৬০ থেকে ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে রচিত।[২২] মুহম্মদ মুকীম তাঁর অপর গ্রন্থ 'কাএদুল মুকতদি' অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে রচনা করেন। মুহম্মদ মুকীম তাঁর তাজুল বকায়লি কাব্যে সুদীর্ঘ আত্মবিবরণী লিপিবদ্ধ করেছেন। তাতে জানা যায় যে কবি চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার নোয়াপাড়া গ্রাম নিবাসী ছিলেন।

মুকীম ও নওয়াজীস খানের গুলে বকাওলী কাব্যের উৎস এক। উভয় কাব্যের মধ্যে কাহিনীগত বিশেষ কোন পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয় না। তবে নওয়াজীস খাঁর প্রাপ্ত পুথিগুলিতে রূহ আফ্জা ও বাহ্রামের বিবাহের পরবর্তী কোন ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু মুকীমের কাব্যের শেষাংশে তাজুল মুলুকের পুত্র সন্তান লাভ ও বকাওলীর মৃত্যুর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তার কাব্যের বিশেষ উল্লেখযোগ্য অংশ বন্দনা খণ্ড। এ অংশে খোদা, রসুল ও আসহাবগণের বন্দনা ছাড়া চারি পীর, দ্বাদশ ইমাম ও চতুর্দশ সুফী-খান্দানের বন্দনাও আছে। শুধু বন্দনা অংশেই নয়, কাব্যের সর্বত্র কবির পাণ্ডিত্যের ছাপ সুস্পষ্ট।

মুহম্মদ আলীর রচিত গুলে বকাওলী একটি নবাবিষ্কৃত পুথি। বাঙলা একাডেমীতে সংরক্ষিত এ পুথিটির কথা ইতিপূর্বে কোথাও উল্লিখিত হয়নি। প্রকাশ, বাঙলা একাডেমীর নিয়োজিত সংগ্রাহক আবদুস সাত্তার চৌধুরী চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানাস্থ কাঠগড় গ্রাম থেকে এ পুথিটি সংগ্রহ করেছেন। পুথিখানির মাত্র পাঁচটি পত্র (২১৬, ২১৮, ২২৩, ২২৭ ও ২২৮ পত্রাঙ্ক) সংগৃহীত হয়েছে। এ পাতা কয়টি কাব্যের শেষাংশ। সম্ভবতঃ মূল পুথিটির পৃষ্ঠা সংখ্যা 'আড়াইশ' ছিল। লিপিকাল নেই, তবে লিপি প্রায় দেড়শ' বছরের পুরোণো বলে মনে হয়। কাব্যটির ভাষা বেশ প্রাচীন। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি শব্দের উল্লেখ করা যায়। যেমন ভাব

২১. ডক্টর আহমদ শরীফ—পুথি-পরিচিতি—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা ৯৫।
২২. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক—মুসলিম বাংলা সাহিত্য, ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১৪১।

(প্রেম অর্থে) সভানের (সকলের) স্থানে (প্রতি বা কাছে) সঙ্গতি (সঙ্গে) নিদ্রাগতে (ঘুমন্ত) ইত্যাদি। ভণিতা ২২৮ পাতার সর্বশেষ চরণে পাওয়া গেছে :

কনক বসন গাএ পরাইল।
যেন পূর্ণ শশী উদিত হইল॥
বিবিধ প্রকারে করিলা সাজন।
মাং আলি ভনে ... ... ... ...

এ ছাড়া পুথির প্রাপ্ত পৃষ্ঠা কয়টিতে কবির আর কোন ভণিতা বা পরিচিতি নেই। ভাষা ও লিপির প্রাচীনতা দেখে অনুমান করা যায় যে কাব্যটি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে রচিত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুহম্মদ আলী নামে এক কবি চট্টগ্রামে বর্তমান ছিলেন।[২৩] তিনি মুকীমের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁর কাব্যে কবি মুকীমের নামের উল্লেখ রয়েছে। তিনি 'হায়রতুল ফেকা' 'শাহা পরী মল্লিকজাদা' ও 'হাসনবানু' প্রভৃতি কাব্য রচনা করেন। সম্ভবতঃ আমাদের আলোচ্য গুলে বকাওলী কাব্যের রচয়িতা এ মুহম্মদ আলীই।

মুহম্মদ আলীর গুলে বকাওলী কাব্যের যে কয়েকটি পৃষ্ঠা পাওয়া যায় তাতে রুহ্ আফজা ও বাহ্রামের অনুরাগ ও বিবাহ প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। মুকীম ও নওয়াজীস খানের কাব্যের সঙ্গে এ কাব্যের কাহিনীগত সাদৃশ্য থাকলেও বিভিন্ন প্রসঙ্গ বর্ণনায় কবি কিছুটা স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়।

মুহম্মদ মুকীম ও নওয়াজীস খানের কাব্যে রুহ্ আফ্জা তার প্রেমাস্পদ বাহ্রামকে দিনের বেলায় মন্ত্রবলে শুক পাখী করে রাখে এবং রাত্রে বাহ্রাম আবার পূর্বরূপ প্রাপ্ত হয়ে রুহ্ আফ্জার সঙ্গসুখ লাভ করে। মুহম্মদ আলীর কাব্যে বাহ্রামকে শুক পাখীতে পরিবর্তনের কথা নেই। সেখানে রুহ্ আফ্জা প্রথমে বাহ্রামকে কিছুদিন তাবিজে ভরে রাখে এবং পরে বাহ্রামের গলায় একটি তাবিজ বেঁধে দেয়। তাবিজের গুণে বাহরাম দিনে কুমারীতে রূপান্তরিত হয় আর রাত্রে স্বরূপ প্রাপ্ত হয়ে কুমারীর

---

২৩. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক—মুসলিম বাংলা সাহিত্য, ১ম সংস্করণ। পৃষ্ঠা ২৮৮।

সঙ্গে মিলিত হয়। প্রসঙ্গত: তিন জনের কাব্যেরই এই অংশটুকু উদ্ধৃত করা গেল :

১। এথেক ভাবিয়া মনে তাবিজ বানাইল।
তাবিজে ভরিয়া কুমার গলেতে বান্ধিল ।।
নিশিথে নিকালি কুমার কেলি রস করি।
দিবসেত রাখে কুমার তাবিজেত ভরি ।।
এইরূপে কথদিন কুমার রাখিল।
আর দিন কুমারীএ চিন্তিতে লাগিল ।।
বোলে এই তাবিজ দেখে সখিগণ।
কি উত্তর দিমু আমি পুছিলে বচন ।।
এ বলিয়া কুমারীএ তাবিজ লেখিয়া।
কুমারের গলে তাবিজ দিলেক বান্ধিয়া ।।
সেই গুণে কুমার এক কুমারী যে হইল ।।
সুবর্ণের পিঞ্জরা ভরি টাঙ্গিয়া রাখিল।।

—মুহাম্মদ আলী

২। তবে কন্যা ভাবে মনে বুদ্ধি বিমর্ষিয়া।
তিলিসমাত মন্ত্র এক পত্রেত লিখিয়া ।।
লেপটিয়া পাত্র গলে বান্ধিল তখন
শুক বর্ণ হইল পাত্র মন্ত্রের কারণ ।।
হেনমত শুদ্ধি করি গন্ধর্ব হইয়া।
রাখিলেক পাত্রশুক পিঞ্জরে টাঙ্গিয়া ।।
দিবসে মন্ত্রভাবে শুক বর্ণ হয়।
রাত্রেত মনুষ্য হই হরিষে ভুঞ্জয় ।।

—নওয়াজীস খান

৩। মহাগুণী পরী এক কবজ লিখিল।
বহরাম গলে দিয়া শুক বানাইল ।।
সুবর্ণ পিঁজরার মাঝে সে শুক রহএ।
কখন কখন আনি হৃদতে রাখএ ।।
এই মতে দিবা মধ্যে বানাইয়া শুক ।
রাত্রি হৈলে নানা কেলি ভুঞ্জএ কৌতুক ।।

—মুহম্মদ মুকীম

মুকীম ও নওয়াজীসের কাব্যে পরবর্তী ঘটনা—রুহ্ আফজার পিতা মজাফ্ফর শাহ্ কন্যার এ অপকীর্তির কথা জানতে পেরে ক্রোধে বাহ্‌রামকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করবার আদেশ দেন। কিন্তু মুহম্মদ আলীর কাব্যে কন্যার এ দুষ্কৃতি প্রথমে রানীরই নজরে পড়ে, রাজা মজাফ্‌ফর শাহের নয় এবং বাহ্‌রামের শাস্তির ব্যবস্থা রানী নিজেই করেন।

মুন্সী এরাদত আলী বা এরাদত উল্লাহর গ্রন্থটির নাম গোলে বকাওলী বা তাজল মুলুকের কেচ্ছা। কবির নিবাস মীর্জাপুরে এবং তাঁর পিতা বছিরুদ্দিনের নিবাস ছিল ঢাকা জেলায়।

এরাদত আলীর গুলে বকাওলীর যে কয়েকটি সংস্করণ বর্তমানে বাজারে পাওয়া যায় তাতে কোন রচনার সমাপ্তিকাল নেই। ডক্টর সুকুমার সেনের মতে গ্রন্থটির রচনা সমাপ্তিকাল ১২৪৬ সাল বা ১৮৩৯-১৮৪০ খ্রিস্টাব্দ[২৪]। তিনি সম্ভবতঃ এ রচনাসমাপ্তিকালটি গুলে বকাওলীর প্রাচীন কোন সংস্করণে পেয়ে থাকবেন। তিনি আরও অনুমান করেন যে এ কাব্যটির প্রথম সংস্করণ ১২৬৮ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। কবি এরাদত আলী 'হিন্দী ভাঙ্গি বঙ্গ ভাষায়' বকাওলী কাব্যখানি রচনা করেন। হিন্দীতে এ কাহিনীর কোন রচনার সন্ধান পাওয়া যায়নি। ডক্টর আবু মুহম্মদ হাবিবুল্লাহ্ অনুমান করেন এরাদত আলী দয়াশঙ্কর নাসীমের 'গুলজারে নাসীম' নামক উর্দু কাব্য অবলম্বনে তাঁর কাব্য রচনা করেন[২৫]। এরাদত আলীর গোলে বকাওলী কাব্যটির কাহিনী মুকীম ও নওয়াজীস খাঁর কাব্যের অনুরূপ। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে ঘটনার দীর্ঘ বর্ণনা পরিহার করে কাহিনীকে তিনি সংক্ষেপ করার চেষ্টা করেছেন।

উমাচরণ মিত্র ও প্রাণকৃষ্ণ মিত্র রচিত কাব্যগ্রন্থের নাম গোলে বকাঅলি বা গোলে বকাঅলির ইতিহাস। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের নামপৃষ্ঠা নিম্নরূপ :

> পারস্য বকাঅলি গ্রন্থ বঙ্গ-ভাষায় পয়ারাদি নানাছন্দে শ্রীযুক্ত উমাচরণ মিত্র তথা শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ মিত্র কর্তৃক বিরচিত হইয়া ইদানীং শ্রী

---

২৪. সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস। ১ম খণ্ড অপরার্ধ পৃষ্ঠা ৫৩৪।

২৫. আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ্—বাংলা সাহিত্যে উপাখ্যান : গুলে বকাওলী, সাহিত্য পত্রিকা, শীত ১৩৬৪, পৃষ্ঠা ৭।

কৃষ্ণচন্দ্র কর্মকারের অনুমত্যানুসারে শ্রীরামপুর মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল। সন ১২৪৯ সাল, ইং ১৮৪৩ সাল[২৬]।

গ্রন্থটি দেখার সৌভাগ্য হয়নি বলে এখানে আলোচনা করা সম্ভব হল না। কেদার নাথ গঙ্গোপাধ্যায় (বা বন্দ্যোপাধ্যায়) রচিত গোলে বকাঅলি নামক একটি গ্রন্থ কলকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে[২৭]। গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১২৯৫ সাল এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭২। পরিষদ গ্রন্থাগারের পুস্তক তালিকায় ১১৩ পৃষ্ঠায় লেখকের পদবী লেখা হয়েছে গঙ্গোপাধ্যায় এবং ১০২ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থটি নাট্যগ্রন্থ।

বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় রচিত গুলে বকাওলি গ্রন্থটি গদ্য গ্রন্থ। নাম পৃষ্ঠায় লেখা 'বিশুদ্ধ বাঙ্গালা গোলে বকাওলী বঙ্গানুবাদ পারস্য ভাষার উপন্যাস।' গ্রন্থটি সম্ভবত: ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। তেইশ বৎসর পরে ১৩৩৪ সালে প্রবীণ সাহিত্যিক মুন্সী রেয়াজউদ্দীন আহ্‌মদ কর্তৃক সংশোধিত ও প্রকাশিত হয়। ভূমিকায় সম্পাদক রেয়াজুদ্দীন আহমদ বলেছেন :

> যতদূর সম্ভব আমি এই গদ্যে লিখিত গোলে বকাওলী পুস্তকখানির জটিল ও কঠিন ভাষাটা সরল ও প্রাঞ্জল করিতে বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছি। পুস্তকে মোসলমানী ভাব যতদূর পারিয়াছি, সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। হিন্দু লেখক পুস্তকখানিতে বহু কঠিন শব্দ ও সুদীর্ঘ সমাসযুক্ত পদ ব্যবহার করিয়াছেন।

বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় উপন্যাসাকারে গুলে বকাওলীর কাহিনী বিবৃত করেছেন। গুলে বকাওলীর কাহিনীর অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় তাঁর কাহিনী অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত। তিনি তাজুল মুলুকের অমাত্যপ্রধান বাহ্‌রামের সঙ্গে বকাওলীর সখী রুহ্‌ আফ্‌জার প্রণয় ও বিবাহের কাহিনী বর্জন করেছেন। অন্যান্য লেখকের কাহিনীতে ইন্দ্ররাজার অভিশাপে বকাওলী বার বৎসর প্রস্তরীভূত হয়ে থাকার পর এক কৃষকের ঘরে পুনর্জন্ম হয়। কিন্তু বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থে পুনর্জন্মের কাহিনী নেই; বকাওলী বার বৎসর পাথর হয়ে থাকার পর পিতৃগৃহে ফিরে যায়।

২৬. সুকুমার সেন—ইসলামী বাঙ্গালা সাহিত্য, ১৩৫৮, পৃষ্ঠা ১৩৪।

২৭. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার পুস্তক তালিকা, প্রথম খণ্ড: বাংলা পুস্তক, পৌষ ১৩৪৮, পৃষ্ঠা ১০২ ও ১১৩।

মানিক মিয়া ওরফে আবদুল শুকুর রচিত গোলে বকাওলী নামক এক গ্রন্থের কথা সুকুমার সেন বলেছেন কিন্তু গ্রন্থটির রচনাকাল বা অন্য কোন পরিচিতি উল্লেখ করেন নি[২৮]।

সৈয়দ আবদুল মান্নানের 'গুলে বকাওলী' গ্রন্থটি ১৯৪৯ সনে প্রকাশিত হয়।

## মুকীম ও নওয়াজীস খান

কবি নওয়াজীস এবং মুহম্মদ মুকীম উভয়েই গুলে বকাওলী কাহিনী অবলম্বনে কাব্য রচনা করেন। মুহম্মদ মুকীমও চট্টগ্রামের কবি এবং যথার্থ বিচারে তাঁর সময়কাল আঠারো শতকের শেষার্ধ। কাব্যের পাত্র-পাত্রীর নাম এবং বিষয়বস্তু এক হলেও কাহিনী পরিচর্যায় উভয়ের রীতি স্বতন্ত্র। উভয়ে সম্ভবতঃ একই কবির কাব্যকে মূল রচনা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাই কাব্যের মধ্যে প্রচুর রচনাগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন, বকাওলীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পর তাজুল কুমারের স্বগতোক্তি:

প্রাণ আদি শক্তি মতি রাখি তোমা সঙ্গে।
মৃত্যুবৎ চলি যাই নিজ শূন্য অঙ্গে।।

—নওয়াজীস খান

তে-কারণে তোমা স্থলে রাখি নিজ প্রাণ।
শূন্য দেহ পুষ্প লই যাই নিজ স্থান।।

—মুহম্মদ মুকীম

একই বিষয়বস্তুকে নির্ভর করলেও প্রকাশভঙ্গী এবং চরিত্র পরিকল্পনায় উভয়ের স্বাতন্ত্র্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। প্রথমে উভয় কবির রচনার ভাবগত বৈসাদৃশ্য সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

মুকীম বাংলা কাব্যের মজ্জাগত লিরিসিজম বা গীতিময়তাকে কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। কিন্তু নওয়াজীস খান কাহিনী বর্ণনায় অনেক সংযত। বর্ণনার বাহুল্য কম বলেই নওয়াজীসের কাব্য চিত্রপ্রধান। মুকীমের কাব্যের গীতিপ্রাবল্য প্রায়ই কাহিনীর বাঁধনকে শিথিল করে তুলেছে। পরী-দেও সম্বলিত এ জাতীয় রোমান্স আখ্যানে কাহিনীই হ'ল কাব্যের প্রাণ। মুকীমের কাব্যের মত করুণরসের একটানা প্রসার নওয়াজীস খানে নেই। এ কারণে নওয়াজীসের কাব্যের কাহিনীর বাঁধন অনেক বেশী দৃঢ়।

---

২৮. সুকুমার সেন—ইসলামী বাংলা সাহিত্য, ১৩৫৮; ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৬৩৪।

মুকীমের কাব্যে মননহীন আবেগ ও শিথিল বর্ণনা কাব্যের রস গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা জন্মায়। উদাহরণ স্বরূপ তাজুল মুলুকের বিদেশ যাত্রাকালে মাতার তিন-চার পৃষ্ঠব্যাপী সুদীর্ঘ আক্ষেপ এবং বকাওলীর প্রেমলিপির কথা বলা যায়। নওয়াজীসের কাব্যে মায়ের আক্ষেপের সুদীর্ঘ বিলাপ-গীতির ঐ অংশটি নেই ; কেবল বকাওলীর প্রেমলিপিখানি রয়েছে। বাগানবাড়ী নির্মাণের পর বকাওলী তাজুল মুলুকের সন্ধান পেয়ে হুমনরু পরীকে দিয়ে তাজুল কুমারকে এ পত্র পাঠায়। প্রেমবার্তাখানি বকাওলীর বিরহ-জ্ঞাপক। বিরহ বর্ণনার এ অংশটিতেও নওয়াজীস খানের বাক-সংযম প্রকাশ পেয়েছে। প্রথমে নওয়াজীস খানের পত্রের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা গেল :

তোমার রূপের সূর্য পূজিবারে আশ।
আঁখিজলে পদ্ম মুই হইতে বিকাশ।।
সুমতি বসন্ত ত্যাজি নিদাঘ আকুল।
বিছায় হরিষ শয্যা কাঁটা সমতুল।।
তোমা ভাবে প্রাণ মোর খণ্ড হইয়া যায়।
এক খণ্ডে সহস্রেক খণ্ড কি উপায়।।
পূর্ণিত সমুদ্র তুমি মোর তৃষ্ণা অতি।
বিন্দু জল তৃষ্ণা মুখে দেও শীঘ্রগতি।।
কিবা প্রেম বাড়াইনু চন্দ্রিমা সহিতে।
চকোরিণী নহে আশা অমিয়া খাইতে।।

—নওয়াজীস খান

সতত তোমার নেহা ভাবানলে দহি দেহা
মৃত্যু মোর হইছে নিকট
তোমার দর্শন লাগি হইয়াছি দুঃখের ভাগী
নিঙ্গ প্রাণে ন ছাড়এ ঘট।।
তোমা ভাবে রৈতে নারি নিত্যি ছটফট করি
শুন মোর সত্য বাক্য সৎ।
জহর কখন খাই হলাহল যদি পাই।
হীরা ভক্ষি তোকে দিমু বদ।।

—মুহম্মদ মুকীম

এখানে মুকীমের বর্ণনায় একদিকে যেমন উচ্ছ্বাস বেশী ও হৃদয়ের উত্তাপ কম ; তেমনি বর্ণনা অযথা বিলম্বিত। নওয়াজীস খান অল্প কথায়, সামান্য দু' একটি উপমায়, অধিক কথা বলতে সক্ষম হয়েছেন। ষড় ঋতুর বিচিত্র আবর্তনের সাথে নর-নারীর হৃদয়ের বিচিত্র আবেগ অনুভূতি প্রকাশের রীতি বাংলা কাব্যে আবহমান কাল থেকে চলে এসেছে। বিরহ বর্ণনা বা বারমাসী চিত্রণে মুকীম পাণ্ডিত্য প্রকাশের চেষ্টা করেছেন। ব্যঞ্জনবর্ণের ধারাবাহিক বিন্যাস দ্বারা কবি চৌতিশা রচনা করেছেন। কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা উৎকট শব্দ-ব্যবহারের প্রবণতা অধিক :

কএ কান্ত লই গেল, খএ নিল খেম।
ঘএ লই গেল মোর দুই চক্ষু ঘুম।।
ঙএ হরিল মোর শয়নের উম।
চএ চঞ্চল প্রাণ ছুএ ছন্ন কৈল।।

প্রাচীন বা মধ্যযুগের বিভিন্ন কবির রূপবর্ণনাগুলির তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যায় যে প্রায় সকলেরই রূপবর্ণনায় বৈচিত্র্য নেই। কবিদের প্রায় সকলেরই রূপবর্ণনার একটা নির্দিষ্ট ছক ( Pattern ) ছিল এবং প্রত্যেক নায়কনায়িকাকে সেই ছকে ফেলে বর্ণনা করা হয়েছে। মধ্যযুগের কবিরা রূপবর্ণনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বকীয়তার পরিচয় দিতে পারেন নি। সকল কবির নায়িকার চক্ষু খঞ্জনের মত, 'তিলফুল জিনি নাসা' এবং ডালিম-বীচির সঙ্গে তাদের দাঁতের তুলনা করা হয়েছে। সকলেরই মুখাকৃতি পূর্ণিমার চাঁদ। নায়িকাদের রূপ বা চরিত্রের এমন কোন স্বাতন্ত্র্য নেই যা দিয়ে এক কাব্যের নায়িকাকে অন্য কাব্যের নায়িকা থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করা যেতে পারে। কবি নওয়াজীসের নায়িকারও মুখাবয়ব পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, কিন্তু 'যে শ্যাম কেশ শোভে মস্তক উপর' তা দেখে—'লজ্জাবাসী গগনেত রহে জলধর।' এবং শুধুমাত্র মানুষের হৃদয়মুকুর নয়, প্রসাধন-কালে আয়নাও সে মুখচ্ছবির প্রতিবিম্বনে ক্ষণিকের জন্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠে :

মুকুর হইল দীপ্তি সে মুখ দরশে।
বচন অমৃত সুধা সেই সে আননে।।

নায়িকার শ্যাম কেশভার মুখশশীর পাশে মেঘের মত শোভা বিস্তার করেছে। এ উপমা অতি পুরাতন। কিন্তু আকাশের মেঘমালা নায়িকার

কেশরাশি দেখে পৃথিবীতে নাগরাজ সাহস পাচ্ছে না—একথা অতি সুন্দর এবং অভিনব। এখানেই কবি নওয়াজীসের রূপবর্ণনার সঙ্গে মুকীমের গুলে বকাওলীর রূপ বর্ণনার মূলগত পার্থক্য। কবি মুকীমের রূপবর্ণনা চিরাচরিত এবং তাতে অনুভূতির প্রগাঢ়তা ততটা নেই।

মুকীমের রূপবর্ণনার একটি স্তবক উদ্ধৃত করলে কথাটি আরও স্পষ্ট হয়:

কি কৈব রূপের টান যাকে হেরি পঞ্চবাণ,
মদনে ধরিয়া সদা রহে।
সে শিরে সিন্দুর বেশ ঘন ঘটা সমশেষ,
তাহে ভাল সুগন্ধ সুছন্দ।।
শ্রী খণ্ড বদন-বালা অর্দ্ধ শশী পূর্ণকলা,
শিরে সিন্দু রক্ত ফুল বন্দ।।

—মুহম্মদ মুকীম

কবিকর্ম এবং মানসভঙ্গী বিচারের দিক থেকে উভয় কবির আর একটি পার্থক্যের কথা না বললে আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না। সেটি হল কবি নওয়াজীসের নীতিবোধ। আদিরস এবং দেহ সম্ভোগের ব্যাকুলতা মুকীমের কাব্যে অধিক। সে তুলনায় কবি নওয়াজীসের কাব্যের প্রকাশভঙ্গী শালীন ও মার্জিত। একটি প্রসঙ্গের কথা আলোচনা না করলে বক্তব্যকে প্রমাণ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করা যায় না। উদ্যান টঙ্গীতে বকাওলীকে নায়ক তাজুল মুলুক প্রথম রাতের মত দর্শন করল। বকাওলী নিদ্রিতা; তার বেশবাস শিথিল। নওয়াজীসের কাব্যের নায়ক সমাজবন্ধন মানে। পরীকন্যার সঙ্গে প্রণয়কালেও সে বাস্তব পৃথিবীর সমাজকে বিস্মৃত হতে পারে নি। প্রথম দর্শনের পরই সুনগু পরীবালাকে দেখে নওয়াজীসের নায়কের মনে দেহ কাতরতা জন্মায়নি:

সুবর্ণের স্থাল জিনি বালা বক্ষ চারু।
কনক কটোর তাহে জিনিয়া সুমেরু।।
শ্রিরোদ গিরির কুচ হর নাম ধরে।
কর পুজা দিবারে কুমার ইচ্ছা করে।।

দেহ বর্ণনার এ ক্ষেত্রেও কবি যথেষ্ট মার্জিত রুচি এবং সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। নওয়াজীস খান যে যুগের কবি তখন বাংলা কাব্যে

ভারতচন্দ্রের যুগ। ভারতচন্দ্রের কাব্যে যে দেহ বর্ণনার কথা রয়েছে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অশ্লীল। তখনকার অনেক কবিই স্থূল দেহ-সম্ভোগের কথা শালীন ভাষায় বলতে পারেন নি।

মুকীমের কাব্যের অনুরূপ স্থানে দেহ-সম্ভোগের ব্যাকুলতা কাব্যের মানকে নিম্নগামী করে তুলেছে। যে কথা শুনে মানুষের মনে লজ্জা বা ঘৃণা জন্মায় আমরা তাকেই অশ্লীল বলে থাকি। মুকীমের কাব্যের নায়কের যে আচরণ তা অশ্লীল, অসামাজিক এবং নীতিবিরুদ্ধ। বাঙালী কবির স্বাভাবিক সংস্কারের বশেই নওয়াজীসের নায়ক শুধু দর্শনের মাঝে রূপপিপাসা চরিতার্থ করার চেষ্টা করেছেন। দৈহিক মিলনের আতি সেখানে নেই। মুকীমের নায়ক প্রথম বারের মত পরীকন্যাকে উদ্যান টঙ্গীতে দেখল:

পালঙ্ক উপরি পরী কন্যা শুতিয়াছে।

তখন—

কুমার অঙ্গের বস্ত্র করিলেক দূর।
দেখি পরিমাণ স্বর্গ এহি স্বর্গ ভর।।
বার আবরণ কৈল্যা সরস শৃঙ্গার।
বত্রিশ ছত্রিশ বর্ণ লক্ষণ যাহার।।...ইত্যাদি

রূপকল্পের দিক থেকে দেখা যায় মুকীম বাংলা কাব্যের আবহমান রীতিকেই গ্রহণ করেছেন কিন্তু চরিত্র পরিকল্পনায় বাঙালীত্বকে কবি বিসর্জন দিয়েছেন। মুকীমের কাব্যের নায়ক-নায়িকার আচরণ যেন বাংলা দেশের মানুষের মত নয়। কিন্তু নওয়াজীস খানের নায়ক এ' সমাজ বন্ধনকে অস্বীকার করতে পারেনি। তাই এখানে তাজুল মুলুকের প্রেম মিলনেও সংযত। পরীকন্যার প্রতি এই প্রেমই তার জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বকর্মে তাকে দুঃসাহসিক অভিযানে প্রবৃত্ত করেছে—তাকে করেছে বীরপুরুষ। কবি নওয়াজীসের কাব্যে প্রেমের যে অত্যুচ্চ আদর্শ বার বার উচ্চারিত হয়েছে, মুকীমের কাব্যে তা নেই। এ সমস্ত আলোচনার দ্বারা এ সিদ্ধান্ত সহজেই করা যায় যে মুহম্মদ মুকীম এবং নওয়াজীস খানের কাব্যের বিষয়বস্তুতে ঐক্য থাকলেও রচনাশৈলী এবং চরিত্র-পরিকল্পনায় উভয়ের রীতি স্বতন্ত্র।

## আলাওল ও নওয়াজীস খান

আলাওল এবং নওয়াজীস উভয়েই সমরুচির কবি ছিলেন। উভয়ের কাব্য-রচনার ক্ষেত্র ছিল চট্টগ্রাম। সময়কালের দিক থেকে নওয়াজীস আলাওলের উত্তরসূরী। মুসলিম কাহিনীকাব্যের ধারা পথে প্রাচীন কবিদের নব-মূল্যায়নের সময় আগতপ্রায়। তাই উভয় কবির কবিধর্মের সাযুজ্য ও সামঞ্জস্য-বীক্ষণ অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু শাহ্ সগীর, দৌলত উজীর বা দৌলত কাজীতে যেখানে রোমান্টিক আবেগ-জাত মানবীয় উপাখ্যানের জন্মক্ষণের যন্ত্রনা—আলাওলে তার প্রাণ সঞ্জীবনের প্রেরণা এবং নওয়াজীসে তার শক্তিপরীক্ষার রহস্য।

মধ্যযুগের কবি—বিশেষ ক'রে মুসলিম কবি মাত্রেই একাধারে বহু ভাষাবিদ্ এবং অসাধারণ শাস্ত্রবেত্তা। আলাওলের ছন্দশাস্ত্রজ্ঞানের বিশেষ প্রকাশ-রূপ যেমন পদ্মাবতী. তেমনি নাচাড়ী, ত্রিপদী, যমক, খর্বছন্দ, পয়ার, দীর্ঘছন্দ—ইত্যাদি নানা ছন্দ-সৌকর্যে গুণে বলাওলী কাব্যখানি সুসজ্জিত এবং সুবিন্যস্ত। বিভিন্ন ছন্দে বিস্তর রাগ-রাগিনীর উল্লেখ থেকে জানা যায় কবির সঙ্গীত-জ্ঞানও অপরিসীম। তা-ছাড়া উপমা-রূপকে উভয় কবির মননরীতি এবং মানস-প্রক্ষেপ প্রায় সমগোত্রের। আলাওল বিচিত্র চিত্র-আবেষ্টনীতে নায়িকাকে পাঠকের দৃষ্টিপথে এনেছেন :—

রাতুল উৎপল নাজে জলান্তরে বৈসে।
তাম্বুল রাতুল হৈল অধর পরশে ॥[২৯]

তেমনি নওয়াজীসে আছে :—

সকলে কন্যার মুখ হেরিতে লাগিল।
অলঙ্কার হস্তে রূপ অধিক দেখিল।।
অঙ্গ শোভাকর হেতু পৈরে অলঙ্কার।
অলঙ্কারোপরে রূপ করে শোভাকার।।

আলাওলের ভাষণে পাই নায়িকার রক্তিম মুখনাধর তাম্বুলকে রাঙা করেছে কিন্তু তাম্বুল অধরকে রাঙা করেনি। ঠিক তেমনি নওয়াজীসের নায়িকার দেহরত্নের স্পর্শে অলঙ্কারের শোভা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিচিত্র মণি-মুক্তা খচিত আভরণ-

২৯. সৈয়দ আলী আহ্সান সম্পাদিত পদ্মাবতী—৩৪৩ পৃঃ।

-সত্তার সে রমণীকে সজ্জিত করেনি। দুই কবির চিন্তাধর্মের এই ঘনিষ্ঠতা কৌতূহলোদ্দীপক এবং উপভোগ্য।

অন্যত্র আলাওল:

"আঁখিত পুত্তলি শোভে রক্ত শ্বেতাম্বর।
ভুলিতে কমল বসে নিচল ভ্রমর।।
কিঞ্চিত লুম্বিত মাত্র উথলে তরঙ্গ।
অপাঙ্গ ইঙ্গিতে হএ মুনিমন ভঙ্গ"।।[৩০]

নওয়াজীস খান:

"ভুরু হেরি শচী রতি-পতি জপ ভঙ্গ।
কমল জলেত গেল দেখি আঁখি রঙ্গ"।।

আলাওল:

কুহু রাত্র করে চন্দ্র আলোপ প্রয়াস।
মোহন ললাট চন্দ্র সতত প্রকাশ।।
কেনেক আলোপ চন্দ্র কেনেক বিদিত।
প্রসিদ্ধ ললাট চন্দ্র সদা প্রকাশিত।।[৩১]

নওয়াজীস:

মুখ হেরি পূর্ণচন্দ্র গেল রাহুগ্রাসে।
লজ্জা বাসি মনে ত্রাসি লুকে মাসে মাসে।।

আলাওল যেমন নায়িকার রূপ-বর্ণনাকালে পদ-নখ থেকে মাথার কেশ অবধি ('নখশিখ') বর্ণনা করেন নি; তেমনি নওয়াজীস খানেও এই একই রীতির অনুসরণ দেখি। প্রাচীন ও মধ্যযুগের অমুসলিম-রচিত সাহিত্য দেব-দেবী প্রভাবিত বলে নায়ক-নায়িকার রূপবর্ণনায় পায়ের নখ থেকে মাথার চুল অবধি বর্ণনা করা হয়েছে। মুসলিম কবিরাই সর্বপ্রথম রূপবর্ণনার চিরাচরিত এই মনোভঙ্গীতে ব্যত্যয় সৃষ্টি করেন।

অলঙ্কার শাস্ত্র ছাড়া নওয়াজীসের কাব্যের উপমা-রূপকের অথবা রূপসাধন প্রকল্পের দিকে লক্ষ্য করলে দেখব—আলাওলের মত তিনিও দেশজ

৩০. পদ্মাবতী—সৈয়দ আলী আহ্সান সম্পাদিত পৃ: ৩৪২।
৩১. ,, ,, ,, পৃ: ৩৪১।

এবং গৃহাঙ্গণের পরিচিত উপমা ব্যবহার ক'রে জীবন-রসকে লালন করেছেন। যেমন আলাওলে—

> কাঁচা কাষ্ঠে একদিকে লাগিলে আনল।
> আর দিক হন্তে যেন নিঃস্বরয়ে জল[৩২]

নওয়াজীসে :

> কাঁচা কাষ্ঠ দহি যেন রস বহে ধার।
> দেখিতে বুঝিতে সব কান্দিল কুমার।।

এই উপমায় সংস্কৃত অলঙ্কার বা কাব্যশাস্ত্রের নিশ্চিত অবলম্বন নেই; দেশের প্রাকৃতিক বেষ্টন ও বাস্তবতার বলয়ে এর অধিষ্ঠান। জীবন যেখানে শুধু দেও-দৈত্য রূপকথার বাহনে সমাশ্রিত, বাস্তব দৃশ্যমান জগত সেখানে অসাধারণ সৌন্দর্যের মত শোভাময়ী। অর্থাৎ অলৌকিক অভিজ্ঞানের সম্মুখে এ-সব উপমারূপক যেন তাল-তমাল বেষ্টিত পূর্ববাংলার অন্তরঙ্গ জীবন-ছায়া। পরী বা দেব-দেবতা-মণ্ডিত বাংলা কাব্যের পরিমণ্ডলে এই দুই কবির জীবন-প্রীতি তাই অত্যাশ্চর্য বলে মনে হয়।

সমকালের রূপকথা-ভক্ত পাঠক হয়তো উভয় কবির কাব্যে রাজকন্যা পরীকন্যার সঙ্গে মানুষের প্রণয় দেখে আহত হয়েছিল—কিন্তু এ-কালের কাব্য রসিকরা অলৌকিকতার মাঝে লোক-জগতের গন্ধ পেয়েই আবেগাপ্লুত। অনুবাদের সীমাবদ্ধতা এবং সময়ের কিছু ব্যবধান সত্ত্বেও উভয়ের জীবন ঘনিষ্ঠতার বাস্তব রূপায়ণ পদ্মাবতী এবং গুলে বকাওলী কাব্যে যতটা পাই সমকালীন আর কোন রোমান্টিক কথা-কাব্যে বোধহয় ততটা নয়।

উভয়েই রোমান্টিক কাব্যলোকের যাত্রাপথে যেন দ্রুত-গামী লৌহ-শকটের বাহন—তবু তাঁদের দৃষ্টি-অন্বেষা পরিভ্রমণ করেছে শ্যাম-তরু-সমাচ্ছন্ন গ্রাম-বাংলার ছায়াঘন জীবনে। পরী-দেও-আজগুবী কাহিনী-মন্দ্রিত কাব্যজগতে বর্ধিত হয়েও তাঁদের স্বপ্ন এ-পৃথিবীর ধুলি-ধুসরিত আঙ্গিনা প্রত্যক্ষ করবার প্রত্যাশায় রঙ্গিণ হ'য়ে উঠেছে।

পূর্বোক্ত কয়েকটি উদাহরণ একথা প্রমাণ করে যে—আলাওলের কিছু পরে জন্ম নিলেও নওয়াজীস খাঁ অত্যন্ত গভীর ও বিস্তৃতভাবে আলাওলকে পাঠ করেছিলেন এবং লক্ষ্য করেছিলেন। এরই প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি উভয় কবির

৩২. পদ্মাবতী—সৈয়দ আলী আহ্সান সম্পাদিত—পৃ: ৪৮৮।

রচনা-সাদৃশ্য। বিভিন্ন শাস্ত্রের বিস্তীর্ণ প্রজ্ঞা আলাওলের কাব্যকে যেমন শিল্প-শোভান্বিত করেছে—তেমনি শোভাময় করেছে সমকালের অন্যান্য কাব্যকেও। অন্যান্য কবির মধ্যে আলাওলের প্রভাব সর্বগ্রাসী ছিল, তারও কিছুটা পরিচিতি মেলে এখানে। আলাওলের নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টি ও প্রজ্ঞা গ্রহণ করে নওয়াজীস শিল্পের চারু নিদর্শন রেখে গেলেন তার কাব্যে। আলাওলের সমস্ত কাব্য-মালা নওয়াজীসের বিস্তৃতভাবে অধীত ছিল, গুলে বকাওলী কাব্যে সে প্রসঙ্গের উল্লেখ রয়েছে—

কুগ্রহে হইলে যার শত্রু হয় পিতা।
কুগ্রহে রাবণে হরে রামের বনিতা।।
কুগ্রহে উপেন্দ্রে দেবে নারী ভাসাইল।
শুভ পাই রতন-কলিকা পুনি আইল।।

আলাওল কৃত সতীময়না কাব্যে রতন-কলিকা কাহিনী আছে।

আলাওলের কাব্যস্বাদের শুধু অন্তরঙ্গ দীর্ঘশ্বাসই তাঁর প্রতিভাকে উদ্বেলিত করেনি—বরং মহাকবির-প্রতি কবি-সুলভ সম্মান প্রদর্শনও 'পাঠান-প্রশংসা' নামক কাব্যে পাওয়া যায়—

লঙ্কাবধি নরপতি হইছে সংসারে।
প্রশংসা রচনা বিনু করিয়াছে কারে।।
কে জানিত এ-সকল ভাবি চাহ মনে।
জ্ঞানবন্ত আলাওল রচনা কারণে।।

## পাণ্ডুলিপি পরিচিতি

কবি নওয়াজীস খানের গুলে বকাওলী গ্রন্থের চারটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। পাণ্ডুলিপিগুলির পরিচিতি নিম্নরূপ:

১ নং—বাংলা একাডেমী—৬০/ন. সা ২।—পত্রাঙ্কবিহীন ২০০ পাতা বিশিষ্ট পুথি। আকার— ১০½´´ × ৭´´। মিলের কাগজের বহি। চরণ—প্রতি পৃষ্ঠায় ২২টি চরণ। লিপিকাল—১০০/ ১২৫ বৎসর আগে লিপিকৃত। পরিচয়—আদ্যন্ত খণ্ডিত। লিপিকার প্রদত্ত পত্রাঙ্ক নেই। পরবর্তীকালে অন্য কেউ খণ্ডিত পুথিতে পত্রাঙ্ক লিপিবদ্ধ করেছে। কাহিনী দৃষ্টে মনে হয় আদিতে এবং অন্তে

২১৩টি পত্র লুপ্ত। হস্তাক্ষর মাঝারি। নানান ভুল ও পাঠবিকৃতির সংখ্যা প্রচুর। বাংলা একাডেমীর সংগ্রাহক আবদুস সাত্তার চৌধুরী কর্তৃক চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত।

২ নং—বাংলা একাডেমী — ৫৯/স. খা ২। পত্রসংখ্যা—খণ্ডিত। মোট ১২টি পত্র, ৫৪—৬৫ সংখ্যক। আকার—১১½″ × ৫″ ইঞ্চি। তুলোট কাগজের নহে। চরণ—প্রতি পৃষ্ঠায় ২৫টি চরণ। লিপিকাল নেই। ৫৫ পাতার ২য় পৃষ্ঠায় লিপিকরের নাম আছে হায়দর আলী চৌধুরী। প্রায় দেড়শো-দু'শো বছর আগে লিপিকৃত। পরিচয়—হস্তাক্ষর খুব সুন্দর। প্রতি দশ চরণ পরে নানারূপ ফাঁক দিয়ে লিখিত। চারপাশে লাল ও কাল কালিতে বর্ডার টানা। পাণ্ডুলিপির পাঠ অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ। প্রাপ্তিস্থান চট্টগ্রাম।

৩ নং—বাংলা একাডেমী — ৬১/স. খা ৩। পত্রসংখ্যা—ছিন্নপ্রায় ৯টি পাতা। ৫১—৫৪, ৫৯, ৪৭, ৩৩ এবং দুটি পত্রাঙ্কবিহীন পাতা। আকার — ১১″ × ৭″। তুলট কাগজ। চরণ—প্রতি পৃষ্ঠায় ২৫ চরণ। লিপিকাল—সম্ভবতঃ ১৭৫ বছরের পুরানো। পরিচয় — ছিন্নপ্রায়। হস্তাক্ষর সুন্দর। অর্থহীন বা বিকৃত পাঠের সংখ্যা কম। চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত।

৪ নং—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় — ক্রমিক ৯৮/পুথি ৪২৭। পত্রসংখ্যা—মোট ১৭টি পত্র। শেষ পত্রাঙ্ক ১০১। কয়েকটি পত্রে পত্রাঙ্ক নেই। আকার — ১৪″ × ৬″। লিপিকাল — প্রায় ২২৫ বছর আগের লেখা। কবির বাড়ী থেকে সংগৃহীত। পরিচয়—পুথিটি জীর্ণপ্রায় ও দুষ্পাঠ্য। পাতা উল্টালে ছিঁড়ে যায়।

গুলে বকাওলী সম্পাদনা কার্যে প্রথম পুথিটিকে আদর্শরূপে গ্রহণ করা হয়েছে, কারণ তা প্রায় সম্পূর্ণ। পুথির আরম্ভের আত্মবিবরণী অংশ একমাত্র ৪ সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে বর্তমান। উক্ত পাণ্ডুলিপির যে পাঠ পুথি-পরিচিতিতে উদ্ধৃত হয়েছে, তা সম্পাদিত বর্তমান গ্রন্থের প্রথমে সংযোজিত হয়েছে। ২ ও ৩ সংখ্যক পুথির পাঠ পাণ্ডুলিপির অংশবিশেষের পাঠসংশোধনে বিশেষভাবে কাজ দিয়েছে। গুলে বকাওলীর অন্য কোন পাণ্ডুলিপি না পাওয়ায় গ্রন্থটি পূর্ণাঙ্গ করা সম্ভব হলো না।

## শেষ কথা

১৯৬৪ সনে বাংলা একাডেমীর প্রাচীন গ্রন্থ-সম্পাদনার পরিকল্পনা অনুযায়ী নওয়াজীস খানের গুলেবকাওলী কাব্য সম্পাদনার কাজে হাত দিই। প্রথমেই বলে রাখি—পাণ্ডুলিপি-সম্পাদনার কাজে কোন পূর্ব-অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞান আমার পুঁজিতে ছিলনা। অসাধারণ প্রজ্ঞা বা পাণ্ডিত্যের দাবী আমার নেই। পরিশ্রম, ধৈর্য, আত্মবিশ্বাস ও নিষ্ঠা ছাড়া আর কোনো সম্বলের দাবী করতে পারিনা।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্রী হিসাবে মধ্যযুগের মুসলিম কবি-কর্মের পঠন-পাঠন এবং অনুসন্ধিৎসা মনের নিভৃতে অনেকদিন ধরেই লালিত হয়ে এসেছে। তাই নওয়াজীসের কাব্যসম্পাদনার এই কাজটি সানন্দে শুরু করি। প্রায় আড়াই শ' বছর আগের একটি সাহিত্য আঙ্গিকের এ' উপস্থাপন-রীতি হয়তো ত্রুটিশূন্য নয়। কিন্তু প্রস্তুত গ্রন্থটি সম্ভবতঃ মুসলিম বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের, এই প্রায়-অবজ্ঞাত কবির স্বতন্ত্র-রূপকে অবধানের প্রথম প্রচেষ্টা।

বাংলা একাডেমীর তদানীন্তন পরিচালক, পরম শ্রদ্ধাভাজন সৈয়দ আলী আহসান সাহেব সর্ব প্রথম আমাকে এ' কাজের গুরুদায়িত্ব দান করেন। এ দায়িত্ব অর্পণে আমার প্রতি তাঁর আস্থা হৃদয়ের আকাঙ্খাকে এবং শক্তিকে কতখানি উদ্দীপ্ত করেছে তা' প্রকাশের অতীত। অধ্যাপনার ফাঁকে ফাঁকে, এবং সংসারের শতকর্মের বেড়াজাল পার হয়ে, এ-কাজ শেষ করতে পারব—সে আশা ছিল না। তাঁর উৎসাহ আমার এ সম্পাদনার কাজকে যথাসময়ে শেষ করতে অনেকখানি সাহায্য করেছে। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ আহ্‌মদ শরীফ-এবং অধ্যাপক আলী আহমদ দুরূহ পাঠ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমাকে যে স্নেহ বাণী এবং পরামর্শ দিয়েছেন তা চিরদিন মনে থাকবে। ছাত্র-জীবন থেকেই তাঁদের সহৃদয় স্নেহ-দাক্ষিণ্যে আমি মুগ্ধ। নতুন ক'রে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁদের ছোট করতে চাই না।

আমার তদানীন্তন সহকর্মী ইডেন কলেজের উর্দু বিভাগের প্রধান অধ্যাপিকা মিসেস জোহ্‌রা বানু হামিদ জুবেরী উর্দু ও ফারসী সাহিত্যের গ্রন্থ-সংবাদ এবং বকাওলী উপাখ্যানের উৎস সম্পর্কে নানান তথ্য দিয়ে যে সহৃদয়-

তার পরিচয় দিয়েছেন—সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। বাংলা একাডেমীর ভূতপূব সহকারী সম্পাদক জনাব গোলাম সামদানী কোরায়শী ডঃ জ্ঞানচন্দ্র জৈন রচিত 'উর্দু কী নাসুরী দস্তানী' গ্রন্থের অংশ বিশেষ অনুবাদ করে দিয়ে আমাকে ঋণী করেছেন। তিনি এ অংশের অনুবাদ করে না দিলে বকাওলী উপাখ্যানের অনেক তথ্যই আমার অপরিজ্ঞাত থাকতো।

যাঁর সক্রিয় সহযোগিতায় এ' সম্পাদনার কাজ একটি পূর্ণাঙ্গ অবয়বে আত্মস্থ হয়েছে তিনি আমার জীবনসহচর এবং সহকর্মী অধ্যাপক মোহম্মদ আবদুল কাইউম। মামুলী ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁকে আর ছোটো করতে চাই না।

এ'ছাড়া কয়েক বছরের বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার ফল—এই গ্রন্থখানি নানান উপলক্ষ্যে নানা জনের কৃপা ও আলাপ-আলোচনার সহায়তায় পুষ্ট হয়েছে, তাঁদের ঋণও অপরিশোধ্য। বাংলা একাডেমীর ভূতপূর্ব পরিচালক আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ এ গ্রন্থটির মুদ্রণ কাজ ত্বরান্বিত করার বিশেষ চেষ্টা করেন। মামুলী কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁর স্নেহকে খাটো করতে চাই না। বর্তমান পরিচালক জনাব কবীর চৌধুরী আপন উৎসাহ-গুণে এ গ্রন্থ প্রকাশনার কাজকে সু-অগ্রসর এবং প্রকাশ-সম্ভব করে তুলেছেন—সে-জন্য তাঁর কাছে আমি বিশেষ ভাবে ঋণী।

সবশেষে বলে রাখি, প্রাচীন গ্রন্থ-সম্পাদনার ক্ষেত্রে এটি আমার প্রথম গবেষণা-কর্ম। সে-ক্ষেত্রে কিছু দোষ ত্রুটি ঘটা বিচিত্র নয়।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়,
জানুয়ারী, ১৯৭০ সাল।

রাজিয়া সুলতানা

# বন্দনা ও আত্মপরিচয়[১]

প্রথমে প্রণমি নিরঞ্জন [ কোটিবার ]
বিন্দু হন্তে যেবা স্রজিলেক এ সংসার ॥
স্বর্গ আদি নাগপুর কিবা নর দেবা।
নানা ভাতি মতে লএ এ সবের সেবা ॥
আপনার মিত্র নিআ আসে নিজ পাশ।
নিজ রূপ মুর্তি (জথ) করিআ প্রকাশ ॥
এক সিন্নাসনে দোহেঁ বসি এক রঙ্গে।
ভেদ ব্যক্ত করে যেবা নিজ মিত্র সঙ্গে ॥
মৈত্য হোন্তে নিমেষে আসেত নিআ তানে।
চন্দ্র দুই খণ্ড করে মিত্রকুল সনে ॥
প্রণমিএ সে প্রভুর সে মিত্র চরণ।
পরকালে যার হতে পাপ বিমোচন ॥
কোটি কোটি প্রণমিএ সে যুগল পদ।
যাহার তোপএলে পরলোকে মুক্তি পদ ॥
তাহান চতুর্থ মিত্র করিএ প্রণাম।
আজ্ঞা * তান জথ হইছে অবিশ্রাম ॥
তান সুতা পতিব্রতা সহিত জাহার।
ধরি আস সাঁপে ভর্স [ ভস্ম ] চাহে করিবার।
যাকে প্রভু ছালাম পাঠাএ বারে বার ॥
পুত্র দায় ছাড়ি নর করিব উদ্ধার।
তান যুগ পদে মোর সহস্র প্রণাম।
প্রভাতে লইলে নাম পুরে মনস্কাম ॥

---

১. 'বন্দনা ও আত্মপরিচয়' অংশটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রমিক ৯৮ সংখ্যক পুথিতে রয়েছে। পুথিটি দুষ্পাঠ্য ও জীর্ণ হওয়ায় এই অংশের পাঠ অধ্যাপক আহমদ শরীফ সম্পাদিত পুথি-পরিচিতি থেকে উদ্ধৃত হলো (পৃঃ ১০৫—১১২)।

তাহান যুগল সুত অতি বলবান।
যার সঙ্গে শাহিন জাইব যোগ্য স্থান॥
সে দুইর পদে প্রণমি পুনি পুনি।
মহরমে ফাতেআ করিব সবে গুণি॥
ফিরিস্তা সবের পদে করি নিবেদন।
প্রণমিএ আরো [ ছিল ] জথ নবিগণ॥
পীর গুরু মাতা পিতা প্রণমিএ পাছে।
সারের পণ্ডিত জথ আদি অন্তে আছে॥
সে সকল প্রণমিএ কৌটি কৌটি বার।
ছন্দ * দিতে নিজ করিব পসার॥
পাঠকের স্থানে এবে করি নিবেদন।
অশূদ্ধ হইলে পদ করিবা শোধন॥
এত কহি * যার স্থান।
প্রভু পদে মাগি তান হইতে কৈল্যাণ॥
পুস্তি যে এহিম সিন্ধু কুলের ঈশ্বর।
প্রচণ্ড প্রতাপ * * ।
যার নামে গন্ধর্ব দেবেন্দ্র লোপ পায়।
দর্প দেখি সিংহ ব্যাঘ্র হস্তী গণ্ডা ধায়॥
যেই শত্রু তোমা সঙ্গে আইসে যুঝিবার।
করজোড়ে সাক্ষাতে মাগএ পরিহার।
* * ভাবএ বৈরতা।
সে সবেরে অপমান দিবেক বিধাতা॥
ইলসা নাম সেই গ্রাম তোমা জর্ম্মস্থান।
* * নরপতি তুমি গুণবান॥
যত রাজা তোমার পিতৃএ শাসিলেক।
তাতুধিক রাজ্য তুমি শ স পরতেক॥
পর্বত পশ্চিমে * অতি মাঞ্জ স্থান।
সমুদ্রের পূর্ব তীরে বসতি সকল।
প্রথমেত ইলসা কোকদণ্ডি মৈধ্য [ পারা ? ]।
[ ডোম ] রিয়া বাঁশখালি গ্রামে ব্যাগ্রমারা॥

কোটগ্রাম মাণিকা পাঠান চাম্পাছরি।
চেঁছুরিয়া পাইরাঙ্গ জলদি গুণাগরি॥
সলিকোপ জানিয়া ঘাঠা গ্রামে মনকীচর।
বর ঘোনা সতুল গ্রাম বৈলতলি সহর॥
ঢেহরগলিআ কাকনিআ পুরি গণ্ডামারা।
রত্নপুর খানখানা আবাদ বাহাদু'রা॥
রাএহটা কদম রসুল যে ডোঙ্গরা
হালিআ স্থল রাতা হাজিগ্রাম বুরনচরা॥
বানিগ্রাম বৈলছড়ি গ্রামে সাধনপুর।
কাঠগড় সাতকানিয়া পানগ্রাম কালিপুর॥
চন্দ্রপুর চন্দ্র * ইজ্জত নগর।
ধাআ খাইআ সিন্ধু তীরে এসব সহর॥
এবে কহি পর্ব্বত দক্ষিণ পূর্ব নাম।
রাম্বু চকরিয়া মৈধ্যে খুটাখানি গ্রাম॥
এঁচিআ কাঙ্কনা আদি আমীর আবাদ।
এথ রাজা নৃপতি শ্রীমন্ত করিম দাদ॥
নিরঞ্জন প্রসাদে হইছ অধিকার।
তোমার পদিষ্ট গুণে ভরিল সংসার॥
মহিমার শির সোর্গে মহি (সম স্থির)।
* * দধি যে গহন গম্ভীর।
সুমেরু সদৃশ কেহ লড়িতে নারএ।
ধ্যানের অটুট কেহ * * রহে।
* * আমি সাক্ষাতে রহিত॥
পূর্ব পশ্চিমেত যদি রাখে সেই হস্ত।
সমুখে দাণ্ডাইত আদি ওদ অস্ত॥
এহেন সুধন্য নৃপ সংসার মাঝার।
অল্প বয়সে সাধে সুধর্ম্ম আচার॥
মোহন্ত জনের গুন গাএ সর্ব্বজন।
দুষ্টের লাগিয়া কেবা করে প্রাণ পণ॥

তান সুত শরীফ মোড়ল গুণধর।
সেহ ভাগ্যবন্ত ছিল মহীর উপর॥
বকশি মল্ল নামে এক আছিল দিআঙ্গে।
ধনে মানে গুণ জ্ঞানে প্রিতী সভা সঙ্গে॥
তান সুতা রূপে যুক্তা সাহা বিবি নাম।
শরীফে শুনিল যদি রূপের উপাম॥
ঘটক দিলেক বকসি সরলের স্থান।
বোলে মোকে তোমা রূপ কন্যা কর দান॥
পরিপাক রূপে কুলে পাইয়া জামাতা।
নিজ ধন ভাঙ্গিয়া দিলেক নিজ সুতা॥
পালিল জামাতা সুতা অন্ন বস্ত্র দিয়া।
রাখিলেক গুরুপুত্র তেহেন মানিয়া॥
শরীফ মল্লের গৃহে হৈল পঞ্চ সুত।
একে একে বলবন্ত অতি অদ্ভুত॥
বিরহিম নামে হিরা গাজি গজমত।
গাভুর ঠাকুর আর নামে মহবত॥
গুণজ্ঞানে এসব আছিল কথদিন।
দৈবগতি চারিলোক হৈল জীবহীন॥
বিরহিম কিঞ্চিত রোগেত বেআপিতে।
তে-কারণে সদত ন যাএ দূর ভিতে॥
এবে কহি আলাল মড়ল নাম যার।
সেহ ভাগ্যবন্ত দাতা প্রধান সভার॥
তান সুত গাজি মল্ল অতি শুদ্ধ চিত।
আত্ম পর সব সঙ্গে অধিক পীরিত॥
ইলসা গ্রামে সিরাজ কান্তক মহামতি।
ধনে মানে অতি ধন্য করিল বসতি॥
তান সুতা গাজী মল্লে কৈল পরিণএ।
দুই দিগে ধন্য ধন্য আছিল নিশ্চএ॥
সেই ঘরে এক সুতা সুখেনে জন্মিল।

বিনানু করিয়া নাম যতনে রাখিল ॥
শরীফ সুত বিরহিম রোগবন্ত।
তেকারণে আর্তি করি বিয়া না করন্ত ॥
গাজি মল্লে তাহানে জামাতা পোষে নিল।
কুলীন পাইয়া নিজ সুতা সমর্পিল ॥
কিবা রূপী কিবা ভূগি খ্যাত * ।
উত্তম লোকেরে সবে করএ আদর।
বিরহিম ঔরসে বিনানু গর্ভে স্থিতি।
মোহাম্মদ এয়ার নামে হইল সন্ততি ॥
মোহন্ত পুরুষ সেই ভাগ্যবন্ত ছিল।
[ শ্বেতাম্বর ? ] নিজ অঙ্গে প্রানবধি (?) পৈল ॥
শাস্ত্র আদি * * * সে পরম তত্ত্ব সার।
শিক্ষা করি রাখিলেক ঘটে আপনার ॥
যুক্তি সার করিলেক ভাবি নিজ মতি।
আমির আবাদ স্থানে করিতে বসতি ॥
বহু বন কাটি * * কৈলা পরিষ্কারে।
বহু সুখে বঞ্চিলেক সে দেশ মাঝারে ॥
ধনে * * ধর্ম্মি দাতা ছিল অনুদিন।
পঞ্চক্ষণ সেবা হৃদে প্রভু-ভাবে লীন ॥
পীর মুরিদ খেলাফত কৈল সার।
শুদ্ধ চিত্ত মোহাম্মদ এয়ার খোন্দকার ॥
তাহান প্রথম সুত নামে দওলত।
শাস্ত্র শিক্ষা পিতা হস্তে লৈল খেলাফত ॥
তাহান কনিষ্ঠ মুঞি নোআজীস নাম।
অল্প শাস্ত্র অল্প বুদ্ধি অল্প জহ কাম ॥
শ্রীযুক্ত আতাউল্লা মৌলবি সুজান।
খেলাফত মুরিদ হইলুঁ তান স্থান ॥
মোহোর কনিষ্ঠ ভাই ছিল বলবন্ত।
আবদুল মজিদ নামে হাফিজ মোহন্ত ॥

কণ্ঠগ্রতে ফোরকান পরিত অনুদিন।
চল্লিশ বরিষে সেহ হৈল জীবহীন।।
জন্মিআছি এ তিন ভাই মা বাপের ঘরে।
সবেথু আদর বাপে করিলেক মোরে।।
ছিলিম খাঁ শরীফ বিরহিম শুন আর।
মোহাম্মদ এয়ার নোআজীস খোন্দকার।
আইন্দ পুরুষের নাম ন পাইনু চিন।
প্রচারি কহিতে পারি এই ছ সবিন।।

···শাহা মনে সন্দেহ কিঞ্চিত[১] ।
ভাবিলেক দূরান্তরে রাখিতে উচিত ।।
তাকে দর্শি আঁখি জোত হৈব হেন আশ ।
তাহাকে দর্শিয়া চক্ষু মূলে হৈল নাশ ।।
ভাবি তাহা কহে শাহা অমাত্য ডাকিয়া ।
দূরান্তর টঙ্গীঘর দিবারে বান্ধিয়া ।।
তথা নেও শিশুবর মহিষী সঙ্গতি ।
ধনে জনে পূর্ণিতে পাঠাও শীঘ্রগতি ।।
বহু কর্মী আনি গৃহ করিল নির্মাণ
শিশু সঙ্গে মহিষী রাখিল সেই স্থান ।।
কতদিন সেই গৃহে রহে সেই মতে ।
বহু গুণী দিল শাহা শিশু পড়াইতে ।।
বহু শাস্ত্র পড়িয়া হইল গুণবন্ত ।
কাননেতে শাহা সুত মৃগয়া করন্ত ।।
এই মতে কতদিন গোঁয়াইলেক যবে ।
বাপে পুত্রে দরশন সংযোগ হৈল তবে ।।
একদিন জয়নুল মুলুক শাহাবর ।
মৃগয়া করিতে চলে কানন ভিতর ।।
প্রভাতের বায়ু যেন অশ্বের চলন ।
সে তুরঙ্গ আরোহিয়া করিল গমন ।।
তান সুত তাজুল মুলুক গুণবন্ত ।
সেই দিনে সেই বনে মৃগয়া করন্ত ।।
দৌড়গতি দোঁহে গিয়া হৈল এক স্থান ।
মৃগ ধাবাইয়া[২] গেল শাহা বিদ্যমান ।।
তথা শাহা বহু সৈন্য সঙ্গে আপনার ।
চতুর্দিক হন্তে আইসে মৃগ মারিবার ।।

---

১. এর পূর্ববর্তী অংশ ১ নং, ২ নং বা ৩ নং পুথিতে নেই।
২. ধাবাইয়া —তাড়না করিয়া।

হেনকালে বাপে পুত্রে দেখা হৈল তবে।
হেরিয়া বিস্মিত শাহা পাত্রমিত্র সবে।
* এই রূপ কোন্ দেব কি মানব।
হেন মুখে নিঃসরিয়া স্তব্ধ হৈল সব॥
ললাটে যাহার যেবা না যায় খণ্ডন।
মিত্র হয় শত্রু মন্দ নক্ষত্র কারণ॥
চন্দ্র সূর্যহীন কাঁসা না পরশে দৃষ্টি।
পূর্ব অভ্রে কি হৈব না হৈলে জল বৃষ্টি।
তৃষিত হইল আঁখি রূপ সিন্ধু নীরে।
প্রভু বিনে কে দিব উজ্জ্বল দৃষ্টির শিরে।[১]
জয়নুল মুলুক শাহা দৈবের নিবাস।
পুত্রের সন্দেশ দিল অক্ষির প্রকাশ॥
মনে মনে ভাবি শাহা হইলেক ধন্দ।
দৃষ্টি না প্রকাশে দেখি হইলুম অন্ধ॥
পাত্র মিত্র সব প্রতি কহে এই বাণী।
কি লাগি হইল মোর চক্ষু জ্যোত হানি॥
তবে সবে ভাবি কহে করিয়া জ্ঞাপন।
এই রূপ-সিন্ধু শাহা তোমার নন্দন॥
আজি সত্য হৈল যেই গণকে কহিল।
জ্যোতিষ গণন বাক্য হাতে হাতে হৈল॥
তাহা শুনি শাহা গুণী মনে আপনার॥
পুত্ররাজ্য নাহি কার্য বোলে দেশে তার।
শাহা সুত তাজুল মুলুক গুণেশ্বর।
দেশের বাহির তানে[২] করিল সত্বর॥
স্থলেত প্রকাশ যেন সবিতা উদিত।
কুমার বিহনে যেন রবি অস্তমিত॥

---

১. শিরে—মাড়িতে, শিয়রে অর্থে।
২. তানে—তাঁহাকে। পূর্ব পাকিস্তানের কোন কোন জেলার আঞ্চলিক উপভাষায় রক্ষিত।

তার মাতা রূপবতী মহিষী শাহার।
তাকে কৈল্য গৃহ-ছাড়া শুষ্ক করিবার॥
যার কর্মে পূর্বে যেই লিখিছে যেমন।
জীবন সজিলে[1] কভু না যায় খণ্ডন॥
ক্ষেনে দুঃখ ক্ষেনে সুখ চরিত্র আকাশ।
পলটিলে শুভ দিন বিঘ্ন হয় নাশ॥
কুগ্রহ হইলে যার শত্রু হয় পিতা।
কুগ্রহে রাবনে হরে রামের বণিতা॥
কুগ্রহে উপেন্দ্র দেবে নারী ভাসাইল।
শুভ পাই রতন কলিকা পুনি আইল॥
আগে শত্রু ভাবে পাছে হয় ভাল।
মধ্যে মধ্যে সুখ দুঃখ নক্ষত্র জঞ্জাল॥
তবে শাহা মহিষী পুত্রের যত ধন।
নিজ গৃহে সব আনাইল ততক্ষণ॥
আজ্ঞা দিল পাত্র স্থানে বৈদ্য আনি দিতে।
আঁখি রত্ন উজ্জ্বল তিব্বেত[2] চিকিৎসীতে।
তাহা শুনি পাত্রে আনাইল মহা গুণী॥
বহু বহু হাকিম আনিল বার্তা শুনি।
পূর্বে ইছা নবী যেন মৃত জিয়াইল।
হেন গুনধরে লোক শাহা আগে আইল॥
বোয়ালি সদৃশ যত হাকিমের গণ।
আসিল শাহার আঁখির ঔষধ কারণ॥
সকলে সর্বমতে শাস্ত্র চাহিল তখন।
না দেখে ঔষধ পত্র ভাবে মনে মন।
বিচারি পাইল কিবা তীবের অন্তরে[3]।
সবে সম্বোধিয়া কহে শাহার গোচর॥

১. সজিলে—বিসর্জন করিলে।
২. তিব্বেত—ইউনানী চিকিৎসা (তিব্বে)।
৩. তীবের অন্তর—চিকিৎসা শাস্ত্রের মধ্যে। আরবী তবীব > তিব্বিয়া—ইউনানী চিকিৎসা শাস্ত্র।

আমি সব যেন শাস্ত্র সতত বেড়াই।
আঁখির ঔষধ মাত্র নাহি কোন ঠাঁই॥
শাস্ত্রে আছে কিন্তু এক ঔষধের নাম।
জন্মাবধি না করি সে ঔষধের কাম॥
আমি সবে সেইকর্ম না পারি করিতে।
এ দেশের বস্তুএয় না পারে চিকিৎসিতে।
এক পরী নৃপসুতা বকাওলি নাম।
তাহার উদ্যান পুষ্প অতি অনুপাম॥
সে পুষ্প আঁখিতে দিলে জ্যোতি হৈব অতি।
তিবের বৃত্তান্ত কহিলাম নরপতী।
এই মতে আঁখি জ্যোত অবশ্য হইব।
মাতৃগর্ভঅন্ধ কেবা সে জ্যোতি বাড়িব॥
তাহা শুনি শাহা পুনি আজ্ঞা কৈলা সার।
দেশে বোল ফিরাও ঢোল করি বারে বার।
বকাওলী পুষ্প যেবা আনি দিতে পারে।
বহু ধনরত্ন ভুমি দিব আমি তারে॥
শাহার যেমন আজ্ঞা করে পাত্র সবে।
সে পুষ্পের আশায় রহিলা শাহা তবে॥
এয়াকুব নবীর যেন ইছুপ কারণ।
আঁখি শেষ করিলেক আশায় দরশন।
আইউবে আপনা দুঃখ শরীরে সহিল।
তেনমতে শাহা দুঃখ ভুঞ্জিতে লাগিল॥
তথাপিহ উদ্দেশ না পাইল পুষ্পরাণী।
কেহ না কহিল নাম সেই দেশ খানি॥
তবে সেই শাহার প্রথম চারি সুতে।
পিতার চরণে গৈল আদেশ লইতে॥
বোলে আমা সবেরে করহ আজ্ঞা সার।
বকাওলী পুষ্প কোথা আছে আনিবার॥

আমরা সবের আয়ু অধিক রতন।
মানিছি দিবারে তোমা আঁখির নিছন।[১]
যাবত জীবন আছে শরীর সহিতে।
সংসার ভ্রমিব সেই পুষ্প উদ্দেশিতে॥
এত শুনি কহে শাহা পুত্র গণ স্থান।
দৈবে জ্যোতিহীন সাংসারিক বিষ্ণমান।
তুমি সব হৃদান্তর জীবনের জ্যোতি।
কিরূপে বিচ্ছেদ পন্থে করি অনুমতি।
পুনি পুনি জোড় পানি কহিল বিশেষ॥
বলে ছলে দুঃখ শাহা করিল আদেশ।
আজ্ঞা যদি পাইল শাহার সুতগণ।
সবে চিত্ত বান্ধিলেক পুষ্পের কারণ॥
সপ্ত শত বহিত্র লইল পূর্ণ ধনে।
গিরি সম একশত হস্তী লৈল সনে।
পঞ্চশত এরাকী লইল অশ্ববর
স্বর্ণ বস্ত্র দ্রব্য অস্ত্র লৈল বহুতর॥
অগনিত সৈন্য সব লইল সঙ্গতি।
যাত্রা করি চলিলেক শাহার সন্ততি॥
স্থানে স্থানে বিশ্রামি চলয় ধীরে ধীরে।
গজ বাজী সৈন্য সঙ্গে চলে তীরে নীরে॥
তাহাতে শাহার সুত কনিষ্ঠ যে হয়।
তাজুল মুলুক নাম যাহাকে বোলয়॥
দেশের বাহিরে গিয়া আছে অন্য দেশ।
মজনু সদৃশ হই ফিরয় বিদেশ।
হেনকালে পন্থে ভব্য-জনে[২] দেখা পাইল।
শাহাসুতে তাহাতে বারতা জিজ্ঞাসিল।

১. নিছন—শোভা, রূপ, সৌন্দর্য, ডালি।
২. ভব্য-জন—ভদ্র-লোক, ভব্যতা-বিশিষ্ট।

এসকল মনুষ্য কোথাতে চলি যাই।
তীরে নীরে বহু সৈন্য সঙ্গে হস্তী হয়।
সে লোকে কহিল শাহা-সুত চারিজন।
বকাওলী পুষ্প হেতু করিছে গমন॥
পিতার আঁখিতে দিতে ঔষধ মিশাই।
তে কারণ উদ্দেশে চলিছে চারি ভাই॥
এই সব নৌকা হস্তী অশ্ব সৈন্যগণ।
শাহা সুত গণ সঙ্গে করিছে গমন॥
এত শুনি তাজুল মুলুক গুণনিধি।
মনে সার করিলেক কার্য্যের সমাধি॥
বোলে আমা হস্তে হইল পিতৃ চক্ষু অন্ধ।
কি লিখিল বিধাতা কর্ম্মের অনুবন্ধ॥
এহেন কুপুত্র না হউক বাপ ঘরে।
না করি পিতার সেবা চক্ষু জোত হরে।
মুই যদি এ কর্মে না করি যতন।
অযশ হইব মোর জুড়ি ত্রিভুবন॥
যার হস্তে না হইছে এই মন্দ কাম।
সে সকল চলিছে রাখিতে নিজ নাম॥
ভাবয় আপনা মনে অবশ্য যাইব।
যথা আছে সেই পুষ্প উদ্দেশি চাহিব॥
যার হস্তে হইছে উজ্জ্বল দীপ নাশ।
সে না হইলে তান[১] শক্তি কি হৈব প্রকাশ।
এত ভাবি তাজুল মুলুক শুদ্ধ চিত।
সে সকল সৈন্য মধ্যে গেলেন তুরিত॥
ভাবয় শুভ কি কুগ্রহ আছএ ললাটে।
দেখিব এসব সঙ্গে যাই এই বাটে॥
ভ্রাতৃ সব সঙ্গে হই পুষ্প উদ্দেশিমু।
না হইলে কার্য সিদ্ধি দেশেতে যাইমু॥

১. তান—তাঁহার।

নিজ ভাগ্য স্বর্ণবান কষটি[1] উপরে।
রেখা দিয়া চাহি নিষ্ঠ কিবা মূল্য ধরে।
পুষ্প হস্তগত হইলে সর্বমতে ভাল।
নহে এই লক্ষ পন্থে নিঃসরিত[2] কাল॥
এত ভাবি শাহা সুত গেল সেই স্থান।
একের সৈয়দ নাম সবের প্রধান॥
তাহার সাক্ষাতে যাই ছালাম করিয়া।
বহু মানে মধুবাক্যে কহে দাণ্ডাইয়া॥
শাহা সুত উপরে সৈয়দ দৃষ্টি হইল।
সুর শশী হেন রূপ সাক্ষাতে দেখিল॥
সৈয়দে জিজ্ঞাসা কৈলা তুমি কোন জন।
কোথা হন্তে আসিয়াছ এথা কি কারণ॥
তবে শাহা সুতে কহে বচন মধুর।
লাল সিন্ধু হৈতে মুক্তা নিকলে প্রচুর॥
আমিত দুঃখিত মিত্রহীন নির্বান্ধব।
ধন জন হীন মাত্র পাউ পরাভব॥
আসিছি তোমার পাশে অর্জিবারে ধন।
আপনে আদর কৈলো সুখ অখণ্ডন॥
তবে সেই সৈয়দে শুনিয়া মিষ্ট বাণী।
রূপে গুণে দেখে যেন ইন্দুপের ছানি[3]॥
মনে অতি করি প্রীতি রাখিল চাকর।
দিনে দিনে মিত্রতা বাড়য় বহুতর॥
তাজুল মুলুক প্রতি আদর প্রমাণে।
সৈয়দে কল্পিয়া মনে গুরু হেন জানে॥
এইমতে শাহাসুতে অতি মন রঙ্গে।
সৈয়দের লক্ষ্যে যায় ভ্রাতৃগণ সঙ্গে॥

---

১. কষটি—কষ্টি পাথর। ২. নিঃসরিত—অতিবাহিত।
৩. ছানি—আবরণ।

কতদিন যাইয়া পাইল এক গ্রাম।
ফেরদৌস করিয়া সে দেশের শুদ্ধ নাম।
তথা এক শাহা রেজওয়ান নাম ধরে।
সামিয়ানা করিল সে দেশ সিন্ধু তীরে ॥
কতদিন সেইস্থানে রহি সর্বজন।
হরষিত রসরঙ্গে শাহা সুতগণ ॥
একদিন চারি ভ্রাতৃ বাঞ্ছিত উদ্দেশে।
এরাকি[১] অশ্বেতে চড়ি ফিরে সেই দেশে ॥
সেইস্থানে চতুর্দিকে চরিত্র দেখিতে।
একস্থানে প্রাচীর দেখিল আচম্বিতে ॥
চিত্রকারী করিয়াছে সেই সে দালানে
স্বর্ণ আবলুস লাগাইছে সেইস্থানে ॥
তা দেখিয়া চারি ভ্রাতৃ তথা দাণ্ডাইল।
অন্য এক লোক স্থানে পুছিতে লাগিল ॥
কাহার প্রাচীর চিত্রকারী টঙ্গী ঘর।
দৃষ্টি বন্ধ হয় ধন্দ দেখিয়া সুন্দর ॥
সেইলোকে কহে চারি ভ্রাতৃ বিদ্যমান।
বেশ্যা এক আইয়ারা থাকএ এই স্থান ॥
তার যথ উপকান্ত আইসে অবিরত।
সন্ধি ফন্দি লোক বন্দী করয় সতত ॥
এই সে শবদ পূর্ণ হইছে সর্বদেশ।
অধিক রূপসী বেশ্যা কি কহি বিশেষ ॥
কিবা অঙ্গুরীর রঙ্গ জ্যোতি রূপময়।
রবি প্রকাশিত মনিবন্ধ যে দেখয় ॥
সেই সে রূপসী আশে যে পদ বাড়ায়।
জ্ঞানবুদ্ধি পুঞ্জ তার সর্বনাশ হয় ॥
সুনাম লজ্জার ভাও সব হয় দূর।
হৃদেত না রহে যত জ্ঞানের অঙ্কুর ॥

১. এরাকি—ইরাকী।

সেই সে রূপসী আশে যে জন যাইব।
প্রথম দ্বারেত এক নাকাড়া পাইব[১] ।।
দণ্ডমুষ্টি তাহাতে দিবেক এক ঘাত।
এক লক্ষ তঙ্কা দিবে বেশ্যার সাক্ষাত ।।
পাই সেই লক্ষ তঙ্কা মন হরষিতে।
তবে তাকে নিজ অঙ্গ দেয় মিলাইতে ।।
এতেক শুনিল যদি শাহা সুতগণে।
বোলে আমা বড় ধন মন্দ নাহি মনে ।।
এত ভাবি চিত্ত বান্ধি গেল সেই স্থান।
দ্বারে এক নাকাড়া দেখিল বিদ্যমান ।।
কত বাড়ি মারিলেক নাকাড়া উপর।
বেশ্যা কর্ণে লাগিলেক সেই শব্দ স্বর ।।
তবে বেশ্যা ভাবি কহে বহুল শোকর।
মহা ধনপতি আসে শুভদিন মোর ।।
গৃহে প্রবেশিলে অতি জ্যোতি প্রকাশিব।
অঙ্গ পরশিলে মোর তরুণী হইব ।।
এবলি বেশোয়া শাহে পরিল ভূষণ।
সুবর্ণ মুকুতা লাল জড়িত রতন ।।
কুণ্ডল খাওরি[২] পূর্যা[৩] অলঙ্কার জ্যোতি।
ভূষিয়া বসিলা পাটে করিয়া নিয়তি।
নাকাড়া ঠুকিয়া যত শাহা সুতগণ।
অভ্যন্তরে প্রবেশল বেশ্যার ভবন ।।
কতদূর যাই বেশ্যা বাড়াই আনিল।
স্বর্ণ পাটে একে একে সব বসাইল ।।
সন্ধ্যা ভ্রষ্ট কাল যদি হইল তখনে।
নানাদ্রব্য আনাইল ইঙ্গিত বচনে ।।

১. নাকাড়া—বাদনী নক্কারা—kettle drum, দুন্দুভি শ্রেণীর বাদ্য।
২. খাওরি—'খাড়ু'—মোটা বালা বা চুড়ি।
৩. পূর্যা—অলঙ্কার বিশেষ।

সুবর্ণ তবক[১] আদি সুবর্ণের জাম।
বেলোয়ারী চিনির কতেক লইব নাম ॥
তাহাতে পূরিত অন্ন সুস্বাদু ব্যঞ্জন।
সব রসে মন তোষে করাই ভোজন ॥
শাহানা গাহয়ে গীত মধুর সুস্বরে।
শুনি মৃতদেহে যেন জীবন সঞ্চারে ॥
এইমতে রঙ্গে নিশি হইল দুই যাম।
তবে বেশ্যা কহে শাহাসুত গণ ঠাম ॥
অর্ধ নিশি আছে আর অর্ধ নিশি গেছে।
আজ্ঞা হইলে বল কুট দুলিচা[২] আনি কাছে।
নরদ (?) চালেতে হউক রাত্রি যেন সাঙ্গ
খেলা রসে দোঁহ মন বাড়উক রঙ্গ।
তাহা শুনি শাহা সুতগণে আজ্ঞা দিল।
খেলার সংযোগ যথ সাক্ষাতে আনিল ॥
প্রদীপ মার্জার শিরে রাখিল তুরিত।
লক্ষ তঙ্কা বাজীর করিল নিয়মিত।
খেলিতে খেলিতে বসি নিশি অবসানে ॥
হারিল পঞ্চাশ লক্ষ শাহা সুতগণে।
অ-শ্বেতে[৩] নাশিয়া শ্বেতে যদি প্রকাশিল।
বলকুট দুলিচা বেশ্যা তুলিয়া রাখিল।
গৃহেত রাখিল যত জিনিছিল ধন।
নিজস্থানে চলি গেল শাহা সুতগণ ॥
অস্তাম্বিত হইল যদি সেই দিনমণি।
বেশ্যা গৃহে শাহা সুত চলি আইল পুনি ॥
তা সবেরে সুবর্ণ আসনে বসাইল।
হুর সম সখীগণ সেবিবারে দিল ॥

---

১. তবক—স্তবক।
২. দুলিচা—পাশা খেলার ছক সম্বলিত পাত ( Board )।
৩. অ-শ্বেতে—সাদা বর্ণের গুটিকে।

নানামতে অন্ন শয্যা কৈলা[1] অনুপাম।
সুবর্ণ তবক আদি বেলওয়ারের জাম॥
সব রস ভুঞ্জি তোষ হই চারিজনে।
খেলার সংযোগ যত মাগিল তখনে॥
দশলক্ষ তঙ্কাবাজী নিয়ম করিয়া।
সকলের চিত্ত খেলা রসেতে বান্ধিয়া॥
একে একে চারি ভ্রাতৃ খেলিতে খেলিতে।
কত কত কোটি তঙ্কা হারে নিয়মিতে॥
ধন জন হয় হস্তী যতেক আছিল।
সেই পন্থে একে একে সকল হারিল॥
বেশোয়ায় হস্তে করি তা সবের ধন।
কহিতে লাগিল আর শাহা সুতগণ॥
সর্বধন হারাইলা খেলার অন্তরে।
কর্ণ নাসা লই এবে চলি যাও ঘরে।
তবে চারি ভ্রাতৃ বলে চাহি আরবার।
নিজ কর্ম তৌলাইমু কিবা হয় সার॥
আমা যদি শুভ পাল্লা ভারে যদি হয়।
আপনার সর্বধন পাইব নিশ্চয়॥
নহে তোর সেবক হইব চারিজন।
জন্মাবধি সেবাতে থাকিমু অনুক্ষণ॥
এই বাক্য ধরাইয়া খেলিতে লাগিল।
নৌকা আদি নিজ অঙ্গ সকল হারিল॥
তবে বেশ্যা সর্বদ্রব্য গৃহেতে আনিল।
নৌকা সব নিজ ঘাটে বান্ধিয়া রাখিল॥
শাহা সুতগণ পদে লাগাই নিগড়।
রাখিলেক আর বন্দীয়ানের[2] মাঝার॥

---

১. কৈলা—করিল।
২. বন্দীয়ান—বন্দীদের।

বোলে এবে তুমি সবে পার কি করিতে।
দৈবে পূর্বে লিখিয়াছে কর্ম নিয়োজিতে।।
দেখ সব বীরগণ অসুরের চিন[1]।
শাহা সুতগণ আইল বেশ্যার অধীন।
অশুভ হইল যার কভু ভালা নাই।।
মন্দ দূর হয় শুভ ঘটাইলে গোঁসাই।
তা সবের যত সৈন্য সঙ্গীগণ ছিল।।
সৈয়দ প্রভৃতি সব ঘরে চলি গেল।
তাজুল মুলুক প্রীতি সৈয়দ সহিতে।
চাহিলেক তাহানে সঙ্গতি লৈয়া যাইতে।।
সেই ছল বাক্য কহি রহিলেক তথা।
মনে ভাবে ভ্রাতৃগণ বন্দী ঘরে এথা।।
কর্ম দোষে বেশোয়ার ঘরে হৈল বন্দী।
বিধাতা করিলে যদি কিছু পাই সন্ধি।।
ভ্রাতৃগণ উদ্ধারিতে সেই কর্ম করি।
নহে অন্য দেশেতে যাইমু একেশ্বরী[2]।।
এ ভাবি কুমারে চলে নিজ কার্য আশে।
শুভ যার ভাগ্য তার অধিক প্রকাশে।।
সেই দেশে শাহা রেজোয়ান নামধর।
পরদেশী লোক প্রতি বহুল আদর।।
তাহান উদ্দেশে শাহা সুত চলি গেল।
দ্বারে গিয়া দ্বারী পাল[3] সঙ্গে দেখা হইল।।
দেখিয়া তাহান রূপ তুষ্ট হই অতি।
বলে তুমি কোথা হন্তে আইলা মহামতি।
কুমারে বোলেন আমি দুঃখি নির্বান্ধব।
মাতাপিতা হীন ধন পাউ[4] পরাভব।

১. চিন্—চিহ্ন।
২. একেশ্বরী—একাকী।
৩. দ্বারীপাল—দারোয়ান।
৪. পাউ—পশুপক্ষী।

হীন প্রতি কৃপা যদি কর তুমি সবে।
জলবৃষ্টি কৈল্যা দুঃখানল পরাভবে ॥
তুমি সব শীঘ্রগতি যাও শাহা আগে।
মোকে আদরিয়া হিত কহ অনুরাগে ॥
যদি ইচ্ছা হয় তান সকার্যে রাখিব।
নিজ মনে ভাবিয়া নিয়ম ধন দিব ॥
এত শুনি দ্বারপাল কৃপা হইল অতি।
কুমারের রূপ হেরি হরষিত অতি ॥
তখনে চলিয়া গেল শাহার সাক্ষাতে।
প্রণমিয়া কহিতে লাগিল জোড়হাতে ॥
বলিলেক দ্বারেতে আসিছে একজন।
অতি মহা রূপবন্ত মধুর বচন ॥
লোক ধন্দ আঁখি বন্ধ তাহাকে হেরিয়া।
তার অঙ্গে লক্ষী সঙ্গে রহিছে বেড়িয়া ॥
অল্পবয়সে জ্ঞান করিছে পূর্ণিত।
উঠিতে বসিতে বুঝি মোহান্তের চরিত ॥
বোলে মাতাপিতাহীন বান্ধব বিহীন।
শরীরে উদয় দেখি ভাগ্যবন্ত চিন ॥
অতি গুণবন্ত সেই বুদ্ধি অনুমানে।
কার্যেত কুশল হেন বুদ্ধির সন্ধানে ॥
যদি আজ্ঞা হয় তাকে আনি বিদ্যমান।
ইচ্ছা হইলে কার্য সমর্পিবা তার স্থান ॥
দ্বারীর বচন শুনি শাহা হরষিতে।
বোলয় কেমন জন আনহ বিদিতে।
তবে দ্বারী শীঘ্রগতি গেলেক ফিরিয়া।
তাজুল মুলুক প্রতি বোলে সম্বোধিয়া।
আপনি চলহ এবে শাহার বিদিত।
তোমার শুনিয়া নাম হইল হরষিত ॥

ধারীমুখে শুনিয়া আনন্দ বহুতর।
ত্বরিত গমনে গেল শাহার গোচর।।
রাজনীতি[১] প্রণাম করিলা শাহা আগে।
মনে চক্ষে শাহার হেরিলা অনুরাগে।।
মোহন পুরুষ দেখি অতি রূপবন্ত।
স্বর্গ হন্তে হুর স্থুর যেন নামিছেন্ত।।
আন গুণি হন্তে দেখে উচ্চ শির তার।
সর্ব হন্তে প্রকাশিত নক্ষত্র সঞ্চার।।
তবে শাহা হরষিতে রাখিল চাকর।
আজ্ঞাপাল করি দিল সমস্ত শহর।
দিনে দিনে শাহা সঙ্গে পীরিতি বাড়এ।।
রূপগুণ সুকার্য দেখিয়া আদরএ।
বেশ্যার যথেক কথা হৃদে অনুদিন।।
কি মতে জিনিব খেলি হইব শুভচিন।
এইমতে কতদিন যদি গঞ্জি গেল।
তাজুল মুলুক শাহা আগে নিবেদিল।
মনে ভাবি মিথ্যা এক সন্ধি পলটাই।
সত্য হেন কহিলেক শাহাকে বুঝাই।।
বোলে মোর কত ইষ্ট আছে এই স্থানে।
সে সবের জীবরক্ষা তোমার লবণে।।
আমাকে দেখিতে সবে বহুল আরতি।
আজ্ঞা হইলে দর্শি গিয়া সে সব সঙ্গতি।।
প্রতিদিন চারি দণ্ড তথাতে রহিমু।
পুনি আসি আপনার কার্য স্মরিমু।।
এত শুনি নরপতি দিল অনুমতি।।
দর্শন করহ গিয়া সে সব সঙ্গতি।

---

১. রাজনীতি—রাজ-নিয়ম, রাজ-বাড়ীর রীতি-নীতি।

আজ্ঞা পাই শাহা সুতে ভাবি হৃদান্তর।
চলি গেল যথাতে আছয় খেলিগর[1] ॥
প্রতিদিন চারি চারি দণ্ড তথা খেলে।
হস্ত শুদ্ধ কৈলা সব খেলিগর মেলে ॥
কেহ যদি তান সঙ্গে খেলা আরম্ভয়।
কদাচিত প্রাণপণে জিনিতে পারয় ॥
তথাপিহ শাহা সুত সন্দে ভাবি মনে।
কিরূপে জিনিব খেলি বেশোয়ার সনে ॥
প্রভু ভাবি নিজ কর্ম পরীক্ষা চাহিতে।
চলিলেক বেশোয়ার সঙ্গেতে খেলিতে ॥
দেলান বাহিরে পাই দেখে দাণ্ডাইয়া।
তথা হন্তে বৃদ্ধ এক আইসে নিকালিয়া ॥
দেখি শাহা সুতে এক স্থানে জিজ্ঞাসয়।
এই চিরায়ু বৃদ্ধ বোল কোন হয় ॥
সে লোকে বলিল বৃদ্ধ তোমার বচন।
বেশোয়ার গৃহেতে থাকয় অনুক্ষণ ॥
যত কর্ম করে বৃদ্ধ তোমা আজ্ঞা পাই।
বিনা আজ্ঞা বচন না কহে কারো ঠাই ॥
এত শুনি তাজুল মুলুক গুণধাম।
বলে এই বৃদ্ধ হন্তে সিদ্ধ হইব কাম ॥
মাধবের জ্যোতিহীন অতি জীর্ণকায়
তার সঙ্গে শুভ প্রীতি করিতে জুয়ায়[2]।
দেলানের সন্নিকটে বৃদ্ধ তোমা ঘর।
আজ্ঞা অনুমতে আইসে বেশোয়া গোচর।
একদিন শাহা সুত বৃদ্ধোত্তমা আগে।
ছালাম করিল গিয়া প্রীতি অনুরাগে ॥

---

১. খেলিগর—খেলোয়াড়।
২. জুয়ায়—উচিত হয়, শোভা পায়।

বৃদ্ধ পদে ধরি বহু করিল কান্দন।
যেন মতে পিতা বন্ধু মৃত্যুর কারণ।।
বিস্মিত হইল দেখি কান্দন তাহার।
ইন্দ্ররাজ শাপে কিবা পৃথিবী মাঝার।।
মানব পুরুষ মধ্যে রূপ অনুপাম।
মোহিত হইব দেখি সভাজন[১] কাম।।
এত শুনি পুছিলেক তুমি কোনজন।
কোথা হন্তে আসিয়াছ কান্দ কি কারণ।।
মজনু হইছ কিবা কে বা মারিয়াছে।
কি দুঃখ পাইয়া তুমি কান্দ মোর কাছে।।
তাজুল মুলুক কহে বৃদ্ধ বাক্য শুনি।
হীন নোয়াজীসে কহে হৃদান্তরে গুনি।।

## বৃদ্ধার সাক্ষাতে কুমারের কান্দন

।। লাচাড়ি ছন্দ।।

কান্দে শাহা সুত, অতি অদ্ভুত।
বৃদ্ধোত্তমা পদে ধরি।
বোলে মাতাপিতা, হরিছে বিধাতা,
ভবে আছে একেশ্বরী।।
চরিত্র জঞ্জাল না ঘটয় ভাল,
পরাভব অনুক্ষণ।
শিশুকাল হই, বহুত দুক্ষ সই,
নিত্য বিচলিত মন।।
কি পুছ আমাত রাখি মন্দ মত,
আয়ু মোর পঞ্চদিন।
তাহে পরাভব নাহিক উৎসব,
ধনজন বন্ধুহীন।।

১. সভাজন—সবার।

এই সে ভুবন, নাহি আপ্ত[১] জন।
চিত্ত নিত্য অগ্নিজলে।
ভাগ্য হেন আছে নাহি কেহ কাছে,
নিত্য দুঃখ ঘণ্টা গলে ॥
নাহি সুখ আর, অতি দুঃখ ভার,
ছায়ামাত্র কাছে আছে।
সব হইল দুর, সমমান অঙ্কুর,
না জানি কি হয় পাছে ॥
ভ্রমি দেশে দেশে কবির উদ্দেশ্যে,
বাঞ্ছিত পূরণ জন।
পিতামহী সমা আজি দেখি তোমা,
তরল হইল জীবন ॥
কহে হেন সার কান্দয় কুমার,
বৃদ্ধোত্তমা পদে ধরি।
মায়ার বিনয় শিলা জলময়,
নরমন প্রেম ভরি ॥
বৃদ্ধেরে কহিতে চিত্তে প্রবেশিতে,
আকুল শাহা তনয়।
স্মরি নিরঞ্জন, মনে সুফল পণ,
হীন নওয়াজিস কহে।

॥ যমক ছন্দ ॥

আয়[২] বৃদ্ধ তোমা কহি শুনহ বচন।
পন্থিক বিদেশী সঙ্গে নাহি কোন জন ॥
কিন্তু মাত্র প্রভু মোর শিরে দিছে ছায়া।
জীবনের সারথি রাখিছে এক কায়া ॥

১. আপ্ত—আত্ম।
২. আয়—ওগো।

মানবী কুলেত মোর নাহিক সারথী।
কাহারে কহিব গিয়া দুঃখের আরতি ॥
জন্মভূমি ছিল মোর নামে সর্বস্থান।
মোর পিতামহী ছিল তোমার সমান ॥
মাতাপিতা হীন পিতামহী পালাইল[১]।
দুগ্ধ অন্ন খাই তাঁন শরীর লভিল।
প্রভুর আজ্ঞায় সেই হইল স্বর্গগতি।
সেই ধরি উদাস হইল মোর মতি ॥
আজি তোমা দেখিয়া পাইল মনে সুখ।
পিতামহী যেহেন দেখিল তোমা মুখ ॥
যেহেন তোমাকে কিবা বদলী পাইনু।
সরস বচন শুনি হরিষ হইনু।
দিন শতবার তোমা পদ পরশিমু ॥
নিষ্কপটে চিত্ত দিয়া সেবায় রহিমু।
তোমার কটাক্ষ যদি চাহ কৃপা করি।
জন্মান্ত হইব সুখ দুঃখ যাইব হরি ॥
সেই পিতামহী যেন আছিল জগতে।
মনে পাটে তোমারে বসাইমু সেইমতে ॥
যেন মাটি কিমিয়া[২] সুবর্ণ করে নিত।
তেন তুমি আঙ্কা[৩] দৃষ্টে কর প্রতিষ্ঠিত ॥
শাহা সুত বাক্য যত শুনি রক্ষোত্তম।
কহিতে লাগিল আর পুরুষ উত্তম।
সংসারে তোমার কেহ নাহিক দোসর।
না রাখিয় ইষ্ট মিত্র পুত্র পৌত্র সব।
না জানি কি আছে দুই দিনের জীবন।
মৃত্যুকালে কার্যেত আসিব সেইক্ষণ ॥

১. পালাইল—পালন করল।
২. কিমিয়া—রসায়নবিদ।
৩. আঙ্কা—সম্ভবতঃ আঁখি অর্থে।

শাহা সুতে এতেক বৃদ্ধের বাক্য শুনি।
সম্বোধিয়া মধুর বচন কহে পুনি।
এ দেশের মহীপাল মোহান্ত সুজন।
তাহান সেবাতে আমি থাকি অনুক্ষণ।।
সতত তোমার স্থানে নারিমু আসিতে।
কিরূপে আসিব ঈশ্বরের কার্য হস্তে।
কোন কোন দিনে আসি তোমার আলয়।
নিষ্কপটে পদসেবা করিমু নিশ্চয়।
এই বলি আইসে শাহা সুত প্রতিদিন।
সেই বৃদ্ধোত্তমা গৃহে সেবামাত্র লীন।।
নিজকার্য সাধিতে লাগিল সমাহিত।
বৃদ্ধের গৃহের এক হইল ভেদকারি।
নিত্য আসি কহে কথা মিষ্টা পরচারি[১]
একদিন কুমারে কথেক ধন আনি।
বৃদ্ধোত্তমা আগে দিয়া কহে মধুবাণী।।
এই ধনে তোমা কার্য কর সমাধন।
না হইলে পুনি আর দিব ততক্ষণ।।
তাহা শুনি সেই বৃদ্ধে কহিল উত্তর।
অগণিত পঙ্কধন আছে মোর ঘর।
সেই ধন ভিন্ন হেন না জানিঅ তুমি।
তোমা কার্যে যত লাগে সব দিই আমি।।
মোর কার্য নাহি রাখিবারে তোর ধন।
নিঃশঙ্কে মোহোর ধন কর বিতরণ।।
ধনপুঞ্জ দান কার্য না দিলে কি ফল।
স্বর্ণ রত্নময়ী শিলা সমান সকল।।
এত শুনি তাজুল মুলুক অনুমানে।
বৃদ্ধ বাক্য অধিক প্রত্যয় হইল মনে।।

---

১. পরচারি < প্রচারি।

অতি আপ্ত জনে হেন মনে মাত্র চিন।
সুবচনে কহে বাক্য নহে ভিন্নাভিন॥
একদিন শাহা সুতে বৃদ্ধ আগে আসি।
পদমূলে ধরিয়া কহিল মায়াবাসি॥

**॥ বৃদ্ধার নিকট কুমারে বেশোয়ার তত্ব জিজ্ঞাসে॥**

আয় পিতামহী তুমি প্রাণ অবতার।
এক বাক্য জিজ্ঞাসিমু চরণে তোমার॥
নিষ্কপটে সত্য করি কহ মোর স্থান।
মন প্রবোধিতে পুছি তোমা বিগুমান॥
এই বেশোয়ার কীর্তি শুনিয়া শ্রবণে।
মহা মহা লোক আইসে খেলিতে কারণে॥
কি লাগি তা সঙ্গে খেলি জিনিতে ন পারে।
খেলার সময় নিজ ধন প্রাণ হারে॥
তাহা শুনি বৃদ্ধ বলে কুমার সুজন।
কি লাগি বিস্মিত বাক্য কর জিজ্ঞাসন॥
কহিতে নাহিক আজ্ঞা মর্ম কারে স্থান।
কহিলে ভাঙ্গায় যেন কাঁচের এই প্রাণ।
বেশ্যা কর্ণে এই বাক্য হইলে প্রচার।
তার ক্রোধানলে মোর নাহিক উদ্ধার॥
মর্মকথা সিন্দুক যে বুদ্ধিমন্ত যত।
নিকলি[১] বাহির হইলে নহে হস্তগত॥
তুমি আত্ম দেখি। কহিতে মনে লয়।
অন্যত্রে এই বাক্য কহন সংশয়॥
এই বলি বৃদ্ধোত্তমা কহিতে লাগিল।
তমো নাশি বাক্য-রবি যেন প্রকাশিল॥
বলে বেশ্যা-গৃহে এক মার্জা শিক্ষা অতি।
প্রদীপ তাহার শিরে রাখয় সম্প্রতি॥

১. নিকলি<নিকাল (উর্দু বা হিন্দী)।

মুষিক পালিছে এক শিক্ষা সেই মতে।
প্রদীপের ছায়াতে রাখয় নিয়মিতে।।
খেলিগর[১] সঙ্গে যদি খেলা আরম্ভয়।
মুষিকে প্রদীপ ছায়া ধরিয়া বৈসয়।।
বাঞ্ছিতের মার যদি হয় বিমন্টন।
মার্জারে লাড়এ শির ছায়ার কারণ।।
গুটির উপরে যদি হয় অন্ধকার।
তবে সেই বেশোয়ার কার্যের সুসার।।
সেই ছায়া লক্ষ্য করি মুষ[২] শিক্ষা অতি।
ইঙ্গিতে প্রকারে মার লাড়ে[৩] শীঘ্রগতি।
বাঞ্ছিতের পৃষ্ঠে মার রাখে তুরমান[৪]।।
যার যেই নিয়মিতে বৈসে সাবধান।
এ সকলে খেলি সবে লক্ষিতে না পারে।
তে কারণে বেশ্যা সঙ্গে ধনে জনে হারে।।
বুঝিতে না পায় ঠাই কপট সমুদ্র।
সর্বধন নিজ প্রাণ উবয় বহিত্র।।
অন্য জনে এ সকল না শুনে যেমতে।
বচন মানিক্য কুঞ্জি দিলুঁ তোমা হাতে।।
এত শুনি শাহা সুতে কহিতে লাগিল।
যে কহিল হৃদে মোর সকল রহিল।।
অধিক গুপ্ত শ্লোক ভেদ ভাঙ্গে জন।
ভাঙ্গিতে পরম তত্ত্ব আছে নিবেধন।।
এ বলিয়া কুমার চলিল তথা হতে।
আপনার সঙ্গে যুক্তি কৈল্য পথে পথে।
বুদ্ধির সমুদ্রে ডুবাইয়া নিজ মন।
যুক্তির মুকুতা এক তুলিল তখন।।

১. খেলিগর—খেলোয়াড়।
২. মুষ<মুষিকা, ইঁদুর ৩. লাড়ে—নাড়ে ৪. তুরমান—তুর (শীঘ্রগতি)+
মান=দ্রুতগতি।

চলিল সময় ক্ষেণে সে দেশে বাজারে।
মনের বাঞ্ছিত বাক্য না কহে কাহারে ।।
উষ্ঠ-চঞ্চু ছাও এক কিনিয়া লইল।
হিতের হরিষে নিজ বাসা ঘরে নিল ।।
বৎসরেক পালি তাকে শিক্ষা কৈল্য অতি।
ইঙ্গিতে আন্তিনান্তরে আইসে যায় নিতি ।।
দেখিতে বেজাঁর ছাও পলাঙ্গ[1] চরিত।
অভ্যাসিছে বাঞ্ছিত সাধিতে সমাহিত।
তার পাছে কত দিনে শাহা সুতে যাই।
কপট কল্পনা করি কহে বৃদ্ধ ঠাঁই ।।
সংসারে মিথ্যার ডোরে কার্যবন্দী হয়।
অন্ত কালে সত্য বিনা মিথ্যা কিছু নয় ।।
বোলে মোর কি লাগিয়া চিত্ত উচাটন।
ঈশ্বরের কার্য বন্দী নহে মোর মন ।।
মোর চিত্তে লয় ভিন্ন দেশে যাইবার।
সংসার ভ্রমিয়া চাহি হইব নিকার[2] (?)
এক নিবেদন মোর আছে তোমা স্থান।
এই দুই সহস্র তঙ্কা যদি দেও দান ।।
কিছু দ্রব্য কিনি লই যাইব সঙ্গতি।
যে মূল্য যে দেশে চলে বিক্রিমু সম্প্রতি।
এতশুনি বৃদ্ধ শাহা সুতেরে বোলয়।
যত চাহ ধন দিব লৈ যাও নিশ্চয়।
এ'বলিয়া গৃহ হন্তে তঙ্কা আনি দিল।
কুমারের ইচ্ছামত বান্দিয়া লইল।
সংসার চরিত্র বুঝ কিবা আত্ম পর।
ধনের তরাজু দিয়া তোলয় আদর।

---

১. পলাঙ্গ—শুশুক বা জলজন্তু বিশেষ।
২. নিকার—অন্তর্ধান।

প্রণামিয়া আম্নু স্তমি[১] স্তন্তি ( ? ) কুমারে ধন পাই ॥
সেই মতে চলে শাহা রেজোয়ান ঠাই ।
তথা যাই ভুমি চুম্বি বলে মহীপাল ।
তোমা আজ্ঞাকারী হইয়াছি এতকাল ॥
এদেশেতে মোহর কতেক ইষ্টজন ।
তোমার লবণে রক্ষা পাইছে জীবন ॥
সে সবের উৎসবে আমাকে নিতে চায় ।
নাহিক বসন অশ্ব কি হৌক উপায় ॥
আপে কৃপা দৃষ্টি কৈলো আমার উপর ॥
উত্তম বসন দেও অশ্ব গম্য বর[২] ।
ঈশ্বরেতে দুই দ্রব্য যদি মুই পাই ।
তবে সেই উৎসবে আনন্দ রঙ্গ চাই ॥
এত শুনি শাহা রেজোয়ান মহাশনে
আজ্ঞা দিল লৈ যাও তুই যেই মনে ।
মলমল মসলন্দ[৩] বস্ত্র লাল সাল ।
পবন সদৃশ গম্য অশ্ব এক ভাল ।
ইঙ্গিতে এ দুই বস্তু আনিয়া সত্তরে ।
তাজুল মুলুক প্রতি দিল অনুচরে ॥
প্রণামিয়া স্তোমিয়া শাহা বিস্তমান ।
বস্ত্র পরি অশ্বে চড়ি করিল প্রয়াণ
কতদূর যাই সঙ্গে লইল কতজন ।
সে সবেরে দিতে কহি নিয়মিত ধন ।
তা সবারে সঙ্গে করি যায় বেশ্যা ঘর ।
নাকাড়া প্রাচীর দ্বারে দেখিল গোচর ॥
সেই নাকাড়াতে এক দিল বজ্রঘাত ।
সে শব্দ বেশোয়া কর্ণে লাগে অকস্মাৎ ॥

১. স্তমি<স্তোম ; প্রশংসা করা । এখানে কুর্নিশের কায়দা অর্থে ।
২. গম্যবর—বাহনার যোগ্য ।
৩. মসলন্দ—কার্পেট, বিচিত্র কারুকার্যমণ্ডিত আসন বা মোটা কম্বল ।

বলে কোন মহালোক আইসে মোরস্থান।
তেকারণে দ্বারে আসি দিল বজ্রসান।
এ'বলিয়া আগুবাড়ি আনিতে চাহিল।
চতুর্থ দিওয়াল ( ? ) দ্বারে কুমারে পাইল ॥
বহুল সম্ভাষা করি নিল নিজ ঘরে।
সুবর্ণ আসনে বসাইল মান্যাদরে[১]।
আপনি বসিয়া হেঁটে[২] দাসীর তুলন।
ঈশ্বর সেবায় যেন অধিক যতন ॥
তবে বেশোয়ার স্থানে কহে শাহা সুতে।
বহুদিন হইল এই দেশেতে ফিরিতে ॥
নিকটেতে থাকি আমি অতি দুঃখিত।
কৃপাদৃষ্টি আমাকে না কর কদাচিত ॥
আজি উপস্থিত হইলাম তোমার দুয়ারে।
সম্পূর্ণ সন্দেশ দিয়া তুষহ আমারে ॥
এতশুনি বেশোয়ায় লাগিল কহিতে।
কভুনা আসিহ তুমি আমার এথাতে ॥
কি লাগিয়া আমা প্রতি কর অপযশ।
আসিলে মিলন পন্থে অতি মহারস ॥
এখনে আসিছ তুমি আমার আলয়।
কিঞ্চিত সন্দেশ পাইবা যে মত্র আছয় ॥
এ বলিয়া বেশোয়ায় যত উপহার।
ইঙ্গিতে আনি দেয় শাহা সুতে খাইবার ॥
পূর্ব খেলিগর হস্তে ধিক ভুঞ্জন হইল।
কর্পূর তাম্বুল দিয়া সন্তোষ করিল ॥
তপন সুবর্ণ পাট হইল অস্তাম্বিত।
সমসেত পূবে যদি হইল উদিত ॥

---

১. মান্যাদরে—মান-সম্মানের সঙ্গে।
২. হেঁটে—নীচে।

তবে বেশোয়ার স্থানে কহে শাহা স্থতে।
শুনিছি চতুর তুমি খেলিগর হন্তে ॥
তোমা হস্ত হন্তে কেহ বাজি নিতে নারে।
এ হেন প্রতিষ্ঠা হৈল পূর্ণিত সংসারে ॥
আইসট বস খেলা খেলি বাজি দুই এক।
বলকুট দলিচা[1] আনি দেখি পরতেক।
তা শুনি নধর পাট (?) আনিল সাক্ষাতে ॥
মার্জার শিরেতে দীপ দিল সহসা হাতে।
লক্ষ তঙ্কা এক এক বাজী নিয়মিত।
দোহানে খেলএ বাজী লক্ষিয়া চরিত ॥
কুমারের শুদ্ধ হস্ত খেলা স্থতরঙ্গ।
বেশোয়ার দিকে হইল হঠকরি ভঙ্গ ॥
তা দেখি মার্জার শির লাড়িল তখন।
পাটের উপরে ছায়া কৈলা আশ্রাদান।
বাঙ্ঘা ধরি ছায়া লক্ষ্যো মুষিক রহিছে।
গুলিস্তান লাড়িবারে মনেত করিছে ॥
তখনে কুমারে অঙ্গুলী ইঙ্গিত রাখিল।
আস্তিন ভিতর হন্তে উচ্চ-চক্ষু নিকালিল ॥
তা দেখিয়া মুষিক ধাইল ভয় বাসী।
মার্জার ধাইল দীপ ফেলিয়া যে রাখি ॥
তবে বেশোয়ার প্রতি শাহা স্থতে কহে।
মিথ্যা খেলিবার তোর উচিত না হয়
মনেত কপট রাখ এয়া কোন চাতুরী।
মার্জা মুষিকের হন্তে খেলা নিতে হরি ॥
প্রদিষ্ঠা[2] রাখিছ তুমি এহেন খেলিয়া।
বন্দিতে রহিছে লোক নিজ ধন দিয়া ॥

---

১. দলিচা <হি. দুলিচা ; ছোট গালিচা। পাশা খেলার ছক সম্বলিত পাত (Board)।
২. প্রদিষ্ঠা — প্রতিষ্ঠা।

চিকুর কপস (?) যার সর্ব উঠাইত।
এসব কপট যদি শাহায় শুনিত ॥
নাসা কর্ণ কাটি চুণ কালি মুখে দিয়া।
দূর করি দিত দেশ হস্তে নিকালিয়া ॥
ক্রোধ করি এই মত যদি সে কহিল।
লজ্জা পাই শামাদানে প্রদীপ রাখিল ॥
ভয়চিত্তে বেশোয়া লাগিল খেলিবার।
কুমারে খেলএ সাবধানে আপনার ॥
দোহানের মনে চিন্তা জানিতে কারণ।
কপট উপরে অসন্তোষ নিরঞ্জন ॥
যার হৃদে কপট থাকএ অবিরত।
নিজধন প্রাণ হয় পর হস্তগত ॥
সেই রাত্রি দুইজনে সমস্ত খেলিল।
পূর্ণ সপ্ত কোটি তঙ্কা কুমারে জিনিল।
তবে বেশোয়ার স্থানে কুমারে বোলয়।
নিশি শেষ হইল এবে তপন উদয়।
এবে আমি চলি যাই শুনরে যুবতী।
অথাতে শয়নে জাগি আছে নরপতি।
ভোজন বেলা তান হইব এখনে।
সমুখে না দেখে যদি ক্রোধ হৈব মনে ॥
ঈশ্বরের কার্য যেবা মন না বান্ধএ।
তিল ক্রোধানলে সেই ভস্মপাত হএ।
এ বলিতে ভয়ানলে উথলে সবলে।
সেই রাত্রি যত ধন কুমারে জিনিল।
স্তূপ করি বেশোয়ার গৃহেতে রাখিল।
সত্য করি চলিল সন্ধ্যাতে আসিবার।
দিবসে ঈশ্বর সেবা করিয়া সুসার ॥
জ্যোতির্ময় অর্ক যদি হইল অস্তমিত।
তখনে কুমারে আসি হইল উপস্থিত ॥

অমল বসন অঙ্গে আইল কুমার।
পবনে পাইল লজ্জা চলনে তাহার।
গতরাত্রি খেলারসে আঁখি বন্ধ ছিল।
অন্য দিকে না দেখি তথাতে শীঘ্র গেল।
তা দেখিয়া দ্বারী গিয়া কহিল খবর।
বেশোয়া তাহাকে বাড়ী নিলেক সত্বর॥
সুবর্ণ আসনে বসাইল শীঘ্রগতি।
নিয়মিত অঙ্গসজ্জা করিল সম্প্রতি।
ভোজন করিল যদি কুমার সুজন।
খেলার সংযোগ যত আনিল তখন।
এই মতে মার্জা শির প্রদীপ রাখিল।
অজ্ঞাপনে বসনে মুষিক ছাপাইল।
চিত্ত দিয়া দোহানে লাগিল খেলিবারে।
অর্ধনিশি শত কুঠি জিনিল কুমারে॥
তার পাছে দ্রব্য আদি যতেক আছিল।
একে একে সে সকল কুমারে জিনিল॥
তবে কহিলেন্ত রাত্রি অল্প আছয়।
এহাতে কি আছে জানি খেলিমু নিশ্চয়॥
যত শাহা সুত এথা হইছে বন্দিয়া।
রহিয়াছে ধনে প্রাণে খেলাতে হারিয়া।
সে সব কারণে সত্য করিয়া খেলিমু।
প্রভুএ জিনায় যদি উদ্ধার করিমু।
জীবন্ত সবে দুঃক্ষ পায় অনিবার।
সন্তোষ হইব প্রভু করিলে নিস্তার।
পুনর্বার খেলএ এমত দড়াইয়া[১]।
জিনিয়া উদ্ধার কৈলা সকল বন্দিয়া॥
তা দেখিয়া বেশোয়া কহিল কুমারে।
কি আছে পরীক্ষি চাহি ললাট উপরে॥

১. দড়—দৃঢ়, শক্ত হয়ে। এখনও আঞ্চলিক উপভাষায় প্রচলিত।

ভাগ্যের তরাজু সিদ্ধি ভাব যদি হয়।
নিজ ধন পালা ধরি লইমু নিশ্চয় ॥
যে আশা করিছ তুমি নিতে ন পারিবা।
আপনি ইচ্ছায় ধন ফিরাইয়া দিবা ॥
নতুবা পাইমু শাস্তি করিছি যেমন।
সে গতিকে তোমা দাসী হইমু এখন ॥
তবে দোঁহ দেখিতে লাগিল পুনর্ব্বার।
অবশেষে সেহ বাজী জিনিল কুমার ॥
তবে বেশোয়ায় বলে আয় শাহা সুত।
সংসারেত তোমার প্রশংসা অদভুত।
তোমার ললাট শুদ্ধ নক্ষত্রের জ্যোতি।
মোর হস্ত হস্তে বাজী নিল শীঘ্রগতি ॥
এ বলিয়া বেশোয়া উঠিয়া করযোড়ে।
পরার্থনে কহিলেক কুমার গোচর ॥
শুভ ভাগ্য দিনে দিনে বাড়এ সবলে।
আমাকে করিলা দাসী অন্য দাসী মেলে ॥
অন্য শাহাকুল আমি রাখিছি বান্ধনে।
ভাগ্য বলে আমা গৃহে পাইলা আপনে ॥
তোমা হস্তগত হইল মোর নিজধন।
আপনার যেই ইচ্ছা করহ এখন ॥
পরিণয় আমাকে করহ মহাশয়।
এই ধনে জনে বন্ধ আমার আলয় ॥
কুমারে বোলহ এহা নহে কোন ধর্ম।
আমার উপরে আছে মহা এক কর্ম।
আকাশের শুভগতি প্রভু আজ্ঞা হস্তে।
সেই কার্য আসি যদি বৈসে মোর হস্তে ॥
মনোবাঞ্ছা পুরিলে আপনা কর্ম ফলে।
অসাধিত কার্য সিদ্ধি হৈলে ভাগ্য বলে ॥

এহাতে আমার প্রতি যদি থাকে মন।
দ্বাদশ বৎসর রহ ভাবি নিরঞ্জন।
ক্ষেমাঙ্কুশে[১] ঠাট[২] বস্ত্র আচ্ছাদন করি।
প্রভু ভাবে থাকহ মনেত বাঞ্ছা ধরি।
পূর্বমন্দ কর্ম যথ মনে ন রাখিবা।
সত্য স্মরি পাপভয় করিয়া থাকিবা।
বাঞ্ছিত পুরিলে যদি প্রভু আজ্ঞা হয়।
শুভ পাটে বসিলে করিমু পরিণয়॥
তা শুনিয়া বেশোয়ায় বহুল কহিলা।
পরমন্দ নিজকার্য সাধিতে লাগিলা।
তুমি কামনা মোর স-কলিকা উল্লাস।
নতুন অদ্যাপিহ না হইছ প্রকাশ॥
প্রথমের বসন্ত হেমন্ত নাহি পাও।
কি লাগি নতুন বনে অগ্নি দিতে চাহ।
বিদেশে চলন যেন অগ্নিকুণ্ডে আশ॥
সুখছাড়ি দুঃখে কেনে করহ বিলাস।
যদি যাও দুঃখ হ্রদে ইষ্টি-ভিন্ন দেশে।
সঙ্গী হই সেই হ্রদে করিনু প্রবেশ।
মিত্র বিনে কারাগার হয় নিজ ঘর।
এই মত বাক্য জান সকল উপর॥
বেশোয়া পাষণ্ড বাক্য যদি সে কহিল।
নাম গ্রাম পরিচয় দিবারে লাগিল।
তাজুল মুলুক জান মোহর যেন নাম।
পিতা মোর জয়নুল মুলুক গুণধাম॥
মোর জন্মভূমি জান শর্কস্থান দেশ।
সুখের নাহিক অন্ত কি কহি বিশেষ॥

---

১. ক্ষেমাঙ্কুশে—কল্যাণরূপ অঙ্কুশ তাড়না দ্বারা অঙ্গসজ্জা পরিত্যাগ করে।
২. ঠাট—সং: রূপ, বিচিত্র বসনে বেশবাশ।

মৌলিক অবদান হচ্ছে অ্যারিস্টটলীয় প্রক্ষিপ্ত গতি তত্ত্বের সমালোচনা। সেটা ছিলো পেরিপ্যাটেটিক পদার্থ-বিজ্ঞানের অ্যাকিলিজের পায়ের গোড়ালি। অ্যারিস্টটলের বিরুদ্ধে ইব্‌ন্‌ সিনা জন্‌ ফিলোপনোসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, প্রক্ষিপ্ত গতির মধ্যে একটি বস্তুর নিজের ভিতরে থাকে একটি ক্ষমতা। প্রক্ষিপ্ত বস্তুটি তার এই ক্ষমতা পায় সেই কারণ থেকে যে কারণটি তাঁকে প্রথম গতির মধ্যে স্থাপন করে। গতির মধ্যে স্থাপন করে সে বস্তুকে ঠেলে দেওয়ার জন্য যে বস্তু তাকে তার বিশেষ দিকের পানে যেতে বাধা দেয়—যথা, মাধ্যমের প্রতিরোধ।[১৩] অধিকন্তু ইব্‌ন্‌ সিনার মত অনুসারে এবং জন ফিলোপনোসের মতের বিপক্ষে, এই শক্তিটি, যাকে বলা হয়েছে "মেইল্‌ কাস্‌রি", সেটা একটি শূন্যস্থানে ছড়ানো নয়—বরঞ্চ সেটা ক্রমাগত চলবে যদি এমন শূন্যস্থান থাকে যাতে একটি বস্তু চলতে পারে। এ ধরনের গতির জন্য ইব্‌ন্‌ সিনা একটি পরিমাণগত বর্ণনা দেওয়ারও চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, একটি শক্তির দ্বারা চালিত এই বস্তুটি এমন এক গতিবেগ পাবে যেটা বিপরীতভাবে তার "স্বাভাবিক প্রবৃত্তি" বা ভারের সমানুপাতিক। আর অব্যাহত গতিবেগের সঙ্গে এ রকম চলমান বস্তুটি যে দূরত্ব অতিক্রম করবে সেটা সোজাসুজি তার ভার বা ওজনের সমানুপাতিক। এই মতবাদটি তাঁর সমসাময়িক আবুল বারাকাত আল্‌-বাগ্‌দাদী বেশ অনেকটা সুপরিষ্কৃত করেন এবং ফখ্‌র আল্‌-দিন্‌ আল্‌-রাজী এবং নাসির আল্‌-দিন্‌ আল্‌-তুসির ন্যায় পরবর্তী মুসলিম দার্শনিকদেরকে এই মতবাদটি প্রভাবিত করে। ল্যাটিন জগতে প্রবেশ লাভ করার এই শক্তিমান মতবাদটি আন্দালুসিয়ার অধিবাসী আল্‌-বিত্‌রুজি গ্রহণ করেন। অতঃপর ল্যাটিন জগতে প্রবেশ লাভ করার পর সেটা প্রত্যক্ষভাবে পিটার ওলিভির রচনাসমূহের উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করে। তাঁর রচনাবলীতে আরবী শব্দ "মেইল্‌ কাস্‌রি" inclinatio violenta পদে অনূদিত হয়। পরে আবার এই পদটিকে পুনর্নাম প্রদান করেন জন্‌ বারিদান। তিনি এটার নাম দেন impetus impressus এবং বিষয়টি ভর এবং গতিবেগের উৎপন্ন বস্তুরূপে নিরূপণ করেন—সেটা আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানের ভরবেগের অনুরূপ একই বস্তু। গ্যালিলিও এই ভরবেগের নাম দেন ইমপেটো (impeto)। এতে সেই ধারণাটিই রূপান্তরিত হয়েছে যেটা জন্‌ ফিলোপনোস্‌ এবং ইব্‌ন্‌ সিনার সৃষ্টি। কিন্তু সেটা আর মধ্যযুগের লেখকদের অনুরূপ অন্তর্নিহিত অর্থ বহন করে না। মধ্যযুগীয় বিজ্ঞানীদের কাছে গতির কার্যক্ষম কারণ বেগশক্তি। গ্যালিলিওর কাছে সেটা হয়ে দাঁড়ায় অঙ্কবিজ্ঞানের সাহায্যে গতিকে বর্ণনা করার একটি উপায় রূপে। এই নতুন ব্যাখ্যার মাধ্যমে এক নতুন ধরনের পদার্থ-বিজ্ঞান সৃষ্টি করা সম্ভব হলো: আর সে সঙ্গে মধ্যযুগীয় প্রাকৃতিক দর্শনের কিছুসংখ্যক মৌলিক ধারণার ব্যবহার অব্যাহত রইলো।[১৪]

প্রভু আজ্ঞা হস্তে মোর পিতা হইল অন্ধ।
খণ্ডাইতে নারে কেহ যে আছে নিবন্ধ।
বহু বৈদ্য হাকিমে ঔষধ কৈল অতি।
তথাপি পিতার চক্ষু না হইল জ্যোতি॥
বকাঅলি পুষ্প নাম আছে দূরান্তর
ঔষধ করিলে হয় চক্ষুর পসর।
সে পুষ্প লাগিয়া যায় মোর চারি ভাই।
কারাগারে রাখিয়াছ তোমা এই ঠাঁই॥
কিবা বনে কিবা দেশে পুষ্প উদ্দেশিতে।
অজানিতে চলি আইলুঁ তাসব সহিতে।
ছল ফান্দে এ সকল বন্দিতে রাখিলা।
ধন আদি যে আছিল তা সব হরিলা।
তোমাকে জিনিল আমি সহস্রেক গুণে।
নিজ অঙ্গ হারিলা যথেক ধন জনে॥
বাক্যগত মোর যথ কহিলুঁ তোমাতে।
সেই পুষ্প যাবতে পড়য় মোর হাতে।
তবে কার্য সিদ্ধি হয় সর্বমতে ভাল।
নহে পুষ্প উদ্দেশিতে চলিমু তৎকাল।
মিত্রের দর্শন হেতু নারিলে যাইতে।
প্রতিজ্ঞা করিতে হয় পুষ্প উদ্দেশিতে।
তা শুনি বেশোয়া কহে কুমারের স্থানে।
মন্দ কর্ম করিতে কি লাগি হইল মনে॥
উল্টা চিকিৎসা মনে হইছে তোমার।
ক্ষুদ্র কিবা শক্তি রবি-পন্থে যাইবার
অসাধিত সাধক হইছে কোন হীন বলে।
যোক্ত নহে ইচ্ছাগতে দহিতে আনলে
কহি শুন এক কন্যা বকাওলী নাম॥
পরী নৃপতির সুতা রূপে অনুপাম।
সে কন্যার পুষ্পোদ্যান অতি মনোহর।

রবি দৃষ্টি নহে থাকি আকাশ উপর।
মনুষ্যের অল্পশক্তি যাইব কেমতে।
বলবন্ত দেও পরী ন পারে যাইতে।
সহস্র সহস্র দেও আজ্ঞা অনুমতে।
প্রহরী রাখিছে উদ্যানের চতুর্ভিতে॥
কেহ নিজ শক্তি তথা যাইবারে নারে।
কোন জনে অন্য জন নিতে নাহি পারে।
অগণিত দেও পরী উর্দ্ধ দিগে বয়।
পক্ষী সব উপরে উড়িতে ন পারয়।
বাসুকী মূষিক সৈন্য রহে রসাতল।
কেহ যেন করিতে না পারে ছল বল।
কাহার বুদ্ধিয়ে তথা নারে যাইবারে।
তে কাজে বাঞ্ছিত পত্র লিখিতে ন পারে।
শুনহ কুমার মোর বাক্য অনুসার।
কদাপি ন ইচ্ছ এই কর্ম করিবার॥
যমের সাক্ষাতে দাণ্ডাইতে যুক্তি নহে।
অবশ্য শরীরে ঘাত হইব নিশ্চয়॥
প্রভুএ করিছে হেন ফোরকানেত লেখা।
'অলাতল কু উ---বে-আইদি কুম[১]......'
এই সে আয়াত মধ্যে পড়ি বুঝি চাহ।
আপনি স্বভবা তুমি কদাপি না যাও।
যাহার উপরে আজ্ঞা নাহিক মরিতে।
সে কেনে জীয়ন্তে চাহে অগ্নিতে পড়িতে।
তা শুনি বেশোয়া বলে তা সবার স্থানে।
তা শুনি কুমারে বোলে বেশোয়ার স্থানে।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত তুমি না শুনিছ কানে।

১. পুথিতে এ চরণের বাকী অংশ নেই। সম্ভবতঃ এটি কোরান শরীফের (সুরা বাকারা) সাইয়াকুল পারার অন্তর্গত একটি অংশ বিশেষ। এর অর্থ—'তোমরা নিজেরা নিজেকে ধ্বংস করিও না।'

প্রভুর কৃপায় যেন হইলেক জান।
নমরুদের অগ্নিমধ্যে কৈল্য পুষ্পোদ্যান।
মোহোর মনেতে যদি শুদ্ধভাব হয়।
পুরাইব অসাধিত বাঞ্ছিত নিশ্চয়।
নহে মতি ক্রোধ সাম্যে কিছু নহে সার।
শুদ্ধচিত্তে অলঙ্ঘ্য সমুদ্র হয় পার।।
শত্রুজনে বাক্যদোষে কি করিতে পারে।
সতত পরম মিত্র কৃপা করে যারে।
আর এক বচন শুন কহি আমি।
মুই নির্বলিরে দৃষ্টি না করিঅ তুমি।
যাইতে প্রতিজ্ঞা মোর সে পুষ্প যথায়।
মোহোরে পাষণ্ড বাক্য না কহ সদায়।।
সহজ মনিষ্য আমি ক্ষীণ কলেবর।
তথাপিও দেও পরী নহে সমস্বর।
প্রভুএ মহিমা দিছে মানব কুলেতে।
লক্ষ্য কর মনে বনি আদম আয়তে।।
তোমার পাষণ্ড বাক্য কভু না শুনিমু।
সেই পুষ্প সংসারেত উদ্দেশ করিমু।।

# বামুন ও বাঘের বিবরণ

আর এক অপূর্ব কথনের শুন উক্তি।
যে মতে ব্রাহ্মণে ব্যাঘ্রকে কৈল্য মুক্তি ।।
ব্যাঘ্রহস্তে জীবরক্ষা পাইল ব্রাহ্মণ।
হীন নওয়াজিসে কহে কিতাবে যেমন ।।
দীর্ঘ ছন্দ কুমারে বেশোয়া স্থানে।
কহিলেক অতি জ্ঞানে বোলে শুন অপূর্ব কথন।

একদিন এক দ্বিজ, পন্থে চলে কার্য নিজ
ব্যাঘ্র সনে হইল দরশন।
হস্তে পদে বান্ধিয়াছে রাখিছে পন্থের কাছে,
ব্যাধ সব নাহিক নিকট।
লোহার শিকল গলে, ছিঁড়িতে না পারে বলে,
ব্যাঘ্র মনে ভাবয় সঙ্কট।
ব্যাঘ্র বলে ব্রাহ্মণেরে নিবেদন করি তোরে,
তোমার মহিমা গুরুতর।
আপনি ব্রাহ্মণ জাতি মায়াশীল ধর্ম অতি,
কৃপা কর আমার উপর ।।
বন্ধন খণ্ডাও তুমি, উদ্ধার হইলে আমি,
তোমা কার্য করিমু বিশেষ,
তুমি শত গুণধার, যদি না হইমু পার,
প্রশংসা করিমু দেশে দেশ ।।
ব্যাঘ্রের মিনতি শুনি ব্রাহ্মণে মনেত গুণি,
হৃদে বহু মায়া উপর্জিল।
নির্ভয় হইয়া বৈরী, দুই হস্তে জোড় করি,
সকল বন্ধন খসাইল ।।

মেলানি[১] পাইয়া বাঘে দাণ্ডাইল ব্রাহ্মণ আগে,
কন্ধে[২] হস্ত দিল ধরিবার,
তা দেখি ব্রাহ্মণে বলে, হেন নাহি মহীতলে,
উপকার প্রতি অপকার।
ভাল প্রতি মন্দ যেন, দুষ্ট প্রতি ভাল হেন,
দুষ্ট সঙ্গে না কর পীরিত,
জীবন থাকএ যার, মনেতে গুণিয়া সার,
দুষ্টেরে না কর কভু হিত ॥
ভালাই করিনু তোরে বধিতে চাহসি মোরে,
হেন ধর্ম আছে কোন স্থান।
কহিয়াছে বারে বার, করিবারে উপকার,
মহন্তের বাক্য যদি মান।
প্রাণ রক্ষা কর মোর, কন্ধ হস্তে হস্ত তোর,
আপনা গৃহেতে চলি যাই,
প্রভুর দিগেতে দেখ, আপনার সত্য রাখ,
এই নিবেদিএ তোমা ঠাঁই,
ব্যাঘ্রে বলে তাহা শুনি, আপনা মনেতে গুনি,
এই মত মোর শাস্ত্রে আছে।
আমাকে যে করে ভাল, আমি তার হই কাল,
প্রকাশি কহিলুঁ তোমা-কাছে ॥
প্রত্যয় না কৈল্যে মনে, চলহ সালিশ স্থানে,
তথা কহি দোঁহান কথা
সেই যেই কহে বাণী, অবশ্য দোহানে মানি,
বুঝিলে যে হইব সর্বথা[৩]।
এ বলি দোহানে চলে, মহা এক বৃক্ষ তলে,
বৃত্তান্ত কহিল গিয়া কাছে।
দোহানের বাক্য শুনি, বৃক্ষে বলে মনে গুনি,

১. মেলানি <মেলা <উন্মীলন ; মুক্তি অর্থে।
২. কন্ধে <স্কন্ধ।
৩. সর্বথা—নিশ্চয় অর্থে ? সর্বদা ?

সংসারেত এই মত আছে ।।
আমার যথেক কথা, শুনিতে লাগএ ব্যথা,
সেই দুঃখ সহন না যায় ।
খাইতে না পারি বলে জরে[১] বন্দী মহীতলে,
ভাবি মনে না পাই উপায় ।।
যত পরাভব মনে, শুন তুমি দুইজনে,
এক পদে দাণ্ডাই রহিছি ।
ডালপত্র আছে মোর, ছায়া ধরি অনিবার,
উপকার লোকেরে করিছি ।।
রবিতাপে লোক আইসে, মোর ডাল ভাঙ্গি বইসে,
শান্ত করে সে সবের মন ।
আর ডাল ভাঙ্গি হাতে, ছায়া ধরি তার মাথে,
পৃষ্ঠে দিয়া করএ গমন ।।
যে জন মূঢ় হয়, যদি হাতে খড়্গ রয়,
শিকড় কাটএ অনিবার ।
ডাল কাটি খড়্গ ঘাতে, লগুড়[২] ধরিয়া হাতে,
চলি যায় গৃহে আপনার ।।
শত্রু যেন এড়ি যায়, ফিরি কভু নাহি চায়,
না করএ কৃতী আশীর্বাদ ।
বুঝিলে সে বিপরীত, কেবা কারে করে হিত,
কার প্রতি কেবা শুনে নাদ ।।
এমত বুঝিলে বাণী, ব্রাহ্মণ হইব হানি,
রক্ষা নাহি তাহার উপর ।
সংসারের বু * * যারে ইচ্ছা তারে খাও,
ইলাহীরে না থাকিলে ডর ।।
এসব বচন শুনি, ব্যাঘ্রে বলে দ্বিজ মনি,
শুন বৃক্ষে কি কহে কথন ।

১. জর—শিকড় ( আঞ্চলিক উপভাষায় ) ।
২. লগুড়—কাষ্ঠ খণ্ড ।

শাস্ত্র বিনে কোন কথা, না করিঅ যথা তথা,
লোকে মন্দ ন বলে যেমন ॥
তা শুনি ব্রাহ্মণে বলে, যাই অন্য গুণী মেলে,
তার শাস্ত্রে যে-মত বোলয় ।
আছয় পণ্ডিত যথা, কহি দোহানের কথা,
যেই করে সেই সে নিশ্চয় ॥
তা শুনি চলিল ব্যাঘ্রে, ব্রাহ্মণ করিয়া অগ্রে,
পন্থে পন্থে এ বৃত্তান্ত কহে ।
সেই বাক্য পন্থে শুনি, দোহানেরে কহে শুনি,
সংসারেত এহেন আছয় ।
শুনহ মোহর কথা, লাগিছে যথেক ব্যথা,
শরীরে না সহে দুক্ষ ভার ।
পরাভব কত সহি, মহী সঙ্গে অরি রহি,
ধাইতে না পারি লড়িবার ।
লোক পন্থে চলি যায়, যদি পন্থ নাহি পায়,
মহা দুক্ষ পায় সেই জনে ।
শুদ্ধ পন্থ পায় যদি, তার বাঞ্ছা হয় সিদ্ধি,
সত্য মিথ্যা ভাবি চাহ মনে ॥
তথাপিও যত নরে, মোহর বক্ষের পরে,
লক্ষী[১] গুর্বী করে অবিরত ।
হয় হস্তী পদ ঘায়, অঙ্গ মোর ভাঙ্গি যায়,
দুঃখ সহি আছিএ সতত ॥
এমত বুঝিলে রীত, রক্ষা নাই কদাচিত,
বিপ্র প্রতি না দেখি নিস্তার ।
ইচ্ছা দিছে করতারে, নষ্ট করে যেবা যারে,
প্রভু ভয় না করয় যার ॥

---

১. লক্ষী গুর্বি—মল-মূত্র ত্যাগ ।

গুলির মধ্যে "প্রাচ্য" কথাটি তাঁর প্রতীকগত অর্থে আলোকের জগৎ বা শুদ্ধ আকারসমূহের রূপে দেখা দেয়। আর "প্রতীচ্য" কথাটির প্রতীকগত অর্থ দাঁড়ায় ছায়ার জগৎ বা বস্তুর জগৎ রূপে। মানুষের আত্মাকে বন্দীরূপে ধরে রাখা হয় বস্তুর অন্ধকার বিবরে। তার নিজেকে এই অন্ধকারের কারা থেকে মুক্ত করতে হবে। ফিরে যেতে হবে আলোর জগতে যে আলোর জগৎ থেকে তার আত্মা আদিতে নেমে এসেছে। এই অতি কঠিন কাজ সম্পন্ন করতে এবং তার "প্রতীচ্যের" নির্বাসন বাস থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তাকে পেতে হবে একজন পথপ্রদর্শকের দেখা। সেই পথপ্রদর্শক তাকে ব্রহ্মাণ্ডের ছায়াচ্ছন্ন লোকে পথ দেখাবেন—নিয়ে যাবেন তার চূড়ান্ত মুক্তিলোকে।

এরকম একটি পরিপ্রেক্ষিতে ব্রহ্মাণ্ড-জগৎ যাত্রী বা সুদক্ষ পথিকের জন্য হয়ে ওঠে আশু অভিজ্ঞতা এবং সেটা চিন্তাগত বিষয়বস্তু হয়ে থাকে না. সে তখন পথিকের সঙ্গে কথা বলে থাকে প্রতীকের ভাষায়। তার কাছে বয়ে আনে মহত্তম তাৎপর্যের বাণী। সেটা হচ্ছে জীবন এবং মৃত্যুর ব্যাপার। তার সম্পর্ক আত্মার চরম মঙ্গলের সাথে। এভাবে ব্রহ্মাণ্ডজগৎ বা কস্‌মস্‌ আভ্যন্তরিকতায় গূঢ়, আর পেরিপ্যাটেটিক দার্শনিকদের বস্তুনিরপেক্ষ এবং বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ভাষা রূপান্তরিত হয় একটি বাস্তব প্রতীকগত ভাষায়। পথিক-আত্মা শিক্ষা গ্রহণ করে তার পথপ্রদর্শকের কাছে থেকে। অনেক পরবর্তী শিয়া গ্রন্থকার সেই পথপ্রদর্শককে 'আলি ইব্‌ন্‌ আবি তালিব বা মুহম্মদের (তাঁর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক) সঙ্গে এক-করে দেখেছেন। সেই ব্রহ্মাণ্ড বা কস্‌মিক মণ্ডলের গঠন কি প্রকার এবং পথিক-আত্মা যদি এর ভিতর দিয়ে বা এর বাইরে তার সফরে ভ্রমণ করে তাহলে কি প্রকারের বিপদের সম্মুখীন তাকে হতে হবে। তখন সে বিপদের ঝুঁকি গ্রহণ করে এবং ব্রহ্মাণ্ড রহস্যের পর্বত ও উপত্যাকার ভিতর দিয়ে পথ চল্‌তে থাকে। চল্‌তে থাকে যতদিন না চূড়ান্তভাবে উপস্থিত হয় আকারগত জগৎ বস্তুর বাইরে এবং অবশেষে মৃত্যুর সঙ্গে সাক্ষাৎ না ঘটে। মৃত্যু তখন জগৎকে রূপান্তরিত করে নতুন আধ্যাত্মিক জীবনে। এবং সে সঙ্গে বয়ে আনে অপরিবর্তনীয় আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়ার উপলব্ধি। যে আত্মা ব্রহ্মাণ্ডকে অতিক্রম করে গেছে সে আর তাতে পুনরায় বন্দী হয় না।

এসব রচনার ভিতর দিয়ে বিশ্বজগতকে চিত্রিত করা হয়েছে একটি সুন্দর ভাষায়। সে ভাষায় মাঝে মাঝে ফুটে উঠেছে উঁচু ধরনের কাব্যগুণ। এখানে ইব্‌ন্‌ সিনা গুরুভাবে নির্ভর করেছেন মানুষের পথপ্রদর্শক এবং বিশ্বের শক্তিসমূহের নিয়ন্ত্রণকারী ফিরিশ্‌তাগণের ভূমিকার উপরে। ফিরিশ্‌তাতত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে ইব্‌ন সিনার "প্রাচ্য

ইন্দুপ সদৃশ রূপে তোমা কলেবর।
মহাদুঃখ কুণ্ডে কেনে যাও একেশ্বর॥
কত সিপী[১] হইয়া থাকিব বাঞ্ছা ধরি।
স্বাতী বৃষ্টি তোমার পাইব মনে করি।
নিজ জ্যোতি দীপ কেনে বাজারে ছাড়িবা।
পরকালে পতঙ্গেরে কি উত্তর দিবা॥
এইমত বেশোয়ায় বিস্তর কান্দিল।
কুমারে সম্বুধি বহু বিদায় হইল॥
সর্বঅঙ্গে শ্যাম বস্ত্র দিলেক তুলিয়া।
মুখে বুকে হস্তে ভস্ম বহুত মাখিয়া॥
ফকিরের বেশ যত অঙ্গেতে করিল।
সুখ ত্যাজি দুঃখ সিন্ধু সঞ্চারে[২] মেলিল॥
সতত প্রভুর নাম বাক্য নিঃস্বরর।
অলঙ্ঘের পন্থ সব তিলেকে লঙ্ঘয়॥
এই মতে কথ দিন চলে বনে বন।
অন্ধকার দিবারাত্রি নাহিক বুঝন॥
নিরঞ্জনে জানে মাত্র কিবা মন্দ ভাল।
সুমুখে যতেক যায় ততেক জঞ্জাল।
শ্বেত শ্যাম দুইমত না পারে কহিতে।
সদায় প্রভুরে স্মরে পদ বাড়াইতে।
দেখ সব সুধীরে[৩] অপূর্ব অনুপাম।
মৃত্যু ভয় যার নাহি রহে তার নাম॥
সকলের হৃদান্তরে নিরঞ্জন ঠাঁই।
শত্রু মিত্র সব দৃষ্টি ত্রিজগ গোঁসাই॥
হেন পুত্র হয় যার বিধির সৃজন।
সুপ্রশংসা যার হেতু পূর্ণিত ভুবন॥

---

১. সিপী — ঝিনুক।
২. সঞ্চারে—গমন বা সংক্রম।
৩. সুধীরে— সুবিবেচনা সহকারে।

মোহর স্বজন অঙ্গ মহীতে পড়িয়া।
চক্ষু দেখি অন্ধকারে পড়িল আসিয়া।।
নর হস্তে নৃপ পাট জ্যোতি ধিক হয়।।
প্রভুর পাত্র নর জানিয়ো নিশ্চয়।।
সেই নর স্থত জান মাটির স্বজন।
দুঃখ ইচ্ছি বাঞ্ছিতের পন্থেত গমন।।
নিজ দৃষ্টি দেখি স্বষ্টি পৈল অন্ধকারে।
উঠি সর্ব সিদ্ধি গর্ভ কার্য অনুসারে।
দেখ যদি বেশোয়া কপট আবরিল।
জিনিয়া তাহার প্রতি মন না বাঁধিল।।
সেই সে বেশোয়া জান মহা দুষ্টকারী।
মার্জা মুষিকের হস্তে খেলা নিল হরি।।
কুমারে আপনা ভ্রাতৃ উদ্ধার করিল।
উচ্চচক্ষু ভয় মার্জা মুষিক ধাইল।।
নৃপকুলে যাহারে হইছে আজ্ঞাপাল।
কুমারে তাহারে দাসী করিল ততকাল।
যার মনে শুদ্ধ ভাব সতত থাকয়।
পিতা ভ্রাতা বন্দী হস্তে উদ্ধারয়।।
উজ্জ্বল লোচন হেতু মনের বাঞ্ছিত।
সংসার ভ্রমিতে পুষ্প হইল বিদিত।
কুমারে বোলয় ভয় দর্শন পাইল।
দুঃখের সমুদ্রে কম্বু পাঁকেত পড়িল।
পুনিভাবে এই কর্ম তুলন জগতে।
দুঃখ সুখ সমান জানিব সর্বমতে।।
দুঃখ মৃত ভাবি চিত্ত না কর উদাস।
প্রভু কৃপা হৈলে সর্ব শত্রু হয় নাশ।
এতেক ভাবিয়া চিত্ত বান্ধিয়া কুমারে।
প্রভুকে স্মরিয়া দুঃখ সমুদ্র সাত্তারে[১]

১. সাত্তারে —সাঁতার কাটে।

যেহেন কাকনুচ[১] পড়ে অগ্নির মাঝার।
ভষ্ম হই ডিম্ব লক্ষো জিএ পুনঃ বার॥
তেন দুঃখ অগ্নিকুণ্ডে কুমার পড়িয়া।
আকাঙক্ষা পূর্ণিত কৈলা সংসার ভ্রমিয়া॥
প্রদীপেত পতঙ্গ পড়য়ে কি কারণ।
ভাবে মগ্ন হই তেজে আপনা জীবন॥
যার চিত্ত শুদ্ধ ভাব দেখে করতার।
ভাবহীন জন যেন পশুর আকার॥
শুদ্ধভাবে কণ্টকের বন পুষ্পরীত।[২]
যত জন্তু আদি শত্রু খাওএ ত্বরিত॥
যদি পুত্র জন্ম হয় হোক কোন মতে।
আদি অন্ত রহে যেন প্রশংসা জগতে॥
মোহন্তের আজ্ঞা মন পাটেত রাখিয়া।
হীন নওয়াজীসে কহে কেতাব দেখিয়া॥

॥ যমক ছন্দ॥

যদি সে কুমার গেল মহা বনান্তর।
যথা পদ রাখে পড়ে কণ্টক উপর॥
পরিকার তিল ভূমি চক্ষে-না দেখয়।
কাঁটা বৃষ্টি শুদ্ধ পন্থ নাহিক নিশ্চয়॥
সুরঙ্গ পদের তল হইল জরজর।
আহা উঁহু মুখে শব্দ উঠিল বিস্তর॥
সেই অন্ধকার বনান্তরে প্রবেশয়।
আপনার চক্ষে নিজ অঙ্গ না দেখয়॥
মূর্খ হৃদান্তরে যেন সে সকল বন।
হস্তী গণ্ডার ব্যাঘ্র বহে সমান বাহান[৩]॥

১. কাকনুচ—পাখী।
২. পুষ্পরীত—পুষ্পের মত।
৩. বাহান <বাহানা ফাং; কারণ।

বড় অজাগর তথা পড়িয়া থাকএ।
মুখ যেন কাঁটা সম জ্রকুটি করএ॥
যেন তপ্ত নরক কুণ্ড কিবা রাত্র দিন।
অহি বিষ পূর্ণ জল শীতল বিহীন॥
যেই পদ রাখে বিচ্ছু নিশাতে পড়এ।
সেই খায় বড় শব্দ মুখে নিঃস্বরএ॥
সেই বনে সূর্য যদি যায় একবার।
লুকিত হইব জ্যোতি ছাড়িয়া সংসার॥
হেন বনে মহা দুঃখে ধাও অনিবার।
শুণাইতে আপন নাহি কেহ আর॥
এই মতে কথ দিন ফিরে বন বন।
ডানে বামে সমুখে ধাইয়া অনুক্ষণ॥
নিজ অঙ্গ লাড়ুঙ্গের (?) সদৃশ লোটয়।
পদতল ধাও হইল বাবুল কাঁটায়[১]॥
এই মতে দুঃখ সহি গেল কতদূর।
দণ্ডবতে শোকরানা করিল প্রভুর॥
বোলে প্রভু তুমি বিনে গতি নাহি আর।
তুমি সে করিতে পার দুঃখ সিন্ধু পার॥
কৃপা কৈরে হের যদি কিঞ্চিতে নয়ানে।
সুহৃদ মিলাইতে পার এই মহা বনে॥
তোমা নাম চিত্ত মুখে রাখিছি সদাএ।
তুমি বিনে হেথা ওথা নাহিক উপায়॥
কহে নোয়াজিসে হীনে ভাবি নিরঞ্জন।
কুমারের পরিত্রাণ করে নিবেদন॥

---

১. বাবুল কাঁটায়—বাব্‌লা কাঁটায়।

।। গীত ।।

।। রাগ গোরী আড়োওয়ারি ।।

নিবেদন কর মুই চুম্বিয়া ভূমিত নাথ।
মোরে কর পার ।। ধুয়া ।।
আয় প্রভু মুই অনাথেরে কর পার।
জলেতে নূহয়ে যেন করিলা উদ্ধার ।।
কূপহন্তে ইছুপেরে যেন নিস্তারিলা।
মীনোদর হোন্তে যে ইউনুচ তরাইল।
মুছাকে করিলা আজ্ঞা সমুদ্রে স্বরিতে।[১]
ইচ্ছা প্রতি নিস্তারিলা মাতৃ গর্ভহন্তে ।।
আইউবকে ব্যাধি হন্তে কৈলা স্বস্থ দান।
ইব্রাহীম অগ্নিমধ্যে কৈলা পুষ্পোস্থান ।।
যেন মোহাম্মদ রস্থলকে জানিমিত।
হুদ হন্তে উদ্ধারিলা সিদ্দিক সহিত ।।
করজোড়ে নওয়াজিসে কহে প্রভু স্থান।
আদি অন্তে সেবকেরে করিবা কল্যাণ।

।। খর্ব ছন্দ ।।

আরাধি প্রভুস্থান কুমার চলিল।
সমুখেতে মহা এক পর্বত দেখিল ।।
আকাশে লাগিছে হেন সুউচ্চ শিখর।
এক খণ্ড পৃথিবী জুড়িছে চারুতর ।।
তা দেখি কুমারে সন্দে ভাবে মনে মনে।
জেবল, কাপ গিরি হেন দেখিল নয়নে ।।
মহা এক দেও আসি বসিছে সে পর্বতে।
যমদূত বৈসে যেন জীব সংহারিতে।

১. স্বরিতে—উত্তরণ; পার হওনা।

কুমারকে দেখি দেও হরিষ অন্তরে।
বোলে সু-আহার প্রভু দিলেক আমারে ॥
এহেন সুদ্রব্য কভু না পাইছি আর।
এ বলিয়া দেও দিব্য কৈলা বারে বার ॥
বোলে তোর মৃত্যুগুণ পৈল মোর হাতে
কহ তোর মৃত্যু রগ[১] লড়িল কেমতে ॥
তোর আয়ুমূল আসি কাটিলেক কনে।[২]
দীর্ঘ আয়ু স্থাবর করিল কোন জনে ॥
প্রভুর কৃপায় আইলা অনুদ্দেশ ভোগ।
আত্তি ( ? ) করি কোলে নিতে চাহে পরলোক।
তা শুনি কুমার ডরে হইল কম্পমান।
প্রীতিভাবে কহিতে লাগিল দেওস্থান ॥
আজ্ঞা দেও কিবা পুছ দুঃখের বারতা।
একমুখে কহিতে না পারি সেই কথা।
মোর অঙ্গ দুঃখ-কুণ্ড কর অনুমান।
সংসারেত দুঃখী নাহি মোহর সমান ॥
নূতন বয়স মোর যায় সেই কুণ্ডে।
আপদ আনল ভাণ্ড পৈল মোর মুণ্ডে ॥
তপ ভাণ্ডে জীবনের বসতি সংশয়।
তোর রূপ দেখি লাগে শমনের ভয় ॥
তোর হস্তে পৈল আজি জীবন সহিত।
শত মৃত্যু হস্তে মোকে উদ্ধার তুরিত ॥
এখনে শরীরে এত দুঃখ নাহি সয়।
এক দণ্ড শত অব্দ মোহর লাগয় ॥
শীঘ্রে ভক্ষি মোর যত দুঃখ কর দূর।
কিঞ্চিত না রহে যেন আপদ অঙ্কুর ॥

---

১. রগ = শিরা। ২. কনে—কে ( আঞ্চলিক উপভাষা )।

সুখের দিবস জান সেকেণ্ড[১] সমান।
দুঃখের দিবস শত অব্দ পরিমাণ।
তাহা শুনি দেও পুনি কহিল বচন।
বাক্য তোর শুনি মোর তৃপ্তি হৈল মন॥
না খাইমু প্রীতিরূপ দেখিলুঁ বহল।
ছোলেমান নামে দিব্য করিল কবুল॥
শুনহ মনুষ্য জাতি না করিয়ো ভয়।
তোর এক লোম নষ্ট না হৈব নিশ্চয়॥
তোমার রক্ষক আমি হইব সদায়।
মনের বাঞ্ছিত যেবা করিব উপায়॥
উদ্দেশি সকল কার্য করিমু তোমার।
আজি হস্তে সঙ্গী মিত্র হইলা আমার॥
এত কহি কুমারকে ন খাই রাখিল।
শমনের হস্তে[২] যেন জীব রক্ষা পাইল॥
এই মতে বহু প্রীতি করে প্রতিদিন।
কুমারে তাহার প্রীতি করিলেক লীন॥
বহু গুণ পাইয়াছে নানাস্থানে যাই।
প্রীতি সীমা মধ্যে দেও রাখিল ছাপাই॥
একদিন দেও জিজ্ঞাসিল তার স্থানে।
কি দ্রব্য তোমরা খাওঁ কহ বিদ্যমানে॥
সে বস্তু তোমাকে আনি নিত্য জোগাইব।
প্রতিদিন নানামত ভক্ষ আনি দিব।
তাহা শুনি কুমারে কহিল যোগ্যচিত।
ঘৃত সুধা শর্করাদি যথাযুত রীত[৩]।
আটা পিষ্ট তৈল মিষ্ট কুল যদি পাই।
সকল একত্র করি ভোজনেত খাই॥

১. সম্ভবতঃ সেকেণ্ড লিপিকরের পাঠবিকৃতি। নওয়াজীস খানের সময় ইংরেজী সেকেণ্ড কথাটি প্রচলিত না থাকারই কথা।
২. হস্ত—হইতে। ৩. রীত—রীতি; নিয়ম।

এত শুনি সেই দেও উঠিয়া চলিল।
দেশ পন্থে বনিয়ারা[১] চলিতে দেখিল ॥
উট পরে সে সকল বস্ত্র লই যায়।
সকল হাপাটি[২] ধরি তুরিত উড়ায় ॥
সেই দ্রব্য সমুখে দিল আনিয়া।
বলে মন শান্ত কর এসব ভক্ষিয়া।
কুমারে সে সব বস্তু করি একত্তর।
প্রতিদিন মন বান্ধি খায় নিরান্তর।
সেই দেও প্রতিদিন নানাস্থানে যাই।
সে বস্তু আনিয়া পুত্র কন্য ঠাঁই।
একদিন কত মণ ময়দা লইয়া।
আর যত মিষ্ট বস্তু তাহে মিলাইয়া।
মহা এক নান্[৩] বান্ধি পূর্ণিত করিল।
বহু কাষ্ঠ আনি ঝাঁপাইয়া অগ্নি দিল।
উট এক জবেহ্ করি চর্ম উখারিল।
পূর্ণিত সঞ্জোগ করি শিকে ধরি দিল ॥
তা দেখিয়া দেও বলে মনুষ্যের সুত।
আজি কেনে কর তুমি কর্ম অদ্ভুত ॥
কেনে মনে দুঃখ পাও আনল নিকটে।
কোনে তোমা রাখিয়াছে এতেক সংকটে।
কুমারে বোলয় দুঃখ তোমার কারণ।
আপনে খাইতে করিয়াছি নিমন্ত্রন।
মনুষ্য কেমন খায় নাহিক জ্ঞাপন।
আজি ভক্ষি স্বাদ মাত্র বুঝহ আপন ॥
তাহাত সঞ্জোগে দোঁহ যদি সিদ্ধ হৈল।
যক্ষের সাক্ষাতে আনি কুমারে রাখিল।

---

১. বনিয়ারা—বনিক্রা। ২. হাপুটি—ঝাপটি। ৩. নান্—এক জাতীয় মোটা রুটি।

তা দেখিয়া সেই ভক্ষে হরিষ হইয়া।
খাইতে দিলেক খণ্ড মুখেত তুলিয়া।।
প্রথমে মুখেত দিতে বহু স্বাদ পাই।
হস্ত তুলি চতুরভিতে নাচে ধাই ধাই।
উত্তম সুবাস দ্রব্য মোহন্তের সীমা।
দেওকুলে সে বস্তুর কি জানে মহিমা।।
তে-কারণে ভক্ষিয়া আনন্দ হইল অতি।
বহুল প্রশংসা কৈল্য কুমারের প্রতি।
বোলে আজি যেইমত করাইলা ভোজন।
স্বপ্নেহ না দেখিয়াছি করিয়া যতন।
সত্য কহি পুরাক্রমে কভু না খাইছি।
আছোক (?) খাইব বার্তা কর্ণে না শুনিছি।।
এহেন উত্তম রসপূর্ণ ভুঞ্জাইলা।
সেবকের তুল মোকে আজি সে করিলা।
সেইমত সম্ভোগ কুমার প্রতি নিতি।
যক্ষেরে ভুঞ্জাএ চিত্তে রাখিয়া পীরিতি।।
দোহানের প্রেমদুগ্ধ হইল বহুল।
অতি গাঢ় হইল সর লাগি সমতুল।।
কাকে এড়ি কেহ নাহি যায় কোন দেশ।
শুদ্ধভাবে দোহাঁ প্রেম বাড়য় বিশেষ।।
একদিন কুমারকে বোলে সে যক্ষে।
দুঃখ পাই যোগাইতে অপরূপ ভক্ষ্য।।
শোধিতে নারিমু তোমা লবণের মূল।
শতমুখে প্রশংসিতে না পাইব কূল।।
যদিতো বাঞ্ছিত থাকয় নিজমনে।
ইঙ্গিত বচনে সত্য কহ মোর স্থানে।।
অবশ্য করিব আমি অনুরূপ শক্তি।
এই মত যক্ষে কহে করি বহু ভক্তি।।

## জেবল কাপ পাহাড়ের দৈত্য কুমারকে আদি অন্ত জিজ্ঞাসা করে

পয়ার

তা শুনি কুমারে তাকে বোলয় তখন।
সতত তোমার বাক্য উলটা কথন।।
ছোলেমান নাম দিব্য যদি কর তুমি।
তবে নিজ মনোবাঞ্ছা কহিবাম আমি।
তা শুনি কম্পিত যক্ষ কুমার সাক্ষাত।
ছোলেমান দিব্য নামে কর্ণে দিল হাত।।
সেই দিব্য অগ্নিকুণ্ড জ্বলিয়া মরিমু।
যম দরশন দিব্য কেমতে করিমু।
এক দিকে প্রেমভাব আর দিকে ভয়।
মনে দুঃখ ভাবি ছোলেমান নাম লয়।।
তবে যক্ষ বোলে কহ যে বাঞ্ছিত মনে।
উচিত বাঞ্ছিত কহে কুমারে তখনে।।
চিরকাল হইল ফিরিতে বনে বনে।
বকাওলি উদ্যান সে দেখিতে কারণে।।
তোমা মনে যদি থাকে করিবারে হিত।
তথাতে দর্শাই মোরে পুরাও বাঞ্ছিত
এই বাক্য শুনি যক্ষ মানে বজ্র মাথে।
নিজমুণ্ডে শিলাখণ্ডে হানে দুই হাতে।
ক্ষেণে ক্ষেণে শির ধুনে ক্ষেণে কুটে হিয়া।
নিজ প্রাণ দিতে চাহে মুণ্ড আছড়িয়া।।
এইমতে দুইহাতে অঙ্গ প্রহরয়।
সংজ্ঞাহীনে সেই ক্ষণে ভূমিতে পড়য়।।
বহুক্ষণে চৈতন্য পাইয়া সেই যক্ষ।
বোলে মোকে কি বারতা কহিলি অলক্ষ।।

শুন নিকপটে আমি কহিএ তোমাতে।
এই বাঞ্ছিতের সূত্র নাহি মোর হাতে।
কিবা মোর আয়ু তোর হস্তেতে রাখিল।
সত্য বন্ধে মনে সন্দে উচাট[১] হইল।।
বকাঅলী কৈন্যা মহা পরী রূপস্বতী।
রূপে গুণে পরী তার মহিমা অদভুতী।
সে কৈন্যার উত্থান সমান ইন্দ্রপুরী।
চতুরদিকে দেও পরী রহিছে প্রহরী।
একদিকে অষ্ট দশ সহস্রেক জন।
এহিমতে চতুর্দিকে রক্ষিতের গণ।
এক এক দিক যথা বৎসরের পন্থ।
প্রহরী রহিছে দেও পরী বলবন্ত।
বৎসর পন্থের শিরে আমাকে রাখিছে।
কেহ যেন লঙ্ঘিতে না পারে হেন দিছে।
সুহৃদ নিকটে কর্ম যত পরীগণ।
সে সবের দৃষ্টি না পারয় কদাচন।।
কাহার নাহিক শক্তি তথাতে যাইতে।
সুচোখ সেদিগে যাইলে না পারে চাহিতে।।
মহীর উপরে যত আকাশের তল।
দেও পরী সপূর্ণিত বিরাট মণ্ডল।।
অন্যের কি শক্তি করিতে গতাগত।
রবি দৃষ্টি কভু নহে ব্যাপিত জগত।।
বাসুকী মুষিক পিপীলিকা সৈন্যগণ।
রসাতলে প্রহরী থাকয় অনুক্ষণ।।
দিবারাত্রি উর্ধ হেঁটে[২] নিকুঞ্জ প্রহরি।
অদ্যাবধি পন্থে পদ বাড়াইতে নারি।
কোনকালে কেহ তথা যাইতে না পারে।
এ বলি প্রভুর দিব্য কৈল্য বারে বারে।।

১. উচাট<উচাটন—ব্যাকুলতা, ব্যাকুল। ২. হেঁটে—নীচে।

কিরূপে তোমারে নিব সেই পুষ্পবন।
ছোলেমান দিব্য কৈল্য করিব কেমন।।
সত্য দিব্য হেতু জীব হইল সংশয়।
দেহ হন্তে প্রাণী দিতে মোর মনে লয়।।
এখনে করহ আপে[১] সেই মত কাম।
উট শিক[২] নানে পূর্ণ কর অনুপাম।।
চিকিৎসিমু তোমা বাঞ্ছা যেমতে পুরয়।
প্রভুর যে আজ্ঞা হয় সেই মতে হয়।
তা শুনি কুমারে শিক্ষা না না পূর্ণ কৈল্য।
হিত আজ্ঞা অনুরূপে সমুখে রাখিল।
পর্বতে উপরে দেও উঠিয়া শিখরে।
দাণ্ডাই উত্তর মুখে মহা নাদ করে।
আর এক দেও আইল শুনি ডাক সান[৩]।
দেখিতে তাহার অঙ্গ পর্বত প্রমাণ।।
আসিতে পদের ঘাতে কম্পয় সংসার।
যমের দোসর হেন লাগে ভয়ঙ্কর।
যুগ[৪] দেও পরস্পর আলিঙ্গন করি।
বসিলেক দোঁহ এক পাট অনুসারী।
তবে সেই দেও দৃষ্টি কুমারেত পৈল।
দেও প্রতি কুমারেহ প্রণাম করিল।।
তা দেখিয়া চমকিয়া সেই সে যক্ষ।
আদ্য যক্ষ বাক্য পুছিল অসংখ্য।
আএ ভাই বিস্মিত ভয় সংশয় মনে সাক্ষী।
চিরকাল এথাতে মনুষ্য নাহি দেখি।।
মানব সহিতে দৈত্য প্রীতি অনুদিন।
শত্রুর সঙ্গে শত্রুর বসতি কেন লীন।

১. আপে—আপনি, নিজে। ২. শিক—শিক কাবাব।
৩. সান—সংকেত। ৪. যুগ—যুগল।

তা শুনি প্রথম দেও কহিল বচন।
নিজ মনে চিন্তি বাক্য করহ জ্ঞাপন॥
এই সে মনুষ্য সুত অতি গুণধরে।
বহুল লবণ ঋণী করিল আমারে॥
এক দিব্য আর প্রীতি দুই মত ফন্দ[১]।
অখণ্ড মোহর[২] গিম[৩] করিলেক বন্ধ।
শত্রুভাব নাহি তার আমার উপর।
সর্বমতে প্রীতি মোকে করে নিরান্তর॥
তোমাকে আনিল এথা মনে দুঃখ দিতে।
আপনে জ্ঞাপন কর তাহার বাঞ্ছিতে।
যবে যক্ষ নান শিক শীঘ্রে আনাইল।
পশ্চাতের যক্ষ প্রতি ভক্ষিবারে দিল॥
সুরস মিশ্রিত যদি পাইলেক ভক্ষ।
হইয়া অধিক তুষ্ট নাচে সেই যক্ষ॥
শুভ জল করি যদি পুরিল উদর।
পুছিতে লাগিল আদ্য যক্ষের গোচর।
কহি শুন এই সে মনুষ্য অনুপাম।
অদ্যাপি না করিছি তার যেই কাম॥
তা শুনি প্রথম[৪] দেও মধুরে বোলয়।
যে বাক্য কহিছে কর্ম করিতে সংশয়॥
তুমি যদি তার প্রতি কর উপকার।
তবে মোকে ঋণ হন্তে করিলা উদ্ধার॥
শেষে যক্ষ বোলয়—তাহার কিবা কর্ম।
অবশ্য করিমু তার বুঝি সেই মর্ম॥
তবে আদ্য দেও বোলে শুনহ বচন।
বোলে বকাওলী দেশ দেখিতে কারণ॥

১. ফন্দ—ফন্দি। ২. মোহর—মোম। ৩. গিম—গ্রীবা।
৪. পুথির পাঠ ছিল 'প্রেম'।

তবে শেষ যক্ষ বলে শুন আএ[১] ভাই
জানিয়া পুছহ[২] বাক্য কেন মোর ঠাঁই ।।
তবে আস্ত দেও বলে কি করিমু কাম ।
সত্য দিব্য কৈল্য লই ছোলেমান নাম ।।
তাহার বাঞ্ছিত যদি পুরাইলা তুমি ।
তবে সত্য বন্দী হস্তে রক্ষা পাই আমি ।
তোমার প্রসাদে মোর সত্যের পালন ।
নহে মনুষ্যের ঋণে হইলুঁ বন্ধন ।।
দেখহ সুধীর লোকে—সত্য হেন ধন ।
মানবীর হেতু দেও করে প্রাণপণ ।।
একের বাঞ্ছিত একে যদি সে পুরায় ।
আদি অন্তে কৃতিপূর্ণ প্রভু হস্তে পায় ।।
দেখহ বিধর্মী লোক কতেক আছয় ।
প্রভু নামে দান দিয়া পশ্চাতে হরয় ।।
জনমে অশুদ্ধ যার সেহ নহে দাতা ।
সেই পাপে সে সব বিধর্ম কৃপণতা ।
ধনী হই অদাতা হয় যেই জন ।
মাতৃগর্ভ দুই ভাব সেই সে কারণ ।।
জানিঅ পূর্বে শাস্ত্র কভু মিথ্যা নয় ।
বংশ দোষে কৃপণতা হইব নিশ্চয় ।।
যেবা নষ্ট হয় কিবা দেও পরী নর ।
কীর্তি পুণ্য না চাহিয়া ভরএ উদর ।
দেখ দেও হই সত্য ভাবে রাখে মন ।
সত্য হস্তে বস্ত নাহি এই ত্রিভুবন ।।
তবে পশ্চাতের দেও শুনিয়া বিনয় ।
হইল করুণা-মন[৩] হিতের সময় ।।
বোলে মোর ভগ্নী এক আছএ তথাৎ ।

১. আএ—ওহে। ২. পুছহ—জিজ্ঞাসা কর।
৩. করুণা-মন—দয়ার্দ্র চিত্ত।

হেমালা তাহার নাম ভুবন বিখ্যাত।
অষ্টদশ সহস্র পরীর মুখ্যজন
বকাঅলী দেশে যত প্রহরি থাকন।
চতুর্দিগে প্রহরী আছয় যত জনা।।
সকল উপরে মোর ভগ্নী মুখ্য সেনা।
পত্র লেখি পাঠাইমু সেই ভগ্নী ঠাই।
তাহার বাঞ্ছিত যত পুরাইব যাই।।

**।। দৈত্যের সঙ্গে কুমার হেমালার সাক্ষাতে যায় ।।**

পয়ার

এ বলি লিখিতে পত্র হস্তেত লইল।
সমস্ত ভাবিয়া মনে ভকতি লিখিল।।
বোলে আয় ভগ্নী মোর শুন নিবেদন।
সহস্র প্রণাম করি তোমার চরণ।।
তোমা পাশে এই যে মনুষ্য পাঠাইছি।
এক দেও করি সঙ্গে পত্র এক দিছি।
বহু দিন হইল আসিছে সে মানব।
আপনা বাঞ্ছিত হেতু পায় পরাভব[১]।।
মোহকে সঁপিছে বাঞ্ছা মুই ইচ্ছি লৈল।
তে কারণে শত লজ্জা ফান্দে বন্দী হৈল।।
তার কার্যে না পারিল সত্য রাখিবার।
তে কারণে পাঠাইছি সাক্ষাতে তোমার।।
অবশ্য করিবা কার্য নষ্ট নহে মতে।
আমারে উদ্ধার কর সত্য বন্দী হস্তে।।
অয়ে ভগ্নী তুমি মোর প্রেম সহোদর।
বিশেষ লিখিব কিবা তোমার গোচর।।

১. পরাভব—কষ্ট স্বীকার ; নির্যাতন।

অধিক ভরসা করি দিল কার্য ভার।
অত্যাদরে পুরাইবা বাঞ্ছিত তাহার॥
যেন মতে দুঃখিত না হয় তার মন।
আমাকে না বলে যেন মন্দ কদাচন॥
এত লেখি পত্র এক দুত হস্তে দিল।
কুমারকে সঙ্গেতে যাইতে আজ্ঞা দিল॥
বোলে তোর মনবাঞ্ছা অবশ্য পুরিব।
আমার আদরে তোর কার্য সম্পুরিব॥
তোমা লাগি চিকিৎসীমু[1] নিজ বাহু বলে।
অসাধিত কার্য সিদ্ধি হয় ভাগ্য ফলে॥
যেবা যাকে চাহে বিধি তাকে দিব সত্য।
পাপ পুণ্য সকল আদি কিবা স্বর্গ মর্ত্য।
এ বলিয়া কুমারকে আনিয়া সাক্ষাতে।
তুলি বসাইল দেও দুত বাম হাতে॥
ডান হাত উপরেত ঢাকনা করাই[2]।
পত্র সঙ্গে পাঠাইল সেই ভগ্নী ঠাই॥
শীঘ্র দুত চলি গেল হেমালা সাক্ষাতে।
প্রণামি কুমার পত্র দিল হাতে হাতে॥
কুমারের রূপ যদি হেমালা দেখিল।
হরিষ মালতী যত সব বিকশিল॥
সহজে সাদর অঙ্গে অধিক পূরণ।
হরিষে না আঁটে বস্ত্রে উগরে সঘন॥
হেমালা দূতেরে কহে ভ্রাতৃর সুযুক্তি।
মোহরে আদরে পাঠাইছে উপরক্তি॥
স্বর্ণরঙ্গ যদি পাঠাইত মোর পাশ।
এরূপ মানব বিনু না হইতাম উল্লাস॥

১. চিকিৎসিমু—প্রতিবিধান করতে সচেষ্ট হব।
২. করাই—করিয়া, ক'রে।

ছোলেমান নবীর অঙ্গুরী যদি দিত।
এরূপ বিহনে মন সান্ত্বনা হইত ॥
যেন পাই হৈল শান্ত গন্ধক রাতুল।
সংসারের যত দ্রব্য হস্তে ধিক মূল ॥
এ বলিয়া পত্র লই সমস্ত পড়িয়া।
আর এক পত্র লেখে দিতে পাঠাইয়া ॥
কহিলেক আয় ভাই প্রেমের সাগর।
বহু তুষ্ট কৈল্যা মোকে করিয়া আদর ॥
এক শাহাকৈন্যা রূপে অতুল বাখান।
তাকে আনি পালিলাম দুহিতা সমান ॥
রাখিল শ্রীমতি মাহামুদা তার নাম।
রূপে হেরি নিত্য মোহে ষটানন কাম ॥
চতুর্দ্দশ বৎসর আয়ুর পরিমাণ।
ভুবনের কলানিধি রূপের সমান ॥
মোর ঘরে সেই কৈন্যা আছে রূপবতী।
যোগ্য বর পাইয়া হইলুঁ তুষ্ট অতি ॥
এহেন অপূর্ব দ্রব্য দিছ পাঠাইয়া
শুধিতে নারিমু গুণ জীবন ভরিয়া।
নিরঞ্জন শোকর প্রশংসা ভ্রাতৃপ্রতি।
দূত হস্তে পত্র পাঠাইল শীঘ্রগতি।
তবে হেমালায় সেই কন্যা তুষ্ট মনে।
কুমারের হস্তে সমর্পিল সেই ক্ষণে ॥
দোহান পানি গ্রহিল বহুল উল্লাসে।
চন্দ্রসূর্য রূপ যেন গৃহেতে প্রকাশে ॥
হরিষে দোহান এক পুরীতে রাখিল।
এক স্থানে ভোজন শয়ন শয্যা দিল।
কথদিন বঞ্চিত তেজিয়া ভাব কাম।
হর্ষ রস না করএ ভাবএ প্রভু নাম।
তা দেখিয়া কৈন্যায় ভাবিয়া নিজ মন।

এক রাত্রি কুমারেত পুছিল বচন।
বোলয় পুরুষ দেখি মানব আকৃত।
তিলিচমাৎ[১] অঙ্গ কিবা বুঝিএ চরিত।
বহুদিন দোহান বঞ্চিয়া একস্থানে।
হরষিতে না চুম্বিলা মোহর নয়নে।
কামরসে নিজ কোলে না লৈলা তুলি।
চরিত্র বুঝিতে নারি মনেত আকলি।
আলিঙ্গন সুবচন মানব চরিত।
আশেক রমণ কেলি এহাতে বর্জিত।
তাহা শুনি কুমারে কহিল কৈন্যাস্থানে।
যত কহ ততোধিক লয় মোর মনে।
তবে কি মোহর চিত্তে আছে এক ভার।
বাঞ্ছিত উদ্দেশে আছি ভ্রমিতে সংসার॥
তে-কারণে কাম মোহ সকল নীরস।
মনে মোর বাঞ্ছা ব্যাধি অধিক কর্কশ।
সে যোগ্য ঔষধ না হইলে হস্তগতে।
রস কেলি না করিমু কাহার সহিতে॥
মোর চিত্ত দুঃখ মাটি ইচ্ছিল গমন।
বাঞ্ছা পন্থে নরধিপে·········কারণ।
যদি প্রেমোহের ফান্দ পৈল মোর গলে।
তথাপিও বাঞ্ছানলে দহয় সবলে॥
তাহাশুনি কৈন্যাবরে পুছিল বচন।
কোথাতে কিরূপ বাঞ্ছা কহত আপন।
কুমারে বলিল কৈন্যা শুন বাক্য সার।
মনে বলে বকাঅলি দেশ দেখিবার॥
তাহা শুনি কৈন্যা বলে শান্ত কর মন।
প্রভাতে তোমার বাঞ্ছা করিব পূরণ।
ধনের বাণ্ডর গাটি···যথেক তোমার।

১. তিলিচমাৎ—অপূর্ব, অলৌকিক।

শক্তি নথে খসাইয়া দিব একবার।
সংসারের ছিফরে করিয়া স্থিতা রম্ভু।
বায়সে দিলেক কস্তবর্ণের ডিম্বু।
ছোলেমান দিব্য কর ভূত্য ভাবি মনে।
শ্যাম নিশি দেও ধাই গেলেক গহনে।
কোন কোন দিনে দোহানকে হেমালায়।
দুই জানু উপরে বসাই রঙ্গ চায়।
সেদিনে দোহান লৈতে জানুর উপর।
মাহমুদা দাণ্ডাইল হেমালা গোচর।
বোলে মাতঃ (?) এক নিবেদন আছে মনে।
প্রকাশিতে চাহি তোমা যুগল চরণে॥
যদি কৃপা দৃষ্টি কর আমার উপর।
তবে জানি দুহিতাকে অনেক আদর।
সুতা যদি পরার্থণে[১] কহিলা বচন।
মাতৃ কথা শুনি করুণা হৈল নিজমন।
বোলে সুতা কহ তোর মনের বাঞ্ছিত।
প্রভুয়ে করিলে আজ্ঞা হইব পূর্ণীত।
কৈন্যা বলে যাকে দিছ সেই সে কুমার।
কৈঞ্চিৎ রাখয় বাঞ্ছা তোমার গোচর।
বকাঅলি উদ্যান দেখিতে অভিলাষ।
তে-কারণে কাম মোহ সকল বিনাশ।
তার শিরো পরে[২] পুঞ্জ সেই সে বাঞ্ছিত।
আপে কৃপা করি যদি নামাও ভূমিত।
তাহা শুনি হেমালা ভাবিয়া নিজ মনে।
বহু মায়া কপটে কহিলা সেই ক্ষণে।

---

১. পুথির পাঠ 'পরাথনে'—প্রার্থনা করিয়া। ( <প্রাথনে )।
২. পুথির পাঠ—শিরপরে।

বোলে সুতা তোর হেতু করি প্রাণপণ।
যেই রূপে শান্ত শিষ্ট[১] হয় তোর মন॥
কি লাগি মোহরে দিতে চাহ দুঃখ ভার।
সে কার্যে হরিতে প্রাণ নাহিক নিস্তার।
যেই কর্ম করিতে না পার বোল তুমি।
আদর দুষ্টের ফান্দে বন্দী হইলাম।
বহুল প্রকারে বুঝাইল দুহিতারে।
কন্যার অ-ক্ষমা[২] দেখি রহিবারে নারে॥
ভাবিল জামাতা হেতু সুতা উচাটন।
কিরূপে বাঞ্ছিত পূরে করিব যতন।
এত ভাবি মুষিকের নৃপ আনাইল।
শীঘ্র ভূমি শিঙ্গ দিতে তারে আজ্ঞা দিল॥
মোর গৃহ হন্তে হ্রদ খুন্দ[৩] তুরমান।
যবে যাবতে পাইবা বকাঅলির উদ্যান।
এক শিঙ্গে[৪] যেন মতে যায় সেইস্থানে।
পন্থে না দেখয় যেন রক্ষকের গণে॥
এই কুমারকে লই কক্ষের উপর।
সেই সে উদ্যানে নিয়া দেখাও সত্বর।
সঞ্জীবনে দেখাইয়া আন একবার।
নহে সব মুষিকের হইব সংহার।
অর্দ্ধ অঙ্গ কুমারের তুলি দেখাইবা।
যাইতে চাহিলে তথা এড়িয়া না দিবা।
এতেক শুনিল যদি মুষিকের রাজে।
আপনার সৈন্য আনাইল সেই কাজে॥

---

১. পাঠান্তর—শীতল, সিত।
২. অ-ক্ষমা—অসহিষ্ণুতা, ক্রোধ।
৩. খুন্দ<খন্দক : গর্ত কর।
৪. শিঙ্গ—গুপ্ত পথ অর্থে চট্টগ্রাম-নোয়াখালী অঞ্চলে প্রচলিত।

অগনিত সৈন্য শিঙ্গ খুন্দিল সত্বর।
হাঁটিয়া যাইতে শীঘ্র পারে যেন নর ।।
তবে এক মহা মোষে কুমার তুলিয়া।
আজ্ঞা অনুরূপে লৈল স্কন্ধে তুলিয়া
সে পন্থে কুমার নিল উদ্যান নিকট।
হ্রদ দ্বারে মহা মোষে[1] ভাবিল সঙ্কট।
অর্দ্ধ অঙ্গ কুমারের তুলিল উপর।
উদ্যান চরিত্র যথ দেখাইল গোচর ।।
তথাপি কুমারে বোলে উদ্যানে যাইমু।
একাক্রমে যথ কিছু সকল দেখিমু ।।
মোষে বলে হেন আজ্ঞা নাহি কদাচিত।
হ্রদ দ্বারে থাকি দেখ উদ্যান চরিত ।।
তা শুনি কুমারে বোলয় মোষ স্থানে।
আমাকে ছাড়িয়া দেও যাইতে উদ্যানে।
তথা কিবা রূপ আছে দেখিয়া এখনে ।।
শীঘ্র আসি নিকলি যাইব তোমা সনে।
যদি হয় তেহেন অধিক হয় ভাল।
নহে আত্মঘাতী হই মরিব তৎকাল।
এত শুনি সেই মোষে ত্রাস পাইল অতি।
না জানি কি কুমার হৈলে আত্মঘাতী।
হেমালার হস্তে মোর নাহিক উদ্ধার।
কুমার নিমিত্তে মোর হৈব সংসার।
সজীবনে থাকে যদি অবশ্য যাইব।
দেবী হস্তে আমি সবে[2] জীব রক্ষা পাইব ।।
এত ভাবি মোষে ছাড়ি দিলেক কুমার।
হরষিতে শীঘ্র গেল উদ্যান মাজার।

১. মোষ—মহিষ।

২. আমি সব—আমরা সকলে। প্রাচীন বাংলায় বা আদি মধ্য-বাংলায় আম্মি সর্বনাম বহুবচনে ব্যবহার ছিল।

চতুরদিকে দৃষ্টি যদি করিলেক গিয়া।
ঘর বান্ধিয়াছে দেখে সুবর্ণে জারিয়া ॥
এমনি আকীক সব বদখসানি লাল।
হেঁটেত জড়িয়া আছে সুবর্ণ ইঁটাল ॥
জবরজদ্দ শিলা জ্যোতি সবুজ প্রচার।
অপ্সরূপে জড়িয়াছে বিচিত্রিত আকার।
সুরঙ্গ ফিরোজ[1] শিলা লাগিছে তাহাতে।
সর্ব জ্যোতি চীনপতি জেহেন প্রভাতে।
মধ্যে মধ্যে ঝরনা শীতল বহে ধার।
সুবাস গোলাপ আদি আতর প্রকার।
স্বর্গের উপরে ধার শীতলে বহয়।
যে দেখিছে সে সকলে এমত বোলয়।
স্মরণ করিঅ সবে উত্তম উদ্যান।
পুষ্পের কেয়ারি সব অধিক বাখান।
যেবা দৃষ্টি করে তুষ্ট হয় তার চিত।
অপরূপ জাপনে বিচিত্র হরষিত।
সুরঙ্গ ডালম্ব কলি স্মরিয়া বসন্ত।
সামএ[2] তপন লজ্জা পাইয়া অনন্ত।
স্থানে স্থানে সবুজ রঙ্গিম লক্ষগুণ।
হেরিয়া নক্ষত্রকুলে করয় পিডন ॥
তাহাতে চাম্বেলী[3] পুষ্প বিকাশ সঙ্কেত।
কস্তুরী মিশ্রিত যেন চামর দুলিত ॥
ক্রমে ক্রমে দৃষ্টি ভ্রমে সুরঙ্গ বকুল।
যেন সঙ্গে চন্দ্র সঙ্গে নক্ষত্রের কুল।

---

১. পুথির পাঠ—ফেরুজ।
২. সামাএ—সামানো < সম্ভবতঃ মধ্য. সামএ—প্রবেশ করে।
৩. চাম্বেলী < হিং চম্বেলী ; ফাঃ চামেলী ফুল।

সুরঙ্গ কুসুম কুলে তুষার মণ্ডিত।
এক বিন্দু সপ্ত সিন্ধু সমান চরিত।।
পক্ষী সব সুস্বর উদ্যান মাঝার।
দুঃখ কর্ণে সুধা বরিষয় অনিবার।।
সে মধুর রব[1] যদি শুনিত আকাশে।
ভ্রমপথে না যাই রহিত তার পাশে।
জোহরা নক্ষত্র যদি সেরব শুনিত।
চন্দ্ররাজা সঙ্গে নাচি মর্ত্তে নামিত।।
জ্যোতি শিলা দীপ হেন মানিয়া তপনে।
পতঙ্গ সদৃশ চাহে দহিতে আপনে।।
বিচিত্র শিলার জ্যোত দেখিতে অমূল।
ক্ষুরগণ অঙ্গুল মেহেন্দী সমতুল।।
সমস্ত উদ্যান মাঝে অপূর্ব নির্মাণ।
মুকুতা গ্রন্থিত আদি লাল বদখ্‌সান।।
জ্যোতি শিলা নির্মাণ করিছে বৃক্ষকুল।
দেখিতে অপূর্ব যেন সবিতা বহুল।।
তপনের বৃক্ষ দোলে নক্ষত্রের ফল।
হেঁটে বহে গোলাবের ঝরনা শীতল।।
জমরুদের বৃক্ষ তটে সবুজ আকার।
সুরঙ্গ লালের ফল ফুল অনিবার।।
চতুর্দিকে তিলিসমাত[2] সুবর্ণ জড়িত।
লক্ষের প্রদীপ সব দিবস নিন্দিত।।
বৃক্ষ ডাল চলিয়াছে উপরে তাহার।
তোরনুয[3] সুবর্ণ ফল অতি শোভাকার।
হেঁটে উর্দ্ধে প্রাচীরের সুবর্ণ জড়িয়াছে।
মরকত এয়াকুত পাথরে করিয়াছে।।

১. মূল পাঠ—বপ।
২. ঐন্দ্রজালিক।
৩. তোরনুয—চট্টগ্রামের আঞ্চলিক শব্দ ; অর্থ বাতাবী লেবু (<তুরনুজ ফারসী)।

ভিতরে সজ্জা কৈলা যত মুকুতায়।
বৃক্ষকুলে স্থবর্ণ লাগিছে মলধায়।
এসব সুরঙ্গ যদি তপনে দেখিত।
গিম সম ভূমি আদি কিরণে দহিত।
তাহাতে মারুত বহে সুগন্ধি শীতল।
সদায় বসন্ত ঋত পুষ্পেত উজ্জ্বল ॥
কেহ যদি যায় সেই পুষ্পের উদ্যানে।
তপস্যা করিয়া শিরে দিবেক যতনে।
তাহাতে বুলবুল পক্ষী বোলয় সুস্বরে।
ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া পুষ্পে মিষ্টাহার করে ॥
তিলিসমাত হংস যথ সুবর্ণে গঠিত।
সর্ব ঝরনার যেন নক্ষত্র উদিত।
হংসচঞ্চু এরাকুত শীলার গঠন।
সর্ব্ব অঙ্গ লালে বাড় সুবর্ণ বরণ ॥
এসব উদ্যানে দেখি বিস্মিত কুমার।
ভ্রমিয়া দেখিল সব বিচিত্র আকার ॥
মধ্যে এক কুপ ছিল গোলাপ পূর্ণিত।
জবর জঙ্গ এয়াকুতে তটের গঠিত।
সে তীরে সুবর্ণ বৃক্ষ মুকুতা দোলয়।
তাহাতে তৈউর[১] শব্দ মধুরে বোলয়।
কুপ মধ্যে জ্যোতি শিলা করি এক লক্ষ।
তাহাতে রাখিছে পুষ্প করিয়া অসাক্ষ্য।
তারপরে দৃষ্টি কৈলা কুমার সুজনে।
বকাঅলী পুষ্প হেন জানিলেক মনে।
দেখিয়া সুরঙ্গ পুষ্প তুষ্ট হয় মন।
অভিপ্রায় বুঝি এই ঔষধ নয়ান।
সেইক্ষণে কুমারে এতেক আকলিয়া[২]।
অঙ্গ হস্তে বস্ত্র সব তটেত রাখিয়া।

১. তিতির পাখী (?) ময়ূর (?)
২. আকলিয়া—চিন্তা করে আকল+ইয়া। আরবী আকল, বুদ্ধি।

কুপেত নামিয়া সেই পুষ্প তুলি লৈল।
শীঘ্র উঠি নিজ বস্ত্র অঙ্গেত পরিল।
বাঞ্ছিত পুরিল হেন ভাবি নিজ মন।
যে হৌক সে হৌক এবে নাহি প্রয়োজন।
রস বিনু যদি গিয়া শুকায় সকল।
প্রভুর মহিমা জান সকল শীতল॥
যে যাকে চাহয় বিধি অবশ্য মিলায়।
কিবা পাপ পুণ্য আদি উদ্দেশিলে পায়॥
কটিতে কর্কশে পুষ্প বান্ধিল তখনে।
দরিদ্রে পাইলে ধন বান্ধয় যেমনে।
অনুদ্দেশ বাঞ্ছা পাই তুষ্ট হৈল মন॥
বসু[1] সুতে যেহেন পাইল বৃন্দাবন।
তাহা হন্তে কত পদ যদি বাড়াইল।
আচম্বিতে এক টঙ্গি অপূর্ব দেখিল॥
সে টঙ্গি জ্যোতির শিলা সুবর্ণে জড়িত।
আকীকের স্তম্ভ সব চৌদিকে গঠিত॥
তাহাতে চল্লিশ ঘর জ্যোতির নির্মাণ।
চৌদিকে ঝরোকা[2] চিক বিচিত্র সন্ধান॥
সে জ্যোতি লজ্জায় আকাশ ফিরে নিত্য।
সে তরঙ্গে প্রভাতের তপন উদিত।
তা দেখি কুমারে মনে হইল আরতি।
পতঙ্গ দীপেত যেন পড়ে শীঘ্রগতি॥
তেন রূপে চলি গেল টঙ্গির উপর।
এক কন্যা শুতিয়াছে দেখিল গোচরে॥
মহা রূপবতী সেই প্রশংসা অতুল।
স্বর্গের উদ্যানে যেন বিকশিত ফুল॥

---

১. বসু সুত—বসুদেব পুত্র, কৃষ্ণ।
২. ঝরকা < ঝরোকা ; জানালা, বাতায়ন।

স্থবর্ণ জড়িত এক পালঙ্ক উপর।
পদ দীর্ঘ করিয়া শুতিছে দিগাম্বর।।
দেখিয়া কৈন্যার রূপ হইল মোহিত।
জ্ঞান লভি মনে ভাবি অধিক বিস্মিত।।
ত্রিলক্ষা মোহিনী কৈন্যা নাহিক তুলন।
সেরূপ স্বজিছে প্রভু কৃপার যতন।
একে একে সেইরূপ সমস্ত দেখিল।
এহার সমান নাহি মনেত ভাবিল।।
অঙ্গে অঙ্গে রূপকয়ে কুমার স্বজন।
হীন নওয়াজিসে কহে প্রশংসা বচন।

॥ যমক ছন্দ ॥

# বকাওলীর রূপের প্রশংসা

কহি শুন প্রভুর স্তন রূপবতী।
কুমারে হেরিয়া মনে করিল আরতি ॥
একে একে সেই রূপ করিল বাখান।
চিত্তের নয়ানে দৃষ্টি করি বিদ্যমান।
অতি শ্যাম কেশ শোভে মস্তক উপর।
লজ্জা বাসি গগনেত রহে জলধর ॥
অহি খেদে অলি পিক ভ্রমে শূন্যময়।
মনদুঃখে চমরী[1] অরণ্যে প্রবেশয় ॥
শিথের সিন্দুর হেরি রবি অস্তাগিত।
বালচন্দ্র শীঘ্র লুকে ললাট বিদিত ॥
ভুরু হেরি শর্টা রতি পতি জপ ভঙ্গ।
কমল জলেত গেল দেখি আখি রঙ্গ ॥
গৃধিনী হেরিয়া কর্ণে হইল উদাস।
লজ্জা পাই খঞ্জনে না আসে নর পাশ ॥
লজ্জায় সফরী মৃগ গেল মন বন।
শ্বেতাশ্বেত অমল সগোল ভালি মন ॥
অহ অন্ধকার সেই উজ্জ্বল যামিনী।
দৃষ্টি লক্ষ্যে মন হরে লোচন কামিনী ॥
খঞ্জন নিন্দিত আখি পলক ঘন ঘন।
অঞ্জনে রঞ্জিত দেখি জাগএ মদন ॥
কীরোষ্ঠ[2] জিনিয়া নাসা হেরি খগপতি।
মানব অদৃশ্য হইল মাধব সেবতী
হরি শির চক্র জিনি বেশর নাসায়।
চন্দ্রের খঞ্জরী নোলক শোভা পায়।

১. চমরী—সুন্দর লোমবিশিষ্ট অজ।
২. কীরোষ্ঠ—রাজপাখীর ঠোঁট।

যুগল শ্রবণ হেরি গৃধিনী সকল।
লজ্জায় ভ্রমিতে আছে বিঠাট[1] মণ্ডল।।
রত্নমণি কুণ্ডল দোলয় অনুক্ষণ।
অলক্ষ্য ফণীর মুখে করিছে শোভন।।
মুখ হেরি পূর্ণ চন্দ্র গেল রাহু গ্রাসে।
লজ্জা নাশি মনে ত্রাসি লুকে মাসে মাসে।।
আজ্ঞামতে পরীক্ষিতে বিধাতা চরিত।
দুই খণ্ড নাসাফুলে করিল বিদিত।
রঙ্গিম যুগলাধর জিনি বিম্বফল।
অমৃত লহর যেন বচন সকল।।
দশন দেখিয়া লজ্জা পাইয়া আনারে।
তে-কারণে নিজ অঙ্গে সুপক্কে বিদরে।।
মুকুতা গুম্ফিত[2] কিবা দুই পত্র মাঝে।
বিদ্যুতের তড়িত নাম ধরে সেই লাজে।
চিবুক দেখিয়া সেব ফলে লজ্জা পায়।
মুনিমন ভুলি রহে সেই সে কুপায়।।
গ্রীম কণ্ঠ হেরী কম্বু শিখিনী উদাস।
তে-কারণে দোহঁ বনে করিল নিবাস।
সুবর্ণ মৃণাল ভুজ যুগল সুন্দর।
বলয়া সংযোগে দোলয় নিরন্তর।
বারিজ বিকাশ পানি চম্পক অঙ্গুল।
মেহেন্দী[3] সংযোগে নখে সুন্দর বকুল।।
সুবর্ণের স্থাল[4] জিনি বালা বক্ষ চারু।
কনক কটোর তাহে জিনিয়া সুমেরু।।
শিখরে ধরিছে কিবা সমন শ্যামল।
নও ছত্রধারী রাজা বসিছে যুগল।।

---

১. বিঠাট < বিশা টাটি—কেশ, আটাটা, অঞ্চলা।
২. গুম্ফিত—গাঁথা।
৩. মেহেন্দী—মেহেদী।
৪. স্থাল—থালা।

ক্ষীরোদ গিরির কুচ হর নাম ধরে।
কর পূজা দিবারে কুমারে ইচ্ছা করে॥
অনেক বিস্ময় ধরে গুপ্ত অনুরাগে।
পানি লক্ষো মানোভঙ্গে রতি পতিমাগে॥
রত্ন চন্দ্রহার তাহে করিয়াছে শোভা।
আঞ্চল[১] বিহনে হয় জগমন লোভা॥
নাভি সিন্ধু হস্তে রোমাবলী দীর্ঘ পিষ্ট।
হর পাশে কিবা আসে হেতু বাক্য মিষ্ট॥
ক্ষীণ কটি হেরি সিংহ গেল বন স্থান।
হর-ডম্বরু[২] পিপীলিকা না হয় সমান॥
দীর্ঘ-নাসা কুম্ভ জিনি নিতম্ব যুগল।
মৃগ পদাঘাত চিন্ মদনের স্থল॥
করি শুণ্ড যথা রাম কদলি অগ্র সরু।
সুবর্ণ গঠিত যেন বালা যুগ উরু॥
জিনিয়া কমল পুষ্প যুগল চরণ।
বাণ 'সোন'[৩] শশধর নখেতে শোভন॥
অঙ্গুরে নালিকা গোলকে নূপুর সুছন্দ।
কটিতে কিঙ্কিনী হস্তে বাজু বাজুবন্ধ।
গলে দোলে রত্ন চন্দ্রহার চন্দ্র জ্যোতি।
নাসায় বেসর চক্র শোভে গজমতি।
যুগল শ্রবণে দোলে রত্নের কুণ্ডল।
সবিতা রশ্মিকা মধ্যে মণিকা উজ্জ্বল।
ললাটে টিক্‌লীবন্দ শোভে মনোহরা।
খোঁপায় বেলন পুষ্প জাদ[৪] মুক্তা ছড়া।

---

১. আঞ্চল—আঁচল।

২. ডম্বরু—ডম ডম শব্দকারী বাজনা যার আকৃতি ইংরেজী 'X' বা বসবার মোড়ার মত; মধ্যভাগ সংকীর্ণ; উভয় পার্শ্বভাগ স্থূল। কাব্যে ক্ষীণমধ্যা নারীর কটি-দেশের উপমাস্থল।

৩. বাণ 'সোন'—দ্বিতীয়ার চাঁদ।

৪. জাদ—<আরবী—জাদ্দহ্—টান বেণী, রেশমী বা জরির ফিতা।

বলে কেনে জানিব আইলু এই ঠাই।
আপনার কিছু নিদর্শন রাখি যাই॥
কৈন্যা হস্তে জ্যোতিমন্ত অঙ্গুরী দেখিয়া।
ভাবিল সে রত্নময়ী লইনু কাড়িয়া॥
এ বলি কন্যাঙ্গুলী নিজ হস্তে ধরি।
ধীরে ধীরে অঙ্গুরী খসাইল যত্ন করি॥
নিজ হস্ত অঙ্গুরী কন্যার হস্তে দিল।
কন্যার অঙ্গুরী নিজ হস্তেত রাখিল॥
সেই কন্যা বহুদিন নিদ্রাতে রহিছে।
একেশ্বর টঙ্গীতে দোসর নাহি কাছে॥
নিভৃতে কুমার নিজ হিত আরম্ভিল।
পুষ্পাঙ্গুরী হস্তে বস্ত্রে পৈরিয়া বান্দিল॥
তাহে এক মত পাট[১] লেখে তুরমাণ।
বলে তোমা ভাবে দেহে না রহে পরাণ॥
মুই হেন বাঞ্ছাহীন নাহি ত্রিভুবন।
তোমা সুধা বাক্য বিনু মন উচাটন॥
প্রাণ মোর সতত রহিল তোমা ঠাই।
শূন্য ঘটে বিচ্ছেদের পন্থে আমি যাই॥
প্রেম খড়্গে চিত্ত মোর কাটি অনুপাম।
শত খণ্ড হৈয়া রহিছে এক ঠাম॥
গোপতের আগুন না হয় দৃষ্টিগত।
ব্যক্ত হইত সবে দেখিত সতত॥
প্রাণ আদি শক্তি মত রাখি তোমা সঙ্গে।
মৃত্যুবত চলি যাই নিজ শূন্য অঙ্গে॥
মুই হেন প্রেমঘাতি নাহি ত্রিভুবনে।
উচিত ঔষধ মাত্র দিব কোন জনে॥
ভাবানল তোমার সহিতে আছি আমি।
নিদ্রা দিকে চিত্ত দিয়া রহিয়াছ তুমি॥

১. পাট—পত্র।

এই মত প্রেমবাক্য লিখিল বহুল।
নিদ্রার সমুদ্রে কৈন্যা ন পাইল কুল ।।
এত কহি টঙ্গী হস্তে চলিল নিকলি।
নিদ্রাতে রহিল যেন প্যাটের পুতলী।
সিংহদ্বারে ঘোর পৃষ্ঠে হইয়া সোয়ার।
আপনার নিজস্থানে চলিল কুমার ।।
ওথাতে হেমালা দেবী আছে সাবধানে।
নিরবধি স্মরিতে আছয় প্রভু স্থানে।
রক্তবর্ণ আঁখি যোগ উদাস-চরিত।
কুমারের বেশ দেখি মনে ভাবে ভীত ।।
অনুশোচ হইলেক চিত্তেত বহুল।
ভাব সিন্ধু ডুবিয়া না পায় কোন কুল ।।
হেনকালে সিংহদ্বার হতে আচম্বিত।
কুমার আইল যেন বিদ্যুৎ চরিত ।।
নিশি অবসানে যেন তপন উদয়।
হ্রদ হস্তে তেহেন কুমার নিকলয়।
পুরীখণ্ড প্রকাশিত জোতিয় পূর্ণিত।
দেবী মাহমুদা দোঁহ হইল হরসিত ।।
সেই রাত্রি নির্জনেত মন হৈল কুতুহলে।
কৈন্যারে কুমারে লৈল আপনার কোলে ।।
আলিঙ্গিয়া চুম্বিলেক ললাট বদনে।
রবি শশী দোহ যেন মিলিল তখনে।
যৌবন কালের যত কামের অঙ্কুর।
দোঁহানের মনঃ খেদ করিলেক দুর ।।
এই মত দিন কত গেল হরষিতে।
কেলিরসে দোঁহ রসে ভোগে নিয়মিতে ।।

## তাজুল মুলুক মাহ্‌মুদার সহিত পরামর্শ করিয়া হেমালা হইতে বিদায় নেয়

এক রাত্রি কুমারে কহিল কৈন্যাস্থানে ।
অনেক প্রকার বাক্য করি বিদ্যমানে ॥
উৰ্দ্ধ হেঁট[1] ভাবি মনে সকল কহিল ।
অবশেষে নিজ হিত কহিতে লাগিল ॥
বলে তোমা হৃদের মুকুর নিরক্ষিয়া ।
আমার বচন চাহ মনে আকলিয়া ।
দোসর বসতিয়া আমা তেসর বর্জিত ।
স্বজাতি বিহনে কোণে[2] পাইয়াছে হিত ॥
উত্তম জানিব নিজ জন্ম ভূমি দেশ ।
স্বজাতির মাঝে গতি হরিষ বিশেষ ॥
মিত্র হেতু নিত্য চিত্তে আনন্দ চরিত ।
দর্শন দিবারে—জলেত ঝম্প দিবারে উচিত ॥
দেও পরী সমাজে মনুষ্য কোন কাজ ।
দোহান বসতি যেন কারাগার মাঝ ॥
আপনা জাতির মধ্যে যাইতে উচিত ।
শত্রু হস্তে অব্যাহতি বুঝ হিতাহিত ॥
মিত্র সঙ্গে বসতি করিলে মহানন্দ ।
শত্রু মাঝে নির্বাসনে বহু আছে মন্দ ॥
জীবকুণ্ডলের জল খিজীরে ভাঙ্গিল ।
একেশ্বর জীববন্ত সংসারে রহিল ॥
মনুষ্য নাহিক এক তাহান সঙ্গতি ।
স্থলে জলে একেশ্বর করয় বসতি ॥
মিত্র বিনে শত্রুর সমাজে কিবা ফল ।
সঙ্গী বিনে কি করিব অমরের জল ।

১. উৰ্দ্ধ-হেট—উচ্চ-নীচ, ছোট-বড় ।
২. কোণে—চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর আঞ্চলিক শব্দ । অর্থ ; কে ।

এত শুনি কন্যায় কহিল হরষিতে।
শান্ত হও পুরাইমু বাঞ্ছিত প্রভাতে॥
সার কৈলা দোহানে আপনা হিত যুক্তি।
উপায় রচিতে চাহে হইবারে মুক্তি॥

……………মসি নিশি……………

স্বর্ণ রবি আইল যদি প্রভাত কালে
তবে হেমালায় দোহ ডাকিয়া সত্বরে।
মন্দিরেত বাহির করিল দোহানেরে॥
দুই জানু উপরে দোহনে বসাইল।
ললাট বদন পরে আলিঙ্গন দিল॥
কহিতে লাগিল সুতা জামাতার স্থানে।
যে দ্রব্য মাগিতে ইচ্ছা দিব এইক্ষণে॥
যদি চাহ দিতে পারি সুবর্ণের গিরি।
সুমেরু কৈলাস বোল ভাঙ্গিবারে পারি।
এত শুনি মোহামুদা কহিল তখনে।
আয় মাও তুমি মোর জীবের জীবন।
তোমার প্রসাদে সর্ব সুখ অন্ত নাই।
অপূর্ব অমূল্য দ্রব্য তোমা হতে পাই॥
কেশাগ্র সমান আতি না রহিল মনে।
হেন সুখ সম্পদ বঞ্চয় কোন জনে॥
তবে কি মনেত আছে আরতি বহুল।
দেখিতে মনের শঙ্কা[১] মানবীর কুল।
তোমা পদ বিনে অন্য স্থানে ভাবি দুঃখ।
তিল অদর্শনে তিক্ত হৈব সর্ব সুখ॥
তোমা হন্তে দূরে যাইতে ভাবিএ কেমত।
দেহ হন্তে প্রাণী সত্যে নিঃস্বরে যেমত॥
তবে কি মনুষ্য কুল আপনা স্বজাতি।
দর্শি বাক্য কহিবারে উদাসিত মতি॥

---

১. শঙ্কা—স্পৃহা। সাধ অর্থে মধ্যযুগে বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

সে সবের প্রেমানল হইল বহুতর।
চিত্ত স্থিত না হয় রহিতে নারি ঘর ॥
আপনে করিলে আজ্ঞা তথা চলি যাই।
কতদিন থাকি গিয়া সে সবের ঠাঁই ॥
প্রেমানল উগ্র হইল অদর্শন ফলে।
নিভাইতে চাহি অগ্নি দর্শনের জলে ॥
যথা যাই তথা থাকি[১] করিমু সেবন।
প্রতি লোমে প্রাণী সনে বন্দিমু চরণ ॥
এত শুনি হেমালা মনেত দুঃখ পাই।
ধীরে ধীরে কহিতে লাগিল সুতা ঠাঁই ॥
বহুল যতনে তোমা পালাইনু[২] আমি।
বৃদ্ধ দিবারাত্র যুগল লোচন যোত[৩] তুমি ॥
বৃদ্ধকাল হৈল এবে জ্যোতি হইল ক্ষীণ।
প্রকাশিতে চক্ষে লাগাইমু প্রতিদিন।
বিচ্ছেদের পথে কেনে চাহ যাইবারে।
অনুক্ষণ চিত্তে বুঝিছি তোমারে।
জীবন লোচন রক্ষা তোমার কারণে।
কিমতে রহিমু চিত্ত বিনা দরশনে ॥
বুঝিল চরিত্র সব তোমার বচনে।
এই বাক্য কুমারের যুক্তির বচনে।
এহেন জানিত যদি বিচ্ছেদের কথা।
কুমারকে সমর্পিয়া না দিতুম সর্বথা[৪]।
সকল মোহর[৫] মন্দ তোমা নাহি দোষ।
কার্যকর যেমতে হইবা পরিতোষ।

---

১. থাকি—হইতে।
২. পালাইনু—পালিলাম।
৩. যোত—জ্যোতিঃ।
৪. সর্বথা—অবশ্য, নিশ্চয়ই, হেতু, কারণ।
৫. মোহর—মোর।

এত কহি হেমালা ভাবয় মনে মন।
বলএ দোহান চিত্ত হৈল উচাটন।
কদাচিত না রহিব মোর এই দেশ।
স্বজাতি সমাজ মধ্যে করিব প্রবেশ।।
তবে দোহেঁ মনবাক্য করিয়া জ্ঞাপন।
আজ্ঞায় যুগল দেও আনিল তখন।।
দোহানেরে হেমালা কহিতে লাগিল।
কুমার কুমারী লই চলিতে লাগিল।।
দোহান দোহান স্কন্ধে লই শীঘ্রে নিবা।
যথা ইচ্ছা দোহানেরে তথাতে রাখিবা।।
বিনি ঘাত দুঃখে নিবা সেই আজ্ঞা মতে।
কুমার অক্ষর পত্র দিবা মোর হাতে।।
যদি দোহেঁ সজীব পাঠায় নিদর্শন
তবে তোমা দোহানের রহিবে জীবন।।
এ বলি হেমালা নিজ চিকুর ছিঁড়িল।
কুমার কুমারী হস্তে দুই গাছি দিল।।
বোলে দোহানের পরে বিঘ্ন যদি হয়।
অগ্নিতে চিকুর দিয়া সেই সে দিনয়।।
জ্ঞাপন মোহর অঙ্গে হইব তখন।
তথা শীঘ্রে চলি যাইমু লৈয়া সৈন্যগণ।।
অষ্টদশ সহস্র সৈন্য মোর স্থান।
অতি শীঘ্রগতি যাইমু তোমা বিদ্যমান।।
যেই বিঘ্ন হয় তোমা খণ্ডাই আসিমু।
যেই শত্রু দুঃখ দেয় তার ফল দিমু।।
এবলি কুমারী হস্তে হেমালা ধরিল।
কুমারীর হস্তে তুলি সমর্পিয়া দিল।।
বোলে তোমা হস্তে দিল সর্ব ধনপুঞ্জী।
আপনে জানিয়া রাখ ভালমন্দ কুঞ্জি[১]।।

১. কুঞ্জি, কুঞ্চিকা—চাবি। নির্ঘণ্ট।

তা শুনি কুমারে বোলে করিয়া প্রণাম।
আশীর্বাদ করহ পুরিতে মনস্কাম।।
হেনকালে মাহমুদা কন্যা রূপবতী।
হেমালার পদেতে পড়িল শীঘ্রগতি।।
গলে ধরি মাতৃস্নুত কান্দিল বিস্তর।
বিচ্ছেদ আনল ধুম হইল হৃদান্তর।
হেমালা দোহান প্রতি কৈল আশীর্বাদ।
বলিল চিরায়ু হউক খণ্ডক[১] বিষাদ।
সর্ববিঘ্ন নাশ হউক কিবা জলে স্থলে।
অসাধিত কার্য সিদ্ধি হউক ভাগ্যবলে।।
এ বলিয়া বিদায় করিল দুই জন।
দুই দৈত্য স্কন্ধে দোহেঁ হৈল আরোহণ।।
প্রণামী হেমালা পদে চলিল সত্বর।
পবনে পাইল লঙ্কা গমন গোচর।।
এবে দুই দৈত্য বলে কুমারের স্থান।
কোথাতে রাখিব নিয়া কহ বিগ্যমান।।
কুমারে বোলয় জান ফেরদৌস শহরে।
অলকা[২] বেছোয়া নামে সে কন্যার ঘরে।।
সর্বদেশে শব্দ হৈল যাঁহার বচন।
যার সঙ্গে খেলি বন্দী হইল নৃপকুল।
তা শুনিয়া দোহনকে নিল সেই স্থান।
দোহেঁ দর্শিবারে বেশোয়ার বিগ্যমান।।
সেই দেও দোহানকে ভূমিতে রাখিয়া।
কুমারের সম্মুখেত কহে দাণ্ডাইয়া।।
তোমা শুভ পত্র লিখি দেও তুরমানে।
কোনমত[৩] আজ্ঞা ছিল জানত আপনে।।

১. খণ্ডক—খণ্ডন হউক। ২. অলেখা ?
৩. কোনমতে—কিভাবে।

কুমারে বোলয় পত্র লিখিমু এখন।
দণ্ড এক বিশ্রাম কর দুইজন ।।
এত কহি অন্তঃপুরে দোহঁ চলি গেল।
... ... ... ... দর্শন করিল
কুমার কুমারী বাক্য শুনি বেশোয়ায়।
কেশ ছান্দি[1] পড়িলেক কুমারের পায় ।।
শোকর প্রভুর স্থানে করিল বহুল।
বোলে মোর মনবাঞ্ছা হইল কবুল ।।
ন জানিথ একেশ্বর সেবিমু দম্পতি।
সর্বঅঙ্গে লোম সঙ্গে হইমু সেবতী ।।
তা শুনি কুমারে বোলে বেশোয়ার স্থান।
বলে আগে দূত পাঠাইএ তুরমান ।।
তবে বাক্য প্রকাশিব তোমার গোচর।
কিবা দুঃখ সুখ ছিল আমার উপর ।।
এত কহি পত্র লিখি দিল দেও হাতে।
বোলে শীঘ্র যাই দিবা হেমালা সাক্ষাতে ।।
পত্র লই যুগ দেও প্রণাম করিয়া।
চলিলেক আপনার দেশ উদ্দেশিয়া ।।
তার পাছে কুমারে কহিল বেশোয়ারে।
যেন মতে দুঃখ পাইল অরণ্য মাঝারে ।।
দ্রসন[2] যুগল দেও সঙ্গে যেন মতে।
নষ্ট না করিয়া প্রীতি করিল সততে ।।
যেনমতে হেমালায় করিল যতন
মোহামুদা কৈন্যা যেন কৈলা সমর্পণ ।।
মুসিকে মুন্দিল সিং উদ্যানে যাইতে।
বকাওলী পুষ্পাঙ্গুরী পাইল যেনমতে ।।

---

১. ছান্দি—বন্ধন, বেষ্টন। কেশ দ্বারা তাজুলমুলুকের পদ-যুগল আচ্ছাদন করে, নত হয়ে।

২. দর্শন—দেখা, সাক্ষাৎ।

সে বৃত্তান্ত যদি সে কহিল একে এক।
তাহা শুনি বেশোয়া বিস্মিত পরথেক
হরষিতে শীঘ্রগতি উঠিয়া তখন।
মাহ্‌মুদা সঙ্গে কৈলা প্রেম আলিঙ্গন।
দোহঁ প্রতি আদর করিয়া বেশোয়ায়।
অহনিশি করে সেবা দোহানের পায় ।।
মাহমুদা বেশোয়াকে করিয়া সঙ্গতি।
বহুদিন রহিলেক কুমার সুমতি ।।
তার শেষে পিতৃদেশে যাইতে হইল মন।
আঁখিরত্ন হেতু যত্ন দেখিতে চরণ ।।
ধন রত্ন বস্ত্র আদি যত বস্তু ছিল।
নবীন গাহনে[১] সব বহিত্রে ভরিল ।।
সম্পূর্ণিতে সমাহিতে করিল সাজন।
শুভদিনে শুভক্ষণে করিতে গমন ।।
হেনকালে ভ্রাতৃগণ আসি বন্দী হস্তে।
নিবেদন করিলেক কুমার সাক্ষাতে।
বোলে কৃপা দৃষ্টি হস্তে সব নিস্তারিলা।
কি দোষে আমরা সব বন্দীতে রাখিলা।
শ্রী মুখে আজ্ঞা দাও করিয়া আদর।
মেলানি[২] প্রসাদ কর যাই নিজ ঘর।
তা শুনি কুমারে বোলে ভ্রাতৃগণ স্থানে।
আমি যদি যাই বেশোয়ার বিদ্যমানে।।
তুমি সবে নির্বোদঅ সেইখানে যাই।
তোমা হিত কহি দিমু বেশোয়ার ঠাঁই ।।
তবে বন্দীয়ান[৩] রহে হই সাবধান।
কোন ক্ষণে হইবেক দোহঁ এক স্থান ।।

---

১. গাহনে—গঠন—গ্রন্থন। নৌকার মেরামত কর্ম।
২. মেলানি—রওয়ানা দেওয়া।
৩. বন্দীয়ান—বন্দী+আন্ কারণী ; প্রত্যয়। বন্দীরা।

যখনে কুমার গেল বেশোয়ার পাশ।
নানা প্রসঙ্গ হিত করয় প্রকাশ॥
কুমারে বেশোয়া প্রতি কহিল নিভৃতে।
বিনু দাগে সে সবেরে এড়িয়া না দিতে॥
কহিমু তোমারে হিত সে সবের লাগি।
কটুর বচনে সম্বোধিব প্রেম ত্যাগী॥
এইমতে হাস্যরসে বাক্য দড়াইয়া[১]॥
গৃহহন্তে বাহিরে বসিল দোহঁ গিয়া।
হেনকালে চারিভ্রাতৃ সমুখেত গেল।
করজোড়ে সকলে মধুরে নিবেদিল।
আমি সবে অব্যাহতি কর আদরিয়া।
চলি যাই আশীর্বাদে প্রশংসা করিয়া॥
তাহাতে কুমারের হিত কহে বারেবার।
এসব রাখিয়া কার্য কি হৈব তোমার।
উদয় অস্ত মৈধ্যে যত শাহা সুতগণ।
বন্দী হস্তে নিস্তারিলা ধর্ম ভাবি মন।
প্রভুকে রসুল দৃষ্টি করিয়া আপনে।
এ সকল উদ্ধার করহ এই ক্ষণে॥
আমি কিছু সাহায্য করিঅ তোমা স্থান।
এসবের দুঃখ দেখি বিদরে পরাণ॥
তা শুনি বেশোয়া ভাবি মনে ছিল দুঃখ।
কহিতে লাগিল হেরি কুমারের মুখ॥
আর না কহিও তুমি এ সব বারতা।
এ চারি সেবক এড়ি না দিমু সর্বথা[২]

১. দড়াইয়া—দাঁড় করে ; যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা।
২. সর্বথা—নিশ্চয়। সর্ব + থাচ (প্রকারার্থে)।

যদি মোর এক আজ্ঞা রাখএ সকলে।
লইলে সেবকীর দাগ তিহরীর[১] তলে।
তবে সে ছাড়িয়া দিব এ সকল গন।
বিনু দাগে এড়ি না দিব কদাচন॥
তা শুনি কুমারে বলে ভ্রাতৃগণ প্রতি।
কি করিবা তাহা মানি হও অব্যাহতি।
কলে বুঝি ব্যাঘ্র হয় শৃগাল অধীন।
মহাজন নিকৃষ্ট সাক্ষাতে হয় হীন।
এত শুনি চারি ভ্রাত ভাবি করি যুক্তি।
যে হৌক সে হৌক বন্দী হন্তে হৈ মুক্তি।
এত কহি চিত্ত বন্দী শাহা সুতগণ।
করজোড়ে বেশোয়াকে কৈলন্ত নিবেদন।
আপনার যেই ইচ্ছা কর শীঘ্রগতি॥
আমারাকে[২] করহ প্রসাদ করহ অব্যাহতি।
তবে বেশোয়ায় নিজ অঙ্গুরী মোহরে।
আগ্নাইয়া দাগ দিল নিতম্ব উপরে॥
একে একে চারি লোকে সে দাগ পাইল।
বন্দী হন্তে বেশোয়ায় তবে ছাড়ি দিল॥
সেই ক্ষণে কুমারে ডাকিয়া চারি জন।
লক্ষ তঙ্কা বস্ত্র দিল পন্থ নিবারণ।
হরিষে সে সবে কুমারকে প্রশংসিল।
আশীর্বাদ প্রণমিয়া বিদায় হইল॥
ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে যায় সে সকল।
চির বন্দী ঘোরে দুঃখে হই হীন বল॥

*   *   *

---

১. তিহরী—নিতম্ব। 'তিহরী' চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর কোন কোন অঞ্চলে আঞ্চলিক প্রয়োগ।

২. আমাদের।

## ।। কুমার, বেছোয়া ও মাহমুদা ফেরদৌস হই শর্কস্থানে রওনা করে ও কুমার হইতে চারি ভ্রাতৃ তিরস্কার করিয়া পুষ্প কাড়িল তার বয়ান ।।

তথাতে কুমারে বহু লোক সঙ্গে লৈয়া।
পূর্ণ ধনে বাহল বহিত্র সাজাইয়া ।।
মাহমুদা বেশোয়াকে বহিত্রে তুলিল।
শর্কস্থান দেশের উদ্দেশে পাঠাইল ।।
বলিলেক কথ দিন পর্বেত রহিয়ো।
সকল বহিত্রে জলে লঙ্ঘন করিঅ।
তট পন্থে কথ দিন হাঁটিয়া যাইমু।
তার পাছে শুভ শীঘ্রে বহিত্রে উঠিমু ।।
এ বলিয়া সব পাঠাইল সিন্ধু পন্থে।
আপনে চলিল সন্ন্যাসী রূপমতে ।।
কতদূর যাইয়া দেখিল ভ্রাতৃগণ।
একস্থানে বসিয়া আছয় চারিজন ।।
সে সকল মিথ্যা এক বাক্য প্রচারিয়া।
বকাঅলি পুষ্প এক বলে অন্য লিয়া[১] ।।
চারিজনে চারিমতে পুষ্প লৈ হাতে।
এইমতে চলি যাই বাপের সাক্ষাতে ।।
যে হোক সে হোক এই পুষ্প লৈ যাই।
আঁখির ঔষধ বলি কহিমু পিতা ঠাঁই ।।
সে সকলে মিথ্যা বাক্য যদি সে কহিল।
নিকটে নিভৃতে থাকি কুমারে শুনিল ।।
বোলে এত মিথ্যা বাক্য কহ কি কারণ।
সুমেরু শিখরে পদ্ম কোথাতে উৎপণ ।।

---

১. নিয়া।

দৃষ্টি বঞ্চকের যেন তুমি সব কাম।
কি লাগি লৈলা বকাঅলি পুষ্প নাম॥
তুমি সব কিবা শক্তি সে পুষ্প আনিতে।
অলভ্য সঙ্কট লঙ্ঘি সংসার ভ্রমিতে॥
না বল উলটা বাক্য মনে নাহি লয়।
এসব বচন আমি না করি প্রত্যয়॥
সেই পুষ্প আনিয়াছি দেখ মোর হাতে
এ বলি নিকালি দিল তা সব সাক্ষাতে॥
সমুখেত সেই পুষ্প দেখি ভ্রাতৃগণে।
কটুবাক্য কহিতে লাগিল ক্রোধ মনে॥
তবে ভাল হৈব যদি শুদ্ধ পুষ্প হয়।
নহে তোকে বহু শাস্তি করিমু নিশ্চয়॥
তাহা শুনি কুমারে বলিল তা সবারে।
না হইলে বহু শাস্তি করিঅ আমারে॥
তবে সবে বিবেচনা করিয়া চিত্তে।
এক অন্ধ আনিল ঔষধ পরীক্ষিতে॥
চারি ভ্রাতৃ চারি পুষ্প একে একে দিল।
সেই পুষ্প অন্ধ চক্ষু ভাল না হৈল॥
কুমারের পুষ্পে জ্যোতি হৈল তখন।
তাহা দেখি ভ্রাতৃ সবে ধন্দ বাসে মন।
বোলে পুষ্প……পিতার চক্ষে দিলে।
জ্যোতির হরিষে কিবা রাজত্ব সঁপিলে॥
পশ্চাতে সঙ্কট হইব আমিসব প্রতি।
খণ্ডাইতে না পারিলে হৈব কোন গতি॥
এ বলি কুমার পুষ্প লৈল কাড়িয়া।
আর পৃষ্ঠে মুষ্টিঘাতে থাপ্পড় মারিয়া॥
তথা হস্তে হাস্য মুখে সেই চারিজন।
নিজ দেশে উদ্দেশিয়া করিল গমন॥
কতদূর হাঁটিয়া পাইল সে শহর।
দূত এক পাঠাইল পিতার গোচর॥

জয়নুল মুল্লুক শাহা শুনি যে বচন।
দেশের নিকটে হেন আইল পুত্রগণ ॥
শুভদিন জলনদী বহে বুঝি সার।
আসিছে বাঞ্ছিত মোর পন্থের মাঝার ॥
নিজ মন হরিষে বোলয় নৃপবর।
বলে দূত আনিয়াছে মিত্রের খবর ॥
সর্বব্যাধি ঔষধ আনিছে সঙ্গে করি।
দর্শন সংযোগে বিঘ্ন সব যাইব হরি ॥
মর্ত্ত্য রূপ-সার মোর স্বর্গ পুষ্প রীত।
যেহেন ইয়াকুব শাহ ইয়ছুপ বিদিত[1]
তবে শাহা পুত্রগণ উদ্দেশি চলিয়া।
কতদূর পন্থে যাই আনিল বাড়িয়া[2] ॥
পিতায় পাইল যদি পুত্রের দর্শন।
আনন্দ সাগর উথলিল সেইক্ষণ ॥
একে একে চারি জনে পিতৃপদ ধরি।
প্রণাম করিল সবে বহু মায়া ধরি ॥
তবে শাহা একে একে পুত্র কোলে লই।
শির চক্ষে চুম্ব দিল হরষিত হই ॥
পুত্রগণে দণ্ডবতে ভূমির উপরে।
সম্বোধিয়া কহিতে লাগিল মাত্মাদরে
যে কার্যে পাঠাইয়াছ ভাবি নিজ হিত।
মহা কষ্টে সেই দ্রব্য আনিছি বিদিত ॥
এ বলিয়া সেই পুষ্প নিকলি সত্বর।
অতি যত্নে রাখিলেক পিতার গোচর ॥
বোলে এই বকাঅলি পুষ্প জান সার।
আপনা লোচনে দেও ভাবি করতার ॥
জয়নুল মুল্লুক শাহা ভাবি নিরঞ্জন।
নিজ চক্ষে সেই পুষ্প মিলয়ে তখন ॥

১. বিদিত—জ্ঞাত কথা। ২. বাড়িয়া—আগ বাড়িয়ে, এগিয়ে।

তবে শাহা যুগ অক্ষি হইল পসর[১]।
যেন নিশি অন্ধ নাশি উগে দিবাকর ॥
পূর্ব প্রায় অক্ষি জ্যোত দেখি আপনার।
হরষিতে সুশব্দ কহিল বারে বারে।
কোটি কোটি যদি করি প্রভুর শোকর।
সঞ্চারি শোকর সিন্ধু না পাইমু ওর।
ব্যক্ত আঁখি অন্ধকার হৈব দূরগতি।
গুপ্ত আঁখি প্রভুর দর্শনে পূর্ণ জ্যোতি ॥
তবে শাহা আনন্দ সাগরে ডুব দিল।
চির বিম্ব ধুই জ্যোতি মুকুতা পাইল।
সর্বদেশে আজ্ঞা দিল আনন্দ করিতে।
গাহন বাজন সবে করে হরষিতে।
হাটে বাটে গৃহ পাটে গোলাব বৃষ্টিতে
ছোট বড় সবে কর সেই নিয়মিতে।
যার যে নিয়ম আছে সর্ব দেশে কর।
বিষাদ খণ্ডিতে দিল একই বৎসর ॥
এত শুনি প্রজাগণে সেইমত করে।
সকলে দিলেক ঝাম্প[২] আনন্দ সাগরে ॥
সংসার চরিত্র সব যেন নিশাপতি।
ক্ষেণে ক্ষেণে অন্ধকার ক্ষেণে পূর্ণ জ্যোতি।
ক্ষেণে দুঃখ ক্ষেণে সুখ যত জীবালয়।
ক্ষেণেকে দরিদ্র হয় ক্ষেণে ভাগ্যোদয় ॥
ক্ষেণে বাল্য যুবা বৃদ্ধ মৃত অবশেষ।
পুনি জীব সঞ্চারিব দুঃখ সুখ ক্লেশ ॥
মহিমা প্রদীপ জ্যোতি যার যেবা হয়।
প্রকৃতি বুঝিবে লোকে সেই সে সময় ॥

১. পসর—সং স্ফর্ (দীপ্তি) < স্ফর > W (প)র্ > বর্ণ বিপর্যয়ে পসর 'চান্দের পসরে যেমন ঘর হইল উজালা।' ময়মনসিংহ গীতিকা।
২. ঝাম্প—ঝাঁপ দি, নিমজ্জিত হব।

সেই ক্ষণে ধর্ম ধনে সেই ভাগ্যমন্ত।
পাপীকুণ্ডে পাপীমুণ্ডে তারিফ অনন্ত।।
সেই ভয় কিবা হয় ভাবি অনিবার।
কৃপাময় কৃপা কৈল্যে তবে সে নিস্তার।।
তাঁন শুন্য ভাণ্ডেত ন রাখি ধর্ম ধন।
ন পাইলে বিচারে কি হোক সেইক্ষণ।।
যে হোক সে হোক পুনি ভাবি নাহি কাজ।
প্রভু বিনে গতি নাহি দুই কুল মাঝ।।
প্রভু কৃপা কৈল্যে পাপী নিস্তার পাইব।
কৃপা বিনে পুন্যবন্তে নরকে পড়িব।।
জানিয়ো কৃপার ধন অমূল্য রতন।
হেন কর কৃপা যেন করে নিরঞ্জন।।
মোহন্তের কৃপার আরতি শুনি কানে।
বকাওলী পুস্তকে যে নওয়াজীসে ভনে।।

।। যমক ছন্দ ।।

## ।। বকাঅলী কন্যা টঙ্গীতে নিদ্রা হইতে চৈতন্য লাভ করিয়া চিন্তা করে ।।

এবে কহি পশ্চাত অগ্রের সূত্রধার।
টঙ্গীতে শুতিছে কন্যা উত্থান মাঝার।।
যদি তথা বকাঅলী চৈতন্য পাইল।
পূর্ব্বের পুরান বাক্য নবীন হইল।।
নিদ্রাভঙ্গ হৈল কন্যা উঠিল যখন।
মুনি মন হরে যেন যুগল লোচন।।
সে চক্ষে যাহারে হেরে তার প্রাণ হরে।
তে কারণে কমলিনী বলিতে পারি তারে।।
হেন অক্ষি প্রকাশিয়া হেরে নিজ অঙ্গ।
শীঘ্রে বস্ত্র পরিলেক হই মন রঙ্গ।।
কুপ তীরে গেল কন্যা চক্রবাক গতি।
পদ বাড়াইতে লয় প্রভুনাম নিতি
পদতল রাতুল সুন্দর পুষ্প রীত।
গমনে হিঙ্গুল বর্ণ করিল ভুমিত।।
ধীরে ধীরে কুপ তীরে গেলেক চলিয়া।
নিজ হস্তে আঁখি মুখ হরিষে মলিয়া।।
গোলাপে ধুইলে মুখ যেন হয় জ্যোতি।
যে দেখে সে জানিবেক দিবস আকৃতি।।
হেনকালে পুষ্প স্থানে হৈ দৃষ্টিমান।
বিচারিতে চারিভিতে দেখে শুন্যস্থান।।
পুষ্প না দেখিয়া কৈন্যা গুণে অদ্ভুত।
আননেতে না নিঃস্বরে ...... স্থুত।
পুনি অঙ্গুরীতে দৃষ্টি যদি সে করিল।
বিস্মিত উপরে যেন বিস্মিত হইল।।

না দেখিয়া দুই বস্ত্র না রহিল দিশা।
হরিষ স্ববর্ণে দিল বিস্বাদিত[১] সীসা।
তবে কৈন্যা হস্তে মলে যুগল লোচন।
স্বপ্ন কিবা চৈতন্য ভাবএ মনে মন॥
পুনি বলে স্বপ্ন হৈলে এসব চরিত।
ব্যক্ত রূপে দেখা না হৈত কদাচিত॥
বুঝিব মনুষ্যে করিছে হেন কর্ম।
নহে এত শক্তি কার বুঝে হেন মর্ম॥
অষ্টাদশ সহস্র প্রহরী দেও পরী।
এসব হস্তেতে কোন আইল নিঃস্বরি॥
এথাতে আসিয়া কেনে গেল প্রাণ লৈয়া।
বাঞ্ছা পুষ্পাঙ্গুরী কেনে লৈ গেল হরিয়া॥
নিনিদুঃখে বাঞ্ছিত করিল হস্তগত।
অঙ্গ মোর দিগম্বর দেখিল ব্যক্ত॥
এত স্বরি লজ্জার সমুদ্রে ডুবি অঙ্গ।
প্রেমের লহরে হইল বিরহ তরঙ্গ॥
আপে আপে বোলয় তস্কর কিবা নাম।
যদি চোর হও এথা তোর কিবা কাম॥
তোর সম সংসারেতে নাই কোন জন।
হেন কর্ম মনুষ্যে না পারে কদাচন॥
চোরগণ লোভ মন ধনের উপর।
কিবা লাগি প্রেমভাগা হইলি তস্কর॥
তোর যোগ্য হস্তে চুম্ব দিতে লয় মন।
যদি ধনে ইচ্ছা মনে নাহি সে কারণ॥
শিঙ্গ[২] পন্থ করি মোরে চিত্তের মাঝার।
বিনু ধনে দ্রব্য যথ লৈ গেলি আমার॥
দুঃখ বিনু বাঞ্ছা নিছ মধুর চরিত।
ন জানি বক্ষেত হস্ত কৈলা বিমলিত॥

১. বিষাদিত। ২. শিঙ্গ পন্থ—গোপন পথ।

নিশ্চয় দেখিছ তুমি যুগল অধর।
কিবা সুধা পিয়া আছ তাহার উপর।
তন সিন্দুকে তু মোর হরি নিলা জ্ঞান।
সেই শুন্য সিন্দুক বিকিমু কার স্থান॥
পূর্ণিত বিস্মিত মন্ত্র তোমা অঙ্গ ভরি।
মনুষ্য হইয়া পরীচিত্ত নিলা হরি॥
সবে বলে মানব গন্ধর্বে নষ্ট করে।
মানব ঘাতক হইল গন্ধর্ব উপরে॥
মোহর হৈলে কেনে উল্টা সকল।
বলবন্ত জনেরে নির্বলি করে বল॥
এত কহি অনুশোচ কৈলা কৈশ্যাবর।
সেই কূপতট হস্তে উঠিল সত্বর॥
যথা সিংহাসন এয়াকুতে নির্মিত।
তথা বসিলেন্ত কন্যা স্মরিয়া বাঞ্ছিত॥
তাহাতে করিল দৃষ্টি হৃদের উপর।
বাঞ্ছাবরে লিয়াছে[১] বাঞ্ছিত অক্ষর॥
তা দেখি অধিক হৈল হৃদে প্রেমানল।
নিঃশ্বাসে প্রবল অঙ্গে উঠিল হিল্লোল॥
আজ্ঞা করি দেও পরী সব আনাইল।
ভেদভঙ্গে সর্ব অঙ্গে সন্তরণ কৈলা॥
প্রভু আজ্ঞা পল্টাইতে না পারয় নর।
চিকিৎসা ... ... না রাখয় আজ্ঞাসর।
তবে কৈন্যা ক্রোধে কহে কর্কশ বচন।
তস্কর দর্শাও যদি রহিব জীবন॥
এথ শুনি ভয় গুনি দেও পরীগণ।
চারিভিতে[২] অন্বেসিতে চলিল তখন॥
বায়ু গতি সর্বক্ষিতি ভ্রমিয়া চাহিল।
ভয় মনে পরীগণে আসি জানাইল॥

১. লিয়াছে—লিখিয়াছে। ২. চারিভিতে—চতুর্দিকে।

যদি কেহ গুপ্ত দ্রব্য উদ্দেশিতে চাহে।
আপে গুপ্ত হৈলে গুপ্ত দ্রব্য পায়।
যেই জনে অনুদ্দেশ করে নিজ অঙ্গ।
তবে পায় সেই অন্য অনুদ্দেশ সঙ্গ॥
পুষ্প অঙ্গুরী যেবা নিয়া হৈল গুপ্ত।
নিজ স্থানে রহিলে সে না হৈব ব্যক্ত।
টঙ্কারে মদন চাপ হৃদের অন্তর।
এহিসব ভেদিতে নিঃস্বরে কাম স্বর॥
বালেম্বু ভাবেত কটি বান্ধি প্রেম ডোরে।
উদ্দেশিতে চতুর্ভিতে আপনে নিঃস্বরে।
ইচ্ছা বিনু নিয়মিত গন্ধর্ব সবেরে।
কদাচিত না দেখএ সংসারের নরে॥
পাশে থাকি গন্ধর্ব দেখএ সর্ব নরে।
পরীক্ষে মানয় জ্ঞান কষ্টির উপর॥
বুদ্ধির তরাযু মধ্যে মানব তৌলায়।
সিন্ধু মাঠে গিরিবাটে ভ্রমি হেরি যায়॥
একে একে উদয় অস্ত সকল চাহিল।
কোন স্থানে বাঞ্ছিতের উদ্দেশ নাহি পাইল॥
শর্কস্থান দেশে কৈন্যা গেল অবশেষ।
ঘরে ঘরে দেখিলেক হরিষ বিশেষ॥
সকল আনন্দ অতি সপূর্নিত ক্ষিতি।
কার মনে বিষাদিত নাহি এক রত্তি।
দুঃখ ভঙ্গ বায়ু রঙ্গ দেখি কন্যাবর।
সেই ক্ষণে চিন্তি মনে বিস্মিত অন্তর॥
নিজ অঙ্গ সন্ন[১] রূপ ধরিল তখন।
যেন হইল পঞ্চদশ বৎসর জীবন॥
অঙ্গ চারু নর ছাইলা পুরুষ আকার।
লোকসঙ্গে লাগিলেক প্রেম দর্শিবার।

১. সন্ন—সন্ন্যাসী।

একলোক স্থানে পুছিলেক বিবরণ।
কহ কি লাগিয়া হরষিত সর্বজন ।।
কিবা বড় কিবা ছোট সকল আনন্দ।
আর না শুনিছি হেন অপরূপ ছন্দ।
সে লোকে বলিল সেই সমরূপ স্থান।
এদেশের মহীপাল অধিক মহন্ত।
জয়নুল মুলুক নামে অতি ধর্মবন্ত ।।
প্রভুর আজ্ঞায় তাঁর আঁখি হৈল অন্ধ।
জগত অন্ধকার যেন হৈল দৃষ্টিবন্ধ।
রতন মানিক্য হন্তে আঁখি ধিক মূল।
সপ্ত দীপ কার্য নহে আঁখি সমতুল ।।
পিতার আঁখির ব্যাধি দেখি পুত্রগণ।
ঔষধ উদ্দেশে গেল লৈয়া বহুধন।
অনেক সঙ্কট ভ্রমি গেল নানাদেশ।
রত্নধন বিতরণ করিল বিশেষ ।।
অবশেষে বকাওলি উদ্যান পাইল।
তথা হন্তে পুষ্প লৈয়া গৃহেত আইল ।।
সেই পুষ্প দিয়া আঁখি করিলেক ভাল।
হরিষ সমুদ্রে উথলিল মহীপাল।
তে কারণে শাহা আজ্ঞা করিল তখন।
মোর দেশে যথেক আছয় প্রজাগণ ।।
এ বলিছে সকলেরে না লইতে কর।
পূর্ণানন্দ কর সবে একই বৎসর ।।
এত শুনি প্রজাগণে করে মহানন্দ।
গৃহে গৃহে হাটে বাটে আমোদিত গন্ধ।
এত শুনি সম রূপী কৈন্যাবর।
প্রভু প্রতি স্মরণ করিল বহুতর।
যাকে যেবা চাহে বিধি অবশ্য মিলায়।
গুপ্তরূপী হৈলে গুপ্ত দ্রব্য পায়।

বুঝিলেক যেজনে আনিছে পুষ্পাঙ্গুরী।
বারতা পাইমু উদ্দেশিলে এই পুরী।
সে তস্কর একেশ্বর গুপ্তরূপী যাই।
পুষ্পাঙ্গুরী কৈলা চুরি ভেদি হ্রদ ঠাঁই।।
তবে কৈন্যা সেইক্ষণে গেল সিন্ধুতীরে।
অঙ্গ হস্তে বস্ত্র এড়ি নামিলেক নীরে।
যে হেন সবিতা মিত্র জলের উপর।
হরপত্নী আইল কিবা দর্শিতে সাগর।।
পদ্ম শ্রম বিন্দু রেণু হইতে নির্মল।
স্নান কৈল্য শিরে তুলি দিয়া সিন্ধুজল।।
জল ধায় নির্মল কায় অতি জ্যোতির্ময়।
খোয়াজ প্রদীপ যেন সমুদ্রে ভাসায়।।
স্নান আচারিয়া কৈন্যা তটেত উঠিল।
বস্ত্রা .. ... ... ... ... ... অঙ্গেত পরিল।।
মনে ভাবে যাইব যথায় নরপতি।
সে গোচর চলি মোর নিঃস্বরী ভারতী।।
এত ভাবি পুরুষের রূপে চলি যায়।
স্বর্ণ রত্ন বস্ত্র অলঙ্কার দিয়া গায়।।
সুরমা রঞ্জিত রেখা যুগল লোচন।
মহা রূপবন্ত রম্ভা জিনিয়া বদন
অশ্বেচড়ি অস্ত্রধরি যুদ্ধপতি বেশ।
নগরে চলিয়া যায় ঠমকে বিশেষ।।
যেবা দেখে তার রূপ সব হয় ধন্ধ।
অলকার ফান্দে সব আঁখি মন বন্ধ।
নগরের লোকে হেরি রূপের মহিমা।
ধন্দ হই রহে যেন প্রাচীর প্রতিমা।।
সেই সন্নাহ্য[১] রূপবতী রূপঅলকার ঘায়।
চতুর্ভিতে লোকে সুগন্ধ করে অতিরায়।।

১. সন্নাহ্য—বর্ম পরিহিত, গাজোমা পরিহিত।

যেরূপে যামিনী অস্ত সবিতার জ্যোতি।
ক্ষেণে ঘোর ক্ষেণেক উজ্জল নিশাপতি ॥
এইমতে প্রশংসা করিল প্রজাগণ।
বোলে হেন রূপ দেখ প্রভুর স্বজন ॥
তাঁহার সর্বত্র হৈল প্রশংসা বিশেষ।
জয়নুল মুল্লুকে শুনি করিল আদেশ ॥
বোলে সেই পুরুষ আনহ বিগুমান।
দেখি তার রূপগুণ বুঝি তার জ্ঞান ॥
তা শুনিয়া একে যাই আনিল সাক্ষাতে।
বোলে এই পুরুষ দেখহ নরনাথ।
তবে বকাঅলি সম্রাহ্য পুরুষ আকার।
করজোড়ে দাণ্ডাইল করি নমস্কার ॥
বিস্মিত হইল শাহা দেখি রূপছটা।
বিদ্যুত লহরে যেন মৈধ্যে ঘনঘটা ॥
পুছিল কি নাম তোমা জন্মভূমি কোথা।
কিবা দুঃখে চিকিৎসা করিতে আইলা এথা।
বলিলেক পশ্চিম দিগেতে নিজ গ্রাম।
পিতা মোর রাখিয়াছে ফোরুখ পাল নাম।
উদ্দেশিতে বহিপ্র আইলুঁ এহি স্থানে।
যদি রাখ সেবকীতে আদর প্রমাণে।[১]
তোমার অনেক লোক আছে সেবকিত।
পত্র সুত্রে গ্রন্থি রাখ সেসব সহিত।
তবে সে নিস্তারে মুই কাটি কথ কাল
না খণ্ডে বাণিজ্য বিনু সংসার জঞ্জাল।
এত শুনি শাহা আজ্ঞা করিল পীরিত।
নাম পত্র লিখিলেক ধন নিয়মিত ॥

১. ৩ নং পুথিতে পাঠান্তর—'যদি রাখ আদরিতে সেবক প্রমাণে'।

অতি প্রেম শাহার মনেত উপাঁজিল।
সমুখের যত আছে সে কর্ণে রাখিল।।
এই মতে কথ দিন গ"ই গেল যদি।
শাহাসুত গণ দেখা নাহি সে অবধি।।
একদিন নিকলিয়া শাহাসুত গণ।
প্রণাম বাপের পদে করিয়া যতন।।
বাপেহ লইয়া পুত্র কোলের উপর।
একে একে চুম্ব দিল করিয়া আদর।
বসিবারে আজ্ঞা দিল সুবর্ণ আসনে।
চারিভ্রাতৃ বসিলেক হরষিত মনে।।
আহা দেখি বকাওলী ভাবিল তখন।
অন্য এক লোক স্থানে পুছিলা বচন।।
বলিলেক এসকল হয় কোন জন।
কহ সার সেই মর্ম বুঝিতে কারণ।।
সে লোকে কহিল শাহাসুত এ-সকল।
না চিন দেখিয়া সব মহান সকল।।
এত শুনি মনের তরলু কৈলা স্থির।
জ্ঞান কষ্টিতে কইল চতুর্থ লকিড়
দোহান উপরে যদি নহে সমতুল।
পুনি সেই লোকেরে পুছিল বাক্য মূল।।
বলিল শাহার সুত আছে কিবা আর।
সঙ্গে গিয়াছিল হেন পুষ্প আনিবার।
সে লোকে বলিল আর নাহি শাহা সুত।
এ চারি শাহার পুত্র কার্যে অদ্‌ভুত।।
পুনি জিজ্ঞাসিল সব নাম কিবা কার।
কহিল একে একে যেই নাম যার।।
এত শুনি বকাওলী স্তব্ধ হই মন।
সুখ শূন্য দুঃখ মনে লাগয়ে তখন।।

আঙ্খি মনে প্রত্যয় না করে কার্যেশ্বরী।
আর সাক্ষী পায় হেরি হস্তের অঙ্গুরী।।
অশুভ ললাট সঙ্গে বুঝি কার্য মূল।
ক্রন্দন করএ চিত্তে হইয়া ব্যাকুল।
বোলে অশুভের ডোরে ভালে দিল গাটি[১]।
চিকিৎসা নখের ঘায় যাইব উলটি।
বোলহ অশুভ ভাল অধিক দুস্কর।
কি গাটি বান্দিছ মোর কার্যের উপর।।
চিকিৎসার নখে খসাইব কোনমতে।
যদি কর্মে নিষ্টি[২] মন্দ রাখিছে জগতে।।
মোর হেন দুঃখ যেবা দেখএ নয়নে।
তার নিষ্টি আয়ু অনন্ত হৈব সেরূপে।
বিঅর্থ প্রসঙ্গ মোর কহিব কেমতে।
অজ্ঞাপন স্বপ্ন যেন বিতত[৩] জগতে।।
মোর উদ্যানের পুষ্প কে করিল চুরি।
যেহেন আত্মা মোর আনিয়াছে হরি।।
অলক্ষিতে বৃশ্চিক হানিল কনে[৪] আসি।
বুক ভেদি মরমেত রহিলেক পশি।।
মোর নামে মন্ত্র জপে সেই কোন-জন।
লজ্জা সীসা প্রেম শিলা করিল ঘাতন।।
কে পুষ্প হরিল চিত্তে-বুকে[৫] কাঁটা ভরি।
চতুর্ভিতে উদ্দেশি না পাইলুঁ যত্ন করি।

---

১. গাটি, গাট < গ্রন্থি < গাঁটঠি সং+ গুটি সহশব্দ। গিঠ চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও কুমিল্লার আঞ্চলিক শব্দ।

২. নিষ্টি—অমঙ্গল, মন্দ। < ফারসী নীস্ত+ই প্রত্যয়।

৩. বিতত—ব্যাপ্ত, প্রসারিত।

৪. কনে—কে। কোণ+এ।

৫. পাঠান্তর-কে পুষ্প হরিল চিত্তে দুঃখ কাঁটা ভরি।

তার লাগি শতগুণ দুঃখ পাই মন।
কিন্তু এথা পুষ্প কথা হইল জ্ঞাপন॥
সুসংবাদ দাও মোর বন্ধু দিগে দিগে।
মন উদাসিতে যায় বাঞ্ছা পুষ্প লগে॥
এদেশে তস্কর হেন মোর মনে লয়।
তবে কি আকাশ গতি অশুভ ফিরয়॥
মোর নামে অশুভের ফাল[১] রাখিয়াছে।
মর্ম্মভেদ দুঃখ নিবেদিমু কার কাছে॥
প্রভু বিনে কার ঠাঁই করি নিবেদন।
দুঃখের উপরে দুঃখ না যায় খণ্ডন॥
আস্থে যার ললাটে লিখিছে যথ দুখ।
হীন নোয়াজিসে কহে কেবা দিব সুখ॥

## ।। দীর্ঘছন্দ ।।

বকাওলি কৈন্যাবর ভাবি নিজ মনান্তর,
অনুশোচে হৈল মনে ব্যথা।
বোলে শাহা সুতগণে যাই মোর সে উদ্যানে,
পুষ্পাঙ্কুরী আনিছে সর্বথা[১] ।।
তবে মন তরাযুতে, একে একে তোলাইতে,
সে কমে ন দেখে সে সকল।
বোলে কতদিন রহি, ভালমন্দ বুঝি চাহি,
বিধিবশে মোর চক্ষে জল।
কৈন্যা ছবর করি, মনেত শোকর করি
প্রভু আজ্ঞা ফোরকানের মাঝ।
যেবা ক্ষমাশীল হৈব, আদি অন্তে রক্ষা পাইব,
অ-ক্ষমার নষ্ট সর্ব কাজ।
আর এক বিপরীত, না বুঝিএ সে চরিত,
কন্দোষে হেন কিবা হয়।
ভাবিনী ভাবক পাশ যাইবারে মনে আশ।
যেনমতে দর্শিতে পারয়।
এয়া কোন চরিত্র হৈল, বিধি ভালে ঘটাইল।
ভাবিনী ভাবকে উদ্দেশ।
সত্য হেন সেই বুঝি, বাক্য না তকিয়া যুঝি,
হেন আছে প্রভুর আদেশ।
সেবার মানব যথ, প্রভু মিত্র বোলে তথ,
কৃপা দৃষ্টি করে নিত্য নিত।
এত বুঝি চাহ সবে, প্রভু নাম লয় যবে,
উদ্দেশিয়া আইসএ নিদ্দিত।

১. সর্বথা—নিশ্চয়ই।

ভাবিনীর ঘটানল, নিত্য দহে পরবল,
সর্বক্ষণ ভাবকে জ্বালয়।
ভাবকের আজ্ঞা বিনে, ভাবিনীয়ে কদাচনে,
পদ বাড়াইতে ণ পারএ ।।
বুঝি ভাবিনীর মতি, ভাবকে করএ গতি,
অবশ্য ভাবকে উদ্দেশিব।
ভাবকে না চাহে যদি, উদ্দেশি জনমাবধি,
ভাবিনী ভাবক ন পাইব।
এত ভাবি কৈল্যা সার দরশন করিবার,
পুষ্পাঙ্গুরী হরিছে যে জন।
ভবিতব্যে যে আছয়, কদাচিৎ না যাওয়,
আজ্ঞামতে হইব মিলন।
যার হেতু যেবা যায়, অবশ্য তাহাতে পায়,
দুঃখ সুখ মিলে দুই দিন।
কহে নওয়াজীসে হীনে, ভাবি চাই বুধ গণে,
দর্পণ মাঞ্জনে হয় চিন ।।

॥ যমক ছন্দ ॥

## ॥ কুমারে পুষ্প হারাইয়া বনে, বাগিচা করিবার বিবরণ ॥

এবে কহি পুষ্প যদি নিল ভ্রাতৃগণে।
তাজুল মুল্লুক হস্তে কাড়িল যখনে ॥
সেইরূপে সেইক্ষণে চলিল কুমার।
অজানিতে অন্য পন্থে স্মরি করতার ॥
শর্কস্থান নিকটে আছিল মহাবন।
সিংহ ব্যাঘ্র করি ঘেরা থাকে অনুক্ষণ।
তাজুল মুলুক সেই বনে চলি গেল।
চিন্তিয়া মনেতে এক সুস্থানে বসিল ॥
অই সে হেমালা দেবী আসিবার দিন।
দুই গাছি কেশ দিছে অতি শুভ চিন।
সেই এক কেশো দিলো অগ্নির ভিতর।
সসৈন্যে হেমালা দেবী আইল বনান্তর ॥
অর্ধ কেশ না জ্বলিতে শীঘ্র আইল তথা।
কেশে এত গুণ ধরে আর কিবা কথা ॥
তাজুল মুল্লুক প্রতি হেমালা চাহিল।
বৈষ্ণব চরিত্র দেখি কহিতে লাগিল ॥
বোলে হেন রীত কেন হইল তোমার।
সত্য কহ শাহাসুত সাক্ষাতে আমার ॥
মোহোর দুহিতা তুমি কোথাতে রাখিলা।
নিজ অঙ্গে কি কারণে ভরতুক্[১] মাখিলা ॥
তাহা শুনি কুমারে কহিল দেবী স্থানে।
বলে মাতঃ দুঃখ ন ভাবিয়ো নিজমনে ॥
নির্জনে তোমার কন্যা আছে হরষিতে।
একেশ্বর এই বনে আইসি কার্যগতে ॥

১. ভর্‌তুক— বিনিয়া ঝুঁকি নেওয়া। কাজ করতে যেয়ে লোকসান দেওয়া। আঞ্চলিক শব্দ। সম্ভবা পাত্ত — ভর্‌তা? (বিপদ) < আরবী বল্‌বলা।

তোমার আদর মোর সর্বত্রে কুশল।
এক কর্ম মোর হস্তে না হয় মঙ্গল ॥
সেই কর্ম আপনে করিয়া দেও মোরে।
তে কারণে এইরূপে বসি বনান্তরে।
হেমালায় বোলে কহ কি কার্য তোমার।
শীঘ্রে বাঞ্ছা পুরিমু জামাতা দুহিতার।
তা শুনি কুমারে বোলে মন হরষিতে ॥
নির্মিতে প্রাচীর উদ্যান বন মাত্তাইতে।
হেন কর বকাওলী উদ্যান স্বরূপ।
গোলাপ স্বরূপা যেন আতরের কুপ ॥
যদি পার ততোধিক উত্তম নির্মিবা।
কেশাগ্র সমান অল্প কভু না করিবা।
তা শুনি হেমালা বলে কুমারের স্থান।
স্বচক্ষে না দেখিয়াছ সকল উদ্যান ॥
কুমারে বোলয় আমি দেখিছি নয়নে।
আনাইব বস্তু আনি ঘটিবা যখনে ॥
তবে হেমালায় কহি সৈন্য স্থান।
আনাইল বহুমূল্য লাল বদখ্‌সান।
এমনি আকীক মুক্তা মনি মরকত আর।
জবরজদ্দ এয়াকুত জ্যোতি আনিবার ॥
আর যত জ্যোতিমন্ত শিলা আনাইল।
সুবর্ণ মলম্বা[1] হেতু পুঞ্জে পুঞ্জে থুইল।
অষ্টদশ সহস্র সৈন্যকে সঙ্গে করি।
কুমারে জানয় সব কার্য অনুসারী।
দুই তিন দিনে কৈলা পূর্ণিত উদ্যান।
প্রাচীর সংযোগে দেখে অধিক বাখান।
বন খণ্ডাইয়া সব শুদ্ধ কৈলা স্থল।
স্থানে স্থানে পূর্ণিত রাখিল শুদ্ধ জল।

১. মলম্বা—সুবর্ণের পাত মোড়া বা গিল্টি করা—< আরবী মুলম্মা।

দশ হস্ত মেদিনী খুন্দিয়া সেইক্ষণে।
স্বর্ণ মুকুতা মনি ভরিল তখনে ॥
আর জ্যোতি শিলা যত রাখিল ভরিয়া।
সম্বরিল উৰ্দ্ধে মরচ্ছা[১] করিয়া ॥
যেই যেই বাঞ্ছা মনে আছিল তাহান।
সব পুঞ্জ করিল কুমার বিগ্রমান ॥
যাহার আজ্ঞায় জগ কুন ফাইয়াকুন।[২]
তাহান কৃপায় পূর্ণ বাঞ্ছা কোটি গুণ।
তবে হেগালায় কুমারকে আশ্বাসিয়া।
সৈন্য সঙ্গে নিজ দেশে গেলেন চলিয়া।
যেই বাঞ্ছা মনে ছিল দেখিয়া সুসার ॥
হরিষ সমুদ্রে ঝাম্প দিলেক কুমার।
আনন্দ শীতল জলে অঙ্গ পাখালিল।
যতেক ভব্যতা বেশ সব খণ্ডাইল।
সেইক্ষণে চলিল বহিত্র উদ্দেশিয়া।
আজ্ঞা যেই স্থানে পাইলেক গিয়া ॥
বহিত্রে উঠিয়া দেখে নিজ নারীগণ ॥
যেন ইন্দ্র পাইল শচী রম্ভার দর্শন॥
আনন্দ পূর্ণিত হৈল সে অঙ্গ ভরি।
নবীন উদ্যানে যাইবারে পারে প্রভুশ্বরী।
একেবারে সকলে বহিত্রে দিয়া পাল।
উদ্যান নিকটে গিয়া ঠেকিল ততকাল ॥
ধন জন সকল তুলিয়া সেইস্থান।
সম্পূর্ণিত করিলেক প্রাচীর উদ্যান ॥
নানা ভক্ষ্য দ্রব্য যত কি দিব তুলন।
প্রভু কিবা ভাণ্ডার করিছে সমর্পণ ॥

১. সম্ভবতঃ মরু বা মাচাং অর্থে।
২. যাঁর আজ্ঞায় সব নিষ্পাদিত হয়। এটি কোরানের আয়াত।

হেন ভাণ্ড সম্পূর্ণিত হস্তেত যাহার।
এক বস্তু না মাগিমু সংসার মাঝার ॥
হরিষে সেবয় যত পরিবার গনে।
নৃপতি বৈসয় নিত্য স্বুবর্ণ আসনে ॥
দিবসে সবিতা হস্তে জগত পসর।
রাত্রি জ্যোতি মানিক্য সঙ্গ গতি শশধর।
নিত্য বাজা বাদ্য রঙ্গ সুস্বর সুগান।
প্রকাশ না খণ্ডে কভু নিদ্রা সে জাগন ॥
সব রস সম্ভোগে ভোজন অনুদিন।
অহর্নিশি দুখ সুখ সব একচিন ॥
এই মতে সুখানন্দে আছয় কুমার।
একদিন সেই বন আইল কাষ্ঠকার।
সে সকলে শুক কাষ্ঠ উদ্দেশী লৈল।
যার শক্তি যেইমত পুঞ্জ বন্দী কৈলা ॥
সকল সমেত কাষ্ঠ লইল যাইতে।
হেনকালে নৃপদূত আইল আচম্বিতে।
ছৈয়াদ[১] তাহার নাম ভৃত্যের নায়িকা
সর্বকার্যে তার হস্তে সমরে প্রতিজ্ঞা।
দেখি জিজ্ঞাসিল কাষ্ঠ-কার সবস্থান।
কি লাগি আসিছ তোরা আমার ভুবন ॥
তুমি সব এই কাষ্ঠ নিতে ণ পারিবা।
পুনি নৃপ আজ্ঞা বিণু আসিতে নারিবা।
সে সবে বোলয় এথা আসি সর্বকাল।
কোনদিন ণ দেখছি এতেক জঞ্জাল ॥
আজু কেনে বোল এথা তোমার ভুবন।
এথা হস্তে কাষ্ঠ নিতে কর নিষেধন।

১. পুথির পাঠ ছৈয়াদ।

ভৃত্য বলে শুন সবে মোর এক যুক্তি।
এথা হন্তে তুমি সবে তবে পাইবা মুক্তি।
এই কাষ্ঠ বিকিলে পাইবা কথ ধন।
সে সবে বোলয় পাই দুই চারি পন।।
সেবকে বোলয় চল আমার সঙ্গ গতি।
বহুমূল্য ধন পাইবা এক ভার—প্রতি।।
ণ.পে দেখি কাষ্ঠকার হরিষ হৈব।
প্রতি দিনে প্রতিবারে বহুধন দিব।
এত শুনি কাষ্ঠকার করে বিরচন।
এই সে মজনু কিবা জ্ঞানবন্ত জন।।
কথেক পুরুষ হৈল এদেশে বসতি।
কেন হেন না কহিল মজনু আকৃতি।।
কাষ্ঠভারে দিতে বোলে ধন বহুতর।
তার সঙ্গে যাইতে অনেক লাগে ডর।।
ধন লোভে তার সঙ্গে যদি সব যাই।
না জানি কাহার স্থানে বেচে কোন ঠাঁই।।
কেহ বলে একে দশজন কোথা নিব।
বুদ্ধি বলে নিজ প্রাণ উদ্ধারি আনিব।।
কেহ বলে কাষ্ঠ (?) পূর্ণ পাইলে হেন ধন।
জন্মাবধি দুঃখনাশি সুখ অখণ্ডন।।
এত কহি সেই সেবকের সঙ্গে যায়।
বহুদূরে উত্থান প্রাচীর দেখা পায়।।
দেখিতে প্রাচীর উত্থান জলন্ত হুতাশ।
শিলাকুল জ্যোতি অহ জিনিয়া প্রকাশ।।
সেসবে বোলয় অগ্নিকুণ্ড অতিকায়।
তাতে ফেলি[১] মারিবারে করিছে সময়।।

১. ফেলিয়া।

এত শুনি নউজ[১] পড়িল শুদ্ধ মনে।
ইব্লিছের কর্ম সে করিব কি কারণে ।।
বলিলেক তুমি সবে না বাসিও ডর।
অষ্টশিলা জ্যোতিএ প্রাচীর সর্বঘর ।।
পুঞ্জ পুঞ্জ জ্যোতি শিলা চৌদিকে লাগিছে।
তে-কারণে অগ্নিসম উজ্জ্বল হইছে ।।
তবে কাষ্ঠকার গেল উদ্যান মাঝারে।
রাখিলেক কাষ্ঠকুল কুমার গোচরে ।।
রূপবন্ত কুমার বসিছে সিংহাসনে।
স্তব্ধ হই দণ্ডাইল সভাসদ্ গণে ।।
বোলে কিবা মানব দেবতা ইন্দ্ররাজ।
হেন রূপ না দেখিছি মনুষ্য সমাজ।
তবে নৃপে কহে শুন কাষ্ঠকার গণ।
এই কাষ্ঠ বিকাইলে পাও কথ ধন ।।
সে-সবে বোলয় নিজ পূর্ব নিয়মিত।
যেন তেন দিন ক্ষুধা খণ্ডাই নিশ্চিত ।।
এথ শুনি কৃপা বায়ু হইল তখন।
ধন অন্নে দান বৃষ্টি কৃপা জনে জন ।।
জরওয়ারী[২] মনিমুক্তা বসন অমূল[৩]।
পাইয়া হরিষ হল কাষ্ঠকার কুল ।।
নৃপ বলে যদি আসি গৃহ বান্ধ এথা।
দিনে দুই গুণ পাইবা এ দ্রব্য সর্বথা ।।
তবে কাষ্ঠকার সবে পাই বহুধন।
আনন্দ সাগর ঝাম্পে তৃপ্তি হইল মন ।।
প্রভু কৃপা দৃষ্টিএ হইল সুখ চিন।
ধনের মানেতে দুঃখ কদর্য বিহীন ।।

---

১. নাউজুবিল্লাহ ?

২. জরওয়ারী—জড়োয়া। ৩. অমূল—অমূল্য।

তবে সবে নৃপ প্রণামিঞা গেল ঘরে।
বিবচন কৈল্য সবে হরিষ অন্তরে।
বোলে এথা রহিলে দরিদ্র[1] ন খণ্ডিব।
প্রভুর আজ্ঞায় তথা বন আশ্রা দিব।।
যে ভূমিতে যেই বৃক্ষ ফল ছায়া পায়।
আবশ্য সে বৃক্ষতলে যাইতে জুয়াএ।।
সেই-রাত্রি পরামর্শ করি সর্বজনে।
সে দেশ ছাড়িয়া গেল কুমার ভুবনে।
আজু কালু একাক্রমে সহাস্রেক ঘর।
বসতি করএ গিয়া সে দেশ ভিতর।।
মনসিজ[2] পিতার বসতি সনরীত।
কাষ্ঠকার গণে পাইল সুখ সুনিশ্চিত।।
দ্বিগুণ অমূল্য দ্রব্য দিনে সবে পায়।
প্রভুর শোকর করি সে রাজ্যে গোঁয়ায়।
সুজনের সুপ্রশংসা পূর্ণ সর্বদেশে।
মোহন্ত আরতি কহে হীন নোয়াজীসে।।

* * *

১. দরিদ্র—দারিদ্র্য।
২. মনসিজ—কামদেব। কল্পনা থেকে উদ্ভূত, মন থেকে জাত।

## ॥ কুমারের উদ্যানের বিবরণ চৌকিদারে শর্কস্থানে প্রকাশ করে ॥

॥ দীর্ঘ ছন্দ ; রাগ ধানুষী ॥

—ধুয়া—

শুনি নিশাপাতি, কহিতে লাগিল পাত্রস্থানে।

শর্কস্থান মহীপাল, তান নিজ কোতয়াল,
নিত্য নিশি ফিরে অনিবার।
ভাল মন্দ যেই শুনে, কহে গিয়া পাত্রস্থানে,
নৃপতি পাইতে সমাচার ॥
হেন কালে একদিন পাইত গোপত[1] চিন[2]
কোতয়াল মুখে নিঃস্বরিল।
বোলে শুন পাত্রবর, দেশের সহস্র ঘর,
অপ্রাসাদে বিদেশে ধাইল।
পাত্রে বোলে নিশাচর, পাইছ কি সে খবর,
কোথা গেল সে সকল গণ।
কোতয়াল বলে পাত্র শুনিয়াছি কিছু মাত্র,
হরিষে গিয়াছে মহাবন ॥
সেই সে বনের মাঝ, হইছে এক মহারাজ,
চৌদিকে প্রাচীর যোতদার[3]
অষ্টশিলা নবরঙ্গে গঠিয়াছে বহুযত্নে,
সুবিচিত্র উদ্যান মাঝার ॥
চৌদিকে নগরবাস বহুদূর সুপ্রবাস
তথা লোক নাহিক জঞ্জাল।
প্রশংসা বায়ুর বড়, সবাপ্ত নিরান্তর,
উদয় অস্ত মলয়া শ্যামল ॥

---

১. গোপত—গুপ্ত। ২. চিন—চিহ্ন। ৩. যোতদার—সম্পত্তির মালিক।

রূপ গুণে মহাশাস্ত্রে, বিশারদ সর্বঅস্ত্রে,
ধন দান করে নিয়মিত।
তাহার দানের সিন্ধু হাতিম হইয়া বিন্দু
ভাসি যাইতে না হয় বিস্মিত॥
কোতয়াল বাক্য শুনি, পাত্রে বলে মনে গুণি,
এত শক্তি মনুষ্য কি ধরে।
এত ধন এত দান, রত্নে ঝরে সে উদ্যান,
সংসারেত হেন কনে[১] ক'রে॥
তবে কোতয়ালে কহে, সত্য সেই মিথ্যা নহে,
প্রত্যয় করহ মহাশয়।
পুরুষ নারীক করে, নারীতে পুরুষ ধরে,
প্রভুর আজ্ঞায় হেন হয়॥
বন্ধ নারী এ সংসার, প্রভু পারে করিবার,
বৈভবে পুরুষ অনুসারী।
তাহাত অধিক শাস্ত্রে ফোরকানেতে সাক্ষী আছে,
কুলিল্লাহু মউত দেখ পড়ি॥
কহিছেন্ত নিরঞ্জন, সে পালয় ত্রিভুবন,
তান সম নাহিক সংসারে।
ত্রিজগ মালিক প্রভু, সঙ্গী কেহ নাই কভু,
যাকে চাহে সমর্পে সংসার।
যাকে চাহে দেশ-হরে, যাকে চাহে নষ্ট করে,
যাকে চাহে মহিমা অপার,
দিন হন্তে স্বরজনী, রাত্রি হন্তে অহমনি,
মৃত হন্তে জীবন সঞ্চারে।
জীব সব সংহারয় সেই প্রভু কৃপা লয়
পূণ্য[২] হন্তে পালএ সবারে।
হেন কহ তা সবেরে ইমান আনিতে পারে
যেন মতে পূণ্য বাক্য ধরে॥

---

১. কনে—চট্টগ্রামের আঞ্চলিক শব্দ।
২. পুথির মূল পাঠ—'পূর্ণ হন্তে পালএ সবারে।'

অজ্ঞাএ রাখিছে সৃষ্টি, ভক্ষ দান করে বৃষ্টি,
পাপ পুণ্য সেবিনু বিচারে ॥
নিশাচরে সে বৃত্তান্ত কহিলেক আদি অন্ত
শাস্ত্রবাক্য সুধা রসবতী।
পাত্র মন খোরছারে, সেই বাক্য শুনিবারে,
মনে বহু হইল আরতি।
কহে নওয়াজিসে হীনে না জানি হাশর দিনে,
ললাটেত কিবা ফল ফলে।
প্রভু যদি কৃপা করে ধর্মফল কর্মে ধরে,
যাইতে পারি পুণ্যবন্ত মেলে।

।। যমক ছন্দ ।

## ॥ নিশাচরের গল্প, স্ত্রী পুরুষ হইবার বিবরণ ॥

তবে পাত্র জিজ্ঞাসিল নিশাচর প্রতি ।
পুরুষ কেমতে হৈল নারীর আকৃতি ।।
নারী এ কেমতে পাইল পুরুষ আকার ।
স্বরূপে কহিবা মোত সেই বাক্য সার ।।
এথ শুনি নিশাচরে কহিতে লাগিল ।
বোলে পূর্বকালে এক মহরাজ ছিল ।।
অতুলিত[1] ধন গর্বে কামের তুখার ।
মহারূপি শতনারী আছিল তাহার ।
পুত্রকন্যা কাহার গর্ভেত না জন্মিল ।
বহুদিন অনুশোচে গৃহেত রহিল ।।
হেনকালে প্রভু আজ্ঞা হইল নৃপপ্রতি ।
প্রথম মহিষী হৈল শুভ গর্ভবতী ।।
কালপুরী দেবীগর্ভে সুতা জনমিল ।
রাজ নিয়মিতে সৃষ্টি সকার্য করিল ।।
এই মতে তিন সুতা জনমিল সে ঘরে ।
নরপতি মনপ্রতি অনুশোচ করে ।।
পুনর্বার যদি জন্মএ সুতা ।।
নারী সঙ্গে সেই শিশু বধিমু সর্বথা ।
এ বলিয়া দিব্য কৈল্য সবার সাক্ষাৎ ।।
কাল স্মরি অনুশোচে রহে নরনাথ ।
এথ শুনি সেই নারী ত্রাসযুক্ত মন ।
ভাবিলেক সুতা হইলে সংশয় জীবন ।।

---

১. তুখার—তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি, বলবান, চালাক, সং তীক্ষ্ণকর > তীখর > তোখড় ।

এইমতে যার যেই অসন্তোষ মনে
রহিলেক অবধি স্মরিয়া দুইজনে।
ভয় কৈল্যে কার্যেত কুশল সর্বকাল।
হেলায়ত অমঙ্গল মিলএ জঞ্জাল।।
পশ্চাতেত ভয় যেবা বাসে প্রতিনিত।
পুণ্য ছাড়ি পাপেত না পড়ে কদাচিত।
প্রভু আজ্ঞা যেবা হয় কভু না পলটে।
শত শত্রু মধ্যে থাকি না পড়ে সঙ্কটে।।
কাল পুরাইল যদি সুতা জনমিল।
দেখি মহাদেবী প্রাণ আকাশে উড়িল।।
মনে ভাবি সখীগণ স্থানে কহে বাণী।
বহুধন দিব রক্ষা কর মোর প্রাণী।।
সবে শব্দ কর হেন জন্মিয়াছে সুত।
সকলের মনে হৌক হরিষ বহুত।।
নৃপতির স্থানে যাই জানাও সকলে।
পুত্র জন্মিয়াছে হেন বহু কুতুহলে।।
এত শুনি সখিগণে যাই নৃপ আগে।
ছল বাক্যে হরিষে কহে অনুরাগে।
আজ শুভদিন পুত্র হইছে তোমার।
আমি সব দারিদ্র খণ্ডাও একবার।।
পুত্র হইছে শুনি নৃপ হরিষ হইল।
সখী সকলেরে বহু ধন রত্ন দিল।।
নাচিতে গাইতে ঘরে গেল সখীগণ।
দেবী হস্তে পাইলেক বহু রত্নধন।।
দুইদিকে বহুধন পাই সখীগণে।
নিকুঞ্জ গোপত বাক্য রাখিলেক মনে।।
মর্মকথা গোপতে রাখিলে হয় ভাল।
মুখ হস্তে নিঃস্বরিলে অধিক জঞ্জাল।।

সম্বোধিয়া নৃপতীরে কহে সর্বজনে।
দৃষ্টিতে না রাখ পুত্র হইছে বহুদিনে॥
এথ শুনি নৃপতি রাখিল সে বচন।
দিগ অন্ধ হই যাব শিশুর জীবন॥
গোপতে রাখিল কৈন্যা মাত্তর গোচর।
সতত বসনে ঢাকে অঙ্গের উপর॥
গৃহান্তরে উপাধ্যায় রাখিল পড়িবার।
শাস্ত্র শিখি হইলেক পণ্ডিত সুসার॥
সুতা সম্বোধিয়া মাতৃ কহিল বচন।
প্রভুয়ে রাখয় যদি দোহান জীবন॥
নৃপতি সাক্ষাতে তুমি যাইবা যখনে।
পুরুষের রূপে বস্ত্র পরিবা তখনে।
সভাতে রহিবা হেন নিজ অঙ্গ সারি[১]।
লক্ষিতে না পারে যেন পুরুষ কি নারী।
বহুরূপে কহিলেক নিজ দুহিতাকে।
বিধি পরসন মাত্র হোক আমারাকে।
এই মতে শিশু যদি দিগ অন্ধ হইল।
নৃপতি আপনা সুত সভাতে আনিল।
সভাতে পুরুষ মতে আইসে প্রতিদিন।
কিবা নারী পুরুষ না পাইল কেহ চিন॥
পাত্র মিত্র সকল সাক্ষাতে বসাইয়া।
বিভার[২] আলাপ কহে সবা সম্বোধিয়া।
বোলে বহু নৃপ মধ্যে মুই রাজা রাজ।
যেন বককুলে হংস সেসব সমাজ।
সে সবেত কৈন্যা যদি থাকে যোগ্যবর।
সকলেত পত্র লেখ পাইতে খবর॥

---

১. সারি—গোপন রাখবে, সংযত করবে।
২. বিবাহের।

মোর পুত্র জামাতা হইবে মনে ধরি।
শিরে তুলি আনি সুতা দিব যত্ন করি।।
হেনমত লিখ পত্র নৃপ কুল স্থান।
রূপ পট লিখিয়া পাঠাও বিদ্যমান।।
এত শুনি পাত্র সবে পত্র লিখিলেক।
যত পত্র তত দূত আনিল প্রত্যেক।।
সকল পাঠাই দিল রাজ্যকুল স্থানে।
হরিষ হইব সব পত্র দরশনে।।
রূপ-পট সকলে লিখিয়া পাঠাইল।
এক পট নৃপমন আঁকিতে লাগিল।।
উরুচ শহর রাজা অতি গুণবান।
রূপ-পট পাঠাইছে মহা রাজস্থান।।
সেই রাজ কুলে অতি কৈন্যা রূপবর।
ঘটক পাঠাই দিল সে-রাজ গোচর।।
আসিতে যাইতে হৈল সজোগ নিভার।।
রাজ নিয়মিতে সৈন্য লইয়া অপার।
হস্তী হাওদা মধ্যে তুলি সেইবর।
রাজারাজা চলিল উদ্দেশি সে-সহর।।
দেখ পটান্তর বাক্য না বুঝিয়া রায়।
সুতা পুত্র জানি বিভা করাইতে যায়।।
বহুদিনে যাইতে পারে সেই রাজা গ্রাম।
পন্থে পন্থে ক্রমে ক্রমে করিয়া বিশ্রাম।।
প্রথম বিশ্রাম রাত্রি হৈল বনমাঝ।
সামিয়ানা কৈল্য তথা সেই রাজা রাজ।
মনেত ভাবিয়া কন্যা প্রমাদ বচন।
এক যুক্তি বিমর্ষে আপনা মনে মন।।
গোপ্ত ব্যক্ত হৈলে মাতা সুতার সংশয়।
সংসারেত অপূর্ব কলঙ্ক উপর্জয়।।

আত্মঘাতি কৈল্যে পাপ শাস্ত্র নিষেধন।
ক্ষেণে কান্দে ক্ষেণে হাসে ভাবি নিরঞ্জন ॥
গোপ্তরূপে এই বনে করিলে প্রবেশ।
অবশ্য জন্তুর হস্তে প্রাণী হইব শেষ ॥
হেন ভাবি বনে প্রবেশিতে হই মন।
কিবা সিদ্ধি মৃত্যু সে করুক নিরঞ্জন।
এক যাম রাত্রি যদি হইল তথায়।
ঝারী হস্তে রাজ সুতা কোথা চলি যায়।
গুপ্তি ছলে সেই বনে চলিল সত্বর।
ধাই গিয়া পৈল[১] মহা যক্ষের গোচর ॥
যক্ষে বোলে প্রভু মোকে আদর করিছে।
এহেন উত্তম ভক্ষ মোকে আনি দিছে।
মন সুখে আজি তোকে করিব ভক্ষণ!
দেখিয়া তোমার রূপ শান্তশিষ্ট মন ॥
যক্ষেরে দেখিয়া লোকে মনে মৃত্যুভয়।
সমুখে যাইয়া কন্যা হরিষে হাসয়।
যক্ষে বলে কি দেখিয়া হাসিলা আপনে।
আমাকে দেখিয়া ভয় না লাগিল মনে।
তুমি কেনে হাসিলা আমার দেখা পাই।
সত্য অর্থে এই বাক্য কহ মোর ঠাঁই।
এথ শুনি কন্যায় লাগিল কহিবার।
যথ ইতি বচন আছিল আপনার।
নারী হই অন্য নারী কিরূপে রাখিব।
রমণ বিহীন মাত্র প্রচার হইব ॥
মাতাসুতা দোহানের হইব সংশয়।
এ লাগিয়া তোমা দেখি না করিলাম ভয় ॥

১। পৈল—[illegible]—আঞ্চলি[illegible]।

নিজ প্রাণ দিতে আইলাম তোমার অগ্রেতে।
মাত্র মোর রক্ষা পাউক জীবন সহিতে।
শীঘ্রে আমা ভক্ষি পুর[১] উদর তোমার।
নিস্তার কলঙ্ক মৃত হস্তে একবার।
এথেক বচন যদি সে যক্ষে শুনিল।
বোলে তোমা বাক্য শুনি প্রেম উপজিল।
কদাচিত না খাইব রূপাঙ্গ তোমার।
বিধিবশে সঙ্কটেত হইবা উদ্ধার।
অপরূপ একমন্ত্র আছে মোর পাশে।
পুরুষের পুরুষী যাই নারী অঙ্গে বৈসে।
পুরুষেত নারীর সংযোগ দিতে পারি।
নারী হয় পুরুষ, পুরুষ হয় নারী।।
মন্ত্র বলে হেন কর্ম পারি করিবার।
নারীতে পুরুষ পারি করিতে সঞ্চার।।
আমাকে পুরুষ দেখ তুমি হও নারী।
তোমাকে পুরুষ করি পাঠাইতে পারি।।
তবে কি বিবাহ করি যাইবা যখনে।
যদি মোর বস্তু মোকে দিয়া যাও তখনে।।
এথ শুনি কন্যায় কহিল সত্য করি।
যাইতে আনিয়া দিব স্বকার্য সবরি।
প্রথম রমণ যুদ্ধে পরীক্ষি উঠিলে।
পাছে প্রাণ কলঙ্ক সারিমু বাক্য ছলে।।
কৈন্যা যদি সত্য হেন কহিল বচন।
তবে যক্ষে নিজ বস্তু কৈল্য সমর্পণ।।
কন্যার সম্ভোগ যোনি লইল আপণে।
মন্ত্রবলে বদলী লইল সেই ক্ষণে।।
দেখহ প্রভুর ইচ্ছা হেন মত করে।
পুরুষ পুরুষী যাই নারী অঙ্গে ধরে।।

---

১. পুর—পুরাও।

নারী হয় পুরুষ, পুরুষ হয় নারী।
কি মহিমা রাখে লোকে কি করিতে পারি।
হেন প্রভু ভয় না করিয়া কতজনে।
দান দিয়া হরয় বিধর্মী ভাবে মনে ॥
ওথাতে কন্যার পিতা মহারাজাধিরাজ।
সৈন্য সঙ্গে আকুল অন্বেষে বন মাঝ ॥
বৃক্ষ পত্র দুইখণ্ড করি বিচারিল।
সবে বলে বন ব্যাঘ্রে ধরিয়া খাইল ॥
না পাইয়া তনোর্থ হইছে সর্বজন।
বনমধ্যে অপরূপ করয় রোদন ॥
হেনকালে হরিষে আসিল নৃপবর।
উপস্থিত হইল গিয়া পিতার গোচর ॥
পুত্র দেখি হরিষ হইল সে রাজন।
কোলে লই কপালেত করিল চুম্বন ॥
বোলে কোথা গিয়াছিলা কহ কার্য মূল।
তুমি বিনে সর্বলোক হইছে ব্যাকুল ॥
তবে কৈন্যা কহিলেক পিতার গোচর।
গুস্তিতে গেছিলাম আমি বনের ভিতর।
দিশা হারাইয়া গেলাম দুরান্তর বনে।
দ্বিরঙ্গ হইল মোর এই সে কারণে।
জীববস্তু ভাঙিতে পারয় শীঘ্রগতি।
মৃত্যু ভাঙিবারে আছে কাহার শকতি।
এত শুনি মহারাজ হরিষ অন্তর।
পুত্র তুলি লইলেক হস্তীর উপর।
সর্ব সৈন্য সঙ্গতি চলিল তথা হস্তে।
ক্রমে ক্রমে নিধাসিত চলে পন্থে পন্থে ॥
কত দিনে চলি গেল উরুচ সহর।
রূপ পট যার কন্যা সে রাজ গোচরে ॥

আশু বাড়ি আনিলেক উরুচের নাথে।
রাজ বাদ্য স্বর দেখি আপনা ভূমিতে ।।
বসিবারে দিল আনি স্বুবর্ণ আসন।
সৈন্য নিয়মিত করিল বসিল রাজন ।।
করজোড়ে কহিলেক উরুচের পতি।
আপনে মোহন্ত রাজা রাজ মহামতি ।।
তোমার সেবক আমি না ধরি যোগ্যতা।
তোমার সুতেরে দিতে আমার দুহিতা ।।
হংসতুল্য আপনে রক্ষায় যারে বশ।
বক সঙ্গে মিলনে কোথাতে আছে রস ।।
তবে কিবা শুভ আজ্ঞা কৈল্য জগপতি।
সম্বন্ধ করিতে আইলা আমার সঙ্গতি।
এই মতে পরার্থন কৈল্য বহুতর।
সম্ভাষি নিমন্ত্র বাহু দিলেক গোচর।
যার যেই নিয়মিতে করিল ভোজন।
বহু বাদ্য বস্ত্র আদি বাজাই বাজন ।।
পানিগ্র হইল যদি কৈন্যা সঙ্গে বর।
যেন রতি কাম শচি শক্র সমস্বর।
দোহরা রাজ হরিষে হইল অতিশয়।
দুগ্ধের সাগরে যে অমৃত সিন্ধ হয় ।।
নিয়মিত সেই গ্রামে আছিল সেকালে।
জামাতা রাখয় গৃহে বিবাহ হইলে ।।
যাবতে হৈব কন্যা শুভ গর্ভবতী।
তাবতে রাখিয় গৃহে সুতা আর পতি ।।
এ নিয়মে ঘরে গেল সেই রাজারাজ।
পুত্রবর রাখিয়া উরুচ গ্রাম মাঝ।
কথজন মিত্রবশ রহিলেক সঙ্গে।
কুমার বাকের সঙ্গী সকতুক রঙ্গে ।।

কতদিনে সেই কৈন্যা হৈল গর্ভবতী।
কাল পুরাইয়া এক হইল সন্ততি।
তবে ঘর যাইতে করিল বিরচন।
সম্ভাষিয়া শ্বশুর শাশুড়া মান্য জন।
শুভক্ষণে যাত্রা করি চলিলেক ঘরে।
নারীপুত্র তুলি লইল চৌদুলী[১] উপরে।।
আপে এক মহা হস্তী করিল বাহন।
দিন ক্ষেণে শুভ যাত্রা করিল তখন।।
উরুচ রাজায় দিল সঙ্গে বহু সৈন্য।
সুখে যেন পার হয় পন্থের অরণ্য।।
ক্রমে ক্রমে রাত্র বাস করিয়া চলিল
অবশেষে যক্ষের অরণ্যে প্রবেশিল।।
সেই স্থানে সামিয়ানা কৈলা রাত্রিকালে।
পূর্বমতে ঝারিহস্তে গেল গুপ্তি ছলে।।
এক ধাপে চলি গেল যক্ষের গোচর।
সম্ভাষিয়া দণ্ডাইল জুড়ি দুইকর।।
কুমারকে দেখি যক্ষ মহাক্রোধ হইল।
গর্জিয়া বচল বাক্য কহিতে লাগিল।।
বোলে তুমি মনুষ্য মহিমা গুরুতর।
দেও পরী দানব আদি সকল উপর।।
মহাশাস্ত্র মানবেরে দিছে নিরঞ্জন।
ভালমন্দ বিচার রাখিতে নিজমন।।
সেবা হেতু করতারে আদম সৃজিল।
নারী নুরী সকলের বাক্য না রাখিল।
মাট্টি হস্তে সৃজিলে করিব ভক্তিসেবা।
না ভাবিব দোসর ভাবিব এক দেবা।।
সত্যভাবে সেবা সে করিব অনুক্ষণ।
অসত্য পাপের ভয় রাখিবেক মন।।

১. চৈদুলী—চৌদোলা—চতুর্দোল।

এহেন জানিয়া প্রভু স্জিল মানব।
অমৃত সম্ভোগ ভক্ষ সমর্পিল সব॥
যাকে ইচ্ছা দিতে পারে মহিমার সিন্ধু।
পাপপুণ্য বিচারিব করি বিন্দু বিন্দু॥
সত্যবস্তু লোকহস্তে রহিছে জগত।
শাস্ত্র মতে সত্য মনে রাখিব সতত॥
সত্য হন্তে পাপসিন্ধু হইবেক পার।
সত্য হন্তে দোঁহকুলে হইব নিস্তার॥
হেন সত্য ভঙ্গ কৈলা মানব হইয়া।
মোর বস্তু সময়ে না দিলি কি লাগিয়া।
সত্য কৈলা দিব হেন যাইবার দিন।
ব্যসবেহ, না পাইলুঁ তোর রূপ চিন।
এইমতে সেইযক্ষে গর্জ্জিল বহুল।
ভয়ঙ্কর মহাশব্দে অগ্নি সমতুল॥
এথ শুনি সে বরে কহিল করজোড়ে।
কি লাগি অসত্য হেন কহিলা মোহরে॥
সত্য শাস্ত্র শিখিবারে হেতু গুরু শিষ্য।
সত্য ঘটে না থাকিলে না বলি মনুষ্য॥
সত্যারম্ভে দেবকুলে করে আশীর্বাদ।
সত্যবন্ত সঙ্গে কেহ না করে বিবাদ।
সত্যেত অপূর্ব সুখ সব্বারএ অঙ্গে।
সত্য হন্তে বিঘ্ন আদি আপদ না লঙ্ঘে।
মুই সত্য ভঙ্গ না করিলুঁ কদাচন।
সেই গিয়াছিলুঁ মুই আইলুঁ এইক্ষণ॥
সেদেশে নিয়ম এই বিভা হয় যদি।
জামাতাকে রাখে কৈন্যা গর্ভের অবধি॥
নিজ দেশে যদি কৈন্যা হয় গর্ভবতী।
তবে যাইতে আজ্ঞা করে জামাতার প্রতি।

একপুত্র হৈল যদি আমার ঔরসে।
আজ্ঞা পাই চলি আইলু তোমার সন্দেশে[১] ।।
নিয়ম লঙ্ঘিতে নারে দেশের বেভার[২] ।
এ লাগি বিলম্ব হৈল সে দেশে আমার।
তবে যক্ষে কহিতে লাগিল বাক্য সার।
এখনে সে বস্তু লইতে শক্তি নাই আর।
তুমি যদি মোর দ্রব্য নিলা বদলিয়া।
আর এক যক্ষ আইল মোকে উদ্দেশিয়া।
সেইসে আমার জাতি পুরুষ সম্ভোগ।
আমাকে রমনী পাইয়া করিল সম্ভোগ ॥
দৈবদশা আছিলেক আকাশের গতি।
সেই সে সম্ভোগে মুই হইলাম গর্ভবতী ॥
তাহার উপরে কোন করিমু ঢাকন।
ছাওয়াল জন্মিব পন্থে হইব বন্ধন।
যেহোক সেহোক দ্রব্য লই যাও তুমি।
তোমার যে দ্রব্য ... ... পাইলাম আমি।
একমত নারীস্থানে ধিক কামভাব।
পুরুষ সম্ভোগ মাত্রে এইমত লাভ।
সব সম্বোধিয়া কহে যক্ষ গর্ভবতী।
হরিষে কুমার পাঠাইল শীঘ্রগতি ॥
পন্থে পন্থে কুমারে আরাধে প্রভুস্থান।
অপরূপ দ্রব্য তুমি মোকে কর দান।
অসাধ্য সাধন পাত্র আজ্ঞাএ তোমার।
আজ্ঞা বিনু এক ধুলা নারে লাড়িবার ।।
আপনে কৃপার সিন্ধু অপার মহিমা।
জ্ঞানী মুনি আদি সবে দিতে নারি সীমা ।।

১. সন্দেশ—খবর, এখানে সন্ধানে বা আজ্ঞা অর্থে।
২. বেভার—আচার, সামাজিক নিয়ম।

স্তুতি করি কহিলেক ভাবি নিজমন।
অন্য সেবা না সেবি সেবিমু নিরঞ্জন॥
এথেক কহিতে গেল কুমার রাজন।
যথা রাখি আসিছিল নারী সৈন্যগণ॥
আকুলিতে কহে সবে কুমারের স্থানে।
এথ রাত্রি কোথাতে গিছিলা মহামনে॥
ছলবাক্যে সে-সবেরে কুমারে কহিল।
সেইস্থানে সেইরাত্রি সকল রহিল॥
প্রভাতে উঠিয়া কৈলা দেশেত গমন।
মাতাপিতা হরষিত করিতে দরশন॥
বাপেহ শুনিয়া বাড়ি নিল পুত্রবর।
বধু পুত্র সঙ্গে করি নিল নিজঘর॥
সুখে রাজ্য করিলেক সেই মহারাজ।
সুতা হৈল দৈববশে অপূর্ব যুবরাজ॥
এ প্রসঙ্গ যদি সে কহিল নিশাচরে।
বিস্মিত ভাবিয়া কহে সেই পাত্রবরে॥
প্রভু ইচ্ছা যেই চাহে পারে করিবার।
অচিরে পুরাইতে পারে যে আরতী যার॥
বুঝি ঐশী প্রসঙ্গ পূর্বের যেনমতে।
শাহা ছোলেমান ছিল যেকালে জগতে।
মনুষ্য গন্ধর্ব দেও পশুপক্ষীগণ।
বায়ু বৃষ্টি আদি সবে মানিল বচন॥
তাহান মহিমা অতি আছিল সেদিনে।
ফকীর পক্ষীদত্ত আছিল সেইক্ষণে॥
নিশাচরে বলিলেক কহ সেইকথা।
পাত্রবরে কহিতে লাগিল সে বারতা॥

## পাত্রের গল্প ।। পয়ার ।।

বোলে সেইকালে দুই পক্ষী ভব্য রীত।
নরমেদি[1] দোহান আছিল শুদ্ধ চিত ।।
ফারসী কুঞ্জস নাম বোলএ তাহারে।
ছোট পক্ষী থাকে গৃহেল চারে মাঝারে ।।
একদিন দুই পক্ষী গেল চরিবার।
আপনার সুখে ভুঞ্জে মাঠের মাঝার ।।
হেনকালে পন্থে এক ফকির আইসএ।
নিজগলে গদা পৈসে চেহেলি দোলএ।
মাদী পক্ষী তা দেখি কহিল নরস্থান।
এথা হন্তে চল ধাই আইসএ নিদান ।।
পশুপক্ষী শত্রু জান মনুষ্যের গণ।
আমাকে ভক্ষক জানি মারিব এখন।
ভব্যতা যাহার হৃদে শুদ্ধ স্থির মতি।
আগে দূর হইবেক বুঝি শত্রুগতি ।।
তাহা শুনি নর পক্ষী কহিল বচন।
নারীগণে দৈবগতি না বুঝে আপন ।।
যদি ভয়াভয় নারী সকল বুঝিত।
বোল আম ছমাউনে দুক্ষ না পাইত।
প্রভু ভয় লোক দেখ আইসএ নিকট।
তাহাকে দেখিয়া কেনে ভাবহ সঙ্কট ।।
ভয় না বাসিয়া যদি পর মাংস যায়।
কি কারণে কলন্দরা[2] গলাতে দোলায় ।।

---

১. নরমেদী—নর ও মাদী।
২. কলন্দর—আরবী কলন্দর—মুণ্ডিত কেশ মুসলমান ফকীর বিশেষ।
কলন্দরা—পীর-দরবেশদের গলার রেশমী বস্ত্র বিশেষ।

নর পক্ষী বহু কহে প্রবোধ বচন।
প্রভুএ রাখয় যারে রহিব জীবন ॥
তথাপিহ মাদী পক্ষী কহে খাইবার।
মনুষ্য পক্ষীর মাংস করএ আহার ॥
এ বলিয়া মেদী পক্ষী খাইল তখন।
নর রহিলেক তথা অভয়া জীবন ॥
হেনকালে ফকিরে নিকটে আগুসারি।
পক্ষীরে মারিল মেলি হস্তের দণ্ডধারী ॥
অলঘাও বাহুমধ্যে পাইয়া বেদনা।
যেনতেন দুঃখে খাই সারিল আপনা।
তবে পক্ষী ছোলেমান স্থানে নিবেদিল।
সংসারে পালিতা হেন ভকতি করিল ॥
বিনু দোষে দুক্ষ মোরে ফকিরে দিয়াছে।
সেই ধরি অঙ্গ মোর সুস্থ না হইছে।
তোমা স্থানে নিজ দুখ হউক নিবেদন।
নহে প্রভু স্থানেত করিমু সমর্পণ ॥
তবে শাহা ছোলেমান হই খরতর।
ফকিরকে আনাইল আপনা গোচর ॥
ক্রোধমুখে কহিলেক ফকিরের স্থান।
কি লাগি পক্ষীরে দুঃখ দিয়াছ অজ্ঞান।
ফকিরে কহিল শাহা বুঝ ইতি মর্ম।
প্রভু আজ্ঞা মতে করিয়াছি এই কর্ম ॥
কিবা মোর অন্যায় হইছে কহ শুনি।
বুধগণে চর্চিয়া চাহক মনে গুনি ॥
যে পক্ষী হালাল জানি খাইতে উচিত।
তাহাকে বধিতে কভু নাহিক বিস্মিত ॥
ছোটবড় সকলে জানহ এই ভেদ।
পশুপক্ষী আহারেত কোথাতে নিষেধ ॥

এথ শুনি পক্ষীএ লাগিল কহিবার।
দৈবে পক্ষী হইয়াছি জ্ঞান বাক্য সার ।।
যদি মিত্র সঙ্গে দুগ্ধ মধুর সঙ্গতী।
শত্রু হস্তে খাইতে বৃশ্চিক খীরগতি ।।
তোহোর ভূষণ দেখি মনে কৈলাম সার।
জানিলাম এহেন লোক ভক্ত করতার।
কদাপি না হইত দুঃখ মোহর উপর ।।
হৃদের মুকুর তোর হইত পসর[১] ।।
এখনে বুঝিল তোর চরিত্র সন্ধান।
তোকে যেবা মন্ত্র দিছে সে গুরু শয়তান ।।
সকল ভূষণ তোর ছলের ভূষিত।
তোহোর কপট হস্তে খাইতে উচিত।
অঙ্গ হস্তে কপট বসন কর দূর।
কেহ যেন নাহি পায় আপদ অঙ্কুর ॥
ভব্যতার বচন যদি পক্ষীএ কহিল।
শাহা ছোলেমান মনে সমস্ত ঘটিল ॥
ক্রোধে শাহা ফকিরকে কিছু দুঃখ দিল।
পক্ষী সম্বুধিয়া দোহানকে পাঠাইল।
দৈবগতি কতদিন নির্বহিল যদি।
সেই পক্ষী সেই মাঠে চরে সে অবধি।
অকস্মাতে সেই পক্ষী ধরিল ফকিরে।
প্রভু ক্রোধানল যেন পৈল পক্ষী শিরে।
বলে আজু ভয় ভাবি কৈলা প্রাণপণ।
আপনার মৃত্যুদেশে করিলাম গমন।
সেক্ষণে কুঞ্জসে[২] বলে ফকির সুজন ॥
সকলের গুরু তুমি সুচিও দর্শন।

১. পসর—সং-স্ফর্ > সফর > স (প)র্ > বর্ণ বিপর্যয়ে পসর, অর্থ দীপ্তি, আলো।
২. কুরুগ পাখী।

কিবা লভ্য হইবেক আমাকে বিকীলে।
নও[1] তুষ্ট হইবা মারিয়া খাইলে।
মোহর মনেত আছে কথেক বচন।
এক এক বাক্য জান অমূল্যর তুল॥
মোকে ছাড়ি দেও[2] কহি সে সকল বাণী।
ছোলেমান দিব্য কৈল্যাম মহা ধর্ম জানি।
এথ শুনি দয়া বশে ফকিরের মন॥
মুষ্ট এড়ি ধরিলেক পক্ষীর চরণ॥
পক্ষী বলে কেহ যদি কহএ আসিয়া।
শুচি রঙ্গে মহা উট গেলেক চলিয়া॥
মনুষ্যের বাক্য কভু না কর প্রত্যয়।
প্রভু বিনে এই কথা কেহ না জানয়॥
দ্বিতীয়ে কহিব কথা হস্ত হস্তে গেলে।
উচিত কহিব বাক্য মন কুতুহলে।
এখনে ছাড়িয়া দেও ফকির সুজন।
তবে সে কহিয়া দিব দ্বিতীয় বচন॥
এথ শুনি ফকিরে পক্ষীরে ছাড়ি দিল।
বৃক্ষডালে বসি পক্ষী কহিতে লাগিল॥
শুন গদা পোস তুই মহা দুষ্টবর।
তোর সম মূর্খ নাহি ভুবন ভিতর॥
মোর সম আহার সংসারে অল্প আছে।
কি বাহার অঙ্গ মোর সুবর্ণে জড়িছে॥
মোহোর উদরে এক মাণিক্য আছয়।
লক্ষ মুদ্রা মূল্য সেই বস্তুর লাগএ॥
যদি মোকে ছাড়ি দিলি নিজ হস্ত হস্তে।
মোহা অপকর্ম কৈলি্য কুবুদ্ধি চরিতে॥
হেন সত্য বাক্য যদি শুনিল ফকিরে।
জ্ঞান ছাড়ি ভুমি পড়ি অনুশোচ করে।

১. নতুবা? ২. দাও—চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর আঞ্চলিক শব্দ।

শত অনুশোচ করি বাক্য নিঃশ্বরিল।
দুষ্টকারী হেন জানি পক্ষীরে কহিল।
বাঞ্ছিত পুরাও মোর লভ্য পাইবার।
কত বাক্য আছে কহ সাক্ষাতে আমার।
পক্ষী বলে আর বাক্য কি কহি বিশেষ।
তোর কাছে কি নষ্ট করিব উপদেশ।।
যে কহিল বাক্য তোরে না করিল বশ।
দ্বিতীয় তোহরে দুঃখ কি দিমু কর্কশ।
সূচীরন্ধ্রে কেমতে চলিল উটবরে।
নিমেষে মানিকা কেনে ভরিল উদরে।
তোর হস্ত হস্তে চলি গেল ঐ কাম।
কি লাগি ফকিরে বৃথা কান্দ অবিশ্রাম।।
এইমতে কহিতে লাগিল পাত্রবরে।
প্রভুর মহিমা কেহ বুঝিতে না পারে।।
সুরীত সুরঙ্গ সব দর্পনে রাখিছে।
অপরূপ বিচিত্র সংসারে সৃজিছে।
তবে কি এসব বাক্য বুঝি সত্যান্তরে।
উচিত কহিতে তবে শাহার গোচরে।
শাহা মনে ক্ষেণে তপ্ত ক্ষেণেক শীতল।
বুদ্ধির তরাজু মধ্যে তুলি এসকল।।
এথেক কহিয়া বলে নিশাচর স্থান।
শীঘ্রে তুমি যাও সেই নৃপ বিদ্যমান।।
সুরীত[১] পাত্রের বাক্য শুনি নিশাচরে।
নিয়মিত সৈন্য লই চলিল সত্বরে।।
কতদুর যাই সবে দেখএ প্রকাশ।
অগ্নি ঝিলিক যেন লাগিছে আকাশ।
সবে বলে অগ্নি মৈধ্যে কেমতে যাইব।
বাঞ্ছিত বারতা সত্য কেমতে পাইব।।

১. সুরীত—কুশল, চতুর।

তথাপিহ চলি যায় ভয় করি দূর।
পন্থে দেখে ভূমি স্বর্ণে করিছে প্রচুর ॥
সমুখে দেখহ সেই প্রাচীর উজ্জ্বল।
অষ্টশিলা অগ্নিসম প্রকাশ প্রবল ॥
হেনকালে তাজুল মুলুক নরেশ্বর।
নিশাচর আইসে হেন পাইল খবর।
আজ্ঞা দিল নিজ পরিবার সবস্থানে।
মোহন্তে বসিতে দেও আসন সন্ধানে।
গোলাবের কুপ সব করিল পূর্ণিত।
লহরে স্বগন্ধে যেন করে বেয়াপিত[১] ॥
এয়াকুত শিলায় গঠিত সিংহাসন।
রাখিলেক সুবিচিত্র করিয়া সাজন ॥
তবে এক সুড়হঙ্গে[২] যাইয়া বাহিরে।
নিশাচর আনিলেক উদ্যান মাঝারে।
আসনে বসিয়া বুদ্ধিমন্ত নিশাচর।
হেঁটে থাকি দৃষ্টি কৈল প্রাচীর উপর।
চৌদিকে নেহালে অপরূপ দৃষ্টিগতে।
ভাবিলেক দৈবের গঠন এইমতে।
অমূল্য মানিক্য যত জ্যোতিমন্ত নূর।
অগনিত দীপ্তি শিলা জিনিয়া মুকুর।
বহুমূল্য বহুধন করে শোভাকার।
চৌদিকে ঝলকে নিত্য উদ্যান মাঝার ॥
সারি সারি মানিক্য প্রদীপ স্থানে স্থান।
অষ্টশিলা নবরত্ন গঠিছে উদ্যান ॥
নানামত বহু ভক্ষ্য আছে উপচার।
পুঞ্জে পুঞ্জে রাখিয়াছে উদ্যান মাঝার ॥
তা দেখিয়া স্তব্ধ হৈল নিশাচর মন।
ভাবএ ন জানি এই কেমন রাজন।

---

১. বেয়াপিত—ব্যাপ্ত। ২. সুড়হঙ্গ—সুড়ঙ্গ।

হেনকালে তাজুল মুল্লুক নরপতি।
বাহির হইল যেন সবিতার জ্যোতি ॥
বসিলেক রত্নের জড়িত সিংহাসনে।
দেখি নিশাচর দাণ্ডাইল সেইক্ষণে ॥
রূপ হেরি ভাবিলেক কিবা ইন্দ্ররাজ।
শাপ ক্রমে আছে বুঝি মানব সমাজ ॥
এত ভাবি করজোড়ে কৈলা আশীর্বাদ।
মনবাঞ্ছা পুরাইয়া খণ্ডিতে বিষাদ ॥
তবে পুছিলেন্ত নিশাচর গুণধর।
নৃপ আগে শব্দ হৈছে তোমার খবর ॥
শুচি রূপবন্ত পদ এথাএ আনিছ।
নিকুঞ্জ গহন বন বিচিত্র করিছ ॥
শর্কস্থান নৃপতির এইসে বসতি।
এথা নিবাদিতা হইছ আপে মহামতি ॥
জয়নুল মুল্লুক শাহা মহিমা বহুল।
তান পদে সেবা করে অন্য শাহাকুল ॥
তান সঙ্গেত যুদ্ধেত না আঁটে কোনজন।
শত্রু নাশি মিত্র বাসি থাকে অনুক্ষণ ॥
করজোড়ে নৃপকুল তাহান গোচর।
ছোলেমান শাহার মহিমা সমস্বর ॥
তাহান সেবক আমি নিত্য নিশাপাল।
সাক্ষাতে জানাই যথ হয় মন্দ ভাল ॥
আমাকে পাঠাই দিছে তোমার সাক্ষাতে।
ভালমন্দ তোমার সকল পরীক্ষীতে ॥
যদি মনে থাকে শর্কস্থান লইবার।
শীঘ্রগতি আইস সৈন্য লই আপনার ॥
নতু শাহা আগে তুমি ভেটিতে উচিত।
তান পদে সম্ভাষিয়া রাখহ পিরীত ॥

দুই খড়্গ এক মত কভু না রাখএ।
দুই নৃপ এক পাটে কভু না বৈসএ।
এথ শুনি তাজুল মুলুক গুনবন্ত।
নিশাচর প্রতিবাক্য মধুরে কহন্ত॥
বোলে মুই করিলুম এদেশ শুদ্ধরীত।
নরপরী দেও পক্ষী সকলের হিত॥
মনতুষ্টে প্রভুতে ভাবিতে অনুক্ষণ।
নিকুঞ্জ গহন বনে করিলুঁ যতন॥
মনে নাই তথাতে হইতে নরেশ্বর।
মহিমা শাহার হৈতে ভাবি নিরন্তর॥
তাজুল মুলুকে যদি এসব কহিল।
নিশাচরে পাত্রস্থানে আসি গোচরিল॥
যথেক দেখিল তথা অপূর্ব নির্মাণ।
একে একে সব প্রচারিল পাত্রস্থান॥
এথ শুনি পাত্র বহু ভাবে মনে মন।
চিকীৎসা সমুদ্রে ডুব দিল ততক্ষণ॥
তথাহন্তে উঠিয়া চলিল পাত্রবর।
সকল কহিল গিয়া শাহার গোচর॥
সম্মুখে আছিল যথ পাত্রমিত্র গণ।
কেহ পুত্র অপুত্র ভাবএ কার মন॥
বকাঅলি সেই সে সভাতে থাকে নিত।
শুনি সেই বাক্য মনে হইল ব্যাপীত॥
বোলে জলে অশুভ ভাঁটা লাগিল জোয়ার।
অবাঞ্ছিত নিশি বক্ষে প্রভাত আকার॥
বুঝি বুঝি অশুভের গাছি শুভে খসাইব।
অনুদ্দেশ বালেমের উদ্দেশ পাইব॥
তে-কারণে এ বৃত্তান্ত হইল প্রচার।
বাঞ্ছাপূর্ণ বাক্য বৈসে কর্ণের মাঝার॥
বকাওলী এথেক ভাবিয়া নিজমনে।
কিঞ্চিত হরিষ হইল পাত্রের বচনে॥

জয়নুল মুলুক নৃপে পাত্র বাক্য শুনি।
কহিল বচন হিত নিজ মনে গুনি॥
বোলে কিবা শত্রু আইল দেশের মাঝার।
নৃপপাট রাখিতে সংশয় আপনার।
জল নাশি অলপে বান্ধিতে লোকে পারে।
পাছে করি পৃষ্ঠে চড়ি পার হৈতে নারে॥
সবে মিলি কি যুক্তি করিবা কর সার।
শত্রু দেশে যে-মতে না পারে আসিবার॥
তবে পাত্রে প্রণামি শাহার স্থানে কহে।
বলবন্ত শত্রু সঙ্গে যুদ্ধ যোগ্য নহে॥
বুদ্ধিমতে মধুরে সাধিব নিজ কাজ।
আপে অতি বুদ্ধিমন্ত বুঝ মহারাজ॥
যদি কার্য প্রেম ভাবে সাধিবারে পারি।
কি কারণে তার সঙ্গে কোন্দল উথাড়ি[1]॥
আপনে প্রেমের সিন্ধু নৃপ মহাশয়।
প্রেমডোরে বান্ধি শত্রু আন মিত্রালয়॥
তবে পাত্রস্থানে কহে সম্বোধিয়া।
এই কার্য তোমা হস্তে দিলুম সমর্পিয়া॥
তুমি শীঘ্রে যাই তথা বুঝ শত্রু গতি।
নিবারণ কর যুদ্ধ মধুর ভারতী॥
নৃপবাক্য শুনি পাত্রে প্রণাম করিয়া।
যুদ্ধ সাজে চলি যায় সৈন্য সঙ্গে লৈয়া॥
পাত্র আইল হেন যদি পাইল খবর।
তাজুল মুলুক নৃপ হরিষ অন্তর॥
নিজ পরিবার স্থানে কহিল বচন।
পাত্র বসিবারে দেও সুবর্ণ আসন॥
উদ্যানের কূপ আদি ঝরণা সকল।
পূর্ণিত করহ সব গোলাবের জল॥

১. উথাড়ি—তোলা—হিন্দী উখাড়না—উৎপাটন করা।

চতুর্দিকে লহর প্রচার হোক ধার।
সুগন্ধি বায়ূপীত হইতে উদ্যান মাঝার ॥
আজ্ঞামতে সেই কর্ম করিল তখনে।
পাত্র আনি বসাইল সুবর্ণ আসনে ॥
তবে নৃপ তাজুল মুল্লুক রূপেশ্বর।
বসিলেক নবরত্ন আসন উপর ॥
তা দেখিয়া পাত্র হস্ত জোড়ে দাণ্ডাইল।
নৃপতিরে আশীর্বাদ প্রশংসা করিল ॥
পুনি পাত্রে কহিলেক আপনা উত্তর।
মহা শাহা জয়নুল মুল্লুক গুনধর ॥
তাহান সেবক আমি বচন শানিত।
পাঠাইছে বুঝিবারে তোমার চরিত ॥
কিবা শত্রু ভাব কিবা কর মিত্র ভাব।
দর্শন সঞ্জোগে পাইবা সেই মত লাভ ॥
সেই মহা নরপতি অতি বলবন্ত।
কথ কথ শত্রু সংহারিয়া কৈল্য অন্ত ॥
দেও পরী তান আগে না হয় সুস্থির।
দীন ইছলাম বলে মহা ধৈর্য বীর ॥
উপেক্ষি না চাহে সেই কোন্দল বিবাদ।
উপস্থিত হইলে শত্রু ন জানে বিষাদ ॥
নিত্য রাখে নিজ মনে পরকাল ভয়।
এ লাগিয়া যুদ্ধ হেতু আগে না লড়য় ॥
কেহ যদি তান নামে কহে দুর্বচন।
হেলায় না শুনে বাক্য ভাবে নিরঞ্জন।
প্রেমের সমুদ্রে তান অধিক লহর।
ক্রোধানলে ক্ষেমানলে রহে নিরন্তর ॥
অধিক প্রশংসা তান লোকের সাক্ষাত।
কৃতী প্রীতি রত্তি দানে সম নরনাথ ॥

মহা লোক সঙ্গ গতি দরশন করিবার।
নৃপতির মনেত আছএ অনিবার॥
প্রেমভাবে নর কিবা নিরঞ্জন বশ।
প্রেমহীন লোকের দোহানে অপযশ॥
প্রেমভাবে সংসার স্বজিল নিরঞ্জনে।
প্রেমেতে মহিমা পাইল অলি নবীগণে॥
প্রেমের সমুদ্র মাঝে নডুবে সকল।
মূর্খ শিরে কদাপি না লাগে প্রেম জল॥
মহিমা পূর্ণিত নৃপ প্রেম হৃদান্তরে।
ছোটবড় সকলেরে অতি প্রেম করে॥
প্রেমরসে দর্শিবারে আপনা সঙ্গগতি।
তেকাজে পাঠাইছে মোকে কহিতে ভারতী॥
দুই নৃপ একস্থানে যদি সে বৈসয়।
অধিক হরিষ হৈব পূর্ণ জ্যোতিময়॥
হেন শোভা না হইব ভুবন ভিতর।
সিন্ধু সিন্ধু মিলি যেন উঠিব লহর॥
একস্থানে বসিলে যুগল নরপতি।
দুই জোত মিলিয়া উজ্জ্বল হইব অতি॥
যদি আজ্ঞা করহ আসিতে নরেশ্বর।
দোহানের প্রেম সিন্ধু উঠিতে লহর॥
এত শুনি তাজুল মুলুক নরনাথ।
মধুর বচনে কহে পাত্রের সাক্ষাত॥
কহ গিয়া সেই মহা নৃপতির স্থানে।
আনক যুগল পদ দেখি এ নয়নে॥
এথাতে আইসএ যদি সেই মহীপাল।
তপনে খণ্ডএ যেন যামিনী জঞ্জাল॥
যে ভূমিতে ধর্মি লোকে পদ পরশয়।
মহিমা পূর্ণিতে সেই ভূমি উচ্চ হএ॥

এথ শুনি প্রভু স্মরি কহে পাত্রবরে।
আসিব নৃপতি এথা দরশন অন্তরে।।
সপ্তদিনে এই ভূমি করিব উজ্জল।
সংসারে প্রচারে যার মহিমা প্রবল।।
মন্দ সভা উত্তম দরশনে হয় ভাল।
ভালে ভাল দরশনে উজ্জ্বল চিরকাল।।
তবে নৃপ তাজুল মুল্লুক গুণধাম।
পাত্র প্রতি ভোজন করাইল অনুপাম।।
যথ লোক আছিলেক পাত্রের সঙ্গতি।
সকলে ভোজন কৈল্য সরসে সম্প্রতি।।
স্বর্ণ তবক আদি যথ বস্তুজাত।
ভোজন সামগ্রী দিত সকল সাক্ষাত।।
যেই যেই বস্তু পৈল যার বিদ্যমান।
সে সকলে সেই বস্তু পাইলেক দান।।
সৈন্য সঙ্গে পাত্র বড় হরষিত হৈয়া।
তথা হন্তে চলি আইল অনুমতি লৈয়া।।
তবে পাত্রে জয়নুল মুল্লুক শাহা আগে।
দুই দিগ্‌বচন কহিলে অনুরাগে।।
নৃপআদি সকলে শুনিয়া সবিস্মিত।
বোলে শত্রু হইলে না হয় হেন রীত।।
মনেত ভরসা ভয় হইল পূরণ।
দিবারাত্রি ভাব সিন্ধু ডুবিল রাজন।।
তবে এথা তাজুল মুলুক নৃপবর।
হেমালার কেশ দিল অগ্নির উপর।।
সৈন্য সঙ্গে হেমালা আইল সেইক্ষণ।
অষ্টদশ সহাস্রক দেও পরীগণ।
তাজুল মুলুক কহে হেমালার স্থান।
তুমি যদি কর মোর কার্যের সন্ধান।।

শর্কস্থান নৃপতি এথা আসিবারে চাহে।
নিমন্ত্রণ হইবেক আমার এথাএ।
তাহান ভূমির সীমা আদি মোর ঘর।
স্বর্ণবস্ত্রে শুদ্ধ কর পন্থের উপর।
মখমল মসর্জব আদি কিঙ্কন।
নানাবর্ণ নানারঙ্গ হইতে শোভন॥
যথ দীর্ঘ তার অর্দ্ধ হোক চারুতর।
শাহা সৈন্য অভিলাষে চলিতে তারপর।
নবরত্ন ধ্বজ ছত্র করহ নির্মাণ।
ক্রমে ক্রমে অষ্টদশ নিবাসিত স্থান॥
তাহাতে পূর্ণিত রাখ ভক্ষ উপহার।
একস্থানে একরাত্রি যেন রহিবার॥
মিশ্রি কন্দ ঘৃত দুগ্ধ সুধা শাক্র দধি।
ক্রমে ক্রমে পুঞ্জে পুঞ্জে রাখ বস্তু আদি॥
এক জনে পাত্র যেন এক খিমা ঘর।
হেনমত করহ নির্মাণ বহুতর॥
ক্রমে ক্রমে বিরচিত নবরত্ন জরি।
লক্ষ্যে লক্ষ্যে খিরনা১ ঘর অষ্টদশ পুরী॥
প্রথম পুরীতে আসি নিশীথে বঞ্চিব।
দুই সন্ধ্যা উপহার সকলে খাইব॥
এইমত একে একে অষ্টদশ দিন।
সকল পুরীতে দিব আপনার চিন্॥
উপহার উত্তম হরিষে খাইবার।
পুঞ্জে পুঞ্জে রাখ সব পুরীর মাঝার॥
অন্নজল পাত্র সব স্বুবর্ণে গঠিত।
যাহার সমস্যা যথ পাইব বিদিত॥
সে সকলে সেই বস্তু নিজ গৃহে নিব।
কদাপি আমার লোকে ফিরাই না লইব।

১. খিরনা—খোদাই করা, চিত্রিত সংক্ষিপ্ত > খিং-খিপুনা।

এই মতে সব দ্রব্য রাখহ ভরিয়া।
প্রভাতে আসিব শাহা বহু সৈন্য লইয়া।
যেমত প্রশংসা হয় সংসার মাঝার।
শীঘ্রে হয় কৃপা দৃষ্টি হইলে তোমার॥
এথ শুনি হেমালাএ করিল ইঙ্গিত।
সেবন্ত সকল সৈন্যে করিল পূর্ণিত॥
আজ্ঞামতে পন্থ সব করিল গঠন।
অষ্টশিলা স্বর্ণ নব জড়িত রতন॥
শুদ্ধ বস্ত্র বিছাইল পন্থ সুরচিত।
মনিমুক্তা সারি সারি গ্রন্থি চারিভিত॥
অগণিত সামিয়ানা অষ্টদশ স্থান।
জড়িত পূর্ণিত জ্যোতি সবিতা সমান॥
আব্‌লুসের স্তম্ভ স্বর্ণ বস্ত্রের স্তম্ভিত।
রূপবতী পৃষ্ঠে যেন চিকুর লম্বিত॥
খীমা সব জ্যোতিমন্ত জ্যোত শিলা হস্তে।
নক্ষত্র গ্রন্থিত যেন পূর্ণ দশভিতে।
তাতে পূর্ণ করিল উত্তম উপহার।
রাখিল যোগান লোক হাজারে হাজার॥
স্বর্ণ রৌপ্য কাঁস তাম্র পিত্তল বর্তন[১]।
রাখিলেক যথা যেই নিয়ম পূরণ॥
এইমতে পূর্ণ কৈল্য অষ্টদশ স্থল।
একরাত্রি একস্থলে রহিতে সকল॥
তবে হেমালায় নিজ সৈন্য সঙ্গে করি।
চলিলেক আপনার স্থল অনুসরি॥
তার পাছে জয়নুল-মুল্লুক নরপতি।
বিবেচনা কৈল্য নিজ পাত্রের সঙ্গতি।
বলিলেক চলহ লইয়া সৈন্য গণ।
গিরিরাজ সঙ্গগতি করিতে দরশন॥

১. বর্‌তন ( হিন্দী—বর্‌তন ) ভাত খাইবার পাত্র বিশেষ।

তবে পাত্রে আজ্ঞা দিল সৈন্য সাজিবার।
যথেক কম্মিকে লোক সঙ্গে যাইবার ।।
বকাঅলি প্রতি বলে কহ এখবর।
সকলে আপনা সাজ করিতে সত্বর।।
তা শুনিয়া চলিলেক সেই কোরথ পাল।
গৃহে গৃহে করিলে যাইয়া ততকাল ।।
হেনকালে নৃপতির কনিষ্ঠ যুবতী।
কান্দএ আঙ্গিনা শুদ্ধ করি পন্থগতি।
বকাঅলি আসিতে দেখিল পন্থ পরে।
বোলে কি লাগিয়া কান্দ নৃপ যাত্রা করে।
উচিত না হয় তুমি কান্দিতে এখন।
নৃপতির আজ্ঞায় সাজএ সৈন্যগণ ।।
কি দুঃখ পাইয়া কান্দ কহরে যুবতী।
বড় শাস্তি করিবে শুনিলে নরপতি ।।
তবে নারী কহিলেক আপনা বচন।
মোর পুত্র থাকে যদি সাজিত এখন।।
চারিপুত্র ন,পতির যেন সঙ্গে যায়
মোর পুত্র থাকিতে যাইত সমবায় ।।
তবে বকাঅলি কহে তুমি কোন জন।
কি নাম তোমার পুত্র কেমন লক্ষণ ।।
এথ শুনি তাজুল মুল্লুক নৃপ মাতা।
কহিতে লাগিল সব নিজ দুঃখ কথা।
পুত্র মোর তাজুল মুল্লুক নাম ধরে।
হাঁকিল নৃপতি ক্রোধে গেল দূরান্তরে।
উদ্দেশ নাহিক তান গেল কোন দেশ।।
কিবা জীববস্ত আছে কিবা প্রাণ শেষ।
পুত্র শোকে হৃদে মোর অধিক বেদন।
অতি দুঃখে নিকলিত চাহএ জীবন ।

পুত্র সমধন নাহি সংসার মাঝারে।
পুত্র বিনে কলঙ্ক ঘোষয় অবিচারে ॥
এথ শুনি বকাঅলি হইয়া বিস্মিত।
মনে দুঃখ পাই বাক্য কহে আন রীত।
মনে ভাবে বাঞ্ছিত না হইলে দরশন।
কেমতে বালেমু বিনে রহিব জীবন।
অচিরে মিলিব হেন জানিলুম মানস।
প্রেমানলে হৃদে হৈল অধিক কর্কশ ॥
বাঞ্ছা রত্ন শীঘ্রে চাহি আনিতে নিকট।
অতি দূর হএ বাঞ্ছা মিলএ সংকট।
এথেক ভাবিয়া মনে অনুশোচ করি।
চলিল আপনা স্থলে বাঞ্ছা পরিহরি।
তবে শাহা জয়নুল মুলুক মহামতি।
সৈন্য সব সাজাইয়া হৈল পন্থগতি ॥
চারিসুত পাত্র মিত্র সঙ্গে কোতওয়াল।
মহা মহা বীর সব বিক্রমে বিশাল ॥
ছত্রিশ বরণ লোক করিয়া সঙ্গগতি।
যুদ্ধমূলে সসৈন্যে চলিল নরপতি ॥
শুদ্ধ বস্ত্র শুদ্ধ অস্ত্র ডান সৈন্যগণ।
বাম সৈন্য লৌহময় জড়িত পৈরণ[১] ॥
এই মতে চলি যায় পন্থের মাঝার।
কতদূর যাই দেখে বিচিত্র আকার ॥
পাত্র বোলে কানন হইছে আন রীত।
দৃষ্টি ধন্ধ হয় দেখি অধিক বিস্মিত ॥
সমুখে জড়িত পন্থ দেখি সর্বজন।
স্থগিত রহিল সব না করি গমন ॥

১. পৈরণ—ফারসী=পৈরাহান<বাংলায় পরিহণ—। প্রাচীন, মধ্য ও আঞ্চলিক বাংলায় পিরান—জামা বা ঢিলা জামা।

শাহা বোলে নষ্ট হৈব হেন মূল্যধন।
তাহার উপরে কেন করিব গমন॥
হেনকালে এক লোক আইল আগোচর।
শাহা প্রণামিয়া বাক্য কহে করজোড়।
নৃপতি আমাকে এথা দিছে পাঠাইয়া।
বহু জোগান[১] লোক সঙ্গতি করিয়া॥
জড়িত পত্রের পরে চলহ আপনে।
দ্রব্য নষ্ট হৈব হেন না ভাবিও মনে।
পত্রেত লাগিছে যত অমূল্য রতন।
মোর নৃপে দিছে তোমা পদের নিছন[২]॥
এথ শুনি শাহা সৈন্য সঙ্গতি চলিল।
কতদূর উপহার স্থল পূর্ণ পাইল॥
তবে ঐ লোকে কহে শাহা বিদ্যমান।
একরাত্রি সসৈন্যে রহিবা এই স্থান।
দুইসন্ধ্যা ভুঞ্জহ উত্তম উপহার।
হেন আজ্ঞা তবে অন্য স্থলে যাইবার॥
এথ শুনি সৈন্য প্রতি শাহা আজ্ঞা দিল।
যার যে নিয়ম সামিয়ানা প্রবেশিল॥
একে এক গৃহ পাইল শাহা সৈন্যগণে।
সংসারে এহেন ধনী নাহি ভাবে মনে॥
জ্যোতিমন্ত গৃহ সব অতি মনোহর।
দিবারাত্রি সমতুল জ্যোতির পসর॥
তাজুল মুলুক যে শাহার পরিবার।
সে সকলে যোগায়ন্ত যত উপহার।
ভুঞ্জিয়া সকল লোকে ভাবে মনে মন।
এহঁাছে উত্তম দ্রব্য নাহি ত্রিভুবন॥

---

১. জোগান লোক—ভৃত্য, অনুচর। ২. নিছন—উপচার, উপহার সামগ্রী।
৩. স্থাল (?) থালা।

শাহা বলে হেন কার্য অতি অনুপাম।
মনুষ্যের হস্তে নহে এ সকল কাম॥
প্রভুর আজ্ঞায় কিবা দেবে বিরচিল।
নর কিবা গন্ধর্ব সকলে নির্মাইল॥
এই মতে সর্বলোকে প্রশংসা করয়।
কদাপি না হয় খাট[১] যার প্রতিজয়॥
সেই স্থলে দুই সন্ধ্যা ভক্ষি নরপতি।
দ্বিতীয় মঞ্জিলে গেল স্বসৈন্য সঙ্গতি॥
প্রথমার স্থল হস্তে দ্বিতীয়ার স্থল।
দশগুণ বেশ তাহে পূর্ণিত সকল॥
এক হস্তে এক দশ গুণ হয় বেশ।
অষ্টদশ স্থল হেন কি কহি বিশেষ॥
সেইস্থলে দুই সন্ধ্যা খাই নরপতি।
একাক্রমে অষ্টদশ স্থলে অনুমতি॥
পরিবার সবে কহে শাহা বিদ্যমান।
আজ্ঞা দেও আপনার সব সৈন্যস্থান॥
পন্থের যথেক বস্ত্র সকলে নিবারে।
নৃপতি করিছে আজ্ঞা কহিতে সভারে।
এথ শুনি সর্ব সৈন্য হরিষ অন্তর।
যথ বস্ত্র চালাইল আপনার ঘর॥
দরিদ্র দুঃখিত সব হইলেক ধনী।
বট[২] গৃহে যার নাহি তাহে মুক্তামনি॥
ধন্য ধন্য প্রশংসা করএ সর্বজন।
হেন ধনী সংসারে নাহিক কোনজন।
অবশেষে অষ্টদশ স্থলেত নিবাস।
সম্মুখে উদ্যান যেন অগ্নির প্রকাশ॥

---

১. খাটো ?

২. টি—কপর্দক, কড়ি।

হেনকালে তাজুল মুলুক নরপতি ॥
পিতাকে বাড়াই নিতে আইল শীঘ্রগতি ॥
দুই নৃপ যদি সে হইল মুখামুখি।
চন্দ্রসূর্য যেহেন হইল দেখাদেখি ॥
স্বর্ণে স্বর্ণে মুখামুখী দৃষ্টাদৃষ্টি ময়।
সিন্ধু সিন্ধু মিশি যেন তরঙ্গ খেলায় ॥
দোহ শাহা সম্ভাষা আছিল বহুতর।
বৃদ্ধ শাহা আগে করি চলে নিজঘর ॥
বকাঅলি আছিলেক শাহার সঙ্গগতি।
দৃষ্টি পৈল তাজুল মুলুক শাহা প্রতি ॥
বোলে এই তস্করে আনিছে পুষ্পাপুরী।
ছন্দে শিং দিয়া প্রবেশিয়া অন্তঃপুরী ॥
এ বলিয়া নিঃশ্বাস ছাড়এ ঘন ঘন।
হেন লোক বিনে মোর আছে কোনজন ॥
কুমারের রূপ হেরি পূর্ণ প্রেমানল ॥
আঁখিপদ্মে নিঃস্বরয় চিত্ত শুষ্ক জল।
লাজে শঙ্ক না করএ গোপত বারতা।
জ্ঞানমত্তে সম্বরএ আত্ম পরকথা ॥
অচিনে রহিল মাত্র হৃদান্তরে রস।
প্রেমের ডোরে চিত্ত বন্ধ হইল কর্কশ ॥
তবে শাহা সৈন্য সঙ্গে লাগিল কহিতে।
কি কাজে অগ্নির কুণ্ড রাখিছ সাক্ষাতে ॥
কুমারে বোলন্ত সেই অগ্নিকুণ্ড নয়।
জ্যোতি শিলা উদ্যান উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় ॥
এ বলিয়া চলিলেক উদ্যান মাঝার।
সঙ্গে সঙ্গে চলএ সসৈন্য পরিবার ॥
গোলাব ঝরণ সব করিল পুষ্পিত।
সপুষ্পিত উদ্যানেত সুগন্ধি ব্যাপিত ॥

এয়াকুতে জড়াইছে সুবর্ণ রতন।
স্কন্ধ শাহা বসিবারে দিলেক আসন
পুর্ণিত বিছাই দিল বসন জড়িত।
নিয়মে বসিল সৈন্য যার যে উচিত॥
উদ্যানের জ্যোতি দেখি সবে প্রশংসয়।
ভাবএ মনুষ্য হস্তে এ কর্ম না হয়।
এথেক বিচিত্র বর্ণ উদ্যানের মাঝ।
না দেখে না শুনে হেন করিয়াছে কাজ॥
স্থানে স্থানে বৈভবে করিছে সপূরণ।
না জানি তাহার স্থানে কত রাজধন।
যেই বস্তু উদ্দেশিয়া না পায় ব্রহ্মাণ্ডে।
শীঘ্রে পায় সে বস্তু তাহার ক্ষুদ্র ভাণ্ডে।
এথ ভাবি শাহা মনে ভাবিয়া কম্পিত।
নিজ ধন দেশ লাগি অধিক চিন্তিত॥
প্রভু যদি রক্ষা করে আমার উপর।
ধন জন বিক্রম দেখিয়া লাগে ডর॥
দেখি শুনি কর্ণে চক্ষে লাগে বিপরীত।
হেন ধনী নৃপতি নাহিক পৃথিবীত॥
এই মত স্কন্ধ শাহা ভাবে মনে মন।
নির্ধনীর সহায় হউক নিরঞ্জন॥
তবে শাহা তাজুল মুলুক গুণনাথ।
আনাইল উপহার ভক্ষ্যবস্তু জাত
সহস্রে সহস্রে লোক পরিবারগণ।
উপহার বিবর্তিয়া দিল জনেজন।
যতবর্ণ উপহার আনিল গোচরে।
লিখকের হস্তকনা বন্দী পত্র পরে॥
বোলে হেন বস্তু না খাইছি পৃথিবীত।
শাহা আদি সর্বজন হইল বিস্মিত॥

প্রশংসা করএ সবে কুমারের প্রতি।
দানেত হাতিম হন্তে অধিক কি রীতি।।
উদ্যানের স্বরূপ দেখিয়া সর্বজনে।
কিবা স্বর্গ ফেরদৌস ভাবে মনে মনে।।
এই মতে বৃদ্ধ শাহা আদি সর্বসৈন্য।
কুমারকে প্রশংসা করএ ধন্য ধন্য।।
বাদ্য বাজা গীত নাট ভোজন পশ্চাতে।
আছিলেক মনোরঙ্গে আদি রঙ্গ শাহার সাক্ষাতে।।
হরিষ উপরে কিবা হরিষ নির্মিত।
চন্দ্রিমা উজ্জ্বল সঙ্গে তারকা বেষ্টিত।।
তাহাতে কুমার বসি বৃদ্ধ শাহা সঙ্গে।
বহু সম্ভাষিয়া বাক্য কহে অনুরাগে।
নিবেদন করোঁ মুই কর আবেদন।।
তোমার কসেক সুত কহ মোর স্থান।
বৃদ্ধ শাহা কহিলেক কুমারের প্রতি।
দেখ সঙ্গে বসিয়াছে এ চারি সন্ততি।
কুমারে বোলএ তাহা বিনু নাহি আর।
স্মরিয়া কহিবা সুত থাকিলে তোমার।।
তবে বৃদ্ধ শাহা বলে দুই এক সুত।
তাকে দেখি চক্ষু গেল ভবি অদ্ভুত।।
ক্রোধ করি তাকে হাঁকি কল্যামে দুরান্তর।
না জানি কি জীববন্ত গেল যম ঘর।।
তাহা শুনি কুমারে বোলয় শাহা স্থান।
দেখনি সভাতে চাহ সে পুত্র সমান।।
তবে শাহা কহিল কুমার সম্বোধিয়া।
না দেখিছি সেই সুত নয়ন ভরিয়া।
একদিন বনেত আহেরে দেখা পাইল।
সেইক্ষণে নয়ন সমূলে অন্ধ হৈল।।

একারণে রূপ হৃদে না রহিল জড়ি।
সেরূপ সমান কেহ কহিতে না পারি॥
এথ কহি সভা দিগে চাহিল তখন।
কুমারের উপেক্ষী আছিল একজন॥
সে মাত্র কহিল শুন শাহার গোচর।
অভিরূপ[1] দেখিয়া কুমার কলেবর।
এথ শুনি শাহা পুনি কহিল বচন।
অপরাধ মোর যদি করি নিবেদন॥
কুমারে বোলন্ত তোমা নাহি অপরাধ।
অর্কত সংকট জানি না সাধ বিষাদ॥
তবে শাহা কহিলেক কুমারের প্রতি।
তোমা রূপ আছিল মোহর সে সন্ততি॥
এত শুনি কুমারে গলেত বস্ত্র দিল।
কর জোড়ে শাহা যুগ পদেত ধরিল॥
বোলে ঐ দুষ্ট পুত্র জানিও আমারে।
অচিনেত চিন দিয়া কহিলুম তোমারে॥
আচিন যামিনী সম চিহ্ন সউজ্জল।
গুরু বাক্যে গুপ্ত জোতি চিনএ সকল॥
তবে শাহা কুমারকে কোলেত লইল।
অঙ্গে হস্ত ফিরাইয়া কপালে চুম্বিল॥
হরিষ সমুদ্র হইল মোহং কলেবর।
না আঁটে আকাশতলে হরিষ লহর॥
তবে শাহা জিজ্ঞাসিল কুমারের স্থান।
অক্লেশে অর্জিলা ধন অর্জিলা উদ্যান॥
হৈছে কি না হৈছে পাপিষ্ঠ অর্জন।
সেই লাগি জন্মিলেক চিত্তেত বেদন॥

---

১. অভিরূপ—অতি রূপবান্। মধ্যযুগের বাংলায় প্রচলিত।

না হইলে অতি শীঘ্রে চেষ্টা করিবারে।
যেন বর তেন কন্যা উদ্দেশি সংসারে।।
তা শুনি কুমারে বোলে পিতার সাক্ষাৎ।
যুগল পানিগ্র মোর হইছে নরনাথ।
নিষ্কপটে যদি আজ্ঞা করহ আপনে।
দর্শাইতে পারি আনি যুগল চরণে।।
এথ শুনি বৃদ্ধ শাহা কৈলা অঙ্গীকার।
আনহ যুগল বধূ সাক্ষাতে আমার।।
আঁহি জ্যোত বৃষ্টি কর সে সব উপর।
চিত্তের ভাবনা দূর হইতে সত্বর।।
এথ শুনি কুমারে মন্দিরে প্রবেশিল।
দোহান যুবতী আগে কহিতে লাগিল।।
বৃদ্ধ শাহা আগে যাই করহ প্রণাম।
আশীর্বাদে বিঘ্ন নাশ পূরে মনস্কাম।।
এথ শুনি মাহ্‌মুদা আইল ত্বরিত।
শাহা আগে প্রণামিল যেমন উচিত।।
কুমারে বেশোয়া আগে কহিতে গোপতে।
ভ্রাতৃ সব দাসের সেবক জানাইতে।।
পুনি কহে শাহা আগে কুমারে তখন।
আর বধূ তোমার না আইসে কি কারণ।
আপনে জিজ্ঞাসি চাহ না আইসে কি লাগি।
কহুক বারতা সত্য মন-ঘোর ত্যাগী।
তা শুনি বেশোয়া কহে মন-ঘোর ছাড়ি।
সম্মুখে সেবক দেখি আসিতে না পারি।
নিকটের সেই চারি সেবক আমার।
দেখহ সেবকী দাগ নিতম্ব মাঝার।
বস্ত্র তুলি চাহ যদি দেখিবা সকলে।।
প্রকৃত সেবকী দাগ তিহরীর তলে।।

এক বৃদ্ধ শ্বশুর সংসার ছোলতান।
উচিত প্রণাম হেতু আসি বিদ্যমান॥
দেখিয়া সেবকগণ না আসি সাক্ষাত।
এ লাগি কলঙ্ক ভাবি শুন নরনাথ॥
এথ শুনি শাহা অতি ধন্দ বাসি মন।
কোন্, বল তোমার সেবক চারিজন।
বলিলেক তোমার নিকট পুত্র চারিজন।
মোহন্ত চরিত আঙ্গ জড়িত রতন॥
এথ শুনি বৃদ্ধ শাহা সেদিকে চাহিল।
পুত্র সবে মুণ্ড নিয়া জানুতে রাখিল॥
নিঃশব্দে রহিল সব শাহার সাক্ষাত।
এই বাক্য শিরে যেন পৈল বজ্রাঘাত।
অঙ্গ বস্ত্র তিতিল পূর্ণিত ঘর্মজল।
লজ্জার সমুদ্র মাঝে ডুবিল সকল॥
সেই সবে মনে ভাবে ঘটিল জঞ্জাল।
কোথা হন্তে আইলেক এই দুষ্ট কাল।
লজ্জা বাসি পিতা সঙ্গে না কহিল কথা।
অনুশোচে পূর্ণিতে রহিল হেঁট মাথা॥
তবে শাহা মনে মনে ভাবে আপনার।
কুমারেত পুছিলে কহিব সমাচার॥
তবে বেশোয়ার আসি শাহা প্রণামিল।
দোহ বধূ প্রতি শাহা আশীর্বাদ দিল।
শাহা বোলে যেন পুত্র তেন বধূগণ।
কোথা রাখিছিল প্রভু করিয়া স্বজন॥
শুদ্ধ জনে শুদ্ধ পায় দুষ্টে দুষ্টে মিলে।
শুদ্ধেরে অশুদ্ধ মিলে ভাগ্য পল্টিলে।
তবে শাহা কুমারেত পুছিল বচন।
কি কহিল বধূ অপূর্ব কথন।

সেই ধরি বিস্মিত রহিল মোর মনে।
ভেদ ভাঙ্গি সে সকল কহিয়া আপনে॥
এথ শুনি কুমারে লাগিল কহিবার।
আদি অন্ত পদ্মের যতেক সমাচার॥
যেন মতে দেশ হতে বাহির হইল।
যেন মতে ভ্রাতৃ সনে পথে লাগ পাইল।
যেন মতে চলি গেল ফেরদৌস শহরে।
ভ্রাতৃ সব বন্দী হৈল বেশোয়ার ঘরে॥
যেন মতে বৃদ্ধ সঙ্গে প্রেম বাড়াইল।
যেন মতে বেশোয়াকে খেলাতে জিনিল॥
যেমতে ভবুতে থাখি গেল গনে বন।
জঙ্গ আদি দেও সঙ্গে হৈল দরশন॥
যেন মতে দেও নিয়া হেমালাকে দিল।
মোহামুদা কন্যাকে পানিগ্র করাইল॥
যেনমতে সুরঙ্গে উদ্যানে প্রবেশিল।
বকাঅলি পুষ্পাঙ্কুরী যেমতে হরিল॥
হেমালা চিকুর ছিঁড়ি দিল যেনমতে।
যুগ দেও কান্ধ করি নিল পুষ্প পথে॥
যেনমতে ভ্রাতৃগণ বন্দীতে আছিল।
বেছোয়া সেবকী দাস জেন মতে দিল॥
যেনমতে লক্ষ তঙ্কা দিল তা সবারে।
যেনমতে দেখা হইল পদ্মের মাঝারে॥
যেনমতে সেই পুষ্প লইল কাড়িয়া।
মুষ্টিকীর থাপরাঘাত মাথাতে মারিয়া॥
যেমতে চিকুর লইয়া নির্মিল উদ্যান।
জড়িত করিল যেন পদ্মে স্থানে স্থান।
আদি অন্ত বৃত্তান্ত বলি সে কহিল।
শুনি হাসি শাহা মনে বিস্মিত হইল॥

বকাঅলি এসকল ঘোষণা শ্রবণে।
বোলে এই ঘোগাবর ভাবিলেক মনে।
এহা না হইলে মোর নাহিক দোজনা।
সংসারেত রহিবেক কলঙ্ক ঘোষণা।
সেই ক্ষণে ছিল মনে পরিচয় দিতে।
লজ্জা বাসি চিন্ বাক্য রাখিলেক গোপতে।।
পুনি বলে কুমারে শাহাকে সম্বোধিয়া।
ভ্রাতৃগণে আমাকে মারিল কি লাগিয়া।
বন্দী ঘর সেবকিত করিল উদ্ধার।
লক্ষ তঙ্কা তা সবারে দিলাম খাইবার।
বন্দী হস্তে উদ্ধারিল না ভাবএ মনে।
তা সবার উপকার বুঝহ আপনে।।
তবে শাহা বলে বুঝি পাইলাম মর্ম।
না হয় এ চারি হস্তে সেসকল কর্ম।।
তোমা হস্তে এই পুষ্প হইছে নিকাশ।
তোমা হস্তে চক্ষু জোতি হইছে প্রকাশ।।
এমত প্রসঙ্গ যদি প্রচার হইল।
মাতৃর বচন কিছু কুমারে পুছিল।।
কিরূপে আছএ মাতঃ কহ বাক্য সার।
পুত্র বিনে মাতৃ মনে দুঃখ অনিবার।।
এথ শুনি শাহা মনে ভাব উপজিল।
কুমারকে ছল বাক্যে প্রবোধ করিল।
বলিলেক সেহ আছে বহু ভালমতে।
এই আমি শীঘ্রে যাই সম্বাদ কহিতে।।
তানে লই এথাতে আসিব পুনর্বার।
তবে তোমা লই যাইব গৃহে আপনার।।

এথ কহি বৃদ্ধ শাহা বিদায় হইল।
সৈন্য সঙ্গে আপনার গৃহে চলি গেল ॥
কনিষ্ঠ পত্নীকে ডাকি আনিল সাক্ষাতে।
সম্ভাষিয়া প্রেমবাক্য লাগিল কহিতে।
বোলএ তোমার সুত চাহি আনিবার।
তোমা মনে কিবা আছে কহ সমাচার ॥
তবে তান পত্নী কহে মনেত ভাবিয়া।
পুত্র লাগি অহরহ দহে মোর হিয়া।
সেই পুত্র আনি যদি দেও মোর পাশ।
রজনী গোঁইয়া যেন দিবস প্রকাশ ॥
তবে শাহা কহিলেক স্নান করিবারে।
ভুষিবারে উত্তম বসন অলঙ্কার ॥
তা শুনি যুবতী বলে স্নান কি করিব।
যেই মতে আছি আমি তেমতে রহিব ॥
তথাপিহ বলে ছলে স্নান করাইল।
উত্তম বসন অঙ্গে অলঙ্কার দিল ॥
তবে শাহা যুবতীর[১] আগে দাঁড়াইয়া।
কহিবারে লাগিলেক ভকতি করিয়া ॥
আদি অন্তে ক্ষেম মোর যত অপরাধ।
নিকলিয়া দূর কর মনের বিবাদ ॥
চক্ষুদোষে অতি রোষে দিলুম এত দুঃখ।
রাখ মন প্রেম ধন প্রভু দিব সুখ ॥
না কহিবা কুমারকে দুঃখের কথন।
সত্য কর মোর সঙ্গে ধর্মের কারণ ॥
তা শুনি যুবতী বলে শাহার গোচর।
কি দুঃখ দিয়াছ মোর অঙ্গের উপর।

১. প্রাচীন ও মধ্যযুগে যুবতী শুধু তরুণী অর্থে প্রযুক্ত না। স্ত্রী নারী অর্থেও প্রযুক্ত হতো।

ঈশ্বরে যে করে সেই শোকর রহিব।
দুঃখ সুখ ভালমন্দ সমান জানিব।।
দুঃখের জানিব সুখ মন্দ জানি ভাল।
তবে সে ঈশ্বর প্রীতি রহে সর্বকাল।।
তথাপিহ মুই সত্য করিলুম সর্বথা।
কুমারকে না কহিব এসকল কথা।।
পুত্র না দেখিয়া আঁখি মোর হই যায়।
দেখিলে সপূর্ণ জ্যোত হইব সর্বথায়।।
এথেক কহিতে হৈল সজল নয়ান।
পুত্র হন্তে সংসারে নাহিক আর ধন।
এথ শুনি শাহা বলে চল মোর সঙ্গে।
সেই পুত্র আনি গিয়া সকৌতুক রঙ্গে।।
একদিন সৈন্য সঙ্গে চলে নরপতি।
সঙ্গে করি লইলেক কনিষ্ঠ যুবতী।।
শীঘ্রে চলিগেল সেই পুত্রের উদ্যানে।।
মাতা সুত দর্শন হইল সেইক্ষণে।।
পুত্র কোলে করি মাএ বহুল কান্দিল।।
হৃদ-দুঃখ চক্ষু জলে সঙ্গে নিঃস্বরিল।।
বধূ সবে শাশুড়ীর পাদ চুম্ব দিয়া।
বহু মান্য করিলেক সম্ভাষা করিয়া।।
হরিষ হইল দেখি পুত্রবধূগণ।
জড়িত উদ্যান পূর্ণ স্বর্ণ রত্ন ধন।।
পুত্রবধূ সঙ্গে করি গেল নিজ ঘরে।
হেন পুত্র যার হয় প্রশংসা সংসারে।।

১. প্রাচীন ও মধ্যযুগে যুবতী শুধু তরুণী অর্থে প্রযুক্ত না হয়ে নারী অর্থেও প্রযুক্ত হতো।

## বকাওলী বিদায় হইয়া নিজ টুঙ্গীতে যাত্রা করে

॥ পয়ার ॥

এবে কহি পশ্চাতে অগ্রের বিবরণ।
কুমার দর্শন পাছে আইল এমন ॥
বকাওলী নিবেদিল শাহার গোচর।
আমাকে বিদায় দেও যাই নিজ ঘর ॥
এত শুনি ধনে রত্নে তাহাকে তুষিল।
শাহা প্রণামিয়া কৈন্যা বিদায় হইল ॥
অনুদ্দেশ বালেহ্নকে উদ্দেশ পাইয়া।
প্রেমরসে পত্র লেখে দিতে পাঠাইয়া ॥
বাঞ্ছিত পূরণ হেতু যেমত কহিছে।
হীন নওয়াজিসে কহে পত্রে যে লিখিছে।

॥ দীর্ঘ ছন্দ ॥

প্রাণের নাথ, শুন মোর মোর আপত্তি বচন ॥
ধুয়া : দেখ প্রভু করতারে ; স্বজিয়াছে সভানেরে।
সখা হেতু করিয়া পিরীতি।
আপনা প্রচার হেতু সপ্ত দীপ সপ্ত সেতু,
সপ্তাকাশ সপ্ত বসুমতী ॥
সপ্ত স্বর্গ পুণ্য স্থান, এ সপ্ত নরক জান,
পাপী সব করিতে তাড়ন।
চক্ষুর দশ শাস্ত্র দিছে, ভালমন্দ জানাইছে,
লোক-চিত্তে জ্ঞান সমর্পণ ॥
প্রভু যে করএ কাজ, কে পারে জগৎ মাঝ,
বিনু হস্তে গঠএ সংসার।
করি দৃষ্টি পালে সৃষ্টি, কৃপা অন্ন করে বৃষ্টি
অবিচারে যোগের আহার ॥

ছত্রিশবরণ লোক নানামতে করে ভোগ।
সেবা করে নানান প্রকার।
সেই প্রভু এক জান দোসর নাহিক আন,
ভাবি চাহ শাস্ত্রের মাঝার।
দোসর জানএ যেবা ভস্ম হৈব তার সেবা,
সে পাপ না খণ্ডে কদাচন।
বচন রাখিব সত্য যে যাকে করিছে দত্ত,
প্রভু ভয় করিব পালন॥
সর্ব পাপ পরিহরি, রহ হস্ত পদ হেরি,
শাস্ত্র বাক্য মনেত রাখিব।
যার লাগি যেই জনে যদি দুঃখ পায় মনে,
তার প্রতি ভাল নিবটিব।
প্রভু আজ্ঞা সর্বস্থান, সকলেরে দিছে জ্ঞান,
প্রেমভাবে শুদ্ধ পথে গতি।
ডুবিব লাহদ[1] সিন্ধু দেখিব সহস্র ইন্দু,
পাইব প্রকাশ মহা জ্যোতি॥
জ্যোতি দিছে ঠাঁই ঠাঁই, অর্কে বিন্দু জোত পাই,
সংসার তাপিত করে নিত।
নক্ষত্র আকাশ মাঝ, শোভা করে দ্বিজ রাজ,[2]
... ... ...
লাইলী পাইল জ্যোতি, মজনু আকুল গতি,
শিরি হস্তে ফরহাদ উদাস।
দমনেত নলপল অতি প্রেম মোহিতন,
ভাবি চাহ এসব প্রকাশ॥
বিন্দু জোত পরিধরে মানব আকুল করে,
এহি মত সংসারের রীত।

---

১. লাহদ—অসীম।
২. পরবর্তী চরণ পুথিতে লেখা নেই।

প্রেম ফাঁদ বাঁধি[1] গলে যথা তথা লৈ চলে
যার সঙ্গে লাগাএ পীরিত ॥
বিচ্ছেদ প্রদীপানলে, পতঙ্গ সদৃশ জলে,
ভাবানল হইল প্রবল ।
তোমার উত্তম নাম, তোমা পদে পরনাম,
বৃষ্টি কর দর্শনের জল ॥
তোমার কটাক্ষ শরে, জীবন আকুল করে,
নিকলিতে চাহে অনিবার ।
ঢাকি[2] শিলাঘাত করে, মন পক্ষী শিরোপরে,
অবিরত হানে শতবার ।
নোয়াজিশে কহে বাণী, পত্রের মরম জানি,
যথেক আছিল বিবরণ ।
এক ছন্দে না রচিমু, আর ছন্দে বিরচিমু,
কহি শুন পয়ার বচন ॥

॥ পয়ার ॥

দয়াল চরিত্র দেখ মহিমা বিশেষ ।
লোক হেতু পরীকে ভ্রমায় নানাদেশ ॥
তোমার অলকা ফান্দ[3] কর্কশ চরিত ।
মন পক্ষী বাজিয়া হইল অখণ্ডিত ॥
তোমার রূপের সূর্য পূজিবারে আশ ।
আঁখি জলে পদ্ম মুই হইতে বিকাশ ॥
সুমতি বসন্ত তেজি নিদাঘ আকুল ।
বিছাএ হরিষ শয্যা কাঁটা সমতুল ॥
অঙ্গ রসে শব্দ করে পক্ষীর চরিত ।
প্রেমডোরে টানি কৈলা কোদণ্ড আকৃত ॥

---

১. বাঁধি—বেঁধে।
২. ঢাকি—শিলা, ঢেলা, ঢাকা, অথবা চৌকোণবিশিষ্ট পাথর। ৩. ফান্দ—ফন্দি।

পারার সদৃশ মোকে অগ্নিতে ফেলিছ।
প্রেমানল শরীরেত পূর্ণিত ভরিছ ॥
অঙ্গ হস্তে প্রাণী[১] মোর অধরে বসিছে।
লোমে লোমে মনসিজে[২] শর[৩] প্রহরিছে ॥
অধরে রহিছে মোর বিলম্ব হেরিয়া।
দর্শিলে পাইব রক্ষা পদে চুম্ব দিয়া ॥
তোমা ভাবে প্রাণী মোর খণ্ড হইয়া যায়।
এক খণ্ডে সহস্রেক খণ্ড কি উপায়।
জল বরিখএ নিত্য যুগল নয়ানে।
শীঘ্রে আইস স্মরয় বৃক্ষ নাহিক উদ্যানে।
পূর্নিত সমুদ্র তুমি মোর তৃষ্ণা অতি।
বিন্দু জল তৃষ্ণা মুখে দেও শীঘ্র গতি ॥
অবিহন[৪] মুক্তা মুই সংসার মাঝারে।
তোমার হিয়ায় বাঞ্ছা রাখি ভেদিবারে ॥
তোমার মদন শরে বিন্ধিল হৃদয়।
দর্শন ঔষধ বিনু জীবন না রয় ॥
ভবসিন্ধু ছদপ হইয়া কৈল্যা বাস।
স্বাতী বৃষ্টি তোমার পাইতে বড় আশ ॥
কিবা প্রেম বাড়াইলুম চন্দ্রিমা সহিতে।
চকোরিনী মতে আশা অমিয়া খাইতে।
পিক মতে প্রাণী মোর করে পিহু পিহু।
বিন্দু জল বরিসিলে রহে মোর জিউ[৫]।
তোমা লাগি মহা কষ্টে ভ্রমি নানা দেশ।
তাহাতে না দিলে দেখা প্রাণী হইব শেষ।
তোমার ভাবেত প্রাণী কৈল্যাম সমর্পন।
পরকালে হরিষে পাইমু দরশন ॥

---

১. প্রাণী—প্রাণ। ২. মনসিজ—মদন, কাম। ৩. পুথিতে বানান ছিল—স্বর।
৪. বন্ধ্যা (আক্ষরিক—অবিয়ন) অবিবাহিতা? অভেদ্য? ৫. জীউ—জীবন।

নিজ প্রাণ তোমার রূপের মূল্য দিব।
প্রভুর সাক্ষাতে মাত্র এ বাক্য কহিনু।
প্রনামি যুগল পদে হাজারে হাজার।
পত্র মাঝে বিশেষ কি লিখিব কিবা আর।।
গন্ধর্বে মানব হেতু করে প্রাণপণ।
হীন নোয়াজিশে কহে পত্রের লিখন।।
এই মতে পত্রেত লিখিল কৈল্যাবর।
সেবক আনিল এক আপনা গোচর।
হুমনরো তাহার নাম পরী গুনবন্ত।
ইঙ্গিতে আনিয়া তারে গোপতে কহন্ত।।
পত্র সঙ্গে কুমারের অঙ্গুরী আনিল।
হুমনরো সেবক পরী তার হস্তে দিল।।
বলিলেক শীঘ্র যাও শর্ক স্থান দেশ।
তাজুল মুল্লুক শাহা রূপেতে বিশেষ।।
তান স্থানে নির্ভীতে অঙ্গুরী পত্র দিবা।
কিবা লেখে শীঘ্র গতি এথাতে আনিবা।।
এবলিয়া পাঠাইল দেশ শর্কস্থানে।
কুমারকে পাইলেন জড়িত উদ্যানে।
রাত্রিকালে কুমার বসিছে পালঙ্কিত।
সাক্ষাতে প্রদীপ জলে মন হরষিত।
হেনকালে পত্রাঙ্গুরী দিল তান হাতে।
কুমারে দেখিয়া মনে লাগিল চিন্তিতে।।
বোলে তুমি কোন্ হেতু দেও সদুত্তর।
কহিলেক কুমারীর পত্র অনুচর।
নিজ অঙ্গুরী দেখিয়া হৈল পত্য বাস।
পত্র পড়ি চাহি মন হইল উদাস।।
চিন্তি মোহচ্ছিত[১] মতে নিঃশব্দে রহিল।
পত্র এক লিখিবারে মনেত হইল।।

১. মূর্চ্ছিত, মোহাচ্ছন্ন?

হস্তে পত্র কন্যা লই লাগিল লিখিতে।
বোলে কৈন্যা প্রেমানল লাগাইল চিত্তে ॥
তোমা দেখি লজ্জা পায় সুরতী[1] সকল।
উদাসি সকল গৃহে জ্বালিছ অনল ॥
তোমার কটাক্ষ শরে হৃদে বজ্রহানে।
নও টোনা[2] কৈল্যা হেন যুগল নয়ানে ॥
তৃষ্ণাযুক্ত আঁখিরূপ না দেখি তোমার।
বিদ্যুত সদৃশ চিত্ত দহে অনিবার।
অধর রঙ্গিমে যদি পড়ে দৃষ্টি-শর।
সীসা যেন খণ্ড খণ্ড শিলার উপর ॥
কমল নয়ান যুগে রস ভাবি মনে।
যাইতে ভ্রমর হই ইচ্ছা সে উদ্যানে ॥
তোমার রূপের অর্ক আইলে গোচর।
মোহর বাঞ্ছিত আঁখি হইব পশর ॥
চিনের মুর্তি যদি তোমাকে দেখএ।
মনে চিন্তি লজ্জা পাই পিয়ুন করএ ॥
তোমার ললাট চন্দ্র জ্যোতি শর যায়।
হৃদে প্রাণ ছট্‌ফট্ নিকলিতে চায় ॥
চন্দ্রিমা নক্ষত্র অর্ক আকাশের মাঝে।
পিয়ুন করয়ে সবে তোমা রূপ লাজে ॥
প্রেমানল হৃদান্তরে ফুকএ নিঃশ্বাস।
তে-কারণে না পারি করিতে গৃহবাস ॥
………ভাতি মতে নিঃশ্বাস ফুকএ।
প্রেমডোর ঘন টানে অগ্নি উথলএ ॥

১. সুরতী<ফারসী—সুর সুরৎ+ই প্রত্যয়।
২. টোনা—যাদু, স্বামী বশ করবার বিশেষ প্রক্রিয়া<হিন্দী—টোনা।

পূর্ব ঘাও হৃদে মোর শুখাই আছিল।
পত্র দরশনে পুণি[1] ঘাও উথলিল ॥
ছটফট প্রাণী[2] মোর মতি হৈল দূর।
হৃদান্তরে না রহিল জ্ঞানের অঙ্কুর ॥
তোমা হস্তে প্রাণী মোর কৈলা সমর্পন।
তোমা হস্তে যদি পাই শুভ দরশন ॥
সংসারে সুদ্রব্য যথ সকল খাইলুঁ।
তথাপি দরশন বিনে শান্ত না হইমু।
মোর সম প্রেম দুঃখী নাহি ত্রিভুবনে।
সন্তোষ করহ আসি দরশনের দানে ॥
বিশেষ প্রেমের ফাঁদ লাগিয়াছে গলে।
ছিন্তিতে না পারি তাকে চিকিৎসার বলে ॥
বিস্মরণ চিত্তেত না রহে কদাচন।
স্মরণের স্বানের[3] অগ্নি দহএ জীবন ॥
মোর ইচ্ছা শক্তি নাহি তথা যাইবার।
আপে কৃপা কৈলে সে হইব সুসার ॥
এইমতে পত্রেত লিখিল সুরচনে।
লপটি মোহর দিল নয়ান চাপনে ॥
মুখে বাক্য কহিলেক অনুচর স্থান।
কহিবা বচন কুমারীর বিদ্যমান ॥
পত্র লই অনুচর গেল শীঘ্রগতি।
হস্তে তুলি দিল নিয়া কুমারীর প্রতি ॥
মুখে কহিলেক যথ কুমার কথন।
লাগাই শুনএ কৈন্যা চিত্তের শ্রবণ ॥
পত্র পড়ি বিকল হইল কৈন্যাবর।
হৃদান্তরে ফুটিলেক সেই কাম। শর

১. পুণি—পুনঃ।
২. প্রাণী—প্রাণ।
৩. স্বান—ধ্বনি।

পত্রেত লিখিছে যত প্রেমরস পুর।
শক্তি মতি বুদ্ধি শুদ্ধি সব হৈল দুর॥
ছট্‌ফট্‌ করে বাঞ্ছা স্মরিয়া শয্যাতে।
পুষ্প শয্যা হইল বিছুটিপত্র মতে॥
ক্ষেণে ডানে ক্ষেণে বামে শয্যাতে লোটয়।
ক্ষেণে সংজ্ঞা ক্ষেণেক অজ্ঞান মুর্চ্ছা প্রায়॥
ক্ষেণে চক্ষু মুদে ক্ষেণে অর্ধ প্রকাশয়।
ক্ষেণে ধীরে বাক্য বলে ক্ষেণে না বলএ॥
এইমতে কথক্ষণ ছিল জ্ঞানহীন।
জাগএ কলঙ্ক ভাবি হই পূর্ব চিন॥
ব্যাধি পাত্র যেন কৈন্যা ধন্দ বাসে মন।
সেবক সমুখে আনি কহিল বচন।
বোলে হেমালাকে আন মোর বিদ্যমান।
গোপ্‌তের কথা এক আছে তার স্থান॥

হেমালাকে কুমারের নিকট পাঠায় এবং কুমার আসিবার বিবরণ ঃ

হেমালাকে সেবকে কহিল শীঘ্রগতি।
কুমারী ডাকিছে তোমা অসুস্থের মতি ।।
সেবকের বাক্য যদি হেমালা শুনিল।
কম্পিত শরীর মুখে কহিতে লাগিল ।।
এহেন অসমে তথা যাইতে না পারি।
হেন সমে কোন দোষে ডাকিছে কুমারী ।।
মনে মনে হেন কহি গেলেক সাক্ষাত।
প্রণামিঞা দাণ্ডাইল করি জোড় হাত ।।
বলিলেক কোন ব্যাধি অঙ্গের মাঝার।
কি লাগিয়া মনে দুঃখ হইছে তোমার ।।
তা শুনি কুমারী বলে না জান কি তুমি।
কেমন ব্যাধির যায় দুঃখ পাই আমি ।।
এবলিয়া হেমালাকে লাগিল বাক্সিতে।
বোলে গৃহে অনল জলএ তোর হোস্তে ।।
তোর হস্তে হইলেক অধিক জঞ্জলে।
ওই সে আছিলি মোর জীবনের কাল ।।
তোহের জামাতা আনি উদ্যান মাঝার।
তোর লক্ষ্যে পুষ্পাঙ্গুরী হরিল আমার ।।
যেন অগ্নি দিছ তেন বৃষ্টি কর জল।
কুমার আইলে এথা ভুজিব আনল ।।
অর্ক সঙ্গে পদ্ম যেন প্রেম বাড়াইল।
নিদাঘ সময়ে যেন সমূলে নাশিল ।।
বসন্ত ঘটাও পদ্ম হউক উৎপণ।
বিকাশ কারণে কর জল বরিষণ ।।

শীঘ্রে দর্শাইয়া দেও মনের মানস।
দোহান মিলনে হৌক অতি মহারস ॥
এথশুনি হেমালায় প্রণাম করিয়া।
কুমার উদ্যানে গেল হরষিত হৈয়া ॥
হাসি হাসি কুমারকে লাগিল কহিতে।
সিন্ধুর সম্বাদ বিন্দু শুন হরষিতে ॥
বিন্দু হই দর্শ গিয়া সমুদ্র মাঝার।
প্রদীপে পতঙ্গ পড়ে চাহে মরিবার ॥
শীঘ্রগতি চলহ বিলম্ব অনুচিত।
তোমা লাগি কুমারী হইছে আকুলিত ॥
তা শুনি কুমার হৈল হরিষ অপার।
চকোর আরতি যেন চন্দ্র দর্শিবার ॥
কুমারকে হেমালায় কান্ধেত করিয়া।
শীঘ্রে আইসে কুমারীর উদ্যানে চলিয়া ॥
এবে কহি পশ্চাতে অগ্রের সুত্রধার।
যখন হেমালা গেল আনিতে কুমার ॥
সেইক্ষণে কুমারীর মাতা সুবদনী।
আসিলেক কুমারীর অপকৃতি শুনি ॥
ইরাণে ফিরোজ শাহা মহা নৃপবর।
যথেক দানব দেও পরীর ঈশ্বর ॥
জমিলা খাতুন নাম তাহার বনিতা।
এই বকাওলী কন্যা তাহান দুহিতা ॥
গৃহ হন্তে বহুদূরে উদ্যান নির্মিছে।
কন্যা হেতু দেও পরী প্রহরী রাখিছে ॥
ক্রোধকরি কৈন্যারে উদ্যানে আইল রাণী।
শ্রবণে শুনিয়া বহু অপযশ বাণী ॥
বহুল প্রকার বাক্য লাগিল গর্জিতে।
সাঁচানি হইছে প্রেম মানব সহিতে ॥

কোথাতে গিছিলা তুমি ছাড়িয়া উদ্যান।
এই শব্দ হৈছে পরী সব বিদ্যমান॥
মানবের সঙ্গে ওই প্রেম বাড়াইলি।
গন্ধর্ব মহিমা যথ এক না রাখিলি॥
এথ শুনি কুমারী কহিল করজোড়ে।
এহেন অবশ বাক্য কেন কহ মোরে॥
একদিন গেছিলাম দেশ ফিরিবার।
প্রভুর মহিমা বুঝি দেখিতে সংসার॥
নানাস্থানে নানামত অপরূপ রীত।
জ্ঞানধিক হয় মাত্র দেখিতে উচিত॥
নানামত সুপ্রসঙ্গ মহিমা দেখিলে।
বহু পুণ্য হয় প্রভু প্রশংসা করিলে॥
এথ জানি গিয়াছিলাম দেশ ভ্রমিবার।
এ লাগি মার্জনা কর কি দোষ আমার॥
এই মতে মাতা সুতা বহু বাক্য ছিল।
ছল সন্ধি করিয়া মায়েরে প্রবোধিল॥
সে রাত্রি জনিলা খাতু রহিছে উদ্যানে।
হেমালা কুমার লৈ আইল সেইক্ষণে॥
তাদেখি সেবক শীঘ্রে গেল কন্যা যথা।
ইঙ্গিতে কহিল গিয়া কুমাঁর বারতা॥
কৈন্যায় ইঙ্গিত কৈল্য দূরে রাখিবার।
সমসাদ বৃক্ষের তলে বসিতে কুমার॥
ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে হৈল দোহানের বাণী।
তেকাজে নিকটে থাকি না বুঝিল রানী॥
তবে শয্যা সেবকে করিল সেই ঠাঁই।
বৃক্ষতলে কুমার বসিল আজ্ঞা পাই॥
বসিয়া প্রভুর নাম লয় অবিশ্রাম।
কোন ক্ষেণে আসিয়া পুরিব মনস্কাম॥

এথাতে কুমারী মনে হরিষ অপার।
ভুঞ্জাইল মাতৃরে বহুল উপহার ॥
পুষ্প শয্যা বিছাইয়া দিলেক তখন।
নিদ্রার আলসে রানী করিল শয়ন ॥
তবে কৈন্যা চলিল কুমার উদ্দেশিয়া।
প্রদীপে পতঙ্গ যেন পড়িলেক গিয়া ॥
কন্যারূপ হেরিয়া কুমার মোহাচ্ছিত।
নিজমনে অচৈতন্যে পড়িল ভূমিতে ॥
তবে কৈন্যা শীঘ্রগতি সমুখে বসিল।
নিজ কোলে কুমারের শির তুলি লৈল ॥
সুগন্ধি কন্যার ছিল অঙ্গের মাঝার।
সেই সে প্রভাবে সংজ্ঞা হইল কুমার ॥
প্রেমের সাগর মাঝে ডুবিয়া দোহান।
অন্যে অন্যে গলে গলে লইলেক ঘ্রাণ ॥
কন্যাকে কুমারে লইল কোলেত তুলিয়া।
অঙ্গে অঙ্গ লাগাইল মুখে চুম্ব দিয়া ॥
অন্যে অন্যে দোহানের রূপ দেখাদেখি।
চন্দ্রসূর্য যেহেন হইল মুখামুখি ॥
কুমারে আরম্ভ করে পুরিতে মানস।
হস্তে ছুঁই না ভুঞ্জিলে তাহে কিবা রস ॥
কৈন্যা বলে হেন কর্ম না হয় উচিত।
সত্যাসত্য দুইমত প্রভুর ইঙ্গিত ॥
অসত্য পাপের সিন্ধু সত্য পুন্যবন্ত।
শাস্ত্র স্মরি আপনার মতি কর শান্ত ॥
এথ শুনি কুমারে ভাবএ মনে মনে।
পাপপুণ্য বিচারিব জ্ঞানবন্ত জনে ॥
এইমতে আছিলেক দোহান কথন।
বক্ষে বক্ষে লাগাইয়া করিল শয়ান ॥

দেখ আকাশের গতি চন্দ্র তারা শুর।
ক্ষেণেকে একাত্র করে ক্ষেণে করে দূর॥
কিবা পরী মানব নিকটে ক্ষেণে করে।
ক্ষেণে করে অদূরে বিচ্ছেদ দূরান্তরে॥
ক্ষেণে সম, প্রদীপে করে উজ্জ্বাল সংসার।
ক্ষেণেকে করএ দেখ বড় অন্ধকার॥
ভালমত আকাশের দুই মত রীত।
সতত কাহার নাহি—স্থম অমণ্ডিত॥
হেনকালে অর্ধনিশি হইল যখন।
নিদ্রাতে জমিলা খাতুন হইল চেতন॥
নিজ স্থতা নিকটেত চক্ষে না দেখিয়া।
উদ্যানের চতুর্ভিতে চাহে উদ্দেশিয়া॥
পূর্ণচন্দ্র স্বউস্থানে হইছে প্রকাশ।
চাহিতে চাহিতে গেল দোহানের পাশ॥
নিদ্রার সমুদ্রে দোহ° ডুবিয়াছে মন।
কেবা আইসে না দেখয় মুদিত নয়ন॥
দেখিলেক রানীএ সমসাদ বৃক্ষতলে।
চন্দ্রিমা শুতিছে যেন সবিতার কোলে॥
মনে ধন্দ বাসে[১] দেখি অপরূপ চিন।
একস্থানে সম অর্ক না বৈসে কোনদিন॥
তা দেখি জমিলা খাতু ক্রোধ হই অতি।
কুমারের মধ্যভাগে ধরি শীঘ্রগতি॥
কুম্ভকার চক্র যেন তুলি ভ্রমাইল।
খরতর সমীরেত মেলিয়া মারিল॥
কন্যাকে থাপ্পড় মারি হস্তেত ধরিয়া।
উদ্যানেত চলিল হারেম উদ্দেশিয়া॥

---

১. ধন্দবাসে—সন্দেহ করে।

## কুমারকে মেলা[1] মারিবার পর বিবিধ বিবরণ

যখনে জমিলা খাতু কুমার ধরিয়া।
পবন উপরে যবে মারিল মেলিয়া॥
কুলজুম সমুদ্রে নিয়া পবনে ফেলিল।
ডুবি ভাসি বহু দুঃখে জীবন রহিল॥
প্রেমডোরে প্রাণবন্দী হইছে যাহার।
কদাপি শমনে প্রাণ না হরএ তার॥
শিলার সদৃশ ডুবে জলের অন্তর।
ভাসএ শোলার মত ঢেউর উপর॥
পূর্ণিত সমুদ্রে বহু লহর মারিল।
বহু দিনে কুমারে তটেত লাগাইল॥
প্রভুনাম জপিতে আছিল মনে মনে।
তে-কারণে অধরেত রহিল জীবন॥
গড়াই উঠিল গিয়া ছাড়ি সিন্ধুজল।
রৌদ্রতাপে কিছু অঙ্গ হইল প্রবল॥
তথা হস্তে কুমার উঠি চলি যায়।
সপূর্ণিত উদ্যান সুমুখে দেখা পায়॥
নানামত বৃক্ষফল তথাতে আছিল।
উদ্যানের চতুর্ভিতে বেড়াই দেখিল॥
সর্বফল মনুষ্যের শির সমতুল।
বহু ফলে নম্র হই আছে বৃক্ষকুল॥
তা দেখিয়া কুমারে হাসিল খল খল।
ফল সঙ্গে ডাল ভাঙ্গি পড়িল সকল॥
পুনি বৃক্ষে ডাল ফল ধরিল তুরিত।
কুমারে দেখিয়া ভাবে অধিক বিস্মিত॥

---

১. মেলা—ছুঁড়ে ফেলা।

প্রভুর মহিমা হেন দেখিয়া নয়ানে।
তথা হন্তে চলিল পন্থের বনে বনে।।
আর কথদুর যদি গেলেক কুমার।
উদ্যান দেখিল এক আর পুনঃবার।।
ফলেফুলে বৃক্ষ কুলে অধিক স্ফীত।
ভাবএ ভক্ষিলে হৈব মন শান্ত সীত।।
লক্ষিল ডালেব সব পুর্ণিত উদ্যান।
একেক ডালম্ব বড় কলস প্রমাণ।।
কুমারে খাইতে মন হরিষ হইয়া।
বৃক্ষের ডালম্ব এক লইল ছিঁড়িয়া।।
অপরূপ দেখে সবে ভাঙ্গিয়া যখনে।
যথ বৃক্ষ স্থানে পক্ষী দেখিল নয়নে।।
সুরঙ্গ সকল পক্ষী যেন আহাপির।
একাত্রে উড়িয়া গেল না হইল স্থির।।
এদেশে সে পক্ষী নাম সর্ব লোকে ধরে।
সুরঙ্গ মনিয়া লাল ঝাঁকে উড়ে পরে।।
মেকুর্রির[১] একডিম্ব ছাও শতে শতে।
ডালম্ব অন্তরের পক্ষী দেখে যেনমতে।।
কুমারে এথেক দেখি বিস্মিত হইয়া।
তথা হন্তে চলিলেক পন্থ উদ্দেশিয়া।।
যতদূর যায় তথ না দেখএ ভাল।
যথ যায় তথ পায় অধিক জঞ্জাল।।
এথ দেখি অনুশোচ কৈলা বহুতর।
স্তুতি করি আর দিল প্রভুর গোচর।।
অনাথের নাথ প্রভু কৃপার সাগর।
কিঞ্চিৎ করহ দয়া মোহর উপর।।

---

১. মেকুর্রি—মাকড়শা।

এইসে জঞ্জাল পন্থে নারি খণ্ডাইতে।
উদ্ধার করহ এ সঙ্কট বন হস্তে।।
এথ কহি বনকাষ্ঠ কথেক আনিল।
জলে নামাইয়া এক ভেরুয়া[১] বান্ধিল।।
বন বৃক্ষ ফল কিছু লইল খাইতে।
ভেরুয়া উপরে বসি লাগিল ভাসিতে।।
অহর্নিশি অনিদ্রায় জলের মাঝার।
প্রভু নাম হৃদে মুখে লয় অনিবার।।
এই মতে কথদিন জলে ভাসি গেল।
সমুদ্র তেজিয়া পুনি তটেত উঠিল।।
চলিতে লাগিল পন্থে দেখে মহাবন।
যেদিকে হেরএ চক্ষে ভয় লাগে মন।।
কতদূর যাই দেখে বন বিনু স্থল।
জন্তুকুল পদাঘাত ভূমিতে সকল।।
তাদেখি কুমারে ভয়ে কম্পিতে লাগিল।
সন্ধ্যাকালে মহা এক বৃক্ষেত উঠিল।।
এক যাম রাত্রি যদি হইল তখন।
মহা শব্দ হইল যেন বায়ু বৃষ্টি ঘন।।
ডানে বামে কুমারে হেরএ সাবধানে।
দেখএ উত্তর হন্থে আইসে সেইস্থানে।।
মহা এক সর্প দেখে শ্বাস শব্দ অতি।
আল্‌বোর্জ পর্বত যেন শির উর্দ্ধ গতি।।
তা দেখি কুমারে মনে বহু পাই ভীত[২]।
বৃক্ষ ডাল বস্ত্রে কসি বান্ধিল তুরিত।।
সেই সর্প আসিলেক সেই বৃক্ষ তলে।
না চাহিল নৃপ অগ্রে সত্যের পুণ্য ফলে।।

---

১. ভেরুয়া—ভেলা
২. ভীত—ভয়।

প্রভু যাকে রক্ষা করে কে বধিতে পারে।
জন্তু আদি শত্রু কুলে না দেখএ তারে ।।
তবে সেই সর্প হস্তে অপূর্ব দেখিল।
মুখ হস্তে আর এক সর্প নিঃস্বরিল ।।
সেই সর্প দেখে হেন অধিক শ্যামল।
তার মুখে নিঃস্বরিল মানিক্য উজ্জ্বল ।।
রাখিলেক বৃক্ষতলে ভূমির উপর।
দশ দিন পত্র কৈলা জ্যোতির পসর ।।
অর্ক সম জ্যোতি ধরে সর্পের উদরে।
নিশিহস্তে যেহেন প্রকাশে দিবাকরে ।।
তাহাতে আইসয় চতুর্দিক জন্তু সব।
প্রদীপ উপরে যেন ছাড়য় সলব[১] ।।
সমুদ্রের মৎস আদি তটেত উঠিল।
উল্লাসিতে সব জন্তু জ্যোতেত আসিল ।।
একে একে শ্বাসে সর্পে ভরিল উদর।
জন্তু সব পৈল যেন কুপের অন্তর ।।
তবে শ্যাম সর্পে সে মানিক্য তুলি লৈল।
মহা সর্প মুখ পন্থে জঠরেতে গেল ।।
রাত্রিশেষে মহাসর্প গেল নিজ স্থান।
শ্বাসশব্দে মোহাবন করি কম্পমান ।।
প্রভুর মহিমা কেহ না পারে কহিতে।
একের উদরে বঞ্চে জীবন সহিতে ।।
যদি সর্প চলি গেল আপনার স্থানে।
কুমারে বিস্মিত দেখি ভাবে মনে মনে ।।
এহেন মানিক্য জ্যোতি সর্পের উদরে।
প্রভু কৃপা কৈলো সে মানিক্য হস্তে পড়ে ।।

১. সলব<হিন্দী—সিলবটু—সল্‌তে।

অবশ্য আসিব আজি এই বৃক্ষ তলে।
চিকিৎসা করিয়া দেখি যদি ভাগ্যফলে॥
এথ ভাবি কতখানি কর্দম আনিল।
বস্ত্রে বান্ধি বান্ধি বৃক্ষ উপরে তুলিল॥
কর্দম রাখিল সব ডালেত ব্যাপিয়া।
আপনে বসিল বৃক্ষে সন্ধ্যাতে উঠিয়া॥
সেই রাত্রি সেই মতে সে সর্প আইল।
পূর্বমতে শ্যাম সর্প মানিক্য রাখিল॥
জন্তু ধরিবারে যদি সর্প গেল দূরে।
কুমারে কর্দম রাখে মানিক্য উপরে॥
হেনকালে অন্ধকারে হৈল আচম্বিত।
কর্ণপিতা[১] যেহেন হইল অস্তাম্বিত॥
সর্পে যদি অন্ধকার দেখিল তখন।
আকুলিত হইয়া ফিরএ বনে বন॥
মানিক্য না পায় সর্পে বন উদ্দেশিয়া।
মৈল সর্পে শিলাকাষ্টে মুণ্ড আছাড়িয়া॥
যার লাগি প্রভুয় রাখিছে যেই ধন।
কার সাধ্যে রাখিব করিয়া প্রাণপণ॥
নিশি খণ্ডি গেল যদি দৃষ্টি অর্ক জ্যোতে।
তবে সে কুমারে নামিলেক বৃক্ষ হন্তে॥
দেখএ মরিছে সর্প অঙ্গ না লাড়এ।
কুমারে ভাবেহ মনে হৈছে সুসময়॥
পঙ্ক তুলি মানিক্য লইল নিজ হাতে।
তথা হন্তে শীঘ্রগতি চলে বনপন্থে॥
ঘোরারণ্যে অতি গম্যে অর্ক অস্তাম্বিত।
মহা এক নীপ তথা দেখিল বিদিত॥

১. কর্ণ পিতা—আদিত্য মণ্ডলের অধিষ্ঠাতা দেব। কুন্তীর গর্ভে তাঁহার এক পুত্র জন্মে। সে পুত্রের নাম কর্ণ। পরে ইনি বীরত্ব ও দানশীলতার জন্য দাতা-কর্ণ নামে খ্যাত হয়েছিলেন। (মহাভারত)

তমোভয় ভাবি উঠি তাহার উপর।
ডাল সঙ্গে কটি বস্ত্রে বান্ধিল সত্বর॥
দৈবগতি সে বৃক্ষে সারস পক্ষী বাসা।
মহারণ্যে রহিছে প্রভুর করি আশা॥
যথা যথা মনুষ্যের গতাগত পায়।
কদাচিত তথাতে সারস নাহি যায়॥
দিবসে চরয় গিয়া চতুরদিক বনে।
রাত্রিবক্ষে বৃক্ষ খোন্দে নিজ শিশু সনে॥
ছাও প্রতি ভালমন্দ শিখাএ বচন।
যাইতে সঙ্কট স্থলে করে নিবেধন॥
যেই যেই স্থলেত না কহে যাইবার।
ছাও সবে মানিলেক হৃদের মাঝার॥
আর কিছু বিস্তা বাক্য শিখাইল সব।
বোলে এইরূপ কৈলো নাহি পরাভব॥
তবে ছাও সবে কহে মাতৃর গোচরে।
স্বশ্চিক[১] আছে কি এই বনের ভিতরে॥
তবে সে সারসে কহে ছাও সব প্রতি।
এই বনে আছে এক অপূর্ব ভারতী॥
উত্তর দিকেত এক নদী পূর্ণ নীরে।
এক মহা তরু আছে সে নদীর তীরে॥
সিরাজুল কুতুব বলি সে নীপের নাম।
ফল পত্রে কাষ্ঠ চর্মে হএ বহু কাম॥
তবে যাইতে নারে কেহ তাহার নিকট।
মোহা সর্পে বেড়িয়া আছে অধিক সঙ্কট॥
বুঝি প্রভু আজ্ঞামতে সর্পের প্রহরী।
তে-কারণে চারিভীতে রহিয়াছে বেড়ী॥

১. মূল পাঠ ছিল 'বিস্মিত' (১ নং পুথিতে)।

সর্প অঙ্গে খড়গ তীর কিছু না লাগয়।
খেদাইতে নারে কেহ সতত বৈসয়॥
তবে পক্ষী ছাও কহে মায়ের সাক্ষাতে।
প্রকার করিয়া কিবা না পারে যাইতে॥
অশুনি সারসে বল শুন শিশুগণ।
ধৈর্যবন্ত লোক যদি আইসে কোনজন॥
অকস্মাৎ সে নদীর জলেতে নামিব।
সর্পে দেখি শীঘ্রগতি ধরিতে চাহিব॥
তা দেখি সে লোক ডুবি জলের ভিতর।
উঠিবে বায়স[1] হইব উড়িব সত্বর॥
সে বৃক্ষে পশ্চিম ডালে তুরিত বসিব।
কথ ফল লাল কথ আশ্বত দেখিব॥
রতু[2] বর্ণ দল এক ভক্ষিব তুরিত।
বায়সের রূপ যাই হৈব পূর্বরীত॥
অশ্বেত ফলের গুণ শুন শিশুগণ।
ঘষিয়া অঙ্গেত যদি দেয় কোন জন॥
তার অঙ্গে না লাগিব ঘায়ের প্রহার।
কিবা খড়্গ জাটি[3] তীরে নাহৈব বিদার[4]॥
যদি বৃক্ষ পত্র বান্ধে কটির মাঝারে।
পক্ষী সম যথা তথা উড়িবারে পারে॥
যদি পত্র ঘাসি দিলে ঘায়ের উপর।
সেই ঘরি[5] শুখাইয়া যাইব সত্বর॥
যদি বৃক্ষ চর্মে কেশো[6] বান্ধি শিরে দিব।
দেওপরী নরে কিবা কেহ না দেখিব॥

---

১. বায়স—কাক। ২. রতু—রাতুল, লাল।
৩. জাটি—প্রাচীন বাংলায় যষ্টি, খুঁটি। ৪. বিদার—বিদীর্ণ, বিদারণ।
৫. ঘরি—ঘরিক; সঙ্গে সঙ্গে। পূর্ব বাংলার আঞ্চলিক প্রয়োগ (<ঘড়ি+ক)।
৬. কেশো—অম্বরণ, আচ্ছাদন।

যদি বৃক্ষ দণ্ড কাটি কেহ হস্তে লয়।
প্রভুর আজ্ঞায় বজ্র ভাঙ্গিতে পারয়॥
সহস্র জনের গদা না হয় সমান।
লাঠির প্রহারে গদা হইব খান খান॥
হেন কর্ম কার শক্তি কে করিতে পারে।
হেন লোক বিচক্ষণ না দেখি সংসারে॥
এসব সারসে যদি শিশুকে কহিল।
কুমার নিকটে থাকি সকল শুনিল॥
কায়মণে প্রভুতে মাগিল বহুতর।
একার্য সমর্প মোর হস্তের উপর॥
ডালপত্রে আড়ে ছিল পক্ষী অজ্ঞাপণে।
তে-কাজে সারসে বাক্য শুনিল শ্রবণে॥
তা-শুনি কুমারে ভাবি মনে মন।
অসম সুসম[1] হএ কৈল্যে নিরঞ্জন॥
তামা খণ্ডি অর্ক যদি হইল প্রকাশ।
চলিলেক সিরাজুল কুতুব বৃক্ষ পাশ॥
কুমারকে দেখি সর্পে ধরিতে চলিল।
শীঘ্রগতি কুমারে জলেত প্রবেশিল॥
তথা হস্থে উঠিল বায়স রূপ হইয়া।
উড়িয়া বৃক্ষের পরে বসিলেক গিয়া॥
পশ্চিম ডালের এক লাল ফল খাইল।
বায়েসের রূপ ছাড়ি নিজ রূপ পাইল॥
কিঞ্চিত অশ্বেত ফল লইয়া ছিণ্ডিয়া।
ডাল এক ভাঙ্গি লৈল লগুড়[2] লাগিয়া॥
কেশো হেতু বৃক্ষ চর্ম লইল কত কত।
কটিতে বান্ধিল পত্র পক্ষীবাক্য মত॥

১. অসম সুসম—অসময়, সুসময়।
২. লগুড়—লাঠি, কাষ্ঠখণ্ড। এখানে গাছের মোটা ডাল। যা গদার মত শক্তিশালী।

এসব লইয়া শীঘ্রে শূন্যেত উড়িল।
কতদূর বন এড়ি ভূমিতে লাগিল॥
কটিতে আছিল এক খড়্গ খরশান।
দাড়িল আপনা জানু অতি ত্বরমান॥
সর্পের মানিক্য লই সেথাএ ভরিল।
কতদূর বন এড়ি ভূমিতে নামিল॥
কটিতে আছিল এক খড়্গ খরশান।
ফাড়িল আপনা জানু অতি ত্বরমান॥
সর্পের মানিক্য লই সে যায় ভরিল।
ছেরাজল কুতুব-পত্র সে যায় মলিল।
সেইক্ষণে সেই ঘাও গেল শুখাইয়া।
হরিসে কুমার চলি যায় পন্থ দিয়া॥
স্কন্ধ চর্মে কোলা বান্ধি শিরে তুলি দিয়া।
চলি যায় হস্তে কাষ্ঠ লগুড় ধরিয়া॥
কতদূর যাই এক পুষ্কর্ণি দেখিল।
মর্মর শিলায় তীর জড়িত দেখিল॥
চৌদিকে কেয়ারি পুষ্প পুর্ণিত বিকাশ।
ভ্রমর দ্বিরেক[১] সব অধিক উল্লাস॥
সুগন্ধি পুর্ণিত পাই হরিষ অন্তর।
বসিলেক পুষ্কর্ণির তীরের উপর॥
শুদ্ধ জল দেখিমন হরিস অপার।
আরতি[২] হইল তথা স্নান করিবার॥
রাখিল লগুড়—কেশো বসন সকল।
নামিলেক জলে অঙ্গ হইতে নির্মল॥
শির ডুবাইয়া জলে উঠিল তখন।
দেখএ দ্বিতীয় দেশে গিয়াছে আপন॥

---

১. দ্বিরেক—ভ্রমর ('ভ্রমর' শব্দে দুই রেফ বা র আছে সেজন্য)।
২. আরতি—অর্পত, আকাঙ্ক্ষা।

আপনার অঙ্গ দেখে নারীর আকার।
না দেখে পুরুষ অঙ্গ দেখে যোনিদ্বার ।।
দেখএ যুগল কুচ বক্ষের উপর।
বিস্মিতে কান্দিয়া স্মরে ধনরূপ ঈশ্বর ।।
নিজ বস্ত্র রহিলেক রাখিছি যথাতে।
নারীরূপে বিবস্ত্রে রহিল সঙ্কুচিতে ।।
অপরূপ কুমারে ভাবএ মনে মন।
পুরুষ আছিলুঁ নারী হইলু এখন ।।
কিরূপে করিনু এবে যাইব কোথাত।
এতভাবি নিবেদিল প্রভুর সাক্ষাত ।।
কহে নোয়াজিস হীনে ভাবি করতার।
যাকে যেই ইচ্ছা প্রভু পারে করিবার ।।

## রাগ ভাটিয়াল

আয় প্রভু মোরে কর পার
অনাথের নাথ ; সঙ্কট তরাও একবার ॥ ধুয়া ॥

তুমি অনাথের নাথ, রাখিএ তোমার জাত
করি পার রীত বিপরীত।
মৃত্যুকে জিলাইতে পার জীববস্তু সব ম্যর,
কে বুঝিব তোমার চরিত।
তুমি সংসারের সার, তুমি যদি কর পার,
তবে লোক তরিব সঙ্কটে।
তোমাকে না দেখি সবে, উদাসীন পরাভবে,
গোপ্‌তে রহিছ সর্বঘটে ॥
ভালমন্দ দেখ সব, ত্রিজগত অনুভব,
মোর দোষ সকল জ্ঞাপন।
দেশ হন্তে দূরান্তরে বিপরীত রূপ মোরে,
কেনহেন করিলা আপন ॥
কি দোষ পাইয়া মোরে, ফেলিলা সঙ্কটান্তরে,
কিরূপে হইব পরিত্রাণ।
তুমি মহিমার সিন্ধু, তোমা গোপ্তে নাহি বিন্দু
তুমি হন্তে সবের কল্যাণ।
ইচ্ছায় পাপীকে পাল, পুন্যবন্ত জন ঘাল,[১]
পুরুষকে নারীর আকৃত।
তোমা অগোপ্‌ত যথ, করসব ইচ্ছামত,
সেবকেরে হেরিবা কিঞ্চিত ॥
তুমি এক করতার, দোসর নাহিক আর,
ডানে বামে বসিতে কারণ।

১. ঘাল—জখম বা বধ করা। < ঘায়েল।

কোথাতে করিমু বাসা, করিমু কাহার আশা,
দুঃখিতেরে কাহারে সঁপিলা।
তোমাতে রাখিলুন ভার, তুমি যদি কর পার,
তবে মোর সতত কল্যাণ।
হীন নোয়াজিসে কয়, প্রভু অতি কৃপাময়।
অবশ্য করিব প্রেম-দান।

# তাজুল মুলুক হইতে সন্তান হইবার বিবরণ

॥ যমক ছন্দ ॥

কুমার বসিছে তথা প্রভু আরাধিয়া।
সঙ্কোচিত অনুশোচে মন বন্দিয়া॥
হেনকালে এক লোক আইল আচম্বিত।
রূপবন্ত পুরুষ অধিক সুচরিত॥
কুমার সম্মুখে আইল হরিষ হইয়া।
কহিতে লাগিল বাক্য প্রেম সঙ্করিয়া॥
আয় কন্যা তুমি কোন, এথাতে কি লাগি।
বন মধ্যে লোকাশ্রম বিনু বস্ত্র ত্যাগী॥
কুমারে কহিল সেই পুরুষ সাক্ষাত।
সময় বুঝিয়া ছল বচন তাহাত॥
কহিলেক মোর পিতা মহা সাধু ছিল।
বাণিজ্যেত চতুর্দিকে পৃথিবী ফিরিল॥
সঙ্গে করি আমাকে লৈ যায় সর্বস্থান।
দূরে না রাখিত মোরে দণ্ডেক প্রমাণ॥
দৈবগতি বহিত্রেত হার্মাদ উঠিয়া।
লোক বধি ধন সব লৈ গেল লুটিয়া॥
পিতাকে মারিল মোর সে সব সঙ্গতি।
কেহ কেহ প্রাণভয়ে ধাইল শীঘ্রগতি॥
একেশ্বর মুই ধাই এথাতে আসিলুঁ।
বস্ত্রবিনে লজ্জামনে বসিয়া রহিলুঁ॥
এথ শুনি সে পুরুষে বলে হাসি হাসি।
আমাকে ধরিয়া হও নিজ গৃহবাসী॥
কুজনে পাইলে বলে গৃহে নিব ধরি।
অনাসঙ্গে কেমতে থাকিবা একেশ্বরী॥

তা শুনি কুমারে ভাবএ মনে মন।
হেনরূপ পুরুষ নাহিক কোনজন ॥
আমাকে করিল বিধি নারীর আকার।
তাহাতে করিলা অঙ্গে মদন বেহার[১] ॥
হেন বর না ধরিয়া যাইমু কার ঠাঁই।
কি করিমু ধরি নিলে অন্ন দুষ্টে পাই ॥
এথভাবি সেরূপে পুরুষ স্থানে কয়।
তোমার হইলে ইচ্ছা কর পরিণয় ॥
এথ শুনি সেরূপে পুরুষ হইয়া।
কুমারকে গৃহে নিল বস্ত্র পরাইয়া ॥
পরিণয় কৈলা নিয়া আপনার ঘরে।
অভেদ সুখেত ভেদে মদনের শরে ॥
দোহান সম্ভোগ সুখ অনেক আছিল।
পুস্তক বাড়এ দেখি তাকে না লিখিল ॥
কোন ক্ষেণে ভাবএ হাসি সবিস্মিত।
কোন ক্ষেণে কান্দয় স্মরিয়া পূর্বরীত ॥
কথদিন গঞ্জি যদি গেল দৈব গতি।
কুমার উদর হস্তে জন্মিল সন্ততি ॥
সেই দিকে স্নানহেতু চলিল কুমার।
নিকটে পুষ্করিণী এক তাহার মাঝার ॥
জলমধ্যে ডুব দিয়া উঠিল তখন।
দেখএ আপনা অঙ্গ অশ্বেত বরণ ॥
পুরুষ আকার সব হৈল পুনর্বার।
মহা হৃষ্টপুষ্ট উচ্চ হইল কুমার ॥
নারীর আকার যদি গেল অঙ্গ হস্তে।
বহুল শোকর করে প্রভুর অগ্রেতে ॥
অনুশোচ নাই পূর্ব রূপ না পাইয়া।
তথাচ নারীর রূপ গেলেক খণ্ডিয়া ॥

১. বেহার—আশ্রয়।

এথভাবি প্রভুতে মাগয় জোড় করে।
পুনী পূর্বরূপ দেও[১] আমার উপরে ॥
হেনকালে এক নারী আইল আচম্বিত।
হৃষ্টপুষ্ট শ্যাম অঙ্গ দেখিতে বিকৃত ॥
মুখ শ্যাম করী সম দন্ত নিকলিছে।
কুচ যুগবর দীর্ঘ নাভিতে পড়িছে ॥
একেক হস্তীর মাংস এক সন্ধ্যা খায়।
বাইশ হস্ত বস্ত্রে কটি এক বেড় পায় ॥
অতি ভয়ঙ্কার দৃষ্টি করিতে বিস্মিত।
লইল ইবলিশ যেন অধিক কুৎসিত ॥
সেই নারী কুমারের কটিতে ধরিয়া।
নিজ গৃহে লই যায় টানিয়া টানিয়া ॥
কহিতে লাগিল কিছু কুমারের স্থান।
তোর সম অল্পপ্রাণ না দেখিছি আন ॥
তিনদিন ধরি তুমি গিছিলা কোথায়।
শিশুসবে ক্ষুধাতুরে বহু দুঃখ পায় ॥
মুই তোমা উদ্দেশ করিলুঁ দেশে দেশে।
না পাইয়া মনে চিন্তা হইল বিশেষ ॥
এবে চল গৃহে যাই শিশু সব পাশ।
তোমা না দেখিয়া বহু হইছে নিরাশ ॥
এথ শুনি কুমারে আকাশ দিকে চাহি।
নিবেদন করিলেক নিরঞ্জন ঠাঁই ॥
বহু দুঃখ দিবা মোর অঙ্গের উপর।
পন্থে পন্থে অহি দেও জন্তর গোচর ॥
রূপ খণ্ডাইয়া কথ বিরূপ করিলা।
নারীরূপ দিয়া গর্ভে শিশু জন্মাইলা ॥
আর প্রভু কৃপাময় কৃপা কর দান।
এই দুষ্ট নারী হস্তে কর পরিত্রাণ ॥

---

১. দেও—দাও।

এই মত নিবেদন করিল বহুল।
প্রভুর অগ্রেত সব হইল কবুল ॥
এইমতে নিবেদন কৈলা মনে মনে।
কটিতে ধরিছে নারী গেল নারী সনে ॥
সে নারীর কত শিশু অশ্বেত বরণ।
ধূম্র হস্তে যেন নামাইছে সেইক্ষণ ॥
কুমারের হস্তে ধরি সেই শিশু গণে।
বোলে কি আনিছ পিতা আমারো কারণে ॥
তাহা দেখি কুমারে বিস্মিত হৈল চিত্তে।
বুঝি এই নারী স্বামী গেল কোন ভীতে ॥
সেরূপ আমাকে বিধি কৈলা সমর্পণ।
তে-কারণে নারী বলে এমত বচন ॥
তবে নারী মহা এক কুড়ালী আনিল।
ভক্তি করি কুমারের হস্তে তুলি দিল ॥
শীঘ্র কাষ্ঠ কাটি আন যাই ঐ বনে।
অন্ন সিদ্ধ করিবারে তোমার কারণ ॥
শিশু সবে উপবাসে মহা দুঃখ পাএ।
তোমার বিচ্ছেদ শোকে কিছু নাহি খাএ ॥
তা-শুনি কুমার হস্তে কুড়ালী লইল।
ধীরে ধীরে কাষ্ঠ হেতু বনেত চলিল ॥
পন্থে পন্থে কুমারে ভাবএ মনে মনে।
যক্ষ হস্তে উদ্ধার করিল নিরঞ্জনে ॥
যেই জনে একরাত্রি গোঁয়ায় সঙ্গতি।
তাহার হইবে যেন নরকে বসতি ॥
আমাকে পাঠাই দিল বনের ভিতর।
নরক জঞ্জাল হৈতে পাইলুঁ অবসর ॥
এথ ভাবি কথদূর যদি গেল বনে।
সুমুখে পুকর্নী[১] এক পাইল তখনে ॥

১. পুকর্নী—পুষ্করিণী।

বোলে দোহানের জলে দুঃখ পাইলাম অতি।
তৃতীয় জলেত দেখি হয় কোন গতি ॥
একবার সেবা মহা দুঃখ পায়।
তিনবার পরীক্ষীতে তাহার জুয়ায় ॥[১]
কিরূপ আইসয় দেখি অঙ্গের উপর।
এ বলিয়া ডুব দিল জলের ভিতর ॥
শির তুলি দেখে রূপ পূর্বের আকার।
কুলেতে লগুড় কোলা দেখে আপনার ॥
যেইমত বসন এড়িছে সেইস্থানে।
সেইমত আছে যেন এড়িছে এমনে ॥
পূর্বে জলে নামিছিল যেই পুকণিতে।
সত্য সেই পুকণি দেখএ আচম্বিতে ॥
যথ বস্ত্র যেইমতে তথাতে রাখিছে।
সকল পাইল এক নষ্ট না হইছে ॥
তা দেখি কুমারে তথা ভূমি চুম্ব দিয়া।
প্রভুর প্রশংসা কৈলা শোকর করিয়া ॥
ভাবএ স্বপ্নের মত দৈবে গঠন।
রূপেত বিরূপ যত অপূর্ব কথন ॥
কৃপা সিন্ধু নিরঞ্জন মহিমা অপার।
শত অর্দ্ধ নিমিষে পারয়ে করিবার ॥-
তবে সে কুমারে ভাবে আপনার মনে।
আর পুনী স্নান না করিব এই স্থানে ॥
কোশা শিরে দিয়া হস্তে লগুড় ধরিল।
প্রভু স্মরি অন্য দেশ পন্থেত চলিল ॥
দোহান মহিমা অতি প্রভু আজ্ঞা মতে।
বিষম আপদ কোন না লঙ্ঘএ পথে ॥

---

১. জুয়ায়—যুক্ত হয়, শোভা হয়। তু. ''এবেঁ মথুরার হাট জাইতে জুয়াএ''—বড়ু চণ্ডীদাস।

এইমতে উড়িয়া এ পক্ষীর সমান।
ভূমিমধ্যে পদ না রাখএ কোনস্থান ।।
অবিশ্রামে একদিন যদি সে উড়িল।
বনমধ্যে মহা এক পর্বত দেখিল ।।
তাহার উপরে এক শিলা বন্ধ ঘর।
চৌদিকে দেয়াল তথা টঙ্গি বহুতর ।।
সেই টঙ্গি উচ্চ যেন লাগিছে আকাশ।
তাহাতে নাহিক এক মনুষ্যপ্রকাশ ।।
তাদেখিয়া সেই স্থানে কুমার নামিল।
চতুর্দিক চাহিল মনুষ্য না দেখিল ।।
আচম্বিতে এক শব্দ উঠিল তখন।
সেদিকে কুমারে শুনি করিল গমন ।।
কন্যা এক টঙ্গি মধ্যে দেখিলেক গিয়া।
মনে দুঃখ ভাবি কান্দে পালঙ্কে বসিয়া ।।
মহা রূপবন্ত কন্যা প্রভুর স্বজন।
যাহারে দিবারে পারে সমর্ক তুলন ।।
তা দেখি কুমারে বহু অনুশোচ করে।
শিরহন্তে নিজ কোলা নামাইল সত্বরে ।।
কন্যার সমুখে যাই কহিল বচন।
আএ রূপবতী কন্যা চন্দ্রিমা বদন ।।
তোমার কমল অঙ্গ মলয়া বসন্ত।
কোকিল ভ্রমর হন্তে কে কৈলা দুরান্ত ।।
তোর হৃদে বিচ্ছেদের ঘাও অনুমানি।
তে-কারণে কান্দ তুমি দুঃখ মনে গুণী ।।
এথ শুনি কন্যা চক্ষু মেলিয়া চাহিল।
কুমারকে দেখি লজ্জা সমুদ্রে ডুবিল ।।
অস্তে ব্যস্তে বস্ত্র দিল শিরের উপর।
কহিতে লাগিল কন্যা কুমার গোচর ।।

বোলে তুমি কোন, এথা আইল কি কারণ।
বুঝি কি মরিতে আইলা যম দরশন ॥
তোমার পদের ইচ্ছা এথাতে আসিতে।
যদি পদ রাখ তুমি যাও এথা হস্তে ॥
না ধাইলে সত্য জান কাটা যাবে শির।
বহুল আছয় দেও মহা মহা বীর ॥
এথ শুনি কুমারে হাসিয়া কহে বাণী।
মোর শির লাগি তোর দহে বুঝি প্রাণী।
না জানিয়ো তোমা আগে আনিয়াছ শির।
শত্রু আগে না যাইমু তাকে জানি বীর ॥
আমাকে লইয়া যাও তাহার গোচর।
মহাবীর হয় যদি নাহি মোর ডর।
কি ভয় দেখাও মোকে শত্রুএ কাটিব।
তাসবার শির রক্ত মোর কণ্ঠে পীব[১]
রহুক সেবাক্য তোর কহ বাক্য শুনি।
এথাতে কিরূপে আইলা কাহার নন্দিনী ॥
তবে কন্যা কুমারেত কহিতে লাগিল।
আদি অন্ত যত ইতি পরিচয় দিল ॥
বলিলেক রুহ, আফ্‌জা শুন মোর নাম।
পরী নৃপতির সুতা ফেরদৌসেতে ঠাম ॥
পিতা মোর মুজাফ্‌ফর শাহা পাট পতি।
পরী সবে তাহার বচন মানে নিতি ॥
মাতঃ মোর হাছনারা তাঁহান বণিতা।
মুই এক তান গৃহে জন্মিছি দুহিতা ॥
জ্যেষ্ঠতাত ফিরোজ শাহা ইরমে বসতি।
তান সুতা বকাওলী কন্যা রূপবতী।
তথা গেল ভগ্নীর অসুখ দেখিবার।
আসিতে পাইল শ্যাম দেও দুরাচার ॥

১. পীব—পান করব।

এথাতে আনিয়া মোকে করিলেক বন্দী।
পায়েতে নিগড় দিল না পাইয়া সন্ধি ॥
বহুল চাহিল মোতে খেলা কামরস।
কদাচিত মোর মন না হইল বশ ॥
হীন জাতি সঙ্গে প্রীতি কেমতে করিব।
সংসারে অযশ হস্তে নরকে পড়িব ॥
এ লাগি কর্কশ বন্দী হইল আমার।
অনুশোচে রোদন হইল অনিবার ॥
পুনবার কুমারে পুছিল তার পাছে।
কোন ব্যাধি বকাঅলী অঙ্গেত হইছে ॥
কন্যা বলে মনুষ্যের সঙ্গে প্রেম ছিল।
তে-কাজে পিতায় তাকে বন্দীতে রাখিল ॥
পদেত নিগড় দিয়া রাখিলেক ঘরে।
অনুশোচ ব্যাধি অঙ্গে নিঃসরিতে নারে ॥
তাহান বালেম যেবা মনুষ্য কুমার।
তাহাকে মারিল মেলা সমুদ্র মাঝার ॥
সেহ কিবা জীবন্ত গেল যম ঘর।
সে লাগি কন্যার মনে শোকের লহর ॥
বিচ্ছেদ আনল তাপ সহন না যায়!
তিন সন্ধ্যা উপবাসে এক সন্ধ্যা খায় ॥
তা শুনি কুমারে বলে কন্যার গোচর।
আমাকে ফেলিয়াছিল সমুদ্র ভিতর ॥
প্রভু যাকে না মারএ কে মারিতে পারে।
সহস্র কণ্টক হস্তে উদ্ধারএ যারে ॥
তবে রুহ আফজা কন্যা লাগিল কহিতে।
পত্য বাসি ভগ্নীপ্রেম তোমার সহিতে ॥
দেখিতে তোমার রূপ সমগ্র প্রকাশ।
কুমুদ পঙ্কজ প্রেম আনলে বিনাশ ॥

প্রকৃত আনল জলে পারে নিবাইতে।
প্রেমানল জল হস্তে নিবিছে কোথাতে ॥
মুকুর তোমার মুখ দেখে যেইজন।
অবশ্য প্রেমের ডোরে বান্ধিবেক মন ॥
মোর ভগ্নী তোমা রূপ হেরি ভুলিয়াছে।
নিজ চক্ষে দেখি তোমা সাক্ষী পাইলুঁ সাচে[১] ॥
হেন রূপবন্ত দেখি কিবা নর পরী।
রহিবেক অবশ্য তাহার সেবা করি ॥
এথ শুনি কুমারে লাগিল কহিবার।
দুঃখ সুখ যথ ইতি ছিল সমাচার ॥
কহিতে কহিল সব প্রসঙ্গ তুলন।
বিস্মিত হইল কন্যা শুনি সে বচন ॥
দোহানে দোহান দুঃখ বচনে কহিল।
ঘনিষ্ট জ্ঞাপন মনে প্রেমেত হইল ॥
রুহ্‌, আফ্‌জা কহিলেক শুনহ কুমার।
যদি মোকে দেও হস্তে করহ উদ্ধার ॥
মানিমু ঔষধ দিয়া ব্যাধি খণ্ডাইলা।
মৃতবৎ দেহে যেন প্রাণ সমর্পিলা ॥
তা শুনি কুমারে বলে কিছু নাহি ডর।
শত্রু সব পাঠাইতে পারি যম ঘর ॥
তবে কি হস্তেত নাহি খড়্গ খরশান[২]।
শত্রু আগে দাণ্ডাইলে পার অপমান ॥
তা শুনিয়া রুহ্‌, আফ্‌জা নিল টঙ্গীঘরে।
রাখিছে বহুল খড়্গ দেখাইল গোচরে ॥
বহু লোক মারি বহু খড়্গ আনিয়াছে।
এক টঙ্গি পূর্ণিত ভরিয়া রাখিছে ॥

---

১. সাচ—(উর্দু) সত্য কথা।
২. খরশান—শাণিত, তীক্ষ্ণধার।

তাহা হত্তে খড়গ এক লইল বাছিয়া।
জল হত্তে নির্ম্মল যে শানিত দেখিয়া ॥
তবে রুহ্‌ আফ্‌জা প্রতি কহিল কুমার।
আইস দেখি তোমা পদে কেমন নিগড় ॥
লগুড় মারিয়া লোহা ভাঙ্গিল তখন।
বোলে এবে চলি যাই আপনা ভুবন ॥
কিঞ্চিৎ মনেত সঙ্গে দোহানে চলিল।
কতদুর বনপন্থ যদি এড়ি গেল ॥
হেনকালে এক শব্দ হইল তখন।
বজ্রাঘাত হইল হেন শুনিল শ্রবণ ॥
এথ শুনি রুহ্‌ আফ্‌জা কহে কুমারকে।
শুনহ শ্যামল দেও মহা শব্দে ডাকে ॥
তাহার সাক্ষাতে তুমি হও সাবধান।
যেমতে তাহার হস্তে পাই পরিত্রাণ ॥
তা শুনি কুমারে কোশা নামাইল হাতে।
তুলিয়া দিল রুহ্‌ আফ্‌জা কন্যা মাথে ॥
কন্যাকে না দেখে যেন কোশায় ঢাকিল।
মোহা দেও সাক্ষাতে কুমার দাণ্ডাইল ॥
বোলে দুষ্ট লইমু ন আইস মোর পাশ।
মারিমু খড়্গের ঘাত করিমু বিনাশ ॥
তোর রক্ত ভুমী পরে যেন বহে ধারে।
নতু মুণ্ড ভাঙ্গি দিব লগুড় প্রহারে ॥
এথ শুনি শ্যাম দেও হাসে খল খল।
নিকালিল মুষল[১] প্রায় দশন সকল ॥
কি লাগি বিস্মিত কহ মোহর সাক্ষাতে।
করী সঙ্গে পিপীলিকা চাহ যুদ্ধ দিতে ॥
ক্ষুদ্র পক্ষী যুদ্ধ মাগে বিহঙ্গ সহিত।
কিবা শক্তি রাখ তুমি আমার বিদিত, ॥

১. মুষল—মুদ্গর, মুগুর, ঢেঁকির মোনা।

বৃথা বাক্য শুনি মোর লাগে লজ্জা ভার।
তোর বিন্দু রক্তে না বহে খড়্গ ধার॥
পর্বতে মারহ যদি থাপর নির্ঘাত।
এক মুষ্ট মাটি লৈতে না পাইবা তাত॥
তোর অঙ্গে অঙ্গুল প্রহার না সহিব।
মাংসপিণ্ড হইয়া ভূমিতে মিলাইব॥
তবে কি তোমার রূপ দেখিয়া নয়নে।
কেমতে হানিব খড়্গ দয়া লাগে মনে॥
পরী নৃপতির সুতা এড়ি দেও তুমি।
সত্য জান তোর প্রাণ রক্ষা দিব আমি॥
আমার মাশুক সেই প্রেমতা জগতে।
কেন নিতে চাহ তুমি তস্করের মতে॥
তা শুনি কুমারে বোলে লইমু বরাবর।
গন্ধ[1] মুখে কেনে কহ এহেন উত্তর॥
কন্যাকে মাশুক হেন না বল যেমন।
খণ্ড খণ্ড জিহ্বা তোর কাটিব এখন॥
এথ শুনি শ্যাম দেও ক্রোধ হই অতি।
আনলে তায়ের কটা যেন সিদ্ধগতি॥
মহা এক শিলা লই কুমারকে মারে।
শূন্যেত কুমার উঠি রহে বায়ু আড়ে॥
নিজ হস্তে লগুড় ধরিয়া তুরমাণ।
মারিল যক্ষের শিরে বজ্রের সমান॥
কদলীর পত্র যেন কম্পে থরথর।
কুমারে বোলয় মৃত ভক্ষক বর্বর॥
এহেন জানিয়ো তোকে করিয়াছি রক্ষা।
প্রাণ না রহিব তোর যদি কর কক্ষা[2]॥
খড়্গের প্রহার যদি করিতাম সন্ধান।
খিরা-মত মস্তক হইত খান খান॥

১. গন্ধ—গন্ধর্ব ?
২. কক্ষা—ককা (আর্তস্বরে কান্না) ?

তবে দেও ক্রোধ অঙ্গ কৈলা হৃষ্ট বড় ।
সিংহ নাদে করিলেক বজ্র সমস্বর ।।
সেইশব্দ চতুর্দিক গেল বহুদূর ।
সহস্রে সহস্রে দেও আইল প্রচুর ।।
চতুর্ভিতে বেড়িলেক সেই শত্রু কুল ।
রথ সম শির অঙ্গ করি সমতুল ।।
মহা মহা শত্রু মধ্যে কুমার রহিল ।
যেহেন বল্লভ তরু অহিএ বেড়িল ।।
দুই হস্তে খড়্গ ধরি উড়িয়া কুমার ।
দেও সব শির কাটে করিয়া প্রহার ।।
এহেন হানয় খড়্গ বজ্রের দোসর ।
শত্রু সব কাটিয়া পাঠায় যম ঘর ।।
আকাশে বোলয় ভূমি পিয়[১] রক্ত ধার ।
ভূমি বলে রক্ত বৃষ্টি কর অনিবার ।।
একে একে খড়্গ হানি কাটিল সকল ।
পর্বত শিখরে রক্তে পড়িলেক তল ।।
দেও সব মৃত অঙ্গ পড়ি স্থানে স্থানে ।
ঊর্ধা-ঊর্ধি হইলেক পর্বত প্রমাণে ।।
শত্রু সব সংহারিয়া কুমার চলিল ।
কন্যাকে লইয়া সঙ্গে অন্য স্থানে গেল ।।
বহু দেও মারিয়া বহুল দুঃখ পাই ।
সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল সেই ঠাই ।।
তবে কন্যা রুহ্‌ আফ্‌জা বিস্মিত হইল ।
কুমারের শির তুলি কোলেত লইল ।।
সংজ্ঞা হইতে ঔষধ জানএ কন্যাবরে ।
হস্তে মলি দিল কুমারের বুক পরে ।।
মুখ পুষ্প কন্যার সুগন্ধি পাই অতি ।
সংজ্ঞা হই কুমার উঠিল শীঘ্রগতি ।।

১. পিয়—পান কর ?

সিরাজুল কুতুব কোশা তুলি দিল।
ফেরদৌস সহর দিকে দোহান চলিল ॥
কথদিন হরিষে গেলেক সেই দেশ।
কন্যার উদ্যান এক সুচরিত্র বিশেষ ॥
তাহাতে কুমার রাখি কন্যা গেল ঘরে।
দর্শন দিবারে মাতাপিতার গোচরে ॥
সুতা হেতু দহে বিচ্ছেদ আনলে।
দোহান হইতে তৃপ্তি দর্শনের জলে ॥
কন্যা দেখি মাতা পিতা হরিষ হইল।
কোলে কোলে লইয়া কপালে চুম্ব দিল ॥
বলিলেক কিরূপে আসিলা নিজ ঘর।
গৃহ হন্তে কি লাগি গিছিলা দূরান্তর ॥
এতদিন ভিন্নদেশে কি লাগি আছিলা।
কি লাগিয়া গৃহের স্মরণ না করিলা ॥
তবে কন্যা আদি অন্ত সকল কহিল।
যেমতে কুমারে পাই উদ্ধারি আনিল ॥
এথ শুনি মুজাফ্ফর শাহা মহাশয়।
কুমারের প্রতি বহু প্রশংসা করয় ॥
তান পত্নী হাছনারা সেই রূপবতী।
প্রশংসা করিল—বহু কুমারের প্রতি ॥
বিবচন দোহানে করিল বহুতর।
ভাবিল বিচ্ছেদানল কুমার উপর ॥
যোক্ত হয় তান[১] সঙ্গে প্রেম দর্শিবার।
এ বলি উদ্যানে গেল যথাতে কুমার ॥
প্রেমকথা দুঃখ মনে কহিল তেমতে।
কথ পরী দিলা তথা কুমার সেবাতে ॥
প্রভুর মহিমা দেখ আএ বীর গণ।
বৃক্ষ ফল পত্র চর্ম কাষ্ট বিবরণ ॥

১. তান—তাঁহার।

পল্লবে মহিমা ধরে মনুষ্য উড়য়ে।
লগুড়ে সঙ্কটোদ্ধারে জন্মে না দেখএ ॥
বিরূপ করয় রূপ ফলের কারণ।
প্রভুর মহিমা কিছু না যায় বুঝন।
যেজন প্রভুরে চাহে পুরুষ আকার।
সংসার ভাবএ যেবা স্ত্রীর বেভার ॥
হেন বস্তু পাইয়া কুমারে না বুঝিল।
প্রভুকে না চাহি বৃথা সংসার ইচ্ছিল ॥
যেবস্তু প্রভুএ তানে সমর্পি দিছিল।
অলিকুলে সেইবস্তু কভু না পাইল ॥
যে আজ্ঞা পাইছে পূর্বে সেমতে পাইব।
যেই পন্থে নিষেধিছে কেমতে যাইব ॥
হীন নোয়াজিসে কহে ভাবি নিজ মন।
যে দ্রব্য নয়ানে পূর্বে কে দিব এখন ॥

## রুহ্ আফজার বাড়ীতে দেশী ও ভগ্নী বকাঅলী সাক্ষাৎ হয়

—দীর্ঘ ছন্দ—

তবে শাহা মুজাফরে যদি সুতা আইল ঘরে,
সকল বারতা আদি অন্ত
ইব[১] মতে জ্যেষ্ঠ ভাই, ফেরুজ সাহার ঠাই,
শীঘ্রে এক পত্র লিখিলেন্ত।
পত্র পড়ি শাহাবরে, অধিক হরিষান্তরে,
পত্নীকে কহিল সমাচার।
রুহ্ আফজা ভ্রাতৃসুতা লিখিয়াছে সে বারতা।
আসিয়াছে গৃহে আপনার,
বহু দুঃখে আসিয়াছে, দেখা দিতে তান কাছে,
আমি সব যাইতে উচিত।
শীঘ্রে যাও সেই স্থানে, মিল কন্যা বিন্তমনে,
সকল হইব হরষিত ।।
তা শুনি জমিলা খাতু সাজে যাইবারে হেতু,
সঙ্গে করি নিজ পরিবার।
হেনকালে বকাঅলি মাতৃস্থানে কহে মিলি।
আমা সঙ্গে লও আপনার।
তবে তার মাতৃ যাই কহিল শাহার ঠাই।
বকাঅলি চাহে যাইবার।
শাহা বলে নেও[২] সঙ্গে ঔষধ কতুক রঙ্গে,
পরাভব ব্যাধি নাশ হোক।
মনের কদর্য যাউক, মুকুর পসর হউক,
দোহ ভগ্নী বাক্য সুবচনে।
এ লাগি যাইতে কহি পূর্ব পরাভব সহি,
তথাচ চিন্তিত আছে মনে।

---

১. ইব—এই।

২. নেও—দাও, লও।

তা শুনি হরিষ হই, সুতাকে সঙ্গতি লই,
আর সঙ্গে লই পরিবার।
ভাল ভাল বস্ত্র লৈল পরিবার হস্তে দিল,
রুহ আফজা হস্ত ব্যবহার॥
জমিলা খাতুন চলে চড়িয়া বিমান কোলে
মুজাফর শাহার স্বদেশ।
রুহ আফজা শুনি আইল, পদ্মে পদ পরশিল
কোলাকুলি আছিল বিশেষ॥
জমিলায় কোলে লৈল বহু আশীর্বাদ দিল।
যেবা উদ্ধারিল তান প্রতি।
খণ্ডাইল মনের দুখ প্রবেশাইল অতি সুখ।
সেই পুন্যবন্ত মহামতি॥
হোছন আরা সঙ্গে গিয়া দোহানকে সম্ভাষিয়া,
আনিলেক আপনার ঘরে।
আদি শাহা মুজাফর সকল হরিষান্তর।
বরি আনে অনেক আদরে॥
বকাঅলী সঙ্গে পদ্মে, রুহ আফজা কহে গোপতে,
তোমা হন্তে হইলাম উদ্ধার।
যেন হুমায় ছায়া দিল তেন ভাগ্য উদয় হৈল,
হৃদান্তরে হরিষ অপার॥
তোমা ভাবে মগ্ন হইয়া আসিছে আমাকে লৈয়া,
সুরূপ পুরুষ একজন।
সেহ না আসিতে যদি ন আসিতাম জন্মাবধি,
শত্রু হস্তে হইত নিধন॥
বকাঅলী তাহা শুনি, কিছু না বলিল পুনী,
মাত্র সে শুনিব ভাবি মনে।
দুই ভগ্নী হাতাহাতি প্রেমের লহর অতি,
গৃহে গেল সকলের সনে॥

কিবা ইরমের গ্রাম, কিবা ফেরদৌচ ঠাম,
হরিষের সমুদ্র অপার।
হীন নোয়াজিসে কয় প্রভু কৃপা যাকে হয়
তাহার হরিস অনিবার॥

॥ যমক ছন্দ ॥

তবে রুহ আফ্‌জা বকাওলী সঙ্গে করি।
গৃহেত প্রবেশ কৈল্য ভগ্নী হস্তে ধরি॥
মাতাপিতা দোঁহস্থানে বৃত্তান্ত করিল।
যেনমতে দেও হস্তে উদ্ধার করিল॥
বকাঅলি হেতু আইল কুমার যেমতে।
বহু শ্রম দুঃখ যেন পাইল পন্থে পন্থে॥
আছিলেক কুমারের বচন গোপতে।
জমিলায় সে সকল না শুনে যেমতে॥
হাস্যরসে প্রেমবশে প্রেম আলাপন।
জমিলার সঙ্গে সবে কহিল বচন॥
একরাত্রি থাকি তথা অভ্যাগত মতে।
জমিলা যাইতে মাগে সেই সে প্রভাতে॥
তবে রুহ আফ্‌জা গিয়া জমিলা সাক্ষাত
ভক্তি করি নিবেদিল করি জোড়হাত॥
বোলে মোর ভগ্নীরে রাখিয়া যাও এথা।
সত্য কৈল্য সপ্তদিনে পাঠাইমু তথা॥
বিচ্ছেদের কদর্য হৃদের হোক দূর।
বচনে বচনে হোক নির্মল মুকুর॥
এথ শুনি জমিলায় অঙ্গীকার কৈল্য।
সকলের সঙ্গে মিলি গৃহে চলি গেল॥
তবে রুহ আফ্‌জা বকাওলী সঙ্গে করি।
উদ্যানে চলিল রসবাক্য মুখে স্মরি॥

বোলে আএ ভগ্নী মোর প্রাণের দোসর।
কহ বুঝি প্রেম কিবা মনুষ্য উপর ॥
সেহ মহা রূপেগুণে অধিক অতুল।
আমাকে লইয়া আইল মারি দেওকুল ॥
এত শুনি বকাঅলি কহে ছল বাণী।
কোথায় মনুষ্য সেই আমিত ন জানি।
মানব সঙ্গতি মোর নাহি প্রেমভাব।
কাহার আরতি বৃথা অপযশ লাভ ॥
পরীর সঙ্গতী[১] পরী উচিত সম্ভোগ।
ভ্রমরে পুষ্পেত যেন মধুকরে ভোগ ॥
পরী সঙ্গে মনুষ্য মিলনে কোথা হিত।
অন্য জাতি সঙ্গে প্রেম না হয় উচিত ॥
এথ শুনি রূহ্‌ আফ্‌জা কহিল তখন।
তান সম রূপবন্ত নাহি ত্রিভুবন ॥
তুমি যদি দীপ হও নতু[২] দিবাকর।
তবু না হইবা তুমি সমান পসর ॥
এথ কহি হাসি ভগ্নী হস্তেত ধরিল।
উদ্যানেত ফিরিবারে দোহান চলিল ॥
টঙ্গিতে কুমার বিচ্ছেদের আকুলিত।
মানসেত মন ডুবাইয়া গায় গীত ॥
হীন নোয়াজীসে কহে ভাবি করতার।
অবশ্য মনের বাঞ্ছা হইব সুসার ॥

---

১. সঙ্গতী—সঙ্গে।
২. নতু—নতুবা।

## গীত ঃ রাগ

।। ভৈরব ।।

কাহারে কহিমু প্রেম দুঃখ নিবেদন।
বিচ্ছেদ আনল তাপ না সহে জীবন ।।
কি লিখিছে প্রভুর নিবন্ধ অনুজাল।
না বুঝিল বাঞ্ছিতের কিবা মন্দ ভাল ।।
সম্পর্ক সহিতে কিবা প্রেম বাড়াইলুম।
মুকুন্দ পঙ্কজ মতে আপনা নাশিলুম ।।
বিচ্ছেদ আনল চিত্তে হইল কর্কশ।
বিধি বশে পুরে যদি মনের মানস ।।
পরশি পরশ মণি গেল দুরভীতে।
অতিশ্রমে না পাইলাম উদ্দেশি জগতে ।।
হস্তের মাণিক্য মোর কে আসিয়া নিল।
শুভের ভাণ্ডারে কেনে অশুভ হরিল ।।
চাহিলাম ভাবের সিন্ধু ডুবাইয়া মন।
ন পাই মানস পন্থ করিতে গমন ।।
ভাব হেতু প্রেম-নায় নামিলুম সংসার।
সিদ্ধি কুলে যদি তোলে নৈরূপ আকার।
শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ ধন্য নরপতি।
হীন নোয়াজিসে ভনে তাহান আরতি ।।

## কুমার-কুমারীর মিলন

।। যমক ছন্দ ।।

টঙ্গিমধ্যে কুমারের শুনি আলাপন।
ভগ্নিপ্রতি বকাঅলী পুছিল তখন ।।
বোলে কার আলাপন বিকল চরিত।
শুনিতে বিরহ সন্দে মন হরসিতে ।।
তা শুনিয়া রুহ আফজা লাগিল কহিতে।
যদি বোল সেই লোক পারি দেখাইতে ।।
অনুরাগে তোমা হেতু আইল সে কুমার।
বহু দুঃখ পাইয়াছে ভ্রমিতে সংসার ।।
এ বলিতে ফিরে দোহঁ উদ্যান ভিতর।
ছল সন্ধি করি নিল কুমার গোচর ।।
কুমার কুমারী দোহঁ হইল মুখামুখি।
চারি চক্ষে সম যদি হৈল দেখা দেখি ।।
পতঙ্গ পড়য় যেন প্রদীপ উপরে।
ধৈর্য ছাড়ি কুমারে কন্যার গলে ধরে ।।
কন্যায় কুমার গলে ধরিল তখন।
গলাগলি ক্ষেনেক আছিল দুইজন ।।
দোহ অঙ্গ দহে বিচ্ছেদের শরানলে।
এ হৈল পাখালি আঁখির বৃষ্টি জলে ।।
এথ দেখি রুহ আফজা কহিতে লাগিল।
কিঞ্চিত হইয়া ক্রোধ অগ্ন গর্জিল ।।
বোলে আএ ভগ্নী তুই পুষ্প অবিকাশ।
পুরুষ ভ্রমর না ভ্রমিছে তোর পাশ ॥
কভু না দেখিছ তুমি পুরুষের মুখ।
কিরূপে পশিল হৃদে বিরহের দুঃখ ।।

না পড়িছ বিরহের শাস্ত্রের অক্ষর।
আজি কেনে দেখি প্রেম সমুদ্র লহর ॥
যখনে কহিল আমি বাক্য না ধরিলা।
এবে কেনে বিদেশীর গলেতে ধরিলা ॥
পরীকুল শুদ্ধ নাম সব গেল হরি।
অপযশ প্রচারিলা ত্রিজগত ভরি ॥
তা শুনি কুমারী বলে শুনহ বচন।
বিরহ ঘায়েতে দিল ঔষধ এখন ॥
মৃতদেহে জীব যেন দিলা সমর্পিয়া।
সে ঘায় না দেও দুঃখ নখ লাগাইয়া ॥
যদি বোল দগ্ধ ঘায় যেহেন লবণ।
ভগ্নী হৈলে হেন বাক্য না বল এমন ॥
তবে রুহ্ আফজা কিছু না বলিল বাণী।
অতি মন হরিষ ভগ্নির মর্ম জানি ॥
দুই কন্যা সঙ্গে করি কুমার সুজন।
উদ্যানেত রহিলেক হরষিত মন ॥
কুমারে কুমারী সঙ্গে রঙ্গ বহুতর।
ক্ষেনেক নিশঙ্কে লয় কোলের উপর ॥
ক্ষেনে মুখে চুম্ব দেন্ত নয়ানে নয়ান।
পুষ্পেত ভ্রমর যেন করে মধুপান ॥
গলে গলে লাগাইয়া হস্তে জড়াজড়ি।
উলটে পুলটে দোঁহ করি গড়াগড়ি ॥
বক্ষে বক্ষে ভীড়ি[১] হস্তে জড়াজড়ি।
উলটে পুল্টে দোহঁ করি গড়াগড়ি ॥
বক্ষে বক্ষে ভিড়ি দোহঁ শুতএ শয্যাতে।
এক খণ্ড হই রহে যাবত প্রভাতে ॥
যবে উঠে নিদ্রা হস্তে হস্ত খসি পড়ে।
করাতে চিড়িয়া যেন দুই খণ্ড করে ॥

১. ভীড়ি—ভিড়িয়া।

এইমতে হরষিতে রস রঙ্গ গীত।
সপ্তদিন পুষ্পে যেন ভ্রমর ব্যাপীত॥
ধর্মভয়ে মনবাঞ্ছা না হৈল পূর্ণিত।
রসের সমুদ্রে ডুবি রহিল কিঞ্চি
বহুল আনন্দ কেলি তথা নির্বহিল।
তথাপিহ দোহানের সত্য না টলিল॥
তবে বকাঅলী চাহে ইরমে যাইতে।
মাতৃসঙ্গে সত্য আছে না পারে রহিতে॥
কুমারে এড়িয়া কন্যা যদি সে চলিল।
দেহহন্তে প্রাণী যেন সঙ্গে নিকলিল॥
কন্যা প্রাণী রহিলেক কুমারের সঙ্গে।
অঙ্গে অঙ্গে প্রাণী দিল প্রেমরস রঙ্গে॥
শূন্য ঘটে বিকলিত হইল দোহান।
কিবা জীব কিবা মৃত একই সমান॥
তিলিচমাত অঙ্গ যেন পোতলার[১] রচিণ।
বিরহের লোক মৃতবত জীবহীন।
জানিয়ো প্রেমের ঘাত মৃত সমতুল।
প্রেমে মরি গোপত অমর অলিকুল॥
হস্তে ধরি কুমারে কহিল কন্যাস্থান।
মৃত অঙ্গে অবশ্য করিবা প্রাণ দান॥
আগে জিলাইয়া পাছে না করিয় বদ্।
পরকালে পূর্ণীত পাইবা পাপ পদ॥
কন্যা বলে কুমারকে না বলিও আর।
তোমা লাগি ডুবাইলাম পরী কুলাচার॥
এ বলিয়া কন্যাবর বিমানে চড়িল।
কথদূর রুহ আফ্জা বাড়াইয়া দিল॥
পন্থে পন্থে কহিলেক কুমারীর প্রতি।
চিত্তশান্ত কর তুমি শুনহ ভারতী॥

১. পোতলা—পুত্তলিকা।

অল্পদিনে অবশ্য পুরিব মনস্কাম।
তাহাতে ব্যাকুল হৈলে অপযশ নাম॥
রহ গিয়া এখনে মা বাপ আজ্ঞামতে।
নির্বন্ধে যে আছে সেই পুরিব পশ্চাতে॥
জানিয়ো প্রভুর আজ্ঞা কভু না লড়এ[১]।
উদয় অস্ত বর কন্যা পরিণয় হয়॥
এথ শুনি কুমারী চলিল নিজস্থান।
রূহ্ আপজা আসিল কুমারী বিদ্যমান॥
তবে কন্যা শীঘ্রগতি ইরমেত গেল।
মাতাপিতা দোহানের পদে প্রণামিল।
যেমত কহিল ভগ্নি বেদ প্রায় জানি।
বিরহ আনল সহি রহে আজ্ঞা মানি॥
কুমার এথাতে গেল উদ্যানে মাঝার।
বিচ্ছেদের দুঃখমনে চিন্তি অনিবার।
তবে রূহ্ আফ্জা গিয়া মাতা পিতা আগে।
বচনে বচন কহিলেক অনুরাগে
এ হেন কহিল দুগ্ধ মধুর মিশ্রিত।
যেহেন ভ্রমর পুষ্পে বন্দি হয় চিত॥
আদি অন্ত কুমারের যথ বিবরণ।
বকাঅলি সঙ্গে যেন হইল দরশন।
যেন মতে কুমারকে সমুদ্রে ফেলিল।
যেন মতে কন্যাকে নিগাঢ় পদে দিল।
যেইমতে দেও মারি আনিল উদ্ধারি।
একে একে সে সকল কহিল প্রচারি।
কুমারের প্রশংসা শুনিয়া বারেবার।
হাছনারা হৃদেত চিকীৎসা কৈল্য সার।
শাহা সঙ্গে দোহানে করিল বিবেচন।
উপকার কুমারের অধিক লবণ॥

১. লড়এ—নড়ে ( আঞ্চলিক প্রয়োগ )।

আমি সব চেষ্টা করি শুধিতে উচিত।
পরিকুলে কিবা ধর্ম্ম না করিলে হিত।
এত কহি চিত্রকারী আনি এক জন।
কুমারের রূপ পট লিখিল তখন ॥
সে পট লইয়া গেল ইরম শহরে।
জমিলা খাতুন আদি শাহার গোচরে ॥
হরষিতে দোহানকে দর্শন করিয়া।
বাক্যরসে কথদিন তথাতে রহিয়া ॥
একদিন জমিলা খাতুন সঙ্গে বসি।
কহিতে লাগিল বহু বাক্য হাসি হাসি ॥
রসের উপমা বাক্য কহিলেক আগে।
মনের বাঞ্ছিত পাছে কহে অনুরাগে ॥

## রূহ্ আফ্জা জমিলাকে নানা সন্ধি কহি কুমারের পট দেখাইবার বিবরণ

বোলে ভগ্নী জমিলা খাতুন গুণবতী।
স্বাতী বৃষ্টি পুষ্পকুলে কেতকী মালতী॥
ভ্রমর বোল বোল তাহে উচিত পড়িতে।
কিবা সঙ্গে রম্ভাঙ্কুরী দিলে নৃপ হাতে॥
এ লাগি সৌমর্ক রূপী পুরুষ পাইলে।
সঙ্গে নাহি বকাঅলী কন্যা বিহা দিলে॥
সবিতা সঙ্গ গতি অবুঝ নাহি কোন দোষ।
কামরতি শক্র শচী মিলনে সন্তোষ॥
দ্রোপসুতা বানপতি সত্তর পার্বতী!
যেহেন সম্ভোগ রত্নসেন পদ্মাবতী॥
তা শুনি জমিলা খাতুন কহিল তখন।
শুন ভগ্নী হাছনারা অপূর্ব কথন॥
বকাঅলি প্রেম হৈল মানব সহিত।
পরীসঙ্গে পানিগ্র না চাহে কদাচিত॥
কুলের কলঙ্ক পাছে না করে পূরণ।
স্বজাতি সঙ্গতি ন বান্ধএ বাঞ্ছা মন॥
পরীসঙ্গে মনুষ্যের কর্ম অনুচিত।
শুনিতে সংসার মধ্যে অতি বিপরীত॥
মনুষ্যের অসম্ভোগ মনুষ্য উপাল।
কোন মতে সম্বরিব পরী সুত্রনাল॥
অন্য জাতি হস্তে কন্যা কোন রূপে দিব।
মহত্ত্ব বাহারে পদ কি শাস্ত্রে রাখিব॥
এথশুনি হাছনারা কহিল তখন।
শুনিছ নি মনুষ্যের মহিমা কেমন॥
সংসারেত যত জীব প্রভুএ স্বজিছে।
সর্বহস্তে মনুষ্যের মহিমা সঁপিছে॥

দেও পরী কি দিতে পারএ তার সীমা।
অন্ত নাহি মনুষ্যের উজ্জ্বল মহিমা।।
কায়া মনে সিদ্ধি সেবা মানবে করিছে।
অলি স্থফী পরী মধ্যে কোথাতে হইছে।।
সংসারেত স্বজিল প্রভু মনুষ্য কারণ।
সর্বজীব হন্তে শুদ্ধ সে সব জীবন।।
করতারে মনুষ্যেরে প্রশংসা করিছে।
বিশ্বমানি ছোলতানি তাহাকে স'পিছে।।
গুণনিধি করি বিধি দিছে পৃথিবীত।
শাস্ত্রবাদ্য কার সাধ্য তাহার সহিত।।
স্বজন মানবকুলে যথ পয়গম্বর।
ফিরিস্তা দর্শয় আসি তা সব গোচর।।
এ চারি কেতাব দিছে সে সবের হাতে।
গোপত বাক্য যথ সে সব সাক্ষাতে।।
প্রভুর অধিক কৃপা তাসব উপর।
সেবা হেতু তে-কাজে স'পিছে নিজ ঘর।।
সে-সবের জীবন একের পএ[১] জ্ঞান।
সর্ব পত্রে সর্ব শাস্ত্রে লিখিছে প্রমাণ।।
সেই পত্রে উজ্জ্বল মহিমা প্রভু দিছে।
মাওলানা সিরাজী আস্তে সে বাক্য কহিছে।।
বৃক্ষ পত্র সবুজ জানিব বুধগণ।
সর্বপত্রে প্রভু নাম আছএ লিখন।।
মনুষ্যকে জানিয়ো প্রভুর নাম জাত।
মহিমা প্রশংসা পুঞ্জ তা সবের হাত।।
অন্য জীব তা সবের সেবক জানিবা।
প্রভুর সেবক সেহ নিশ্চয় মানিবা।।
মাটি অংশ হন্তে প্রভু আদম স্বজিল।
নারী নুরী সকলের বাক্য না রাখিল।।

১. পয়—আয়?

প্রেমের উদ্ভব জান মনুষ্যের কুল।
এ লাগিয়া তা-সবেরে মহিমা বহুল ।।
প্রভুর সেবক সেহ নিশ্চয় মানিবা।
মাটি অংশ হন্তে প্রভু আদম স্থজিল।
নারী সকলের বাক্য না রাখিল।।
প্রেমের উদ্ভব জান মনুষ্যের কুল।
এ লাগিয়া তা সবেরে মহিমা বহুল।।
প্রভুকে না জানে কেহ কোথাতে নিবাস।
ব্যক্তরূপে না করয় গোপ্ত প্রকাশ।
সংসার দেখএ প্রভু না দেখে সংসারে।
কাম ভক্ষ তেজিয়া সংশয় দর্শিবারে
গোপ্ত নিবু ছায়া দিছে মনুষ্য উপর।
শুদ্ধভাবে জ্যোতি দর্শে পায় ঘটান্তর।।
সেই সে পুরুষ আস্ত আপ্ত সিদ্ধিমান।
কারহন্তে না শিখিছে এসকল জ্ঞান।।
নিজ বুদ্ধি বলে ত্রিজগত স্থজিয়াছে।
শাস্ত্র প্রকাশিয়া সকলেরে জ্ঞান দিছে।।
চিনিলে আপনা অঙ্গ চিনে নিরঞ্জন।
ভাব সেতুমধ্যে পায় জ্যোতির দর্শন।।
মহাশাস্ত্রে প্রশংসা আছএ এইসব।
সর্বহন্তে অতিশুদ্ধ জানিয় মানব।
গোপ্ত ব্যক্ত হৈল শাস্ত্রের জ্ঞাপন।
প্রভুর প্রচার জান মনুষ্য কারণ।।
সব জীব হন্তে তার মহিমা উজ্জ্বল।
আমি সব খাদিম মখ্‌দুম সে সকল।।
এত কহি হাছনারা পট নিকালিয়া।
জমিলা খাতুন হস্তে দিলেক তুলিয়া।।
কুমারের রূপ সব পটের অন্তর।
হেরিতে হরয় মন ফুটি রূপ শর।।

এ হেন লিখিছে পট সংসার মোহন।
এইমত পট না লিখিছে কোনজন।।
পুনি বোলে সমর্ক বসাও একস্থানে।
হেন বর পুন্যবতী শুভ ভাগ্যে আনে।।
তবে রাণী জমিলায় হেরি রূপ পট।
মন বন্দী হই ভাবে অধিক সঙ্কট।।
হোছনারা যথবাক্য কহিল গোচর।
জমিলায় সে-সব রাখিল হৃদান্তর।।
ভাবিলেন্ত রূপবন্ত কুলের কুমার।
কন্যায় হইয়া মগ্ন ভ্রমিছে সংসার।।
এহারে না দিলে কন্যা জীবন সংশয়।
অন্য বর ন বরিব যদি দেব হয়।।
এথভাবি জমিলায় কৈলা অঙ্গীকার।
কুমারের হস্তে কন্যা পানিগ্র দিবার।।
পুনি বলে এই কার্য হইব কেমতে।
ধনজন কুমারের নাহিক এথাতে।।
হোচনারা কহিলেক সকল আমার।
আপনে করিলে আজ্ঞা হইব সুসার।।
এথ কহি শীঘ্রে আইল আপনার ঘর।
শুভবাক্য কহিলেক কুমার গোচর।।
তা শুনি কুমার মনে হই হরষিত।
যেহেন নিদাঘ খণ্ডি বসন্তের রীত।

## কুমার-কুমারীর শাদীর আলাপ

এথাতে জমিলা খাতু শাহা বিগুমান।
কহিলেক যথ ইতি পটের বাখান।
পট হেরি শাহা অতি হৈল হরষিত।
দেখিলে না জানি কথ বাড়এ পীরিত॥
হোছনারা যথ ইতি কহিল বচনে।
ফিরোজ শাহার শুনি মানিলেক মনে॥
ধার্য কৈল্য কুমারকে কন্যা বিহা দিতে।
সার হৌক বিবচন কুমারী সহিতে॥
এবলিয়া ছমনরোকে ডাকিয়া আনিল।
তার হস্তে কুমারীত পট পাঠাইল॥
শীঘ্রে নিয়া সেই পট দিল কন্যা স্থানে।
উজ্জ্বল আদিত্য রূপ যেন বিদ্যমানে।
বলিলেক সর্কস্থান নৃপ সুত বর।
তান রূপ পট এই আনিছি গোচর॥
পট হেরি রাজ রানী হরিষ অপার।
ইচ্ছিলেক সে বরেত পানিগ্র দিবার॥
যেই ইচ্ছা আপনা মনেতে মত হইব।
যেরূপে সন্তোষ সুতা মা বাপে করিব॥
তা শুনিয়া বকাঅলী হরষিত মন।
ছমনরোকে সম্বোধিয়া কহিল বচন॥
আপনি কি জান এই মুরতী কাহার।
রূহ, আফ্‌জা করিয়াছে রূপের প্রচার।
কহ গিয়া মাতাপিতা স্থানে এ বারতা।
তা সবের আজ্ঞা বিনু নহে কোন কথা॥
বিনু আজ্ঞা হইত যদি কার্য্যের উপায়।
তবে কেনে আয়ু মোর দণ্ডে দণ্ডে যায়।

প্রথমে আস্নান করি পশ্চাতে সাজন।
এমত চরিত্র লোক শাস্ত্রের বচন॥
হীন নোয়াজিসে কহে পণ্ডিত গোচরে।
প্রভু কৃপা করিলে গন্ধর্ব সেবা করে॥
ভিন্নদেশে নিকটে নাহিক আত্মজন।
সহস্রে সঙ্কটে কাতর নহে মন॥

## কুমার সাজিবার বিবরণ

### দীর্ঘ ছন্দ

কুমারে গোছল করে      সুগন্ধি গোলাবাতরে,
  বসিয়া সুবর্ণ সিঙ্গাসনে।
পরীকুলে জল ঢালে,      কেহ কেহ শিরমলে,
  কেহ রহে পৃষ্ঠের মাঞ্জনে॥
কেহ মলে চন্দ্র মুখ,      কেহ গলে কেহ বুক,
  কেহ হস্ত চরণ যোগলে।
নির্মল হইল অঙ্গ,      সোমর্ক সদৃশ রঙ্গ,
  প্রশংসন্ত গন্ধর্ব সকলে॥
তথা হস্তে নিল তুলি,      প্রভুর জিকির বলি,
  সুবর্ণ পাটেত বসাইল।
চতুর্ভিতে পরীগণে      সাজায় হরিষ মনে,
  তাতপূর্ণ সুগন্ধি রহিল॥
হরিরাদি কিনিকন,      মসজ'র সুবসন,
  সকলে সাজায় কুমাররে।
পেরাইল অলঙ্কার,      গলে মণিমুক্তা হার
  স্বর্ণপুষ্প দিল শির পরে।
হস্তে নবরত্ন দিল,      বাজুবন্ধ চড়াইল,
  কোটি মণিমুক্তা সপ্ত লহর।
করাঙ্গুলে রত্নাঙ্গুরী      দর্পণ হস্তেত করি,
  সোর্ণ পাংখা লইয়া গোচর॥
নৃপতি করিল আজ্ঞা,      পরীকুলে যথ বিজ্ঞা
  সব বৈস কুমার সহিত।
সুভব্য সকল আসি,      চারিভিতে বেড়ী বসি,
  হাস্য কহে বচন অমৃত॥
মিশ্রী কন্দ দুগ্ধ ঘৃত,      তণ্ডুল সঙ্গ মিশ্রিত,
  সুধারস সুগন্ধি পূরণ।

আনিয়া তবক ভরি, সকল সমুখে জুড়ি,
বোলে এবে করহ ভোজন ॥
বিসমিল্লাহ্ পড়িয়া মুখে, খাইলেক মনসুখে,
ভাবএ স্বর্গের সুঅমৃত।
তবে হস্ত পাখালিল, তাম্বুল মুখেত দিল,
আদি যথ সুগন্ধি সহিত ॥
তবে শাহা মুজাফরে, কহিলেন সভানেরে,
ইরমেত চল লইবর।
যাত্রা কৈল্য শুভক্ষণে, হুলুস্থুল পরীগণে,
বাদ্যগীত অধিক সুস্বর।
নৃপতির শুনি বাক্য, পরীসব লক্ষ লক্ষ,
বর লইল অশ্বেত তুলিয়া।
চলিল সকল সাজি, সঙ্গে করি বাজা বাজী
আগে আগে দিঅটি জ্বালিয়া।
এই মতে চলি যায় সয়ালা গাহনে গায়,
ইরমেত গেল হরষিতে।
ফিরোজ শাহায় শুনি, বর আইসে হেন জানি,
আজ্ঞা দিল বাড়াই আনিতে ॥
বহু পরী গেল ধাই, পন্থে বর লাগ পাই,
হরষিতে আনে বাড়াইয়া।
দুই দিক পরীকুল, বাদ্য বাজা হুলুস্থুল
নৃপ হেন কুমার জানিয়া ॥
সহস্রে সহস্রে ঘর, সামিয়ানা বহুতর,
সুবর্ণ জড়িত স্থান।
মণিমুক্তা লাগাইছে মাণিক্য প্রদীপ দিছে,
সমস্ত কানাত[১] সুবাখান ॥

১. কানাত—কনাত্—তাঁবু। 'ঝড়ে উড়ে কানাত দেখিয়া উড়ে প্রাণ।'
—অন্নদা-মঙ্গল, ভারতচন্দ্র

হেঁটে উদ্ধে' সুবসন, মসর্জর কিনীকন,
হরিদ্রাদি শয্যা ঘরে ঘর।
মধ্যের উত্তম ঘরে, মাণিক্য পশর করে।
তাতে নিয়া বসাইল বর॥
হরষিতে নরপতি, সম্ভাষএ বহু ইতি,
কুমার সাক্ষাত আসি নিত।
কহএ মধুর বাণী, সাফল্য মনেত মানি,
জামাতাকে করে পুলকিত॥
মুজাফর শাহামনি, সঙ্গতি লইয়া ধনি,
সুতা আদি বহু সখীগণ।
কুমার সঙ্গতি হই বহু উপহার লই,
হরিষে আসিছে সর্বজন॥
মুজাফর শাহার আজ্ঞানে বসিল কুমার সঙ্গে,
নারীগণ গেল অন্তপুর।
তবে অন্ন শয্যা কৈল্য, সভার সমুখে দিল,
বহু উপহার সুমধুর॥
ফিরোজ শাহার আজ্ঞা শুনি নিজ পরি বিত্তা[১]
পাত্রমিত্র সব হরষিত।
উপহার বিবর্তন, করিলেক জনে জন,
সভা আদি লাগিল খাইতে।
দধি দুগ্ধ শর্কে ঘৃত, মিশ্রি কন্দ সুধামৃত,
বাতাসা মণ্ডের বহুছন্দ।
নানারূপে পাকোয়ান, নানান মধুর নান,
প্রচারিতে আমোদ সুগন্ধ॥
যথ দ্রব্য উপহার, দিল নিয়া খাইবার,
লিখি ওর না পায় সকল।
কুমারের সুসঙ্গতি, মুজাফর মহামতি,
সবরসে ভুঞ্জে অন্নজল॥

---

১. পরী বৃত্তান্ত?

## কুমার-কুমারীর বিবাহ

### পয়ার ছন্দ

পরীকুল নিয়ম যেমত অনুসারে।
করিল বিবাহ কার্য লইয়া কুমার।
নৃপে যদি কুমারকে প্রথমে দেখিল।
পটহস্তে অঙ্গরূপ অধিক জানিল।।
প্রভু আজ্ঞা যে গঠন সর্বাথে অধিক।
নৃপ সমতুল নহে অধিক মানিক।।
রূপবন্ত পরীকুল সাজি হরষিতে।
সভা করি বসিছে কুমার চতুর্ভিতে।।
হরি শিরে চক্র যেন করিছে শোভন।
রামের কোদণ্ড কৈলা আচ্ছাদন।।
তবে যে ফিরুজ শাহা পরীকুল নাথ।
বকাঅলী সমর্পিল কুমারের হাত।।
বলিলেন আমার মানিক্য স্বাবা ধন।
আজু হস্তে তোমা হস্তে কৈল্যাম সমর্পণ।।
তুমিত মনুষ্য জাতি কুলের প্রধান।
রূপেগুণে শাস্ত্রে বল বীর্যেত বাখান।।
তোমার কুলেত জন্ম অলি নবীগণ।
মোহা শাস্ত্র প্রভুএ করিছে সমর্পণ।।
উত্তম মানবকুলে উদ্ভব তোমার।
মহা নৃপতির সুত করিলু* বিচার।।
দুগ্ধেত অমৃত যেন অতি স্বাদ ধারে।
নৃপ হস্তে রত্নাকরী অতি শোভা করে।।
তেহেন তোমার হস্তে কন্যা সমর্পিলু।
যেন বর তেন কন্যা মনে আকলিল।।
ভাল হস্তে ভাল পৈলে আদি অন্তে ভাল।
ভাল মন্দ সঙ্গী হৈলে অধিক জঞ্জাল।।

হেন বুঝি তোমাকে সর্বাস্তে ভাল জানি।
সমর্পিল আজি মুই দোহানের প্রাণী ॥
আমার রক্তের স্বাবা দিলুঁ তোমা হাতে।
হেলায় আপনা নষ্ট নহে যেন মতে ॥
দোহানের প্রাণী কন্যা গৃহ দীপবর।
তার হেতু আক্ষি জ্যোতি সংসার পসর ॥
হেন দীপ চক্ষু জ্যোতি সঁপিনুঁ তোমাতে।
অন্ধকার দুই অন্ধ ইচ্ছিলুম জগতে ॥
প্রভুকে চাহিয়া আমা দোহান চাহিবা।
অত্যাদর করি মোর সুতাকে পালিবা ॥
ধর্মের দোজনা (?) দিছে নিয়ম সংসারে।
সর্বমায়া ছাড়ি লোকে পত্নীকে আদরে ॥
স্বামীর দোসর প্রভু মান্য করে নারী।
পুরুষে জানিব স্ত্রী প্রেমের ঈশ্বরী ॥
নারীকুল আরতী পুরুষ শিরে দিতে ॥
পুরুষ আরতী পত্নী নিজ গলে দিতে।
কুপুরুষে নারী প্রেম না রাখএ নিত।
সুপুরুষে নারী সঙ্গে সদাএ পীরিত ॥
প্রেমডোরে মনসিজ বন্দীছে সবার।
ধরিছে পুরুষ নারী জগত মাঝার ॥
প্রেমের সমুদ্র জান অধিক অগাধ।
ডুবিলে মুকুতা ঘটে ভাসিলে প্রমাদ ॥
হেন প্রেম সমুদ্রে ভাসিয়া নরগণ।
ভাবিনী ভাবক পত্র করএ স্মরণ।
এহেন ভাবিয়া মনে প্রেমতা রাখিবা।
অমৃত সদৃশ বাণী পুণিত কহিবা ॥
এক হস্তে এক চিত্ত অধিক কর্কশ।
বড়ই চতুরে করে পর প্রেমবশ ॥

স্ত্রীকুল লজ্জাভাণ্ড জানিবা জগতে।
লজ্জা ভাণ্ডি জাত নষ্ট নহে যেন মতে ॥
আর বহু ভক্তি করি শাহায় কহিল।
কুমারেত প্রণামিঞা কহিতে লাগিল ॥
আপে নৃপ বৃদ্ধ অন্ন দাতা গুরুজন।
কহিতে উচিত নহে করি পরার্থন[১] ॥
কি লাগিয়া এত বাক্য কহ মোর স্থান।
যার হেতু জগতে রহিছে মোর প্রাণ ॥
সেই নাম হস্তেত লিখিলুঁ বারে বার।
ক্ষুধাতৃষ্ণা খণ্ডিত প্রভাবে নাম তার ॥
প্রভুর আজ্ঞায় বন্ধ হৈছে জন্ম গাটি।
নহে সংসারের মধ্যে সার হৈতে মাটি ॥
বহু দুঃখ অর্জনে পাইল রত্ন ধন।
প্রাণাতুরে[২] রাখিবে করিয়া যতন ॥
সংসারে পুরুষ মনি যদি কেহ পায়।
সুবর্ণে জড়িয়া গলে হৃদেত দোলায় ॥
হস্তে মোর তেহেন পরশ সমতুল।
সেবিনু সংসারে নাহি প্রানাধিক মূল ॥
আর কিছু না কহিও মুই ক্ষুদ্র স্থান।
পিতার অধিক তুমি মান্যেও প্রধান ॥
পরীকুল নৃপতুমি নাহি কোন ভীত।
যাহাতে মারিতে পারে কি লাগি লুকিত ॥
কিছু সন্দেহ না রাখিয়ো আপনার মনে।
সন্তোষে রাখিব সব প্রভু নিরঞ্জনে।
এথ শুনি সভা আদি হরিষ অন্তর।
কহিতে লাগিল সবে নৃপতি গোচর ॥

১. প্রার্থনা।
২. আতু—[আত্মজা > আত্মীয়তা] অতিরিক্ত স্নেহে। মহাযত্নে যাকে লালন করা হয়েছে।

আপনে সুভাগ্যবন্ত কন্যা ভাগ্যবতী।
ভাগ্যের প্রভাবে পাইল ভাগ্যবন্ত পতি।।
তুমি সব শুদ্ধ মন শুদ্ধ ব্যবহার
তে-কারণে শুদ্ধ প্রেমে আসিছে কুমার।
শুদ্ধ জন সঙ্গ গতি শুদ্ধের দেখা হয়।
অশুদ্ধে জনের সঙ্গে অশুদ্ধ মিলএ।।
এইমতে পরীকুলে প্রশংসা করিল।
রাজরানী আদি সব হরিষ হইল।।

## কুমারী সাজনের বিবরণ

তবে নৃপে আজ্ঞা দিল কন্যা সাজাইতে।
কুমার সঙ্গতী কন্যা গাটি বান্দি দিতে ॥
এথ শুনি কিবা সভা কিবা অন্তঃপুর।
গাহনে গাহএ রাগ রঙ্গ সুমধুর ॥
চিন্তিত নাহিক কেহ ইরম নগর।
সভাসিন্ধু মাঝে হৈল হরিষ লহর ॥
সুধনোত শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ রায়।
তাহান আরতি হীন নোয়াজীসে গায়।
তবে রানী জমিলা খাতুন গুণবতী।
হোছন আরা রুহ আফজা করিয়া সঙ্গতি ॥
আর বহু সখীগণ বহু পরী নারী।
বাক্যে রসে মনতোষে যেন বিদ্যাধরী ॥
এসকলে কন্যাকে আসান করাইল।
গোলাব আতর যে সুগন্ধি গায় দিল ॥
কোলে তুলি লই গেল সুবর্ণের ঘরে।
রাখিল হরিত বস্ত্র শয্যার উপরে ॥
হোছন আরা রুহ আফজা সমুখে বসিয়া।
কন্যাকে সাজায় বস্ত্র অলঙ্কার দিয়া ॥
প্রথমে কোড়াই কেশ দিয়া চতুসম।
বান্ধিল পাটের জাদে খোঁপা মনোরম ॥
তাহাতে মুকুতা ছড়া করিল শোভন।
চন্দ্রিমা উদিত যেন বিদারিয়া ঘন ॥
সিঁথি পাতি মধ্যেত সিন্দুর বিরাজিত।
যেন প্রকাশিত হৈল প্রভাত আদিত ॥
রত্নের টিকলি বিন্দি ললাটেত শোভা!
বালচন্দ্রে পাইল কিবা পূর্ণচন্দ্র প্রভা ॥

রতনে মুকুতা জাল উপরে ঢাকিল।
যেহেন নক্ষত্র দৃষ্টি মেঘেত প্রকাশিল ॥
কপালে তিলক দিল সনেত্র[১] বরণ।
হরেত সুধক্ষে[*] গ্রহি যেন ত্রিলোচন ॥
একস্থানে চন্দ্র তারা সবিতা সুরঙ্গে।
ব্যূহবন্দী কৈলা কিবা বিদ্যুতের সঙ্গে ॥
নাসিকায় বেশর দিল রত্ন শোভাকার।
হরিশির চক্র যেন অরুণ প্রচার ॥
যুগল শ্রবণে দিল রত্নের কুণ্ডল।
অলকা ফনীর মুখে মাণিক্য উজ্জ্বল।
বাহুমধ্যে চড়াইল রত্ন বাজুবন্ধ।
সুবর্ণের তার যুগ শোভিত সুছন্দ ॥
করেত কঙ্কন নবরত্নে শোভা করে।
অঙ্গুলে অঙ্গুরী রত্ন অতি জ্যোতি ধরে ॥
গলে শোভা করিল সুবর্ণ তে-লহরে।
কণ্ঠমালা গজমোতি মনি বহুতর।
কোমরে কিঙ্কিনী নবরত্নে সপ্ত লহরী।
বাজনি[২] শোভিত কটি চতুরদিগ ভরি ॥
পায়েত ঘঙ্গুর দিল চলিতে বাজন।
সুবর্ণ মোকব[৩] দিল জড়িত রতন ॥
আঙ্গুলে নালিকা সাজে সুবর্ণ গঠিত।
সর্বঅঙ্গ অলঙ্কার অধিক শোভিত ॥
তাতে বহু মূল্য পাটম্বর পরাইল
কটি অলঙ্কার তুলি তার পরে দিল।

---

১. সুনেত্র ? স্বনেত্র ?

২. বাজনি—বাজনার উপযোগী (এখানে কটি দেশ বেষ্টিত ঘুঙুর শ্রেণীর নারী আবরণ বিশেষ)।

৩. মোকব<আরবী মুকাবা—পাত্র বিশেষ। যাতে চুল বাঁধবার সরঞ্জাম থাকে। 'পূর্বে মুসলমানেরা মোকাবা রাখিতেন। আজি কালি অনেকে Toilet table রাখেন'।

গলেত কাণ্ঠুলি দিল স্থবর্ণ জড়িত।
আঞ্চল ঘোঁঘট[1] দিল শিরেত শোভিত॥
তাহাতে তোরণ শোভে অমূল্য বসন।
হরিতাদি মসবস্ত্র[2] কিবা কিংকন
কিরমিজি[3] বস্ত্র অতি মূল্য ধরে।
হরিষে কন্যারে পরাইল সআদরে॥
সকলে কন্যার মুখ হেরিতে লাগিল।
অলঙ্কার হস্তে রূপ অধিক দেখিল॥
অঙ্গ শোভাকরে হেতু পৈরে অলঙ্কার।
অলঙ্কারোপরি রূপ করে শোভাকার॥
যেহ স্থধীর লোকে প্রভুর নির্মাণ।
বস্ত্র অলঙ্কার নহে রূপের সমান॥
তবে নৃপে আজ্ঞা দিল মওলার প্রতি।
নিকাহা পরাইতে কন্যা কুমার সঙ্গতি॥
আজ্ঞা পাই মাওলায় নিকাহা পরাইল।
শাদী মোবারেক বলি সকলে ফুকিল॥
তবে নৃপে প্রভুতে মাগিয়া বহুতর।
আশীর্বাদ দিল কৈন্যাকুমার উপর॥
সম্মতে রহিতে দোহেঁ হরিষে বঞ্চিতে।
সদাএ পীরিতি বাক্য কটু না কহিতে॥
যশ ভাগ্য আয়ু দীর্ঘ পাইতে পুত্রবর।
পাইতে রাজত্ব স্থখ সংসার ভিতর॥
এ বলিয়া পাত্রস্থানে আদেশ করিল।
উদ্যানে দোহান নিতে অনুমতি দিল॥
এথশুনি পাত্রে বহু পরীগণ সঙ্গে।
বিমানে চড়াই দোঁহ নিল অতি রঙ্গে॥

---

১. ঘোঁঘট—মতিচুর। অবগুণ্ঠিকা>হিন্দী ঘুঘঁট উচ্চারণ বিকারে ঘোঁঘট। 'ঘোঁঘট কাড়িতে রূপ, নয়ানে লাগিয়া গেল'—পদ কল্পতরু।

২. মগবস্ত্র—পট্টবস্ত্র, গরদের শাড়ী।

৩. কিরমিজি-বস্ত্রবিশেষ 'খেনে কিরমিজি খেনে পৈরে মলমল'—পদ্মাবতী।

সেবা হেতু বহু সখী দিল সেই স্থান।
হরিষ সমুদ্রে ডুবি রহিল দোহান॥
সেই রাত্রি দোহানে শুতিল টঙ্গী ঘরে।
প্রেমের সাগর মধ্যে পড়িল লহরে॥
প্রথমেত গলে গল হস্তে ভিড়াইয়া।
বহুল চুম্বন দিল মুখে মুখ দিয়া॥
তার পাছে চিবুকেত রাখিলেক কর।
ইচ্ছা করি হস্ত দিল কুচের উপর॥
বহুক্ষণ হস্তখেলি কুচের সঙ্গতি।
মদন উল্লাসে করে রমণ আরতি॥
বসিল কামের স্থলে উৰ্দ্ধে উরু রাখি।
সুপন্থে প্রভুর নাম লই কৈল্য সখি॥
তাহাতে অমূল্য পাই ছন্দুক ত্রিকোট।
ন জানি তাহাতে কত সুখরস মোট॥
কুঞ্চি বিনে কুফল আছিল অনুদিন।
তে-কাজে আছিল দোহঁ সম্ভোগ বিহীন॥
নিজ কুঞ্জি যদি সেই কুম্ভেতে রাখিল।
বহু সুখ রসপুঞ্জ তথাতে পাইল॥
সেইক্ষণে সেইসুখ সমুদ্র অপার।
ধর্মাধর্ম লজ্জাভয় না থাকে বিচার॥
রসসুখ পাইলে উল্লাস হয় মন।
মনসিজ মনে করি নাচে ঘন ঘন॥
অনুদ্দেশ রসপুঞ্জ উদ্দেশ পাইয়া।
মুখে মুখ দিয়া হস্তে ধরিল ভিড়িয়া॥
বুঝিল রসের ভাণ্ড পূর্ণ অখণ্ডিত।
বরিষিল নিজ রস সে রস কুম্ভেত॥
রস সুখ ভুগি মন পূর্ণ হরসিত।
নিজ কুঞ্জি নিকলিয়া রাখিল কটিত॥

তোমার কল্পনা সিন্ধু অধিক অগাধ।
তুলিল হরিষ মুক্তা খণ্ডিল বিষাদ॥
গুরু হেন শিখাই পুরিল অগাধ।
তুলিল হরিষ মুক্তা খণ্ডিল বিষাদ॥
গুরু হেন শিখাই পুরিল মনস্কাম।
লিখিয়া রাখিবা যেন শুভ সিদ্ধ নাম॥
এথ শুনি রুহ আফ্‌জা হরিষে হাসিয়া।
নিজ গৃহে গেল রাজরাণী সম্ভাষিয়া॥
কুমার কুমারী তথা রহিল হরিষে।
দোহান কামের মেঘে ইচ্ছায় বরিষে॥
এই মতে কথ দিন যদি গঞ্জি গেল।
কুমার আপনা দেশে যাইতে বলিল॥
ফিরোজ শাহায় আজ্ঞা দিল যাইবার।
শাহী বহিদ্র এক কৈল্য সুপ্রকার॥
বহুধন সেবক দিলেক নরপতি।
সুরূপ বহুল সখী করিয়া সঙ্গতি॥
হেন সখী সেবক রূপেত মনোহর।
উজ্জ্বল চন্দ্রিমা যেন সব কলেবর॥
জামাতা সুতার সেবা করিতে কারণ।
এসব বহিদ্রে তুলি দিলেক রাজন॥
তবে শাহা ফিরোজ আকুল হই মনে।
কহিল বিচ্ছেদ সন্দে কুমারের স্থানে॥
মোর কন্যা স্বাপ্য[১] ধন দিলুঁ তোমা হাতে।
প্রেমরসে বন্দী করি রাখিবা জগতে॥
মোর ঘরে এই এক মাণিক্য উজ্জ্বল।
তাহা বিনে অন্ধকার হইব সকল॥
দোহানের ঘটে কন্যা একই জীবন।
তোমাকে বিচ্ছেদ পন্থে কৈল্য সমর্পণ॥

১. স্বাপ্য—স্বর্গের যোগ্য ধন।

যতনে রাখিবা তারে প্রেমভাণ্ডে ভরি।
কটুপন্থে যেন নারী যাইতে নিঃস্বরী॥
আপনে পণ্ডিত তুমি সর্বশাস্ত্র জান।
মহারূপে সোমর্কের সদৃশ বামান॥
অবশ্য করিবা যত্ন লয় মোর মনে।
জ্ঞানবন্ত হস্তে মন্দ নহে কদাচনে॥
তবে রানী জমিলা খাতুন গুণবতী।
সজল নয়ানে কহে জামাতার প্রতি।
আজি মোর ঘট হস্তে প্রাণী নিস্বরিব।
শূন্য ঘট বিনু প্রাণে কেমতে রহিব॥
মোর কন্যা নতুন বয়সী নবকাম।
ময়লা বসন্ত সঙ্গে প্রেম অনুপাম॥
হরিষ কুসুম যথ ফুটিছে সুরঙ্গে।
নিদাঘ পবন কভু না লাগিছে অঙ্গে॥
চন্দ্রকলা পক্ষ সঙ্গে না হৈছে মিলন।
বিধুন্তুদে[1] সঙ্গে দেখা নাহি কদাচন।
প্রাণ চতুর্স্পর্শ সতত শীতল।
না পাইছে অর্কানল বিষম তাতল॥
সরস উত্তম ভক্ষ প্রাণিত[2] উল্লাস।
অঙ্গে না লাগিছে কভু দুঃখ উপবাস॥
পরিধান হরিতাদি[3] যথ সুবসন।
জীর্ণ বস্ত্র হস্তে না লঙ্ঘিছে কদাচন।
কন্যাকে করয় সেবা সহস্র রূপসী।
ভক্ষএ সরস দ্রব্য পালঙ্কেতে বসি॥
আজু পালটিল বুঝি সেই সব কাল।
সংসারে স্বামীর সেবা অধিক জঞ্জাল।

---

১. (বিধুন্তুদ—[বিধুং (চন্দ্রকে)+তুদ (ব্যথা দেওয়া)+অ(র্তৃ) যে চন্দ্রকে ব্যথা দেয়] রাহু গ্রহ।
২. প্রাণিত—[প্রাণ+ইত (সঞ্চারিত) জীবিত প্রাণ বিশিষ্ট; প্রাণ সঞ্চারিত।
৩. হরিতাদি—সবুজবর্ণ; নীল পীতের মিশ্রণজাত বর্ণরাজি।

দোষ পাই অবশ্য ক্ষেমিবা কন্যাপ্রতি।
সুজনে না করে মন্দ লয় মোর মতি।।
এ বলিয়া কন্যা গলে ধরিলেক রাণী।
মাতা সুতা দোহানে বোধয় বিচ্ছেদ গুণি।।
কন্যা বলে আএ[১] মাত; বাপ গুননিধি।
তোমার উদরে মোকে স্থজিলেক বিধি।।
সেবিতে নারিলুম দোহঁ যুগল চরণে।
অখণ্ড প্রভুর আজ্ঞা খাণ্ডাইব কোনে।।
দুগ্ধ অন্ন দিয়া পালাইলা শিশুহস্তে।
পাঠাও বিচ্ছেদ পন্থে না রাখি সেবাতে।।
ন পাশরি মোর প্রতি উদ্দেশ করিবা।
ভিন্ন জাতি সঙ্গে প্রীতি মরম বুঝিবা।।
এইমতে বহুবাক্য ছিল তা সবার।
পাছে সম্বোধিয়া কহে শুনিয়া কুমার।
কিছু সন্দেহ না রাখিয় আপনার মনে।
হইব অখণ্ড সুখ কৈলে নিরঞ্জনে।
বাড়িব হরিষ কলা চন্দ্রিমা চরিত।
শুদ্ধভাবে হয় জ্ঞান অখণ্ড পীরিত।।
শুদ্ধচিত্তে সাধিলে প্রভুর দেখা পায়।
শুদ্ধচিত্তে স্বামী নারী হরিষে গোঁয়ায়।।
সংসারেত শুদ্ধ রীত শাস্ত্রে দিছে জ্ঞান।
শুদ্ধাচারে প্রেমবাড়ে মহিমা প্রধান।
অশুদ্ধ জনম যার বুঝ বীর গণ।
দশম চরিত্র তার করিবা জ্ঞাপন।
কৃপণতা উচ্চবাক্য উচ্চ অহঙ্কার।
নাবড়ানি[২] প্রেম হানি কুবাদ বেভার।

---

১. আএ—ওহে, ওগো।

২. নাবড়—[সং লম্পট > নিপট > নিবড় > নাবড়] ঘৃণ্য কর্ম। তুলনীয় ফারসী 'নাদান,' 'নাচীজ' ইত্যাদি।

আত্ম উচ্চ পর নীচ অপকারী মনে।
পরদ্রব্য দৃষ্টি করে সে সকল গনে।
এ দশ চরিত্র জন্ম অশুদ্ধের গতি।
মনেত ভাবিয়া চাহ মহন্ত সুমতি।।
এথ কহি শ্বশুর শাশুড়ী প্রণামিল।
নিষ্কপটে রাজরাণী আশীর্বাদ দিল।।
কন্যার মা বাপ পদে করিল প্রণাম।
আশীর্বাদ পাইল পুরিতে মনস্কাম।।
তবে কন্যা লই যাত্রা করিতে কুমার।
শুভ যথ তিথি লগ্ন করিল সুসার।।
যোগ আর চন্দ্রমা নক্ষত্র শুভালয়।
সকল বাহন তেজি সিংহের সময়।
নন্দা ভদ্রা জয়া রিক্তা পূর্ণা পঞ্চরিত।
ক্ষিতি লগ্ন সমস্ত বুঝিয়া হিতাহিত।।
বার বেলা তেজি শুভ পাইয়া সকল।
যোগী নিজ কির[১] ক্ষেপ[২] দিক সুমঙ্গল।।
এবে কহিবারে বেলা বুঝ যেই মতে।
সেইক্ষণে কদাপি না যাও কার্যগতে।
অর্কেত তপন দণ্ড পরে এক জাম।
বার বেলা বুঝিয়া না কর কোন কাম।।
সমে চারি দণ্ড পরে চারি দণ্ড নষ্ট।
নেত্র প্রহরের পাছে চারি ঘড়ি কষ্ট।।
কুজে বিংশ দণ্ড পরে নষ্ট চারি ঘড়ি।
দিন সে চারি দণ্ডে কার্যে না নিঃস্বরি।
বুধে যাম পরে চারি দণ্ড মন্দ হয়।
যোগ যাম পরে চতুর্দণ্ড ভাল নয়।।
গুরু নেত্র প্রহরেত নষ্ট অষ্ট দণ্ড।
শুক্রে যাম পরে যাম কার্যেত পাষণ্ড।।

১. কির—কিরণ, জ্যোতি।
২. ক্ষেপ—নিক্ষেপ করে।

শনি আদ্যে[১] চারি মধ্যানেত চারি ঘড়ি।
দিন শেষে চারি দণ্ড কার্য পরিহরি।
বারবেলা বুঝিয়া চলিব বুধগণ।
হীন নোয়াজিসে কহে শাস্ত্রেত যেমন ॥
এবে কহি নন্দা ভদ্রা আদি লগ্ন সার।
বুধজনে চলিব বুঝিয়া শুভ তার ॥
প্রতীপ ষষ্ঠিএ একাদশী নন্দা নাম।
অর্ক বাম পায় যদি না করিব কাম ॥
দ্বিতীয় দ্বাদশী সপ্ত ভদ্রা বলি যারে।
কভু কর্ম[২] না করিব সম শুক্রবারে ॥
ত্রিতিয়া ত্রয়োদশী অষ্ট তিথি জয়া যার।
শুভকার্য না কর পাইলে বুধবার ॥
চতুর্থী নবমী[৩] চতুর্দশী রিক্ত তিথি।
গুরুবারে কার্য হেতু না বান্ধিবা মতি ॥
পঞ্চমী দশমী অমাবস্যা পূর্ণিমাতে।
শনিতে না কর কার্য তিথি সে পূর্ণতে ॥
এই পঞ্চ তিথি মধ্যে এমত বোলয়।
কৃষি বিদ্যা আরম্ভিলে ফল সিদ্ধি নয় ॥
সে-সমে সঙ্গমে গর্ভ হইবেক পাত।
বাণিজ্যেতে মূলে নষ্ট হইব তাহাত ॥
বিবাহ করিলে ভার্যা বিধবা হইবে।
যাত্রা কৈলে সেই সমে সিদ্ধি না পাইবে ॥
যেমতে পাইব সিদ্ধি কহি শুন সার।
হয় কি না হয় তাকে করিয় বিচার ॥
সোমে শুক্রে তিথি নন্দা[৪] কার্য কর ভাবি।
বুধে ভদ্রা শনি রিক্তা জয়া কুজা রবি ॥

১. পাঠান্তর—শনি আদ্যে চারি মধ্যে নেত চারি ঘড়ি। পুঃ ন, ২।
২. পাঠান্তর—২ নং পুথি—কার্য।
৩. " ১ " "—নিয়ম।
৪. পাঠান্তর ১ নং পুথি—লগ্ন।

গুরু পূর্ণা তিথি যদি কার্যগতে হয়।
এসবেত শুভ সিদ্ধি জানিয়ো নিশ্চয়
বিচারিয়া পঞ্চ তিথি চলিব সুজনে।
জ্যোতিষ ডাকিয়া কহে নোয়াজিসে হীনে।

এবে কহি শুভ ক্ষেন যোগী যেবা হয়।
কোন কোন দিবসেত পৌঁছে সম হয়।।
শুক্রে দু'প্রহর পরে অষ্ট ঘড়ি আছে।
সম শনি অষ্ট ঘড়ি প্রহরেক পাছে।
গুরু রবি আড়াই প্রহর পরে অষ্ট।
আস্থে বার ঘড়ি পরে অষ্ট শ্রেষ্ঠ।
অষ্ট ঘড়ি মঙ্গলে চতুর্থ ঘড়ি পরে।
শুভক্ষণ সপ্তদিন কার্য অনুসারে।।
এবে কহি সপ্ত রাত্রি যেমন উচিত।
শুভক্ষণ হয় জান যেই মত রীত।।
ভৌমে শনি রাত্রি আস্থে পাইলেক চারি।
রবি রাত্রি এ দুই প্রহরে অষ্ট ঘড়ি।
সোম শুক্র বুধ নিশি প্রহর পশ্চাতে।
বস্থু বস্থু ঘড়ি শুভ আছয় তাহাতে।।
গুরু রাত্রি দ্বাদশ ঘড়ির পরে আট।
এই শুভ হেরি সবে[১] চলিবেক বাট।।
শুভক্ষণে রাত্রদিন যোগের সমএ।
পূর্ব শাস্ত্র মতে হীন নোয়াজিসে গাএ।।

এবে কহি শুন সবে যোগিনীর চাল।
সে বুঝিয়া বহে বাট হয় তার ভাল।
চন্দ্র গ্রহ ষষ্ঠ দশ চতুর্বিংশ দিনে।
যোগিনী নিবাস নিত্য বুঝ অগ্নিকোণে।
নেত্র রুদ্র অষ্টাদশ ত্রয় বিংশ দিনে।

১. পাঠান্তর—১নং পুথি—এই সব হেরি সবে।

চন্দ্রের এথেক দিবেন যোগিনী[১] দক্ষিনে।
যোগ দিগ একবিংশ অহ সপ্তদশে[২]।
যোগিনী নৈঋতে রইসে এথেক দিবসে॥
বেদ সূর্য্য উনবিংশ সপ্তবিংশ জান।
যোগিনী বৈসয় নিত্য পশ্চিমের স্থান॥
বান ত্রয়োদশ বিংশ এথক দিবসে।
যোগিনী আপনে যাই বায়ু বৈঙ বৈসে॥
বসু পঞ্চদশ নেত্র বিংশ ত্রিশ দিনে।
উত্তরেত উত্তরয় যোগিনী আপনে॥
ঋিত চন্দ্র বিংশ অষ্ট বিংশ দিন এথ।
যোগিনী আপনে গিয়া রহে ঈশানেত॥
সমুদ্র ভুবন যোগ বিংশ উনত্রিশে।
যোগিনী চন্দ্রের এথ দিনে পূর্ব্বে বৈসে॥
কহে নোয়াজিসে হীনে যোগিনীর চাল।
যেইদিনে সেই দিগে বুঝি চলে ভাল[৩]॥
পাই হস্তা নক্ষত্র পঞ্চাঙ্গ সিদ্ধি বর।
ডানে সর্প বামে শিবা যুবতী সোন্দর॥
ধেনু বৎস প্রসাবিলে[৪] বৃষ গজ হয়।
পূর্ণ ঘট পুষ্প মালা পতাকা উড়য়॥
দক্ষিণে উজ্জ্বল বর্ণ রজত[৫] কাঞ্চন।
দ্বিজ নৃপ গণকাদি সমুখে শোভন॥
সস্ত মাংস দধি সুধা[৬] সরু ধান্য ঘৃত।
যাত্রাকালে এসব দেখিলে আনন্দিত॥

---

১. পাঠান্তর—'দিবসে, ২নং পুথি।
২. 'বিশে' ২নং পুথি।
৩. পাঠান্তর—১ নং পুথি—যেই দিন সেই দিগ বুঝ সর্ব্বজন।
৪. পাঠান্তর ,, ,, পসব দিল।
৫. ,, ২ নং ,, রথেক।
৬. সুধাও—সুবাতাস।

এসব পাইয়া যাত্রা করিল কুমার।
সমুদ্রে বহিত্রপাল করিল সুসার।।
সুবাও বাহিল সুখে গেল নিজ দেশ।
না কহিল পন্থে যথ বৃত্তান্ত বিশেষ।।
শুভক্ষণে নিজ উদ্যানে হৈল উপস্থিত।
দর্শিলেক মাহামুদা বেশোয়া সহিত।।
বকাঅলি কন্যা রূপ দেখি দুইজনে।
মূর্চ্ছিত হইয়া রহিল সেইক্ষণে।।
তবে বকাঅলি দোহানকে কোলে লৈল।
কহিয়া সঞ্জানী মন্ত্র চৈতন্য করিল।।
নেত্রনাড়ী প্রেমধারি বাক্য রসময়।
কুতী যশ স্বামী বশ অতি সুখময়।।
কথদিন শুভ চিন হরিষ অপার।
নারী সঙ্গে অতিরঙ্গে আছিল কুমার।।
তাহাতে দুঃখের বায়ু লাগিল বহিতে।
আকাশ নক্ষত্র গতি কে পারে কহিতে।।
শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ ধর্ম কলেবর।
দিনে দিনে মহিমা বাড়য় গুরুতর।।
আগে ছিল কানুন সহিতে মহারাজ।
পাছে পাইল ছোলতানি দেওয়ানী গিরি কাজ।
ধন্য ধন্য হইল পুণিতে চট্টগ্রাম।
ধন্য মাতা ধন্য পিতা ধন্য নিজ নাম[১]।।
ধন্য সিন্ধু অগাধ অপার সুধা বহে।
তাহান আরতি হীন নোয়াজিশে কহে।।

---

১ এক নম্বর পুথিতে এই চরণের পরে দুটি অতিরিক্ত চরণ আছে—
নিরঞ্জনের কৃপা হৌক তাহান উপর।
পালন বিহন পতি করুক আদর।।

## ইন্দ্ররাজা বকাঅলিকে অমরাপুরে নাটে নেয়া ও কুমারের নানারূপ অবস্থা

এবে কহি এক মহী অমরা নগর।
আকাশের তলে সেহ ভূমির উপর॥
সে দেশে বসতি যেবা অমরা ভুবনে।
সে সবেরে মৃত্যু না করয় নিরঞ্জনে॥
মহা রূপবন্ত সে অমরা লোকগণ।
তার মাঝে ইন্দ্ররাজা অতি মান্যজন॥
পরী নৃপকুলে তানে মানয় বহুল।
সংসারে না হয় সে অমরা সমতুল।
নিত্য সভা পূর্ণ করি সেই ইন্দ্ররাজ।
গীতনাট বাদ্য বাজা সেই সভা মাঝ॥
মহারূপী কন্যাকুল নাটিকা সদায়।
অপরূপ নাট হেরি সভা মোহ পায়।
ইন্দ্ররাজ আদি সভা হরিষ বিশেষ।
এইমতে সুখে রঙ্গে বঞ্চে সর্বদেশ॥
একরাত্রি ইন্দ্ররাজে পুছিল সভাতে।
সকল নাটিকা আছে আমার সাক্ষাতে॥
পরীনৃপ ফিরোজ শাহার কন্যাবর।
মহা রূপবন্ত বকাঅলি নাম ধর॥
সে কেনে না আইসে এথা নাটের সময়।
কি লাগি বিস্মিত ভাবে কেবা নিবেধয়।
এত শুনি এক পরী উঠি করজোড়ে।
কহিতে লাগিল ইন্দ্র রাজার গোচরে॥
বোলে বকাঅলি কন্যা হৈছে উদাসীন।
মানব সহিতে হৈছে প্রেম পূর্ণ লীন॥

পাণিগ্র হইছে সেই মনুষ্য সঙ্গতি।
সর্কস্থানে দেশ গিয়া করায় বসতি॥
সেইদেশে জয়নুল মুলুক নৃপবর।
তান সুত মহা রূপগুণের সাগর।
তাজুল মুলুক নামে সেই সে কুমার।
বকাঅলি সঙ্গে প্রেম হৈল অতি গাঢ়॥
কন্যা ক্রোড়ে কুমারের আসল সন্ধান।
কমলে ভ্রমর যেন করে মধুপান॥
এথ শুনি ইন্দ্ররাজে মনে ক্রোধ করি।
সমুখে ডাকিয়া আনিলেক কথ পরী॥
বোলে সেই কন্যারে আনহ এইক্ষণে।
এথা নাট করিতে না আইসে কি কারণে।
তা শুনি সুবর্ণ পাঠ লই পরীগণে।
শীঘ্রে চলি গেল সেই কুমার উদ্যানে॥
সেই পাট তখতে রুয়া বলিয় যাহারে।
পরী আরোহণে বলে বিমান তাহারে॥
নিঃশব্দে টঙ্গিতে উঠি সেই পরীগণে।
গোপতে কন্যাকে জাগাইল সেইক্ষণে॥
যথ ইতি বাক্য ইন্দ্ররাজ আজ্ঞামতে।
কুমারে না শুনে হেন কহিল গোপতে॥
কন্যা মনে অনুশোচ হইল গুরুতর।
অতি সনে উঠিলেক বিমান উপর।
আপনা ঈশ্বর সঙ্গে কেনা রাখে শক্তি।
তে কারণে উচিত সনে করিবারে ভক্তি
পরীগণ বিমান লইয়া উড়ি গেল।
অমরা নগরে শীঘ্রে উঠিয়া রাখিল॥
বকাঅলি ইন্দ্ররাজ সমুখেত গিয়া।
করজোড়ে দণ্ডাইল প্রনাম করিয়া॥

ইন্দ্ররাজে কন্যা প্রতি ক্রোধ করি মন।
গর্জিয়া বচন মন্দ[১] কহিল তখন॥
পরীগণ স্থানে[২] কহিলেক ইন্দ্ররাজ।
কুমারীকে শীঘ্র ফেল অগ্নিকুণ্ড মাঝ।
লাগিছে মানব গন্ধ অঙ্গেত তাহার।
অগ্নির দাহনে সেই গন্ধ খণ্ডিবার॥
এথ শুনি পরীগণে বেড়িয়া ধরিল।
সভা হন্তে কুমারীকে বাহির করিল।
হস্তে গলে বান্ধিয়া ফেলিল অগ্নিমাঝ।
সকলে দেখএ সভা আদি ইন্দ্ররাজ।
কিবা শক্তি রাখএ আনলে দহিবার॥
রহিলে পরম বন্ধু ঘটে আপনার॥
ইব্রাহীম নমরুদে যে অগ্নিতে ফেলিল।
সে অগ্নিতে দৈবে পুষ্প উদ্যান হইল॥
এক নাম এক ভাব যাহার সদায়।
শতবার অগ্নি দহে প্রাণ নাহি যায়॥
তাতে এক মর্ম পড়ি জলের উপর।
অগ্নিতে করিল সৃষ্টি শরিয়া ঈশ্বর॥
কথক্ষণে অগ্নি হন্তে তুলিল কুমারী।
পূর্বহন্তে অতি রূপ হৈছে অঙ্গভরি॥[৩]
পুনি সাজাইয়া কন্যা সভাতে আনিল।
রাজ আজ্ঞামতে নাট করিতে লাগিল॥
নীলবর্ণ বিচিত্র জমিন সুবসন।
পরিধান অলঙ্কার কাঞ্চন[১] রতন॥
মুখরূপে বিচিত্র বসনে মূর্তি ধরে
তড়িৎ লহরে যেন আঁখি জোত হরে॥

১. ১ নং পুথিতে 'বাক্য'।
২. ২ নং পুথিতে 'প্রতি'।
৩. পাঠান্তর 'জড়িত' ৩ নং পুথি।

চতুর্শ্যাম অঙ্গ বস্ত্র সুগন্ধে পূর্ণিত।
চক্র পাকে আদি সভা হইল মোহিত ॥
যুগপদ না পরশে ভূমির উপর।
বিদ্যুত সদৃশ চলে শূন্যে করি ভর ॥
চতুর্দিগে সর্বসভা মধ্যে কন্যাবর।
সবে দেখে মুখ যেন প্রদীপ প্রখর[১] ॥
না দেখয় অঙ্গ পৃত চঞ্চল পবন।
খসাই নিলারে চাহে সবারি জীবন ॥
সর্বমনে নিঃস্বরিয়া পতঙ্গ সমান।
প্রদীপে পড়য় যেন ভাঙ্গি নিজ জ্ঞান ॥
মন্ত্রযোগ গ্রন্থিবারে স্থল নাহি আর।
তেকারণে সর্ব সভা মোহিত আকার ॥
রাত্রি শেষে নাট ভঙ্গ হইতে সময়।
জ্ঞান লভি কন্যাকে সকলে প্রশংসয় ॥
তবে কন্যা রাজ আগে প্রণাম করিল।
অধিক হরিষে যাইবারে আজ্ঞা দিল ॥
কন্যা গিয়া বিমানেত বসিল আপনে।
শীঘ্র ঘরে দিল নিয়া ঐ পরীগণে ॥
গোলাবের কুপে যাই স্নান আচারিল।
নাট শ্রমে দুঃখে পতি নিকটে শুতিল।
এই মতে নিদ্রাগতে শয্যাতে আছিল ॥
আদি অন্ত সে বৃত্তান্ত কেহ না জানিল ॥
নিদ্রা হন্তে পূর্বমতে উঠি দুইজন।
যার যে কার্য সেই করিল আপন ॥
আদি অন্তে দুই পক্ষে কর্ম করে সার।
পূর্ব প্রায় দিন যায় হরিষ অপার ॥
সে রাত্রিত নিয়মিত করিয়া ভোজন।
পতি সঙ্গে অতিরঙ্গে করিল শয়ন ॥

১. পাঠান্তর—১ নং পুথি—পগন।

কুমারকে যদি নিদ্রা হৈল ব্যাপিত।
হেনকালে পরীগণ আইল আচম্বিত॥
পূর্বমতে সেই রাত্রি নিল সে নগর[১]।
পুনি ফেলিলেক নিয়া অগ্নির ভিতর॥
তাতহোন্তে তুলিয়া দিল নাট করিবার।
সভা সন্তোষিয়া আইল গৃহে আপনার॥
এইমতে কথরাত্রি গেল সে ভুবন।
যথরাত্রি ততবার অগ্নিতে দাহন॥
নিদ্রায় ব্যাপিত থাকে কুমার সুমতি।
জ্ঞাপন নাছিল এ সকল কন্যা গতি॥
আর একরাত্রি যদি গেল কন্যাবর।
সেইক্ষণে কুমার যে জাগিল শীঘ্রতর॥
শয্যাতে না দেখি গৃহে করিল বিচার।
নিকলি বাহিরে চাহে উদ্যান মাঝার॥
ভাল করি চতুর্দিগে নিকলি চাহিল[২]।
কোনস্থানে কন্যার উদ্দেশ না পাইল॥
পুনী আসি আপনার শয্যাতে শুতিল।
কাহাকে না কহি বাক্য মনেত রাখিল॥
বোলে মোকে অন্য লোকে দিব অপমান।
নিজ নারী স্বামী এড়ি গেল কার স্থান॥
আমা হস্তে কোন মতে দুঃখ পাইল মনে।
কিবা লাগি প্রেম ত্যাগী গেল অজ্ঞাপনে॥
এইরূপে চিন্তাকোপে ভুনিয়া তখনে।
ভাবিতে গুনিতে নিদ্রা আসিল নয়ানে॥
হেনকালে বকাঅলি আইল শীঘ্রগতি।
পূর্বমতে শুতিলেক কুমার সংহতি।

১. পাঠান্তর—১নং পুথি—'সেই ঘর'।
২. ,, ,, ,, 'অনুশোচে চতুর্দিগে ভ্রমিয়া চাহিল'।

প্রভাতে উঠিল দোঁহ অজ্ঞাপন মতে।
প্রেমরসে বাক্য কহে মন হরষিতে ॥
কুমার এসব ভাবে মনে আপনার।
আজি রাত্রি কি করে বুঝিমু মর্মতার ॥
এথ ভাবি সেদিনে হস্তের নখ কাটি।
নিকটে রাখিল এক নিমকের[১] বাটি।
সে রাত্রি কুমারী সঙ্গে কুমার শুতিয়া
অঙ্গেত পাতল বস্ত্র দিলেক ঢাকিয়া ॥
যদি নিদ্রা আইসে অঙ্গনে লবনে চাপয়।
তে কারণে নয়ানেত নিদ্রা না আইসয় ॥
হেনকালে আচম্বিতে আইল পরীগণ।
সাক্ষাতে রাখিল সেই স্থবর্ণ আসন ॥
কুমারী উঠিতে গেল বিমান উপর।
বসন অন্তরে থাকি দেখএ সত্বর[২] ॥
সিরাজল কুতুব কোশা শিরে তুলি দিল।
কন্যার বিমান হেটে মুটেত ধরিল ॥
পরীগণ বিমান বিঠাটে লই যায়।
কম্পয় কুমার অঙ্গ না দেখে উপায় ॥
হেঁটে ভূমি না দেখয় গেল বহুদূর।
উৰ্দ্ধ মুখী সদায় চলয় ব্যোমপুর ॥
না জানি কোথাতে লৈ যায় সেই পাট।
উৰ্দ্ধ দিগে শূন্যে তুলি নাহি পায় বাট ॥
হেন কালে শীঘ্র নিল অমরা নগর।
রাখিলেক ইন্দ্র আদি সবার গোচর ॥
চৌদিগে কুমারে নেহালয় পরীগণ।
মহারূপবন্ত সব হরিষ বদন ॥

---

১. পাঠান্তর—১নং পুথি—লবণের।
২. পাঠান্তর—২ নং পুথি কুমার।

হাস্যরস রাঙ্গরস বাদ্য বাজে নিত।
পঞ্চ শব্দ শুনি স্তব্ধ সুস্বর সুগীত ॥
দোতারা সেতারা কাড়া[১] কাঁস করতাল।
ঝাঞ্জরী মন্দিরা বাঁশী ভৈরব কর্ণাল ॥
আর বহু বাদ্য আসি মৃদঙ্গের সান।
পূর্ণিত হরিস ক্রমে[২] সবে করে পান ॥
চতুর্দিগে তিলিচন্দ্রাত নানা রঙ্গ রীত।
সুবসন শয্যা সব আবলোস মিশ্রিত ॥
উজ্জ্বল যামিনী যেন প্রভাত আকার।
অপরূপ রূপ হেরি বিস্মিত কুমার ॥
তাহাতে কন্যাকে নিয়া অগ্নিতে ফেলিল।
কুমারে ভাবিয়া প্রেমে কান্দিতে লাগিল ॥
বোলে অজানিতে মুই আইলু কি কারণ।
বুঝি সেই লাগি করে অগ্নিতে দাহন ॥
প্রেম চন্দ্র রাহু গ্রাসে গেল হেন জানি।
উদাস অমিয়া বিনে যেন চকোরিণী ॥
শোকভাব সমুদ্রেত কুমার ডুবিল।
হেনকালে অগ্নি হত্তে কন্যাকে তুলিল ॥
পুনর্বার জীবরূপ পাইল প্রসাদ।
তা দেখিয়া কুমারের খাণ্ডল বিষাদ ॥
সুবিচিত্র বসন নানান অলঙ্কার।
পরিধান করি আইল সভার মাঝার ॥
রাজ আজ্ঞা মতে নাট করিতে লাগিল।
নাচিতে নাচিতে কন্যা চক্র পাক দিল ॥
বস্ত্র অলঙ্কার রূপ নেত্র সুপ্রকার।
বিচিত্র চটকে যেন বিজুলী সঞ্চার ॥
সভাসন হরি গেল নাটের উপর।
কাকে কেহ না চিনয় দেখিলে গোচর ॥

১. বাদ্যযন্ত্র ঢক্কা। ২. পাঠান্তর ১নং পুথি 'মান'।

হরিষ সাগর ডুবি রহিল সকল।
মোহিত হইল নাট ধ্যানেত বিকল॥
কন্যা সঙ্গে বাজিগরে বাজায় সুরীত।
তা দেখি কুমারে তথা গেল আচম্বিত॥
কাহাতে মৃদঙ্গী এক বৃদ্ধ জীর্ণকায়।
শক্তি হীনে প্রাণপণে মৃদঙ্গ বাজায়॥
পূর্ণমতে দিতে নারে বাজিগর সঙ্গ।
তে কারণে সম্পূর্ণ না হয় নাট[১] রঙ্গ।
তা দেখি কুমারে বলে মৃদঙ্গীর ঠাঁই।
ক্ষেণেক আমাকে দেও মৃদঙ্গ বাজাই॥
অতি বৃদ্ধ হইছে আপনে হীন শক্তি।
এবলি মৃদঙ্গ মাগি লৈল করি ভক্তি॥
বাজাইতে লাগিল সম্পূর্ণ পঞ্চতাল।
নাচিতে কুমারী অঙ্গলহরী বিশাল॥
সম্পূর্ণ করিল নাট শূন্যে করি ভর।
উড়এ পতাকা যেন বিদ্যুৎ লহর॥
পূর্বহস্তে নাট স্বাদ হইল পূরণ।
তা দেখিয়া ইন্দ্ররাজ হরষিত মন॥
নিজ গিম[২] হস্তে মনি মানিক্যের হার।
কন্যাকে প্রসাদ দিল সভার মাঝার॥
কন্যায় সে হার দিল মৃদঙ্গীর স্থানে।
কুমারকে মৃদঙ্গীয়ে দিলেক তখনে॥
কন্যাভাবে মৃদঙ্গীর ঘাতে নাট বাড়ে।
অবশ্য উচিত হয় দিবারে তাহারে॥
মৃদঙ্গী ভাবিল হেন না হয় উচিত।
যার ঘাতে সর্ব সভা হইল মোহিত॥

১. পাঠান্তর—২নং পুথি 'পাট'।
২. পাঠান্তর ২নং পুথি গ্রীবা।

অবশ্য দিবারে তারে উচিত যে হার[১] ।
অন্তে অন্তে ভাবিলেক মনে আপনার ॥
সে হার কুমারে বান্ধি লইল তখন ।
এ বৃত্তান্ত সভা মধ্যে না হইল জ্ঞাপন ॥
নাটভঙ্গে কন্যায় রাজারে প্রণমিল ।
বিদায় হইয়া নিজ গৃহে চলি গেল ॥
পূর্বমতে বিমান চড়াই পরীগণ ।
শীঘ্রে আনি উদ্যানেত দিলেক তখন ॥
অজানিতে কুমার আইল কন্যাসঙ্গে ।
নিজ গৃহে শুতিলেক আপনা পালঙ্কে ॥
কন্যা যাই গোলাবের কুপে আস্নানিয়া ।
রহিলেক কুমারের নিকট শুতিয়া ॥
নিদ্রা হন্তে পূর্বমতে দোহান উঠিয়া ॥
কহে বাক্য প্রেম লক্ষ্যে হাসিয়া হাসিয়া ।
কন্যাকে কুমারে বলে অপরূপ বাণী ।
সংসারেত হেনমত বিস্মিত না জানি ॥
আজু রাত্রি এক স্বপ্ন অপূর্ব দেখিলুঁ ।
মর্ত্তো থাকি যেন স্বর্গ হন্তে লাগ পাইলুঁ ॥
কন্যা বলে আত্ম ভাল শত্রু হোক মন্দ ।
কি মহিমা পাইলা স্বপ্নে কহ ভালমন্দ ॥
কুমারে বোলয় স্বপ্ন ভাঙ্গিতে না পারি ।
আপনি ন চাহিবা কভু সে স্বপ্ন বিচারি ॥
কন্যা বোলে কি দেখিছ কহ শুনি সার ।
সংসারেত হইবেক অপূর্ব বিচার ॥
কুমারে বোলয় শুতি ছিলুঁ তোমা সঙ্গে ।
পাট এক লই আইল কথ পরী রঙ্গে ॥

---

১. পাঠান্তর ২নং----অবশ্য উচিত তাকে দিবারে সে হার ।

শীঘ্রে তুমি হইলা সে পাটে আরোহণ।
অপরূপ ভাবিলুঁ আপনা মনে মন ॥
পাট খুঁটে কর্কশে ধরিলুঁ শীঘ্রে গিয়া।
শূন্যে উড়ি গেল পরী দোহান লইয়া ॥
এথ কহি রহিলেক না কহিল আর।
কন্যাভাবে কিবা ভেদ পাইছে এহার ॥
সে লাগিয়া সেই বাক্য না চাহে কহিতে।
ভেদ ভঙ্গ হৈব বলি আছয় ভাবিতে ॥
সব স্বপ্ন শুনিতে মনেত শ্রদ্ধা করি।
বহু বিবা দিল কুমারের হস্ত ধরি ॥
কুমারে বোলয় কিবা সত্য স্বপ্ন বাণী।
সংসারে স্বপ্নের শির পদ নাহি জানি।
এ বলিয়া কহিলেক স্বপ্নে বৃত্তান্ত।
সকল শুনিল কন্যা যত আদি অন্ত ॥
কন্যা বলে আপনে গেছিলা বুঝি তথা।
সব সত্য দেখি এই অপরূপ কথা ॥
কুমারে বোলয় মিথ্যা স্বপ্নের বচন।
আমি কেনে যাই সেই অমরা ভুবন ॥
কন্যা বলে বুঝিলাম এহার প্রকার।
না গেলে কেমতে পাইলা মানিক্যের হার।
তা শুনি কুমারে হাসি বোলে সত্য বাণী।
নিশি নির্বহিল যথ সব আমি জানি ॥
তা দেখি কন্যায় ভাবে মনে আপনার।
বোলে মোর দুঃখ সিন্ধু হৈল অপার[1] ॥
কহিতে লাগিল বহু কুমারের স্থানে।
তুমি মহা দুষ্ট কর্ম কৈলা কি কারণে ॥
আপনা পদেত আপে কেনে কৈলা ঘাত।
মহা দুঃখ কুপ খুন্দি পড়িলা তাহাত ॥

১. পাঠান্তর ২নং পুথি—বুলে আমার দুঃখ হইল অপার।

অপদোষী করি     আমা বুঝি বিনাশিবা।
আপনা গমনে কভু হিতে না পাইবা॥
তোমার প্রেমের দীপ অধিক উজ্জ্বল।
পতঙ্গ সদৃশ দহ বদন সকল॥
মিলন পুষ্পের হেতু অগ্নি কাটাকুটি।
সর্বাঙ্গে হইলা নষ্ট সেই স্থানে উঠি॥
হেন শুদ্ধ সভা মধ্যে কে পারে যাইতে।
কিবা শক্তি মনুষ্যের সে সভা দর্শিতে॥
কোথাতে দেখিছ তুমি সে সকল গণ।
সঙ্গে গেলে নিঃশব্দে হইব দরশন॥
তোমা লাগি দুঃখের সমুদ্রে ঝাঁপ দিমু।
যে হোক সে হোক তথা রাজ দর্শাইমু॥
এ বলি রহিল দিবা যদি নিশি হৈল।
পূর্বমতে পরীগণে বিমান আনিল॥
দোহান উঠিল গিয়া তাহার উপর।
শীঘ্রে উড়াইয়া নিল অমরা নগর॥
রাজ আগে গিয়া কৈন্যা প্রণাম করিলা।
পূর্বমতে অগ্নিমধ্যে কন্যাকে ফেলিলা॥
তথা হন্তে উঠি কন্যা যাই রাজ পাশ।
গোপ্ত মর্ম কৈল বাক্য প্রদীপ প্রকাশ॥
মোর সঙ্গে সুমৃদঙ্গ আছে এক জন।
হস্ত শুদ্ধ স্বর সপ্ত বাজিতে বাজন॥
যদি আজ্ঞা হয় সে মৃদঙ্গ বাজাইতে।
নাটরঙ্গ সভামধ্যে উজ্জ্বল হইতে॥
এথশুনি ইন্দ্ররাজে দিল অনুমতি।
কুমারে মৃদঙ্গ লৈতে কন্যার সঙ্গতি॥
দোহানের নাটে রঙ্গ হইল পূর্ণিত।
হেন রঙ্গে সুশব্দে সবার হরে চিত॥

সে রাত্রি দোহানে কৈলা সহরিসে নাট।
রাজ আদি সর্ব সভা হইল উচাট ॥
ক্ষেণে জ্ঞান লভে ক্ষেণে মোহিত আকার।
প্রদীপ পতঙ্গ যেন জীবন সবার।
জ্ঞান লভি সহরিষে বোলয় রাজন ॥
আজু কন্যা যে মাগয় দিমু এইক্ষণ।
এথশুনি কন্যা রাজে প্রণাম করিল ॥
মনের মানস মতে সে বাক্য কহিল ॥
রাজ দ্বারে মাগিএ মুনাফী শুদ্ধ কর।
তাহোন্তে সংসারে বস্তু না দেখি দোসর ॥
তাকে মোকে দেও তোমা সেবা করিবার।
আর কিছু না মাগিব দ্বারেত তোমার ॥
এথ শুনি ইন্দ্ররাজে চমকি উঠিল ॥
আজ্ঞা দিয়া পরীরে কুমার আনাইল ॥
মানব দেখিয়া কহে ক্রোধ করি মন।
আয় দুষ্ট হেন কর্ম কৈলি কি কারণ ॥
সংসারে ইসম স্বল্প মনুষ্য আদেখ।
কি শক্তি দেখিলি আসি অমরা আশেক ॥
আমার সেবার দাসী চাহসি নিবার।
তোর সম দুষ্ট নাহি সংসার মাঝার ॥
বিনি দুকে হরিষে নিবারে যেন চাও।
সেই ফলে মহারঙ্গে অতি দুঃখ পাও ॥
এ বলিয়া আজ্ঞা দিল পরী সব স্থানে।
বোলে তাকে ধরি ভ্রমাইয়া ফেল বনে ॥
এথ শুনি কুমারকে ধরি ভ্রমাইল।
পরীগণে মোহারণ্যে দূরেত ফেলিল ॥
তবে রাজে কুমারীকে গর্জিয়া বোলয়।
আগে আজ্ঞা করিয়াছি পাইবা নিশ্চয় ॥

তবে কি আমার দ্বারে নাহিক নিস্তার।
অর্দ্ধ অঙ্গ শিলা হৈবা জগত মাঝার।।
সিংহল দ্বীপেত রাজা চন্দ্রসেন নাম।
তাহাতে মঠের গৃহে কর গিয়া ঠাম।।
দ্বাদশ বৎসর শিলা হইয়া থাকিবা।
জন্মান্তরে কুমার হরিষে তবে পাইবা।।
এবলি সিংহল দ্বীপে কন্যাকে ফেলিল।
অর্দ্ধ অঙ্গ শিলা হই মঠেত রহিল।
শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ মহা নৃপবর।
অতিদানে ধর্মবন্ত সংসার ভিতর।।
ধন বৃষ্টি দুঃখিতেরে করয় সদায়।
তাহান আরতি হীন নোয়াজিসে গায়।।

---

# মঠগৃহে কুমারীর বিলাপ

## রাগ দীর্ঘ ছন্দ

কুমারী বিলাপ করে, নিত্য প্রভু নাম স্মরে,
বোলো মোরে কর পরিত্রাণ।
কি দোষ করিছি আমি, কেন ক্রুদ্ধ হৈলা তুমি,
দুঃখের সমুদ্রে দিলা স্থান ॥
তুমি প্রভু করতার, স্রজিয়াছ এ সংসার
প্রেম সপ্ত সিন্ধু অবিরত।
এক বিন্দু প্রেম দিয়া, লৈতে পার নিস্তারিয়া,
আয়ু মৃত্যু তোমা হস্তগত ॥
এহেন তোমার রঙ্গ, অর্দ্ধ শিলা অর্দ্ধ অঙ্গ,
চলন ভোজন কোনমতে।
তুমি কৃপাময় সিন্ধু, যদি কৃপা দেও বিন্দু,
সুখ অন্ত নাহিক জগতে ॥
এহেন আকাশ গতি, ক্ষেণে তমঃ ক্ষেনে জ্যোতি,
ক্ষেনে দুঃখ ক্ষেনে সুখালয়।
ক্ষেনেক নিদাঘ কাল, ক্ষেনেক বসন্ত ভাল,
ক্ষেনে পুষ্প বিকাশি মরয় ॥
ক্ষেনে হরষিত লোক, ক্ষেনে দুঃখ করে ভোগ,
ক্ষেনে শুভে কুগ্রহ প্রবেশ।
ক্ষেনে বাল্য যুবা যুতী, ক্ষেনে বৃদ্ধ জীর্ণ অতি,
কাল গ্রাঁসি মৃত্যু অবশেষ ॥
বৎসরেত ঋত ঋত ক্ষেনে উষ্ণ ক্ষেনে শীত,
ক্ষেনে রসা রসে সপূরণ।
শ্রাবনাদি দক্ষিনালি, মাঘ আদি উত্তরালি,
মহিমাদি না যায় বুঝন ॥

যথেক পাদপ কূলে, ক্ষেনে কথ ফল ফুলে,
ক্ষেনে হয় পল্লব বিলাস।
ভবে যথ জীব ধরে, সকলে মানস করে,
পুরাইলা সকলের আশ॥
কিঞ্চিত আমারে চাহ, ফিরাও বসন্ত বাও,
নিদাঘ খণ্ডাও মোর হস্তে।
অর্দ্ধ শিলা মোর অঙ্গ, এই বিঘ্ন কর ভঙ্গ,
প্রচারহ মহিমা জগতে॥
বুঝ বুদ্ধিমন্ত গণে, কৃপাময় নিরঞ্জনে,
লোক প্রতি সদৃষ্টে হয়য়।
যেই যে মানস করে সিদ্ধি আশা মনে করে
অবশ্য বঞ্চিত সে পূরয়॥
শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ, ধার্মিক সু-কুল-জাত,
মহালোক প্রশংসা পূর্ণিত।
তাহান আরতি শুনি, হীন নোয়াজিসে গুনি
বকাওলি পুস্তক রচিত॥

## কুমারের বিবরণ

এবে কহি কুমার ফেলিল যেনমতে,
মহারণ্যে পড়িলেক ইন্দ্রসভা হস্তে।
সেই হৃদে লাগিলেক বিচ্ছেদ অনল।
আচম্বিত কতাপিত শরীর সকল॥
কুম্ভকার চক্র যেন ভ্রমাই শূন্য পথে।
ধীরে ধীরে পাকে পাকে পড়িল ভূমিতে॥
মনুষ্যের গতাগত নাহি সেই স্থান।
তিনদিন কুমার আছিল মূর্চ্ছামান॥
তার পাছে আঁখি মেলি চাহে চারিপাশ।
ঘোরারণ্য দেখি মন হইল উদাস॥

যেইস্থানে মিত্র বৈসে কাটা সেই স্থান।
যথবাস্তু ছিল তথা ব্যাঘ্র শব্দ জান ॥
স্বর্ণ পাট বিনে হইল মাটি শিলা[১] পাট।
স্বপ্ন যেন দেখিল নির্ণয় নাহি বাট।
জন্তু সবে শব্দ করে অরণ্য মাঝারে।
মনদুক্ষে নিজবস্ত্র ফাড়এ কুমারে।
চঞ্চল চরিতে যায় বনে নানাস্থান।
আপে আপে কহে বাক্য মজনু সমান ॥
যে জন্তু সমুখে পড়ে জিজ্ঞাসয় বাণী।
বোলে বকাঅলি কন্যা তুমি দেখিছনি।
মস্তকেত মাটি চক্ষে জলে সপুরণ।
হৃদেত বিচ্ছেদানল অধিক দাহন ॥
বিচ্ছেদ আনল দুঃখ কত সহে প্রাণে।
উপবাস পশুকুল ভয় বিচ্ছু বনে ॥

ধুয়া ঃ
কি দোষ পাইয়া মোরে বঞ্চিল বিধাতা।
মহারণ্যে পরিলুঁ যাইমু এবে কোথা ॥
ছাড়িয়া সুবর্ণ পাট ফিরেঁ। বনে বনে।
পূর্ণিত বাঞ্ছিত হরি নিল কোন জনে ॥
কিবা খণ্ড মানসে খণ্ডিল পূর্ব সুখ।
সকল হারাই বনে পাই এত দুখ ॥
কি লাগি মোহর কর্মে বিধি হৈল বাম।
অথান্তর হইলুঁ পুরিয়া মনস্কাম।
ভাগ্যোদয় হই কেনে অভাগ্যে হইল।
মহাসুখী করি কেনে ফেলিল সঙ্কটে ॥
আকাশ চরিত্র হেন সুখে দুক্ষ চিন।
প্রভু আজ্ঞা[২] হইলে ফিরয় শুভদিন ॥

১. পাঠান্তর — ১ নং — পুথি 'শিলা'।
২. পাঠান্তর — ২ নং পুথি 'কৃপা'।

শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ মহা নরপতি।
হীন নোয়াজিসে কহে তাহান আরতি ॥
এই মতে বন মধ্যে মহা দুঃখ পায়।
নির্ণয় নাহিক কোথা হস্তে কোথা যায়।
অস্থানেত অনিদ্রা বিচ্ছেদ ক্ষুধাতুর।
চলন সংশয় সে বিরূপ কলেবর ॥
হেনকালে বনেত পুষ্কর্ণি এক পাইল।
শ্বেত শিলা সেই তীর বন্ধন দেখিল ॥
চতুর্দিক বৃক্ষকুল অতি সুললিত।
তাহাতে শীতল বায়ু বহে প্রতি নিত ॥
দেখিতে হরিষ মন পুষ্কর্ণির জল।
তাহে স্নান করি অঙ্গ হইল নির্মল ॥
বৃক্ষতলে কুমার বসিয়া দুঃখে ঝুরে।
আঁখিতে আইল নিদ্রা মলয়া সমীরে ॥
হেনকালে তথাতে আইল কথ পরী।
চিকুর দিলেক রৌদ্রে জলে স্নান করি ॥
অকস্মাতে পরী এক দেখিল কুমার।
বোলএ মৃদঙ্গী বকাঅলি সে কন্যার ॥
ইন্দ্রপুরে পূর্বে দেখিয়াছে পরীগণে।
তে-কারণে চিনিলেক দেখিয়া নয়ানে ॥
যদি-সে কন্যার নাম শুনিল কুমারে।
আঁখি মেলি চাহিলেক পরী সভানেরে ॥
বোলে সেই কন্যা তুমি সবে নি দেখিছ।
সত্য কহ এইস্থানে কি লাগি আসিছ ॥
পরী বোলে আমি সব আসিছি ফিরিতে।
রৌদ্র-জ্বালা হেতু জলে স্নান আচরিতে ॥
বকাঅলি কন্যা আমি সবে না দেখিছি।
তবে কি কোথাতে আছে সকলে শুনিছি ॥

সিংহল দ্বীপের রাজা চন্দ্র সেন নাম।
তাহার মঠের গৃহে করিয়াছে ঠাম।।
নাভি হেঁটে অর্ধ অঙ্গ শিলা অতিশয়।
দিবসে মঠের দ্বার বান্ধিয়া রাখয়।।
প্রহর পশ্চাতে রাত্রি যাবত প্রভাত।
দ্বার মেলি বিপ্রকুলে পূজয় তাহাত।
তবে পরী সব স্থানে কুমারে পুছয়।
কোনদিগে সে দেশের পন্থের নির্ণয়।
তা শুনিয়া পরীগণে লাগিল কহিতে।
মানবের আয়ু হন্তে না পারে যাইতে॥
পন্থ দূর অল্পআয়ু প্রাণী হৈব শেষ।
কিরূপে পাইবা গিয়া বাঞ্ছিত উদ্দেশ॥
তা শুনি কুমারে বহু মিনতি করিল।
পরীগণ হৃদান্তরে প্রেম উপজিল।।
বোলে ধর্ম চাহি আমা লই যাও তথা।
মিত্র বিনে সত্বর প্রাণ যাইব এথা।।
দুঃখিতের পরার্থনে হই প্রেমবশ।
কুমারের দুই হস্ত ধরিল কর্কশ।।
একবারে উড়িলেক বায়ুর উপর।
আঁখির নিমিষে গেল সিঙ্গল শহর।।
ভূমিতে এড়িয়া গেল সেই পরীগণ।
কুমারে দেখএ দেশ প্রকাশি নয়ন।
ইরম সদৃশ গ্রাম দেখিয়া কুমার।
অধিক হরিষ হৈল মনে আপনার।।
কুরূপ নাহিক লোক সব রূপবন্ত
মন্দলোক না দেখএ যথেক ভ্রমন্ত।
ফিরিতে পাইল দেখা বিপ্র কথ জন।।
পুছিলেক তুমি সব কোথাতে যাওন।

হয়নি এদেশে চন্দ্র সেন নৃপবর।
এথাতে কতেক আছে মঠ শিলাঘর॥
বিপ্র বোলে এই দেশে চন্দ্র সেন রাজ।
ধন্য ধন্য নাম গ্রাম সংসারের মাঝ॥
পুর্বআদি মঠ ঘর বহুল আছয়।
তবে কি নবীন এক উত্তরে দিগয়॥
নদী তীরে সেই মঠ অতি শোভাকার।
দিবসেত বন্ধনেত রহে সেই দ্বার॥
মর্মকথা কুমারে শুনিছে পরীস্থান।
বসিল প্রহর রাত্রি মঠ করি জ্ঞান॥
হেনকালে অকস্মাৎ দ্বার প্রকাশিল
বিপ্রকুলে পূজা হেতু মঠ প্রবেশিল।
তার পাছে কুমার প্রবেশি সেইঘর।
গোপনেতে দণ্ডাইল কন্যার গোচর॥
দেখিলেক নাভি হেঁটে শিলা হই আছে।
দীর্ঘ পদে দেলানেতে হেলানে বসিছে॥
যদি কন্যা কুমারকে দেখিল নয়ানে।[১]
বিস্মিতে অঙ্গুলি কাটে আপনা দশনে॥
বোলে এথা কিরূপে আসিলা শীঘ্রগতি।
কেহ নারে আসিবারে আসুর শকতি
বোলে দেখ তোমা হস্তে এথ দুঃখ পাই।
অর্দ্ধ অঙ্গ শিলা দুই আছি এই ঠাঁই॥
তা শুনি কুমারে বোলে পন্থ বিবরণ।
বনহস্তে যেমতে আনিল পরীগণ॥
এইমতে সর্বরাত্রি বাকা আরম্ভিল।
কহিতে কহিতে ইতি প্রভাত হইল॥

---

১. পাঠান্তর—১ নং পুথি—'ভুবনে'।

কন্যা বোলে কুমারকে যাও নিকলিয়া।
দিবসেত মোট ঘার রাখএ বান্ধিয়া॥
যদি রাখে একই বন্ধনে এই ঘর।
তবেতো রহিবা তুমি দ্বাদশ বৎসর॥
বিনু অন্নে কিরূপে রহিব প্রাণ ঘটে।
মানব রহিতে নারে এথেক সংকটে॥
পঞ্চ অঙ্ক শিলা অঙ্গে মোটেত রহিব।
তার পাছে মানবের গৃহে জনমিব॥
তবে সে পাইবা মোরে শুনহ কুমার।
ধৈর্য ধরি রহ গিয়া না করি প্রচার॥
বোলে কিছু খাইবারে আছে নি সম্বল।
নতু লই যাও মোর কর্ণের কুণ্ডল॥
কুমারে বোলয় মোর হস্তে নাই ধন।
যদি দেও কুণ্ডল নিবাম এইক্ষণ।
কন্যায় কুণ্ডল দিল কুমারের হাতে।
কুমার নিকলি আইল সেই সে প্রভাতে॥
বিপ্রকুলে তথাতে পূজএ সর্বদিন।
কন্যাকে জানয় সবে দেবতা প্রবীণ॥
কুমারকে বকাঅলি দেখিল যখন।
আপনা অঙ্গুলী দন্তে কাটিল কারণ॥
বিপ্রকুলে ভাবিলেক দেবতা সাক্ষাত।
ইচ্ছিল সকল পূজা মুখে দিল হাত॥
এ বলিয়া বাদ্য বাজা ভেঁা ভেঁা শব্দ করে।
বোলয় দেবতা বশ্য হইল মোহোরে॥
ক্ষেনে করে দণ্ডবৎ ভূমে দিয়া মুখ।
ক্ষেনে কাঁসে করে শব্দ ক্ষেনে শখ ফুঁক॥
রাজ আদি বিপ্রকুল সব হরষিত।
সর্বরাত্রি পূজা করে কন্যার বিদিত॥

এই-মতে মানুষে পূজএ সর্বদিন।
দেখএ কন্যার মুখ প্রতিমার চিন ॥
তবে গিয়া সেই গ্রামে রহিল কুমার।
একস্থান কৈলা স্থিতি গৃহ আপনার ॥
কন্যার কুণ্ডল রত্ন বিক্রিত করিল।
কতেক হাজার তঙ্কা সে-ধনে পাইল ॥
ধন দিয়া কত জন রাখিল চাকর।
ভক্ষ হেতু দ্রব্য পুঞ্জ কৈল বহুতর ॥
বহুমূল্য বস্ত্র আদি উত্তম সমূল।
ঘৃত আদি দুগ্ধ সুধা পূর্ণিত সকল ॥
খাইতে খাইতে হৈল পুষ্ট কলেবর।
পূর্বরূপে হইল ইচুপ সমস্বর ॥
এইমতে দিবসে বসতি সেই ঘরে।
রাত্রিকালে যায়ন্ত সে মঠের অন্তরে ॥
প্রতি নিশি কন্যা সঙ্গে কহে দুঃখ কথা।
দিবসেত অন্নজল খায় গৃহ যথা ॥
পড়শী সকল আসি কুমারের সঙ্গে।
একস্থানে বৈসে সব সকৌতুক রঙ্গে ॥
সে সব সুহৃদ ফাঁসে বন্দী হৈল মন।
কুমার রসাই মধ্যে খায় সর্বজন ॥
কুমার সঙ্গতী হই যথা তথা যায়।
ভাল ভাল যুক্তি বাক্য সকল জানায় ॥
একদিন ফিরিতে সুহৃদ সব লৈয়া।
কথেক মজনু দেখে যায় পথ দিয়া ॥
কুমারে পুছহ বল কোন এ সকল।
শিরপদ দিগম্বর চরিত্র পাগল ॥
পিন্দিছে গামছা এক করি উর্ধ্ব ধারা।
জল পাত্র গদা হস্তে চলে নাহলারা ॥

তা শুনি কহিলা এবে সেই বিবরণ।
কেহ রাজপুত্র কেহ শাহার নন্দন॥
কেহ সাধু পুত্র কেহ পাত্রের সন্ততি।
কেহ মহালোক সুত ভাগ্যবন্ত অতি॥
এ সকলে আপনা সুখের শয্যা এড়ি[১]।
ভাবের আনলে দহি আছে ফিরি ফিরি॥
প্রভাতে সন্ধ্যাতে আইসে দিনে দুইবার।
করয় ভাবের শব্দ অধিক প্রচার॥
শুন এই রাজকন্যা আছএ রূপসী।
এসকল সেইভাবে হইছে উদাসী॥
সেই রূপবন্ত কন্যা নামে চিত্রাবতী।
কিবা শচী রতি কন্যা হরের পার্বতী॥
সে কন্যার রূপ কহি চরিত।
সংসারেত সেরূপের প্রশংসা পূর্ণিত॥
চিকুর জলধ জিনি সিন্দুর তপন।
কস্তুরী সৌরভ তাহে করিছে মাঞ্জন॥
বেলন পাটের জাদ চিকুরে বান্দিছে।
তাহাতে মুকুতা ছড়া খোঁপায় বেড়িছে॥
ভাল বালা চন্দ্র পরে টিকলী শোভিত।
শ্বেতাশ্বেত রক্তবর্ণ তিলক রঞ্জিত॥
শক্র কাম চাপ লোকে ভ্রূ-যুগ দেখিয়া।
মৃগরাজ বনে গেল লোচন হেরিয়া॥
নাসিকা কীরোষ্ঠ খগপতি চঞ্চুজিত।
অগ্রেতে বিষ্ণুর চক্র নত সুললিত॥
মুখ পূর্ণচন্দ্র যেন সতত প্রকাশ।
শ্রমকালে বিন্দুকুল তারক সম-পাশ॥

---

১.—পাঠান্তর ১ নং পুথি—'ছাড়ি'।

বান্ধুলি পঙ্কজ জিনি যুগল অধর।
দশন ডালিম্ব বীর্য মুক্তা দোসর॥
বচন অমৃত সুধা ঝরিছে সঘন।
শুনিতে মৃতের অঙ্গে সঞ্চারে জীবন॥
চিবুক ছেবলি জিনি অধিক স্বরূপ।
সকলে পরম ভুলি সেই কূপ॥
সিন্ধু সুত জিনি কর্ণ কুণ্ডল রতন।
অলকা ফণীর মুখে মণি সে শোভন॥
গিম কণ্ঠ সিঁথি কুম্ভ জিনিয়া সোন্দর।
তাহে রত্নহার শোভে অতি মনোহর॥
বহুযুগ সুবর্ণের মৃণাল নিন্দিত।
পাখা পানি যেহেন বারিদ বিকশিত॥
করশাখা চম্পক কলিকা যুগবান।
রত্নাঙ্গুরী তাহে দিছে যোক্ত সেই স্থান॥
নবরত্ন কঙ্কন করেত শোভে নিত।
বাহুমধ্যে বাজুবন্ধ অধিক শোভিত॥
স্বর্ণ স্থাল জিনি বক্ষ নির্মল সুচারু।
তাহাতে শোভিছে কুচ যুগল সুমেরু॥
কিবা ছত্রধারী রাজা বসিছে যোগল।
অধ' ভাগে যেন কান্তি উৰ্দ্ধে'তে শ্যামল॥
যে হেন ক্ষিরোদ শিল্য অতি মনোহর।
সংসারে জীবন-রক্ষা পিয় পয়োধর॥
রত্ন ভরি যেন গিরি রাখিছে মদনে।
অলড়িত শ্যাম ছাপ করিয়া যতনে॥
ক্ষীণ মাজা হেরি করী অভি বনান্তরে।
নাভি কুণ্ডে যেন জল ভ্রময় সাগরে॥
লোমাবলী নাগিনী উঠিছে তথা হন্তে।
খগপতি ভয় রহে হর অস্ত্রাঘাতে॥

করি কুম্ভ জিনিয়া নিতম্ব মনোহর।
তাহাতে মদন স্থল রসের সাগর।
মৃগ পদ ক্ষত যেন চম্পা পুষ্পদলে।
মদনে ত্রিকোটা সিন্ধু সঞ্চারে সবলে।
বিধাতার হেন আজ্ঞা সে পদ্মে উৎপতি।
যথেক সংসারী কুলে সে-রসে আরতি।
করি শুণ্ড শ্রীরাম কদলী যুগ উরু।
সুবর্ণে গঠিছে যেন দোহঁ অগ্র সরু॥
পদযুগ পঙ্কজ বিকাশ সমতুল।
চম্পক কলিকা যেন সেদশ অঙ্গুল।
মেহেন্দী সংযোগে নখে যেন চন্দ্র সুর।
তাহাতে নালিকা গোলকে ঘুঙুর নুপুর॥
কটিতে কিঙ্কিনী শোভে বাজএ সঘন।
তে-লহরী মণিমুক্তা তাহাতে শোভন॥
অষ্ট অঙ্গে অলঙ্কার করে শোভাকার।
হস্তিদ্রাদি বস্ত্রকুল পৈরে অনিবার।
এহেন স্বরূপ কন্যা নাহি কোন জন।
কিঞ্চিত সবিতা সঙ্গে হৈব তুলন॥
চিত্রাবতী নামে কন্যা চিত্ত মোহ করে।
অর্কেত করিল দৃষ্টি যেন অক্ষি ধরে॥
পুষ্পোদ্যানে নিত্য ভ্রমে বুলবুল ভ্রমর।
অতি সুখে রস পিয়ে আইসে নিরন্তর।
এসকলে বৃথা ভ্রমে না পাইয়া রস।
হৃদেত প্রেমের শেল লাগিছে কর্কশ॥
এ লাগি এসব শব্দ ভাবের প্রচার।
প্রভাত সন্ধ্যায় আইসে দিনে দুইবার॥
এই স্থানে উদ্যান আছয় মনোহর।
তাহাত বিচিত্র রঙ্গে টঙ্গী বহুতর॥

চৌদিকে খরকা ঠিক নিয়ম প্রকার।
সখী সঙ্গে কন্যার সুভাষ অনিবার।
এক সখী নর্মলা তাম্বুল বিক্র-সুতা।
আর সখী বিচিত্রা-নামে মালিনী দুহিতা ।।
এ তিন পদ্মিনী কন্যা সিংহলের মাঝে।
উদ্যানে বসতি দিছে চন্দ্র সেন রাজে।
মহা রূপবন্ত এই সখী দুইজন।
প্রেমরসে কন্যা সঙ্গে অধিক বন্ধন ।।
এ তিন হরিষে রহে টঙ্গী মাঝার।
আরো বহু সখী আছে সঙ্গে তা-সবার ।।
এথক শুনিল যদি কুমার সুজন।
আইল আপনা গৃহে হরষিত মন ।।
আরো ছিল বহুমূল্য বস্ত্র অঙ্গোপরি।[২]
বহুলোক সুহৃদ সকল সঙ্গে করি ।।
আবলোগ অশ্বের পরে হইয়া সোয়ার।
বহুল তামাসা করি চলিল কুমার ।।
নানারঙ্গে সে-সকলে শব্দ করি অতি।
নানাভাতি মতে চলে কুমার সঙ্গতি ।।
উদ্যান সমুখ পথে চলিল কুমার।
চৌদিকে দেশের লোকে আইসে দেখিবার ।।
চিক উঠাইয়া কন্যা বসিছে টঙ্গীত।
কুমার চলিছে[৩] পথে দেখিল বিদিত ।।
কুমারেও সেই দিকে চাহিল তখন।
চারি চক্ষে মুখামুখি হৈল দরশন ।।

১. পাঠান্তর—১নং পুথি—চিলা।
২. ,, ,, ,, আর ছিল বহুমূল্য বস্ত্র অঙ্গ পরি।
৩. পাঠান্তর—২নং পুথি—'চলিল'।
,, ,, পড়ে।

চিত্রাবতী কন্যা চিত্ত করে ধড়ফড়।
কুমারের রূপ-শরে বিন্ধিল অন্তর॥
মূর্চ্ছিত হই কন্যা পড়িল ভূমিত।
সখীসবে বোলএ কি হৈল আচম্বিত।
দুই সখি কন্যা লই কোলের উপর।
মন্ত্র ফুঁকে২ দেব দৃষ্টি বুঝি মনান্তর॥
শিরমুখে বুকে করে গোলাব বৃষ্টি।
কথক্ষণে চিত্রাবতী ছাড়িল মোহিত॥
সখিগণে পুছিতে লাগিল কন্যাস্থান।
কি দেখিয়া আপনে হইলা মুর্চ্ছামান॥
ভাঙ্গিয়া না কহে কন্যা সেই গত বাণী।
বুঝিলেক কহিলে আপনা মান হানি।
কন্যায় ঝরকা পন্থে দৃষ্টি করিছিল।
লক্ষামাত্র দৃষ্টিমর্ম মনেত ভাবিল॥
দৃষ্টিলক্ষ্যে কি হইল ঝরকার পন্থে।
এ বলিয়া উঠি চাহে সেই দৃষ্টিগতে।
দেখিল কুমার রূপ সোমর্ক সমান।
প্রথমে দেখিয়া সখী হারাইল জ্ঞান॥
ধৈর্য ধরি মন স্থিরে সজ্ঞান লভেন্ত।
বুঝিলেক এইরূপে কন্যার মোহিত॥
তবে নমলায় কহে কন্যার গোচর।
কেনে মনে চিন্তা কর আর কন্যাবর॥
তোর বিন্দু অসুখ যে হইলে শরীরে।
মোর সিন্ধু অসুখ জানিয়ো কলেবর।
তোর পিতা সব হস্তে রাজ রাজেশ্বর॥
ন্যায় অন্যায় বুঝ আজ্ঞা তোমার উপর।
নিজ ইচ্ছায় স্বামী বরিবারে আজ্ঞাদিছে।
রাজ ও কর্ত্তব্য যথ তোমাতে সঁপিছে।

সেইরূপ শুদ্ধমূর্তি লইতে আইলা।
তুমি সে মুকুতা কোন সমুদ্রে আছিলা।
কি শক্তি করিতে চাহ এথা শত্রু জাল।
চন্দ্র সেন মহারাজা যেন যমকাল॥
এথ শুনি কুমারে লাগিল কহিবার।
বুঝিলেক এই দূতী নিয়োজন কার॥
বলিল ঘটক পানা কর সেই সনে।
আনলে না দেও তুলা ভাবি নিজ জ্ঞানে॥
এথাকার উদাসীন কহ সে সবারে।
উচিত যাহাতে রচে কহিব তাহারে॥
জান মোর জন্মভূমি সর্ব্ব শুচিস্থান।
নাম মোর জান শাহা-কুল শির ত্রাণ॥
তবে কি বিদেশী আমি উদাসীন প্রায়।
যে দিশা আহার পক্ষী কভু নাহি যায়॥
তোমাকে সম্বোধি পাঠাইছে যেই জন।
কহ গিয়া এই কর্মে না বান্দিতে মন॥
যে জনে তোমাকে চাহে তাকে কর সার।
লালনি সে-সব সঙ্গে উচিত তোমার।
এথ শুনি সাজানি বুঝিল ভাবি মনে।
তাহার বসতি নিশ্চয় দেশ সর্ব্বস্থানে॥
তাজুল মুলুক নাম বুঝিল তাহার।
প্রেমের উদাসী হই ফিরে অনিবার॥
বুঝি শাহা সুত মনে অগ্ন প্রেমালয়।
তে-কারণে এই বাক্য মনে না লঙ্ময়॥
এথ ভাবি কন্যা পাশে গেল অকস্মাত।
আত্মপর সব বাক্য কহিল সাক্ষাত।

১০ পাঠান্তর ৯ নং পুথি—বলিল ঘটক-পানা দেও সেই-স্থান।
আনলে না দেও তুলা ভাবি সেই জ্ঞান॥

ওথাতে কুমার গেল আপনার ঘর।
নানাবর্ণ বস্ত্র পরি আইসে নিরান্তর।।
একদিনে একবর্ণ বস্ত্র দিয়া গায়।
সুহৃদ সকল লই সে পথে যায়।।
আবলোক অশ্বেত চড়ি করিল গমন।
তপক লইয়া যেন চলয় তপন।।
চন্দ্র যেন কন্যা কলা খসে দিনে দিন।
প্রেমভাবে অনুশোচে রূপ হয় হীন।
এমতে গোপতে বাক্য কথ দিন ছিল।
তবে মা-বাপের কর্ণে প্রচার হইল।।
শুনি রাজা চন্দ্র সেনে ভাবে মনে মন।
বোলে মোর কন্যা মহা ধৈর্যের ভাজন।
যদি মন বিচলিত হইছে কন্যার।
সে-কুমার রূপ জাত করিমু বিচার।।
এ বলি ঘটক এক আনিল ডাকিয়া।
লইতে কুমার মর্ম সমুখেত গিয়া।।
আজ্ঞা পাই ঘটক চলি গেল তথা।
বচন রচণ কহি পুছিল বারতা।।
কুমারে আপনা জাতি দিলেক বিচার।
কহিলেক সর্বস্থান শাহার-কুমার।।
ফিরিতে ফিরিতে আসিয়াছি রাজ্য গতে।
অন্য বাট আছে হেতু রহিছি এথাতে।।
ঘটকে বুঝিল এই মহা লোক সুত।
আর দেখে বিচক্ষণ রূপে অদ্ভুত।
শীঘ্র আসি রাজাকে কহিল বিবরণ।
অতি রূপে সর্বস্থান শাহার নন্দন।।
এথ শুনি চন্দ্র সেনে হরিষ হইয়া।
প্রভু-স্থানে বর মাগে শোকর করিয়া।।

তবে কি উল্টা হয় জাতির সমাজ।
মুসলমান শুদ্র সঙ্গে হইবারে কাজ ।।
মন্দ নহে রূপে কুলে শাহার কুমার।
রাজা হন্তে শত গুণ মহিমা শাহার ।।
এথ মনে ভাবি শুনে ঘটক পাঠায়।
সুতার পানিগ্র হেতু করিতে উপায়।
ঘটক যাইয়া কহে কুমারের স্থান।
কন্যার যথেক রূপ করিল বাখান ।।
বোলে এই রাজকন্যা অতি রূপবন্ত।
হইতে তোমার দাসী অধিক একান্ত ।।
দৃষ্টি পরে কন্যাকে রাখিতে পদতল।
তোমা ইচ্ছা গত হইব রাজত্ব সকল ।।
এথেক উদাসী সব দেখ আইসে যায়।
বৈর্যবন্ত কন্যায় কাহাকে নাহি চাহে ।।
তুমি হেন রূপবন্ত পাই কুল জাত।
তে-কারণে কন্যা মন মজিল তোমাতে।
তোমার প্রশংসা শুনি হরিষ রাজন।
নিজ সুতা সঁপিতে হইল ইচ্ছা মন।
এই মতে প্রজাকুলে কহিল বহুল।
তথাপি কুমারে বাক্য ন করে কবুল ।।
বহুল প্রকারে কহে কুমার না ভোলে।
মন না বৈসয় ঘটকের বাক্য জালে ।।
কুমারে বোলয় বহু নৃপতির স্থান।
ছালাম জানাও মোর তান বিদ্যমান ।।
কহ গিয়া এড়িয়াছে শাহী বসন।
উদাসী ফকির বস্ত্র লইছি এখন।
রাজ্য পাট এড়িয়া বিদেশে কল্যম গতি।
দেশে দেশে ফিরিয়াছি উদাসীন মতি ।।

সঙ্গী কেহ নাহি মোর একেশ্বর প্রাণ।
পদবন্দী করিতে উচিতে নহে তান ।।
সেই বাক্য আমা প্রতি জানিবা এখন।
জলেত লক্তিক দিলে[১] রহে কতক্ষণ ।।
ভিন্ন দেশী সঙ্গে কর্ম জানিয়ো অসার।
অভিনষ্ট হইবেক কার্যেত তোমার ।।
এসব ঘটকে যাই রাজাকে কহিল।
শুনিতে শুনিতে রাজা বিস্মিত হইল ।।
বুঝিলেক কঠিনতা কুমার হৃদয়।
আকুল হইয়া রাজা মনেতে ভাবয় ।।
তবে রাজা চিকিৎসীতে পাত্রকে বোলয়।
যেরূপে কুমার কন্যা করে পরিণয় ।।
পাত্রে বলে অন্ন জান সে-সব কথন।
ছল ফান্দে ভিন্ন দেশী হইব বান্ধন ।।
এ-হেন স্বরূপ কন্যা যে জনে হেরিব।
অবশ্য রূপের ফাঁদে মন বন্দী হৈব ।।
কপট করিলে শীঘ্রে কার্য সিদ্ধি হয়।
পশ্চাতের ভালমন্দ না বুঝি নির্ণয় ।।
আদমকে কপটে গন্দুম খাওয়াইল।
সেই লক্ষ্যে স্বর্গ হস্তে মর্ত্যে নামাইল ।।
তান বংশ পুনীত হইল ত্রিভুবনে।
প্রভুর মহিমা হেন বুঝিবেক কোনে ।।
দেখি কোন ছল পন্থে হইব সুসার।
ফাঁসেতে বাজিব পক্ষী দেখিলে আহার ।।
এইমতে ছলপন্থ তল্লাসি রহিল।
অনুশোচ সকলের মনেত জন্মিল ।।

১. —'আলতা' অর্থে।

কথদিন কুমার আহার হৈল হীন।
কোথা যাই ধন পাই ভাবে রাত্র দিন।
ক্ষেণে ভাবে ধন মাগি বকাঅলি আগে।
ক্ষেণে ভাবে কি মুখে মাগিমু লজ্জা লাগে ।।
প্রথমে দিয়াছে মোকে বহুমূল্য ধন।
সেই ধনে প্রাণ রক্ষা কত কত জন ।।
ফিরি কেনে মাগিমু কন্যার পাশে যাই।
কি জানি কি মন্দ ভাল মনে দুঃখ পাই ।।
এথেক ভাবিতে মন হইল স্মরণ।
অঙ্গ ফাড়ি সর্প মনি রাখিছে তখন ।।
সেই মনি সেই ক্ষণে অঙ্গ ফাড়ি লইল।
ঘায়েতে ঔষধ দিয়া শীঘ্রে শুকাইল ।।
মনি লই চলি গেল জওহারী স্থানে।
বোলে মহা এক কার্য তোমা বিদ্যমানে।
আনিছি মানিক্য এক বিক্রীর কারণ।
বুঝি দেও তাহার উচিত মূল্য ধন ।।
এ বলিয়া সেই বস্তু নিকলিয়া দিল।
দিবসে প্রদীপ যেন উজ্জ্বল হইল ।।
জওহারী দেখিয়া মনি হইল বিস্মিত।
হেন বস্তু রাজ গৃহে নাহি কদাচিত ।।
বিদেশী হইয়া হেন বস্তু কোথা পাইল।
কিবা কার গৃহচুরি করিয়া আনিল।
এথভাবি জওহারী মানিক্য রাখিয়া।
কুমারকে পাঠাইল অল্প ধন দিয়া।
বলিলেক অল্পে অল্পে নেও সর্বধন।
একেশ্বর গৃহেতে একত্র কি কারণ ।।
তবে মনি জওহারী লই গেল পাত্র স্থানে।
সকল কহিল বাক্য পাত্র বিদ্যমানে ।।

মানিক্য দেখিয়া পাত্র হইল বিস্মিত।
পূর্ব কথা মনে ভাবি হৈল আনন্দিত ॥
বোলে এই ছলে ফান্দে পক্ষী বাজাইমু।
যেই ইচ্ছা হস্তে ধরি তেমত করিমু ॥
এ বলিয়া দূত পাঠাইল সেই স্থান।
কুমারকে আনি দিল পাত্র বিদ্যমান ॥
তবে পাত্রে কুমারকে লাগিল গর্জিতে।
হীন হই হেন বস্ত পাইলি কোথাতে ॥
বুঝি কার গৃহ চুরি করিয়া আনিছ।
জওহারী স্থানে তুমি বিক্রীত করিছ ॥
এ বলিয়া কারাগারে নিলেক কুমার।
হস্ত পদেতে গলে দিলেক নিগাঢ় ॥
রাজস্থানে পাত্র গিয়া কহিল বচন।
এ সব শুনিয়া হৈল হরিষ রাজন ॥
কুমার বন্ধনে পড়ি শোচন করয়।
রচিয়া পুস্তক হীন নোয়াজিসে কয়।
আয় প্রভু কে বুঝিব মহিমা তোমার।
অপরাধ বিনে মুই পৈলুঁ কারাগার ॥

—ধুয়া—

না করিছি কার পাপ নিজ হর্স্ত পদে।
কি লাগি বেড়িল মোরে এথেক আপদে ॥
রাজ্য পাট এড়াই করিছ দূরান্তর।
ডানে বামে নাহি বন্ধু আছি একেশ্বর ॥
জলে স্থলে কথেক আপদ খণ্ডাইছ।
অল্প বয়সে কত দুঃখ সুখ দিছ ॥
অবশেষে মহাদুঃখ দিয়াছ আমারে।
বিনি দোষে আচম্বিতে পৈলাম কারাগারে ॥

দোষ কৈলে নরক লাভ কহিছ আপন।
বিনুদোষে কারা নরক এহা কি বুঝন।।
বিদূষিত পাপ নরক মহা দুঃখ পায়।
তোমার মহিমা কিছু বুঝন না যায়।।
পুণ্য দিয়া স্বর্গে নিতে পারহ আপনে।
দুঃখ সুখ কর্ম বাটা নক্ষত্র কারণে।।
ধন্য ধন্য শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ রায়।
তাহান আরতি হীন নোয়াজীসে গায়।।
এইমতে নিবেদয় প্রভুর গোচর।
নিত্য শির আছাড়য় দেয়াল উপর।
বন্ধনের ঘায়ে দুঃখ অঙ্গেত না লাগে।
অতি দুঃখে যাইতে নারে বকাঅলি আগে।
এসব কহিল গিয়া রাজার সাক্ষাত।
কুমারের মৃত্যু ঘনাইছে নরনাথ।
দেলান উপরে শির নিত্য আছাড়য়।
কি আজ্ঞা করিবা কর রাজা মহাশয়।
এথ শুনি রাজার আপিত হৈল প্রান।
সংশয় মানস বর হইলে নিধন।
তবে রাজা কহিলেক নিজ সুতা স্থান।
বোলে তুমি যাও কুমারের বিদ্যমান।
বহুল প্রকারে সাজি নৈ সখীগণ সঙ্গে।
বহু অলঙ্কার বহুমূল্য বস্ত্র অঙ্গে।।
হেন সাজি কন্যা চলে জগত মোহিত।
জলিখা চলিছে যেন ইছুপ বিদিত।।
নর্মলা চপলা সখী সঙ্গতি করিয়া।
কুমারেত নিবেদন করিলেক গিয়া।।
প্রকাশিয়া মুখচন্দ্র বুক কুচহর।
ফুকাই দেখায় সব কুমার গোচর।।

তথাপি কুমারে কন্যা না চাহে ফিরিয়া।
উপহার দিগেত না চাহে চক্ষু দিয়া।
তবে চিত্রাবতী কহে দুই সখীস্থান।
মনিমুক্তা বহুধন আন বিদ্যমান।।
তবে সখী বহুধন আনিল তখন।
কুমার সাক্ষাতে দিল করি নিবেদন।
তথাপিও কন্যাদিকে কুমারে না চায়।
বকাঅলি স্মরিয়া মনেত দুঃখ পায়।
কেহ কেহ কুমারকে কহে সম্বোধিয়া।
কেনে নষ্ট হও তুমি প্রাণ বিসর্জিয়া।।
কন্যাকে পানিগ্র করি হও পাটেশ্বর।
মুগ্ধ হইলা কেনে বুদ্ধির সাগর।
তা শুনি কুমারে মনে ভাবিল তখন।
কন্যা দৃষ্টি করিলে পাইমু সর্বধন।।
মনে মনে এই মত ভাবিতে আছয়ে
কন্যা অবাঞ্ছিত ভাবে আপনা হৃদয়ে
কুমার চরিত্র দেখি আকুলিত মনে।
বোলে হেন অদৃষ্টে লিখিছে নিরঞ্জনে।।
মহা মহা লোক আইসে আমার কারণ।
কার প্রতি বন্দী না হইল মোর মন।।
সে-সকল উদাসীন হই আইসে যায়।
তথাপি স্বপ্নে মোকে দেখা নাহি পায়।।
রূপবন্ত কুলীন শাহার সুত পাই।
তে-কারণে চিত্ত মজিলেক তান ঠাই।।
আমি হেন রূপবন্ত পাইব কোথায়।
কি লাগি কুমার মোকে চক্ষে নাহি চায়।।
এথ শুনি সখী সঙ্গে করি কন্যাবর।
পুনি নিবেদন করে কন্যার গোচর।।

তোমাকে ইছুপ জানি জোলেখার মতে।
বারে বারে নিবেদিমু তোমার সাক্ষাতে॥
তোমার স্বাতীর বিন্দু পাইতে কারণ।
মুক্তা সদৃশ হই করি নিবেদন॥
তুমি সে প্রদীপ আমি পতঙ্গ সমান।
তোমা পরে বদ[1] রাখি দিমু নিজ প্রাণ॥
কিবা সোমর্কের সঙ্গে প্রেম কৈলু অতি।
কুমুদ পঙ্কজ মতে হৈল মোর গতি॥
এ বলিয়া কন্যা পৈল কুমারের পায়।
বাঞ্ছিত না পুরে হেতু সজ্ঞান হারায়॥
দুই হস্তে কুমারের যুগ পদে ধরি।
মোহিতে রহিল কন্যা ভূমি তলে পড়ি॥
তা দেখিয়া তাজুল মুল্লুক ভাবি মনে।
কিঞ্চিত প্রেমের সিন্ধু লহরে তখনে॥
শির তুলি কন্যা প্রতি কুমারে চাহিল।
হস্তে ধরি প্রেম স্মরি কোলেত লইল॥
যথ দিন না রাখিল প্রেমরস বাক্য।
ততদিন না পাইল পরিত্রাণ লক্ষ্য॥
কুমারে কন্যাকে দৃষ্টি যদি সে করিল।
রাজরানী আদি সব হরিষ হইল॥
কন্যার হরিষ সিন্ধু হইল অপার।
হাস্যরস সখী সঙ্গে হইল অনিবার॥
কাড়া হস্তে কুমার বন্ধন খসাইয়া।
উদ্যান টঙ্গীতে নিল প্রেম আচারিয়া॥
শুদ্ধ জলে কুমার আস্নান করাইল।
গোলাব আতর অঙ্গে রঞ্জিত করিল॥

১. বদ—ফারসী বদ্ (মন্দ, খারাপ, এখানে, দোষ)।

বহুমূল্য সুবসন পরাইয়া অঙ্গে।
স্বর্ণপাটে বৈসে কন্যা কুমারের সঙ্গে ॥
রাজ আজ্ঞা হইলেক পাত্রগণ স্থান।
কুমারের পানিগ্র হইতে শীঘ্র কর মান ॥
বহুল উৎসব করি কন্যা সমর্পিল।
শুভক্ষণে উদ্যানে টঙ্গীতে শয্যা দিল।
সখী আদি সকলে কুমার সেবা করে।
হাস্যরসে বাক্য বশে বঞ্চয় বাসরে ॥
মনে রস কুমারে না করে অধিকার
রস বাক্য মুখেতে নিঃস্বরে অনিবার।
শত্রু পাশে মিত্র বাস করিয়া থাকিব।
মনের অভিষ্ট কিছু ভাঙ্গি না কহিব ॥
চিত্রাবতী সঙ্গে কেলি কুমারে না করি।
দিবস গোঁয়ায় বসি পদ পৃষ্ট হেরি ॥
যামিনী হইলে যাম নিকলি কুমার।
মঠ গৃহে যায় বকাঅলি দর্শিবার ॥
তথা বকাঅলি কন্যা হইছে উদাস।
বোলে কেনে কুমার না আইসে মোর পাশ ॥
বুঝি কোন হেতু হইয়াছে সেইস্থানে।
নহেত দণ্ডেক না রহিত সেইস্থানে ॥
অদর্শনে কতদিন কুমার ছিল বন্দী ঘরে।
তে-কারণে যাইতে নারি মুখ দর্শিবারে ॥
হেনকালে মঠ গৃহে যদি প্রবেশিল।
কিবা অপজ পাপে জামাদিতো দেখা দিল ॥
কুমার কুমারী দোহেঁ হরিষ অপার।
খণ্ডিল বিচ্ছেদ দুঃখ দর্শনে কুমার ॥
নিদাঘ বহিয়া কিবা বসন্ত বিদিত।
বিকাশ হরিষ পুষ্প হইল পূর্ণিত ॥

কন্যাভাবে কোন এক সংকটে আছিল।
তে-কারণে মোর পাশে আসিতে নারিল॥
তথাপি কুমার সঙ্গে উল্টা বচন।
কহিতে লাগিল কন্যা বাক্যের রচন।
বোলে আর কুমার অশুভ আরম্ভিলা।
যথেক সুনাম তুমি জলে ডুবাইলা।
কোথাতে দেখিছ তুমি সংসার মাঝার।
মিত্র রাখে দুঃখ কুণ্ডে সুখ আপনার॥
তা শুনিয়া লজ্জার সমুদ্রে ঝম্প[১] দিয়া।
কহিতে লাগিল আঁখি সলিল ভরিয়া॥
কি লাগিয়া তুমি মোরে কহ হেন বাণী।
তুমি বিনে সংসারেত দোসর নাহি জানি॥
তবে কি দুঃখের বায়ু লাগিলেক অঙ্গে
তে-কারণে দেখা হইল রাজ সুতা[২] সঙ্গে।
হৃদে শত্রুভাব রাখি মুখে প্রেম সার।
কদাপি না হৈছে অঙ্গে মদন বেহার॥
অত্যাদর করি মোরে রাজত্ব সঁপিছে।
সেই প্রেম সমুদ্রে মন না ডুবিছে॥
যেন জামি চলি গেল নেজামির পাশ।
শিক্ষা হইবারে হেতু মনে করি আশ॥
মহা গুনবন্ত সেনে জামি গুনধর।
সুবর্ণ দেলান আদি সুবর্ণের ঘর॥
সুবর্ণে স্তম্ভেত বান্ধিছে হস্তী হয়।
হেন ধনী দেখি জামি মনেত ভাবয়॥
যে সকল ধনবন্ত হরিষ অপার।
প্রভু-ভাব মনেত না রাখে অনিবার॥

[১] পাঠান্তর—২ নং পুথি—'ডুব'
[২] পাঠান্তর—২ নং পুথি—'কন্যা'

কায়ামনে দুঃখিতে কর্কশে নাম।
সেই লাগি অচিরে পুরএ মনস্কাম॥
এথ ভাবি ফিরি জামি গেল নিজ ঘর।
সে-রাত্রি অপূর্ব স্বপ্ন দেখিল গোচর॥
মৃত হই পরকাল দেখিল সাক্ষাত।
আচম্বিত পৈল পূর্ব মিত্রের সাক্ষাত।
এক মৃত লোক আসি জামিকে ধরিল।
কথ গণ্ডা বট রিন জামিতে আছিল।
কটিতে ধরিয়া তানে লৈ আইসে যায়।
সে ঋণ শুধিতে তথা বট নাহি পায়॥
জানিয়ো সেদিন হেতু মনে ঋণ ভয়।
আর্জিব ধর্মের ধন যে মতে পারয়॥
হেনকালে মোহন্ত নেজামি গুনধর।
আচম্বিতে আইলেক জামির গোচর॥
দোহান বৃত্তান্ত সব তাহানে কহিল।
শুনিয়া সে-সব বট গাটি হস্তে দিল॥
জামিকে ছোড়াই [১] লই সেই ঋণ হস্তে।
এবে চলি যাও বলে নেজামী মহন্তে॥
তবে জামি প্রণামিয়া চলিল আপন।
আচম্বিত নিদ্রা ভঙ্গ হইল তখন॥
আস্তে ব্যস্তে উঠি জামি মানিলেক মনে।
আজুকা দর্শিব গিয়া নিজামী চরণে॥
প্রভাতে উঠিয়া জামি চলিল তখন।
মোহন্ত নিজামী পদে করি দরশন॥
প্রনামিয়া সাক্ষাতে দণ্ডাইল যবে।
হাসি হাসি নেজামি কহিল বাক্য তবে।

১. ছোড়াই—ছাড়িয়ে

আপনি পাইছ বট ঋণ পরিত্রাণ।
কি লাগি হেলায় না আসিছ মোর স্থান॥
জানিছ ধনের পুত্রে গাড়িয়াছি মন।
যেন স্বর্ণ স্তম্ভ গড়ে হস্তীর বন্ধন॥
মোর মন ধনেত নাহি কদাচিত।
পরম প্রভুর ভাব আছি প্রতিনিত॥
তবে জামী নেজামীতে মুরীদ হইল।
যে আছে পরম তত্ত্ব নিভৃতে কহিল॥
তে-হেন জানিয়ো মোর মনের মাঝার।
তোমা প্রেম ভাব সিন্ধু হইছে অপার॥
তাহাতে ডুবিয়া মন না পারে উঠিতে।
অন্য সঙ্গে প্রেম ভাব না পারে করিতে॥
রাজকন্যা সঙ্গে মোর নাহিক সম্ভোগ।
মুখে প্রেমরস বাক্য সম্বোধিতে দুখ॥
এথ শুনি কন্যা হাসি কহিলেক বানী।
বোলে তোমা মন ব্যথা সব আমি জানি॥
এইমতে দোহানের বাক্য নির্বহিল।
সে-রাত্রি মঠ হস্তে কুমার চলিল॥
চিত্রাবতী সঙ্গে গিয়া শুতিল কুমার।
মন হস্তে দূর করি মদন বেহার॥
এই মতে আইসে যায় মঠের মাঝার।
বকাঅলি সঙ্গে বাক্য কহি অনিবার॥
তবে চিত্রাবতী কন্যা ভাবে মনে মন।
না বুঝি এ কুমারের চরিত্র কেমন॥
হাস্যরসে প্রেমরসে দিবস গোঁয়ায়।
নিদ্রা হ'লে অজ্ঞাপনে কোথা চলি যায়॥
সখী সনে চিন্তি মনে বিবেচনা কৈলা।
মা'য় আগে অনুরাগে কহি পাঠাইল॥

রাজাকে কহিল রাণী শুনি এ বৃত্তান্ত।
কুমার কোথাতে যায় লইবারে অন্ত॥
তবে রাজা চিন্তি যুক্তি কৈলা পাত্র সনে।
নিশাচর ডাকি আনি কহিল তখনে॥
বলিলেক সাবধানে উদ্দেশ করিবা।
কুমার কোথাতে যায় বৃত্তান্ত লইবা॥
এথ শুনি নিশাচর চলিল নিভৃতে।
কুমারকে মঠ গৃহে দেখিল যাইতে॥
তথা হস্তে আসিতে দেখিল পুনর্বার।
প্রতি নিশি তথা আইসে যায় অনিবার॥
সেই বাক্য রাজাকে কহিল নিশাচর।
তা শুনিয়া চিন্তিতে লাগিল নৃপবর॥
তবে রাজা আজ্ঞা দিল কর্মিকের প্রতি।
মঠ ভাঙ্গি সমুদ্রে ফেলিতে শীঘ্র গতি॥
এথ শুনি কর্মীগন গেল বহুতর।
মঠ শিলা খুন্দি ফেলে সমুদ্র ভিতর॥
সেই রাত্রি কুমার গেলেক সেই স্থান।
মঠ গৃহে না দেখে আপনা বিদ্যমান॥
তা দেখি চিন্তার সিন্ধু হইল অপার।
হইয়া অজ্ঞানী রূপে ডুবিল কুমার॥
বকাঅলি রূপ নিত্য হৃদের দর্পনে।
গোপ্ত আঁখি প্রকাশিয়া দেখএ আপনে॥
আপে আপে কহে বাক্য উদাসীর মতে।
নিত্য নিত্য আইসে যায় মঠের ভূমিতে॥
ক্ষেনে জ্ঞান ক্ষেনেক অজ্ঞান হয় মন।
কাহাকে না কহে এই মনের শোচন॥
এই মতে কথদিন রহিল কুমার।
চিত্রাবতী সঙ্গে হৈল স্বরীতে শৃঙ্গার।

সেই স্থানে এক প্রজা নিধনী আছিল।
মঠ গৃহ ভূমি মধ্যে শস্য কৃষি কৈলা॥
সে শস্য উত্তম হৈল অল্প কৃষি হস্তে।
কুমারে দেখএ নিত্য যাইয়া তথাতে।
কৃষি সঙ্গে বাক্য কহে মজনু আকার।
বোলে তুমি জানিব কন্যার সমাচার।
যেইখানে কন্যা অস্তি সেইখানে আছ।
অবশ্য কন্যার রূপ নয়ানে দেখিছ।
যদি কৃষি পুষ্প সব হইল বিকাশ।
নিত্য নিত্য পুছে আসি সে পুষ্পের পাশ॥
বোলয় সুরঙ্গ তুমি হইছ কেমতে।
বুঝি বকাওলী রূপ দেখিছ জগতে॥
কন্যারূপ প্রভাবেত সুরঙ্গিমা তুমি।
তাহার উদ্দেশ কহ জিজ্ঞাসিএ আমি॥
এই মতে পুষ্প সঙ্গে কহে অনিবার।
সদাএ ভাবনা মনে প্রভু নৈরাকার॥
যদি শস্য কলি হইল সুপাক নির্মল।
সেই পূজা আসি তুলি নিলেক সকল॥
সে দেশে নিয়ম ছিল এমত সঞ্জোগ।
প্রথমে আপনা কৃষি আগে করে ভোগ॥
পুত্র কন্যা না আছিল সেই প্রজা ঘরে।
অনুশোচ স্ত্রী স্বামী করে নিরন্তরে।

## ॥ বকাঅলি পুনর্জন্ম ॥

প্রথমে সে শস্য সেই প্রজায় খাইল।
শুভক্ষনে প্রজা পত্নী গর্ভিত হইল॥
তা দেখিয়া পতি পত্নী হরিষ অপার।
বহুদিনে গর্ভ দেখি শিশুর সঞ্চার॥
এইমতে দশদিন হইল দশমাস।
কন্যা এক প্রকাশিল সৌন্দর্য প্রকাশ॥
তা দেখিয়া অধিক হরিষ দুই জন।
প্রভু স্থানে শোকর করয় অনুক্ষণ॥
হেন কন্যা রাজ গৃহে কভু না জন্মিছে।
প্রভু মোরে অত্যাদরে হেন কন্যা দিছে॥
সংসারে নাহিক কেহ তাহান উপম।
হেন কন্যা প্রভু দিছে রাখিবারে নাম।
এই মতে রহে প্রজা হই আনন্দিত।
কন্যা রূপে কুতী হইল সংসার পূর্ণিত॥
কুমারে শুনিল যদি এসব কথন।
প্রজা সুতা জন্মিয়াছে ত্রিজগ মোহন॥
লোক এক পাঠাইল সেই প্রজাস্থান।
বোলে কন্যা সঙ্গে প্রজা আন বিদ্যমান॥
সেই লোকে যাইয়া বোলয় প্রজা প্রতি।
কুমারে করিছে আজ্ঞা যাও শীঘ্রগতি॥
তোমা কন্যা লৈ যাইতে কুমারের আগে।
দেখিতে শ্রদ্ধায় কহিয়াছে অনুরাগে॥
এথশুনি প্রজা সুতা লই আপনার।
ভীত ভরসা করি যায় যথাতে কুমার॥
কন্যা দেখি কুমারে চিনিলে হৃদান্তরে।
বকাঅলি রূপ সব দেখিল গোচরে॥

তবে সে প্রজার হস্তে দিল কথ ধন।
বোলএ কন্যাকে কর সুরীতে পালন॥
বারে বারে আসি ধন লৈ যাইও আর।
নানাবস্ত ভুঞ্জাই কন্যাকে পালিবার॥
তবে প্রজা কন্যা ধন লৈ আইল ঘরে।
হরষিতে রাখিলেক পত্নীর গোচরে॥
কন্যাকে রাজ সুতা প্রতি কৃপা হৈল মন।
কন্যাকে পালিতে দিছে এ সকল ধন॥
বলিছে আনিতে ধন যাই বারেবার।
না জানি কি লাগি কৃপা করএ কুমার॥
যেইমতে প্রজা সুতা করয়ে পালন।
বারে বারে হস্তে দিল আনি বহু ধন॥
কন্যারূপ প্রশংসা পূর্ণিত সর্বদেশ।
চারিদিগ হস্তে আইসে ঘটক বিশেষ।
কিবা ছোট কিবা বড় সকল আরতি।
সকলের মন বন্দী প্রজা সুতা প্রতি॥
তবে প্রজা কহিলেক ঘটকের স্থান।
আমা হস্তে নহে এই কার্যের সন্ধান॥
রাজ-সুতা-পতি করে কন্যার পালন।
সেহ যাকে আজ্ঞা করে পাইবে সে জান।
এহেন কহিয়া সব ঘটক ফিরায়।
কাহাকে দিবারে আজ্ঞা মনে নাহি ভায়॥
ভাবের সমুদ্রে প্রজা ডুবিল আপনে।
না পায় মুকুতা অভি দিবাকর স্থানে॥
বলে যদি মহালোকে কন্যা করে বিয়া।
যদি দাসী করে কুলে শমন দেখিয়া॥

১। রাজ-সুতা-পতি—রাজার জামাত।
২। অভি—অভিজ্ঞান? চিহ্ন?

হীন জন স্থানে কন্যা কৈলা সমর্পন।
গন্ধর্বের গলে যেন বান্ধিল রতন।।
হেন অনুশোচ প্রজা করে রাত্র দিন।
পঞ্চম বৎসরে হৈল কন্যা শুভ চিন।।
তাজুল মুল্লুক তবে ঘটক পাঠায়।
কন্যাকে পানিগ্র হেতু নিত্য আইসে যায়।।
তা শুনিয়া প্রজা মনে ভাবিলেক ভয়।
কি লাগিয়া কুমারে এহেন বাক্য কয়।
রূপে গুনে মহালোক রাজার জামাতা।
কেমতে গ্রহিবে মুই হীনের দুহিতা।
রাজ আগে হৈব মুই অতি অপরাধ।
বঞ্চিতে সংশয় হৈব বিষম বিবাদ।।
দাসী করি রাখে যদি রূপে কিবা মূল।
নহে দেখি আপনার কুল সমতুল।।
এমত শোচন করে প্রজাপত্নী সনে।
তা শুনিয়া কন্যায় ভাবয়ে মনে মনে।।
মোর লাগি মাতাপিতা চিন্তে কি কারণ।
আজু লজ্জা তেজিয়া করিমু জিজ্ঞাসন।।
বোলে বাপ মাও চিন্তা কর কি কারণে।
নিষ্কপটে ভাঙ্গিয়া কহিবা মোর স্থানে।।
তবে প্রজা বলিলেক আয় কন্যাবর।
তোর লাগি অগাধিত চিন্তার সাগর।।
দেখ রাজ সুতা পতি পাঠাইছে লোক।
তোমাকে পানিগ্র হেতু ঘটক সংযোগ।
তবে কন্যা কহিলেক মা বাপের স্থানে।
কিবা সঙ্গে কুমারের পানিগ্র বচনে।।
তবে প্রজা কহিলেক কন্যা সম্বোধিয়া।
দাসী করি রাখিবে কুমারে কৈলে৷ বিয়া।।

তা-শুনিয়া কন্যা হাসি কহিল বচন।
এহেন মোগবী বাক্য কহ কি কারণ॥
মুকুতা সুগন্ধি পুষ্প সবে রাখে মাথে।
পদেত রাখিছে হেম[১] শুনিছ কোথাতে॥
যে বস্তু উত্তম তাকে রাখে শির গলে।
মোহন্ত উত্তম ঠাই জানয় সকলে॥
তুমি চিন্তা না করিঅ কুমার বচনে।
শুভ আসি অবশ্য মিলিব একদিনে॥
এইমতে কন্যায় বচনে সম্বোধিল।
মাতাপিতা দোহানেরে হরিষে রাখিল॥
মানব সহিতে বাক্য এমত চরিত।
পরীকুল গোপতে আইসয় প্রতিনিত॥
উপহার অলঙ্কার বস্ত্র বহুতর।
আনিয়া জোগায় সবে কন্যার গোচর॥
আর বহু ধন রত্ন আনিয়া জোগায়।
পরীকুল সেই দেশে নিত্য আইসে যায়॥
এইমতে দ্বাদশ বৎসর যদি ভেল।
ইন্দ্ররাজ আজ্ঞা যেই তখনে আছিল॥
সেই নিয়ম যেদিনে হইল অবশেষ।
পরীকুল আসিয়া ভরিল সর্বদেশ॥
তবে কন্যা বকাঅলি পিতা আগে গিয়া।
যথ ইতি বচন কহিল সম্বোধিয়া॥
বোলে আমি রহিতে না পারি এইস্থান।
তে-কারণে নিবেদিঅ তোমা বিদ্যমান।
করজোড়ে কহে আদি অন্তের বচন॥
পিতাকে সঁপিয়া দিল যথ ছিল ধন।

১. পাঠান্তর—হেন।

হেনকালে পরীকুলে আইল ইঙ্গিতে।
স্বর্ণ বিমান এক আনিল সহিতে ॥
বহুমূল্য বস্ত্র অলঙ্কার পরিধানে।
প্রণামিয়া বিদায় হইল সেইক্ষনে ॥
বিমানে চড়িয়া কন্যা হরিষ অন্তর।
পরীকুল সঙ্গে চলে কুমার গোচর ॥
চিত্রাবতী কন্যা আদি সখী সর্বজন।
উদ্যানে কুমার সঙ্গে রহে অনুক্ষণ ॥
সে-সভাতে বকাঅলি কন্যা চলি যায় ॥
পরীকুল সঙ্গে করি সোমর্ক প্রভায় ॥
কুমার সাক্ষাতে যদি গেল কন্যা বর।
আদিত্য উদিতে হইল ভুবন পশার ॥
বকাঅলী পড়িল কুমার পদ পরে।
কুমারেত হরিষে কন্যার গলে ধরে ॥
গলাগলি দোহানের আছিল বিস্তর।
স্মরিয়া বিচ্ছেদ পূর্ণ প্রেমের সাগর ॥
নিজরূপ প্রচারিল যথ পরীকুল।
সিংহলে পূর্ণিত যেন বিকশিত ফুল।
বকাঅলি কন্যারূপ দেখিয়া গোচর।
চিত্রাবতী মোহিত হইল শীঘ্রতর ॥
জ্ঞানলভি পূজিতে লাগিল হস্ত জোড়ে।
কি লাগি আসিছ দেবী সত্য কহ মোরে ॥
মানব গন্ধর্ব কিবা দেও পরিচয়।
কি যোক্ত গন্ধর্ব গতি মনুষ্য আলয় ॥
তা-শুনিয়া বকাঅলী হাসিতে লাগিল।
যথ ইতি আদি অন্ত সকল কহিল।
এই যে কুমার মোর প্রেমের সাগর।
তান স্থানে স'পিয়াছে মোর কলেবর ॥

তুমি যদি সমর্পন কর নিজ অঙ্গ।
হরসিতে চল যাই কুমারের সঙ্গ ॥
এথ শুনি চিত্রাবতী কহিল বচন।
সঁপিছি কুমার পদে আমার জীবন ॥
কোথাতে রাখিয়া যাইব এই শুন্য ঘট।
জীবন বিহনে হইব অধিক সংকট।
অথাতে শুনিয়া চন্দ্র সেন নরপতি।
কুমারের উদ্যানে আসিল শীঘ্রগতি ॥
দেখিলেক পরীকুল সপূর্ণিত দেশ।
যেহেন উদ্যানে পুষ্প ফুটিছে বিশেষ ॥
রাজাতে কহিল সবে আদি অন্তনী।
শুনিল রূপসী কন্যা ফিরোজ নন্দিনী।
তবে রাজা বকাঅলী কন্যা সম্বোধিয়া।
নিজ কন্যা হস্তে দিল সমর্পিয়া ॥
বোলে দাসী হেন করি রাখিবা পীরিতে।
বুঝিলু তোমার যথ মহিমা জগতে ॥
ধন্য তোমা মাতা পিতা ধন্য রূপরঙ্গ।
ধন্যের সমুদ্রে ডুবিয়াছে তোমা অঙ্গ ॥
ধন্য সে তোমার স্বামী হৈছে যেইজন।
যার হেতু আসিয়াছে যথ পরীগণ ॥
জীবের জীবন মোর দিলু তোমা হাতে।
দাসী করি প্রেমে বান্ধি রাখিবা জগতে ॥
এইমতে প্রশংসা করিল বহুতর।
আশীর্বাদ করিলে সকল উপর ॥
তবে চিত্রাবতী কন্যা হরষিত মতি।
মা-বাপ প্রনামি চলে কুমার সঙ্গতি ॥
স্বর্ণরত্ন জড়িত বিমান অতি শোভাকার
দুই কন্যা সঙ্গে করি চলিল কুমার

নর্মলা চপলাদি সখীগণ সঙ্গে।
হলুস্থুলি চলিলেক সকতুক রঙ্গে
চতুর্ভিতে পরীকুল চলিছে সঙ্গতি।
শীঘ্রে গেল নিজোদ্যানে[১] কুমার সুমতি ॥
মাহমুদা বেশোয়ায় কুমার দেখিয়া
হরিষ সমুদ্রে দোহাঁ রহিল ডুবিয়া ॥
যুগ কন্যা যুগ পদে পড়িল তখন।
বোলে প্রেমরস প্রিয় জীবের জীবন ॥
এথকাল কোথাতে আছিলা পাসরিয়া।
তোমা বিনু সদায় দহিতে আছে হিয়া ॥
মোহন্ত কুলের কন্যা পাই রূপবতী।
দ্বাদশ বৎসর কোথা রহিছ সঙ্গতি।
আমি দুই হীন জাতি দেখি অনাদর।
রাখিছ বিচ্ছেদ গৃহে দ্বাদশ বৎসর ॥
যেহেন অসতী ভাবি দিছ বনবাস ॥
ভর্তা বিণু ভর্ত্রীকুল করে কার আশ ॥
এত শুনি কুমারে লাগিল কহিবার।
যথ দুঃখ আদি অন্তা ছিল আপনার ॥
শুনি দুই কন্যা মনে অধিক বিস্মিত।
বোলে কভু না শুনিছি হেন বিপরীত ॥
এইমতে অন্যো অন্যো আছিল কথন।
কান্তা কুল কান্তা কোড়ে রস সপূরণ ॥
মিলন প্রেমের সিন্ধু অগাধ অপার।
তাহাতে ডুবিয়া স্নান করে অনিবার ॥
কন্যা সব একত্র হইয়া হরসিত।
সকলের ঘাটে পূর্ণ অখণ্ড পীরিত ॥

---

১. নিজোদ্যানে—নিজের বাগানে।

তবে শাহা ফিরোজ আপনা পত্নী সঙ্গে।
সুতাকে দর্শিতে আইল হরষিতে রঙ্গে।।
বহু সৈন্য সঙ্গতি করিয়া আপনার।
বহু বস্ত্র অলঙ্কার লৈ উপহার।।
মুজাফর শাহা আইল হরিষ হইয়া
হোছনারা রুহ্ আফ্জা সঙ্গতী করিয়া।
জয়নুল মুলুক শাহা শর্কস্থান হন্তে।
আসিলেক সৈন্য লই পুত্রকে চাহিতে।।
শাহা-কুল নর পরী শোভা অতিশয়।
আকাশ নক্ষত্র কুলে দ্বিগুণ করয়।।
তিনদিন হরিষ গাইয়া সর্বজনে।
বহুল উত্তম বস্তু খাইল তখনে।।
তার পাছে চলি গেল যার যেই স্থানে।
রুহ্ আফ্জা চলিলেক বকাঅলি সনে।।
এই মতে রসরঙ্গে যায় রাত্রদিন।
ভর্ত্ত সঙ্গে চারি নারী নাহি ভিন্নাভিন।।
সখিকুল সঙ্গতি করিয়া কন্যাগন।
হাস্যরসে বাসরে বঞ্চয় সর্বক্ষন।।
নিত্য দান ধর্ম কর্ম কুমারে করয়।
পাটে বসি প্রজাকুল হরিষে পালয়।।
এইমতে সুখশয্যা পড়িয়াছে নিত।
সদাএ হরিষ নিদ্রা সকল ব্যাপিত।।
ক্রমে ক্রমে যথ দুঃখ কুমারে পাইল।
সুখের সমুদ্রে ডুবি সব পাশরিল।
নিরঞ্জন নামে করে নিত্য সেবা দান।
সংসারেত হইলেক পূর্ণিত বাখান।
ক্ষেনেকে বিমানে চড়ি ইরমেতে যায়।
ক্ষেনেকে সিংহলে দিশে হরিষে বেড়ায়।।

শর্কস্থানে ক্ষেনেকে পিতার পূর্বদেশ।
মাতাপিতা সেবা হেতু আইসয় বিশেষ।।
কন্যা সব সঙ্গে করি যায় যথা তথা।
শুন্যেত চলয় যে স্থখের কিবা কথা।
পূর্বে যার লিখিয়াছে স্থখের সাগর।
অখণ্ড পূর্ণিত বহে হরিষ লহর।।
প্রভুএ লিখএ যাকে ধন্য অনুপাম।
সাফল্য হইলে এহেন পুত্র হইতে উচিত।
দুষ্ট পুত্র হইলে নাহিক কোন ভাল।
কিবা আদি কিবা অন্তে দোহানে জঞ্জাল।

এবে কহি শুন আর বচন রচন।
কুমার সিংহল দ্বীপে গেলেক যখন।
নিজ পাত্র সুত এক রূপে গুনে ধাম।
সর্ব কার্য চারু জ্ঞাতা নামে বহ্‌রাম।।
সদায় কল্পনা মনে ঈশ্বরের ভয়।
লবন অশুদ্ধ হেন কভু না করয়।।
তাহাকে প্রতায় অতি জ্ঞাতা সর্বকার্য।
তে-কারণে ন্যায় অন্যায় সঁপিয়াছে রাজ্য।
সুধন্য পুরুষ সেহ নাহি মন্দ ভাব।
সদায় কল্পনা করে ঈশ্বরের লাভ।।
সেই সে উদ্যানে নিত্য প্রহরী আছিল।
দুষ্টকারি অন্য লোকে করিতে নারিল।।
বহুল প্রতায় সেহ আইসে যায় নিত।
কুমার তাহার সঙ্গে অধিক পীরিত।।
কুমার সিংহল অন্তে আসিল যখনে।
সেই ধরি রুহ্ আফ্‌জা রহে সেই স্থানে।।
পঞ্চ কন্যা সখী সঙ্গে অতি হাস্য রসে।
সরসে ভোজন করি গোঁয়ায় দিবসে।।
রাত্রিকালে রুহ্ আফ্‌জা সুত একেশ্বর।
নির্জনেত অন্য এক টঙ্গীত উপর।।
রত্নের অঙ্গুরী এক চিকুরে বান্ধিয়া।
মন সুখে রহে নিত্য নিঃশঙ্কে শুতিয়া।।
ঐ সে পাত্রের সুত নামে বহ্‌রাম।
হিত উপকার হেতু আইসে অবিশ্রাম।।
একদিন টঙ্গীর নিকট পন্থ দিয়া।
রাত্রিকালে নিজ কার্যে যাএন্ত চলিয়া।
কন্যা শিরে রত্নাঙ্গুরী চিকুর অগ্রেতে।
দোলএ টঙ্গীর হেঁটে প্রভা দীপমতে।।

যেন দোলে গো কর্ণে মুখেত লই মনি।
উজ্জ্বল করিছে পুরী দিবস রজনী ।।
তা দেখিয়া পাত্রসুতে হইল বিস্মিত।
বোলে কোন রূপে এহি উঠিছে টঙ্গীত ।।
দেখিতে চিকুরাঙ্কুরী চিনিল তখন।
হেন দীর্ঘ কেশ কন্যা না জানি কেমন ।।
এই মতে পাত্র সুত মনেত ভাবএ।
ধৈর্য স্থির না রহিল বুঝিল সংশয় ।।
সেই দিন ফিরি গেল গৃহে আপনার।
আর দিন ছমন রোকে করিল পুছার ।।
বোলে এই টঙ্গীতে শুতএ কোনজন।
সত্য করি কহ মোকে না করি ভাণ্ডন ।।
ছমন রো বোলয় রূহ্ আফ্জা ভগ্নী লাজে।
একেশ্বর শুতি আসি সে টঙ্গীর মাঝে ।।
কান্ত সঙ্গে কান্ত কুল রস রঙ্গ রীত।
সেই লজ্জা ভাবি কন্যা স্মরয় নিভিত ।।
আর কেহ এ টঙ্গিতে না পারে আসিতে।
কুমারে যে করে আজ্ঞা না পারে লঙ্ঘিতে ।।
এথ শুনি পাত্র সুতা মনে কৈল্য সার।
বোলে আজি টঙ্গীত উঠিমু একবার।
সে-রাত্রি নিভৃতে গেল টঙ্গীর উপর।
কন্যাকে শুতিছে দেখে দীপ সমস্বর ।।
মোহিত হইয়া পাত্র ক্ষেণেক আছিল।
জ্ঞান লভি[১] কন্যা শির কোলেত লইল ।।
রূপের সমুদ্র মাঝ ডুবাইয়া মন।
ভাবয় বাঞ্ছিত মুক্তা তুলিতে কারণ ।।
ভয় মনে করয় কন্যাকে জাগাইতে।
অধরে অধর হরে শিরে কর দিতে ।।

হৃদ হস্তে ধৈর্য চাহে দূর হইবার।
পুনি ভাবে পাপ পূণ্য হইব বিচার॥
মহা পাপকারী হয় পরদারী গণ।
কোরাণে পুরাণে নিষেধিছে তে-কারণ॥
ভয় না করিয়া পাপ কিরূপে করিব।
অবশ্য[1] লোকের অঙ্গ কিরূপে ধরিব॥
না জানি ধরিলে অঙ্গ পাছে কিবা হয়।
যদি কন্যা ক্রোধ করে অধিক সংশয়॥
পুনিভাবে কিবা বশ্য অবশ্যতা জন।
পানিগ্র বিহীনে রতি অতি নিষেধন।
শুদ্ধাশুদ্ধ বুধগণে অবশ্য ভাবিব।
নিরঞ্জণ ভয় মনে স্মরণ করিব॥
যে জন অশুদ্ধ জন্ম শুদ্ধ নহে কাম।
অশুদ্ধ সর্বাত্রে নষ্ট অপযশ নাম।
এথ ভাবি কন্যা অঙ্গে হস্ত না রাখিল।
মন হস্তে অপকর্ম সব দূর কৈল॥
বোলে মোকে যদি কৃপা করে জগপতি।
অবশ্য পানিগ্র হৈব এ কন্যা সঙ্গতি॥
জানিয়ো অশুদ্ধ কর্মে হয় মহা পাপ।
পরকালে অখণ্ড পাইব নর্কলাভ[2]॥
এথ ভাবি পাত্রে রূপ ধ্যানেত রহিল।
অঙ্গ মোড়া দিয়া কন্যা জাগিয়া উঠিল॥
আখি মেলি দেখয় পুরুষ একজন।
কোলেত লইছে শির দেখিল তখন॥
কন্যা রূপ শরে পাত্র হৃদেত বিন্ধিল।
পাত্র রূপ শরে কন্যা হৃদে প্রবেশিল॥

---

১. অবশ্য—অবশ—অর্থ—অজ্ঞেয়, অবশীভূত। ২.—নর্ক—নরক।

অন্যে অন্যে দোহানের প্রেম উপজিল।
মান হানি ভাবি কন্যা অপ্রেম করিল।।
মহা ক্রোধ করি কন্যা মারিল থাপড়।
ঠেলা মারি টঙ্গী হেঁটে ফেলিল সত্বর।।
ভূমিতে পড়িয়া পাত্র বহুল কান্দিল।
অনুশোচে আপনার গৃহে চলি গেল।।
অন্তরে ভাবের ব্যাধি হৈল গুরুতর।
তেজিলেক ধন জন অন্ন বস্ত্র ঘর।।
আপে আপে কহে হৃদ সমুদ্রে ডুবিয়া।
আরাধি[১] বাঞ্ছিত মুক্তা লইতে তুলিয়া।।
বোলে যদি প্রেম পন্থে ন জানে যাইতে।
শিখিতে উচিত হয় বুদ্ধি গুরু হন্তে
আগে আসি যাই বাক্য মধুরে কহিব।
পাছে ধনে প্রসাদে পীরিতে আনি দিব।।
তার পাছে প্রেমরসে কহিব বচন।
অবশ্য হইব বন্দী মাশুকের মন।।
অকস্মাৎ ফাঁসিলে অবশ্য লোক সনে।
প্রেম কি অপ্রেম পন্থ বুঝিব কেমনে।
একের মরম একে বুঝিতে সংশয়।
পরচিত্ত প্রেমবন্দী চেষ্টা হন্তে হয়।।
বিনা চেষ্টা কার্যে কভু না হয় সুসার।
চেষ্টা হন্তে অলি নবী মহিমা অপার।
চেষ্টা হন্তে গুন জ্ঞান চেষ্টা হন্তে ধন।
চেষ্টা হন্তে গুরু লক্ষ্যে পায় নিরঞ্জন।
মুঁই কেনে আগে চেষ্টা না করিলুঁ শুদ্ধি।
আদেখা দেখিতে গেল হইয়া বিবুদ্ধি।

১. আরাধনা ক'রে।

ধন বৃক্ষ রোপিলে ধরয় প্রেমফল।
অনুক্ষণে দিবেক বচনে অমৃত জল॥
যদি বৃক্ষ ফলে ফুলে হয় সপূর্ণিত।
তবে মানুষের পুরে মনের বাঞ্ছিত॥
অকস্মাৎ দশিলে কাহার পায় মন।
চিত্তে চিত্তন ন মিলে অবশ্য[১] সেই জন॥
এ লাগিয়া মোহর মানস হেন ফলে।
অপ্রেমে কন্যায় ফেলিলেক টঙ্গীতলে॥
এথ ভাবি পাত্র সার করিলেক মনে।
এ কার্যে না হৈব সিদ্ধি বিনে অন্যজনে॥
বোলয় কাহার হস্তে এই কর্ম হৈব।
সংসারেত কোন মিত্রে হিত যুক্তি দিব॥
ধৈর্য ধরি ধীরে ধীরে করিল গমন।
ছমন রো পরীর সঙ্গে করিল দর্শন॥
বোলে তোমা হস্তে মোর হৈব উপকার।
ধন্য ধন্য কৃতি রাখ সংসার মাঝার।
রূহ্ আফ্জা কন্যা সঙ্গে মিলাও আমাকে।
জন্ম ভরি ধর্ম মিত্র জানিমু তোমাকে॥
মোর সঙ্গে কন্যাকে যদি সে মিলাইলা।
প্রেমরস সিন্ধু যেন স্নান করাইলা॥
এথ শুনি ছমন রো হইল কৃপা মন।
পাত্র সম্বোধিয়া কহে মধুর বচন॥
বোলে তুমি অ-কর্মেতে কেন দিছ মন।
হৃদ হস্তে দূর কর এসব বচন।
অগ্নি মধ্যে তৃণ যেন চাহে দহিবার।
কি লাগিয়া প্রাণ দিতে চাহ আপনার॥

---

১. অবশ্য—বশ নয়।

এথ শুনি পাত্রে বহু আর্তনাদ করে।
কন্যার প্রেমের অগ্নি হৃদের অন্তরে॥
দৈব প্রাণ আমার দহিব কন্যা লাগি।
আপনে দর্শাও না হইব বধ ভাগী॥
তা শুনি বোলয় তথা তোমা লাগি যাইমু।
প্রভু কৃপা হইলে অবশ্য মিলাইমু॥
তবে পাত্র পরার্থণে কহিব বহুতর।
চিত্ত উদাসীন মতে গেল নিজ ঘর॥
যেদিনে টঙ্গীতে গিয়াছিল বহ্‌রাম।
সেইদিনে কন্যা ক্রোধে গেল নিজ ধাম।
ভাবিলেক ভিন্ন জাতি টঙ্গীতে উঠিব।
প্রচার হইলে মোহর মহত্ত্ব টুটিব॥
এথ বুঝি ছল বাক্য ভগ্নীকে কহিয়া।
আপনার দেশে গেল সব বোলাইয়া।
পাত্র হৃদে সতত জলয় প্রেমানল।
কন্যা হৃদে প্রেম অগ্নি অধিক প্রবল॥
তথাপি লজ্জার ভয় মনে অনিবার।
নিত্য চিত্ত ছট্‌ফট্ শরীর মাঝার॥
সেই দেশে সাজানি আছিল এক নারী।
বনপ্‌সা তাহার নাম কার্য অনুসারী॥
রুহ্ আফ্‌জা কন্যাকে সাজায় প্রতিদিন।
অনেক পীরিতি দোহঁ নাহি ভিন্নাভিন।
তাহাতে ছমন রো নারী সন্ন[১] রূপ ধরি।
কহ মূল্য অলঙ্কার বস্ত্র অঙ্গে পরি॥
নারী রূপে পাত্র লই সঙ্গতি করিয়া
ফেরদৌস শহরে গেল বিমানে চড়িয়া।

১. সন্ন—সন্ন্যাসী।

বনপ.সা সাজানী সঙ্গে দিয়া দরশন।
ধর্ম ভগ্নী বলি কহে মধুর বচন॥
বহুল প্রসাদ ধন দিল মান্য করি।
বোলে উপকার মোর কর দয়া ধরি॥
কিবা ধন প্রসাদ পাইলে সুবচন।
বশ্য হয় মানব কিবা দেবগণ॥
যথ ইতি অগ্র পাছু সকল কহিল।
পাত্র হস্তে ধরি বনপ.সার হস্তে দিল॥
বোলে মোর এই ভগ্নী সঁপিলু তোমাতে।
মহাদরে উপকার তাহার করিতে॥
এইবাক্য অন্যজনে না জানে যেমত।
চিত্তেত কুলুপ করি রাখিবা সতত॥
বহু পরার্থনে বাক্য মধুরে কহিল।
শুনিয়া বনপ.সা মনে প্রেম উপজিল॥
কহিতে লাগিল মনে ভাবি আপনার।
বহু ভগ্নী রাজকন্যা প্রেম মিত্র কার॥
ক্ষেণে হয় অগ্নিসম ক্ষেণেকে শীতল।
ক্ষেণেক মধুররস ক্ষেণে হলাহল॥
কাহাকে প্রেমের রস প্রসাদ করয়।
কাহাকে করিয়া ক্রোধ জীবন হরয়॥
কেমতে কহিব আমি সঙ্গে মিলাইতে॥
নিবন্ধ সংযোগ কে পারে মিটাইতে।
তবে কি হইলে শুদ্ধ তোমার মানস।
প্রভু কৃপা হইলে অবশ্য হয় বশ॥
এথ শুনি ছমন রো চলি গেল ঘরে।
পাত্র হেতু হিত বাক্য কহি বনপ.সারে॥
তবে পাত্র রহিলেক সাজানীর সঙ্গে।
হাস্যরসে বাক্যবশে সকৌতুক রঙ্গে॥

সাজ্জানির প্রকৃতি আছিল এই মতে।
দর্পণ লইয়া যায় কন্যার সাক্ষাতে ॥
প্রথমে কন্যার হস্তে দর্পণ রাখয়।
সাজ্জানি সাজায় যত দর্পণে দেখয় ॥
পাত্রে যদি সে-সকল বৃত্তান্ত পাইল।
দর্পণের পৃষ্ঠে নিজ আরতি দেখিল ॥

## রুহ নামের আরতিঃ রুহ আফজার রূপের প্রশংসা

বোলে তোমা শির কেশ সজল নিন্দিত।
সিঁথি পাতি মধ্যে যেন সিন্দুর আদিত॥
বাল্য চন্দ্র জিনি ভাল তাহাতে টিকল।
ক্ষেণে ক্ষেণে বিন্দি শোভা ললাট উজ্জ্বল॥
মুকুতা গুম্ফিয়া জাল চিকুর ঢাকিছে।
সঘনে সোমর্ক সঙ্গে নক্ষত্র উগিছে॥
ভুরু হেরি কাম শত এড়িয়াছে ধনু।
বানসুতা পতিতাত হইল অতনু॥
সরোজ সফরী কৈন্যা সলিতে ঠাই।
বনেত খঞ্জন মৃগ গেল লজ্জা পাই॥
সুবর্ণ চন্দ্রানন হেরি ইচ্ছিল গগন।
বিদ্যুত গ্রাসে মাসে মাসে হইতে গোপন॥
মুকুর হইল দীপ্তি সে মুখ লখনে।
বচন অমৃত সুধা সেই সে আননে॥
বত্রিশ দশন জ্যোতি বিদ্যুত লহর।
অনাসুতে[১] মুক্তা যেন গুম্ফিছে দোলর॥
যুগল শ্রবণে দোলে রত্নের কুণ্ডল।
অলক অহির মুখে মনি সে উজ্জ্বল॥
গ্রীম কণ্ঠ হেরি কুম্ভ শিখি লজ্জা পাই।
তেঃকারণে বনে বনে করিলেক ঠাই॥
তাহে রত্ন তে-লহর মুকুতার হার।
আর যথ সুবর্ণ জড়িত অলঙ্কার॥
স্বর্ণ স্থাল জিনি বক্ষ অতি চারুতর।
যুগল সুমেরু তাহে কিবা কুচহর॥

---

১. অনাসুতে—বিনি সুতার।

শ্যাম ছত্রধর রাহু যেহেন যুগল।
কনক কলস কিবা অতি সুমঙ্গল ॥
সে রাজ পূজিতে হস্তে আছিল আরতি।
প্রভু ভয় ধৈর্য পায় বাঞ্ছাধর মতি ॥
বহু স্বর্ণ মৃণাল পঙ্কজ যুগ কর।
শামাকুল চম্পক-কলিকা মনোহর ॥
নখকুলে সোমর্ক জ্যোতি যেন ধরে।
বাজুবন্ধ কঙ্কন অঙ্গুরী শোভা করে।
নাভি কুণ্ড জলচক্র কটি সিংহ জিত।
দীর্ঘ নাসা মস্তক নিতম্ব সুললিত ॥
মৃগ পদাঘাত যেন মদনের স্থল।
তাহাতে আরতি পূর্ণ সংসারী সকল ॥
ইন্দ্রের বাহন নাসা যেন যুগ উরু।
তনু কিবা শ্রীরাম কদলী অগ্র সরু ॥
পদ যুগ সরোজ বিকাশ সমতুল।
নালিকা শোভিত সঙ্গে চম্পক অঙ্গুল ॥
গোলকেতে নূপুর শোভে ঘুঙ্গুর সহিত।
সুবর্ণ মোগর তাহে মুকুতা জড়িত ॥
কটিতে কিঙ্কিনী শোভে রত্ন তে-লহর।
অতি জ্যোতি শিলায় জড়িছে বহুতর ॥
তাহাতে জড়িত পাটম্বর পরিধান।
রূপ বস্ত্র অলঙ্কার একই সমান ॥
এ সকল রূপ মুই দেখিলুঁ যখনে।
মন মোর বন্দী হৈল সে রূপ দর্শনে ॥
আপনে করিবা কৃপা আমার উপর।
বাঞ্ছিত পুরাও মুই হইলাম বাঞ্ছাধর ॥
আছে যেবা যাকে চাহে সেই পায়।

বাঞ্ছাধর বাঞ্ছাবিধি অবশ্য মলায়[১] ॥
··· ··· ··· ··· ···সর্ব শাস্ত্র জান।
··· ··· ··· ··· ···করহ কল্যাণ ॥
এইমতে দর্পণের পৃষ্ঠেত লিখিল।
সম্বোধিয়া বনপ্‌সার হস্তে তুলি দিল ॥
ধর্ম চাহি কৃপা যদি করহ আমারে।
সুকৃতি রহিবে তোমা সংসার মাঝারে ॥
তোমা হস্তে মোর কার্য যদি সিদ্ধি হয়।
ধর্ম ভগ্নী হেন মুই জানিব নিশ্চয় ॥
বহু পরার্থনে পাত্রে কহিল বচন।
বনপ্‌সায় কহিলেক ভাব নিরঞ্জন।
এথ কহি দোহান রহিল হরষিতে।
কন্যাপাশে বনপ্‌সা চলিল প্রভাতে ॥
কহ্‌ আফ্‌জা কন্যার সুমুখে দাণ্ডাইল।
দুই হস্তে নম্রশিরে প্রণাম করিল ॥
মুখে হাসি কহে বাক্য ভয় রাখি মন।
হস্তেত তুলিয়া দিল উলটা দর্পণ ॥
যেইরূপে দিল হস্তে সেইরূপে হৈল।
দর্পণের পৃষ্ঠে দৃষ্টি কন্যায় করিল ॥
হেরিতে হেরিতে কন্যা ভাবে মনে মন।
বুঝিলেক বহ্‌রাম পাত্রের লিখন ॥
চক্ষে হেরি মুখে পড়ি ওষ্ঠ না লাড়য়।
হেন পরে যেহেন বনপ্‌সা না বুঝায় ॥
মনে ভাবে ইঙ্গিতে লইমু সেই কথা।
হয় নহে সেই পাত্র বুঝিমু বারতা ॥
তবে কন্যা বনপ্‌সাতে কহিল বচন।
এক বাক্য জিজ্ঞাসিমু কহিও আপন ॥

---

১. পরবর্তী কয়েকটি চরণ কীটদষ্ট।

ভবে চিন্তাহীন কেবা চিন্তা আছে কার।
সত্য করি সেই কথা কহি দাও সার।।
তা শুনি বনপ-সা চাহে মনে আকলিয়া।
না পায় তোয়া হৃদ সমুদ্রে ডুবিয়া।।
আজি আমি গৃহে যাই আকলি চাহিমু।
কালি আসি সে বাক্য মরম কহি দিমু।।
এ বলিয়া বনপ-সা চলি গেল ঘর।
কৃষ্ণমুখী হই বৈসে মাটির উপর।।
তা দেখিয়া পাত্রে কহে ভাবি নিজ মন।
কি সন্ধি করিলা ভগ্নী মাটিতে আসন।।
তা শুনিয়া বনপ-সায় কহে সে বারতা।
আদি অন্ত কন্যার আছিল যথ কথা।।
তবে পাত্রে কহে নিজ মানস যেমন।
কন্যা যেন ইঙ্গিতে বুঝএ সে-বচন।।
আশেক মাশুক চিন্তা সংসার মাঝার।[১]
... ... ... ...
... ... ... ...
মাশুকে আশেক মুখে মারিলে থাপড়।
অধিক হরিষ লাগে হৃদের অন্তর।।
পয়গাম্বরে কহিছেন্ত হাদিস মাঝার।
সখায় মারিলে অঙ্গে অতি শোভাকার।।
এইমতে কহ গিয়া কন্যাস্থানে যাই।
মোর বাক্য শীঘ্রে না কহিও তান ঠাঁই।।
এথ শুনি বনপ-সা চলি গেল তথা।
কন্যা সম্বোধিয়া কহিলেক সেই কথা।।
তবে কন্যা বোলে কে কহিল সে-বচন।
তোমা হন্তে এই বাক্য না হয় রচন।।

১. পুথির পরবর্তী কয়েকটি চরণ কীটদষ্ট।

বনপ.সায় বোলে মুঁই মনে আকলিমু।
মনান্তরে তুমি সার এ বাক্য কহিলুম।।
তা শুনি কন্যায় বোলে নহে তোর বাণী।
তোমা সনে কত বুদ্ধি তত্ত্ব আমি জানি।
কার হস্তে পাট লইয়াছ সেই কথা।
সত্য করি মোর স্থানে কহ সেই কথা।।
কন্যার কর্কশবাক্য শুনি বনপ.সায়।
কহিল পাত্রের কথা করিছিলুঁ পায়।।
বোলে মোর ভগ্নি এক রূপে বিদ্যাধর।
ধর্ম ভাবে প্রেম লক্ষ্যে আছে মোর ঘর।।
অতি বুদ্ধিমন্ত সেহ সর্ব গুণে নিধি।
লোক মোহ পায় যেন সৃজিলেক বিধি।।
পুরুষ হইতে সেহ হৈত অধিকারী।
কর্মের অসাধ্য ফলে হইয়াছে নারী।।
সেই সে কহিছে উত্তরের প্রত্যুত্তর।
কহিলুম গোপ.ত বাক্য তোমার গোচর।।
তা শুনি কন্যায় বোলে বনপ.সার স্থান।
আনিবা তোমার ভগ্নী মোর বিদ্যমান।।
দেখিমু চরিত্র গুণ চলন তাহার।
কালুকা[১] আনিবা শীঘ্রে দেখি মুখ তার।।
এথ শুনি প্রণামি বনপ.সা গেল ঘরে।
কহিল বৃত্তান্ত সব পাত্রের গোচরে।।
মনে মনে পাত্রে বহু হরিষ অপার।
মুখে সন্দে ভাবে বনপ.সার ভাণ্ডিবার।।
প্রভাতে চলিল দোহেঁ কন্যার সাক্ষাতে
নারীরূপে গজগতি ঘোমট মাথাতে।।

---

১. কালুকা—আগামী কাল।

বনপ্‌সায় কন্যার পদে প্রণামিল।
বোলে মোর এই ভগ্নী ... ...
বসিতে করিল আজ্ঞা নিকট আসনে।
হাস্য বিনু এক চিহ্ন দেখিল নয়ানে ॥
বনপ্‌সার সঙ্গে কথা কহে কন্যাবর।
আর দৃষ্টি না করএ পাত্রের উপর ॥
পাত্রকে চিনিল কন্যা পূর্বের দর্শনে।
রাখিল গোপ্‌ত বাক্য আপনার মনে ॥
বনপ্‌সায় সাজার হইয়া সচকিত।
না বুঝএ কন্যার প্রেমের হিতাহিত ॥
পাত্র মনে ভাবে কন্যা মোকে না চিনিল।
কিবা দর্পণের পৃষ্ঠে পত্র না হেরিল ॥
হরিষ কন্যার মুখে আজি অপ্রেমতা।
তে-কারণে হাস্যরসে না কহে বারতা ॥
তবে কন্যা বনপ্‌সায় দর্পণ মাগিল।
পাত্র হস্তে বনপ্‌সায় দর্পণ তুলি দিল ॥
পাত্রে লই কন্যা হস্তে দিলেক তুলিয়া।
না দেখিছে হেন ভাবি উলটা করিয়া ॥
তা-দেখি বাক্যের পত্র পাই কন্যাবর।
আনলে নিঃস্বরে যেন আছে মনান্তর ॥
তবে কন্যা হাসি হাসি কহে বনপ্‌সারে।
চতুর তোমার ভগ্নী বলিছ আমারে ॥
সব হস্তে বিবুদ্ধিয়া[১] চরিত্র তাহার।
উল্টা দর্পণ দিল হস্তেত আমার ॥
দর্পণের বুক পিঠ কিছু না চিনএ।
অবশ্য মুগুধা[২] গতি বুঝিলু[৩] নিশ্চয়।

১. বিবুদ্ধিয়া = বুদ্ধিহীন [সং 'বি' > ফারসী 'বে' উপসর্গ + বুদ্ধিমান]।
২. মুগুধা—মুগ্ধা, মোহিত।

আজু রাত্রি অতিথি রাখি যাও এথা।
হাসি বসি গোঁয়াইব কহি রস কথা ।।
মহালোকে মোগধেরে বহুল আদরে।
বাক্যরস হাস্য হয় সবার গোচরে ।।
এথ শুনি বনপ্‌সায় মানিল বচন।
আপনার গৃহে গেল ভয় বাসি মন ।।
ভাবিলেক কন্যা পাইলে পুরুষের চিন।
যদি ক্রোধ হয় মোর প্রাণী হইব হীন ।।
একারণে চিন্তা মনে বনপ্‌সা রহিল।
ভূমিগতে দণ্ডবতে প্রভুতে কহিল।
প্রাণ রক্ষা মোর পক্ষ হও করতার।
বাঞ্ছাধর সিদ্ধি কর বাঞ্ছিত তাহার ।।
এই মত শুদ্ধ চিত্তে প্রভুতে মাগয়।
যেবা যাকে চাহে তাকে অবশ্য মিলায় ।।
যদি পাত্র নারী রূপে বস্ত্র অলঙ্কার।
পরিধান করি পাইল মিত্র আপনার ।।
পয়গাম্বরে কহিছেন্ত হাদিস সদায়।
রূপেত বিরূপ হইলে মিত্র লাগ পায় ।।
আশেকে মাশুক লাগি কৈলো প্রাণপণ।
দৈবযোগে অতি দুঃখে পায় দরশন ।।
আপনাকে হীন হেন জানিব সদায়।
মোগধ যে জন হয় সেহ স্বর্গ পায় ।।
তবে কন্যা পাত্র লই গেলেক নিভৃতে।
ধীরে ধীরে মন স্থিরে লাগিল পুছিতে ।।
মন পত্য কহ সত্য পুছিএ বচন।
কোন কার্যে এই রাজ্যে আসিছ আপন।
কার সুত রূপে জ্যোত কোথাতে আছিলা।
কার সনে এই স্থানে নিঃশঙ্কে আসিলা ।।

তোমার কি নাম মোকে কহ সত্য করি।
কি কারণে ভিন্ন স্থানে আইলা একেশ্বরী ।।
পাত্রে বলে পাশরিলুঁ মোর নিজ নাম।
তোমা নাম হৃদেতে জপি অবিশ্রাম ।।
যেবা বোলে এথাতে আসিছ কি কারণ।
পতঙ্গ উদ্দেশি করে প্রদীপে দর্শন ।।
কোথাতে প্রদীপে জিজ্ঞাসয় পতঙ্গেরে।
কি লাগি আসিছ হেন আমার উপরে ।।
কি কারণে জিজ্ঞাসয় সেইমত বাণী।
তোমা অদর্শনে যাইতে চাহে মোর প্রাণী ।।
এথ শুনি কন্যা মন প্রেমেতে ডুবিল।
সলিল পঙ্কেতে যেন একত্র হইল ।।
পাত্র বলে প্রেমানলে দহয় শরীর।
শীতল না হয় লাগি মলয়া শরীর ।।
বহুদিন ভ্রমিতে ভ্রমিলুঁ বহুদেশ।
প্রেমজালে এথাতে আইলুঁ অবশেষ ।।
এথ শুনি কহে আফজা ভাবি নিজ মন।
চিত্তে সুখ মুখে ক্রোধ নিঃস্বরে বচন ।।
কহিল গর্জন রূপে বাক্য খরতর।
মান হানি ভাবি মনে দরশায় ডর ।।
বলিল পুরুষ তুমি বুঝিলুঁ চরিত।
কি কারণে হইয়াছে নারীর আকৃত ।।
ভয় না করিয়া অগ্নি কৈলা পরশন।
কি লাগি লঙ্ঘিলা যথা হারায়[১] ....।
.............................................
.............................................
কি লাগি নিশঙ্কে আইলা শমন সাক্ষাত ।।

১. এখানেও পুথির পরবর্তী কয়েকটি চরণ কীটদষ্ট।

যে-জন চতুর সে অকর্ম না করয় ।
মোগধ না বুঝি যায় যথা ব্যাঘ্র ভয় ॥
তুমি সে চতুর হেন কৈল্যা নারী বেশ ।
মোগধ হইয়া কর মরণ উদ্দেশ ॥
আর বহু গর্জনা করিল কন্যাবরে ।
পাত্র মন ডুবিলেক দুঃখের সাগরে ॥
ভাবে পাত্রে মহা ভীতু ভাবি গুরুতর ।
উঠি দাণ্ডাইয়া কহে কন্যার গোচর ॥
বলিলেক আয় কন্যা শুন মোর বাণী ।
যে অগ্নি মোহকে দহে সে সব কাহিনী ॥
যে কহিল অগ্নি মৈধ্যে কৈল্যা পরশন ।
দৈবে সে ভাবের অগ্নি নিত্য দহে মন ॥
যে ভয় দর্শাও মোকে না লঙ্ঘে হৃদয় ।
কোথাতে অঙ্গার করে আনলের ভয় ॥
সর্কস্থান টঙ্গীতে যখনে শুতি ছিলা[১] ।
ক্রোধ করি মুখে মোর থাপড় মারিলা ।
অচিন জানিয়া দেখি আপনা নিকটে ।
ঠেলা মারি ফেলি দিলা সেই টঙ্গী হেঁটে ॥
সেই ধরি চিত্ত মোর প্রেমানলে দহে ।
অনাহার অনিদ্রায় কথ প্রাণে সহে ॥
তোমা নাম কলপনে রহিছে মোর প্রাণে ।
সংসার ভ্রমি দুঃখে আইলুঁ তোমা স্থানে ॥
ভাবানলে দহি অঙ্গ হইল অঙ্গার ।
তাহাতে ক্রোধের অগ্নি হইল তোমার ॥
দোঁহ দিক দহনে শরীর হৈল হীন ।
বুঝিলুম হইমু আমি শমনের চিন ॥

১. শুয়ে ছিলে ।

এ বলিয়া মোহিত হইল পাত্রবর।
নিঃশব্দে রহিলেক ধরণী উপর।।
কন্যায় ভাবিয়া মনে হইল বিস্মিত।
এহাতে গর্জন বাক্য না হয় উচিত।।
ভাবানলে দহি জীব হৈছে ক্ষীণ প্রায়।
গর্জনের ভারে যদি নিকলিয়া যায়।।
বহু কর্ণ মোড়া দিলে টুটে যন্ত্রসূত্র।
ভাবানলে দহি ক্ষীণ হইয়াছে পাত্র।।
এই মতে রুহ্‌ আফ্‌জা ভাবিল অন্তর।
পাত্র শির তুলি লৈল জানুর উপর।।
শিরেত সুগন্ধি............................
শীতল........ ............................
তাহাতে কন্যার মুখ সুগন্ধি পাইল।
সজ্ঞান হইয়া পাত্র উঠিয়া বসিল।।
দেখয়ে স্বরূপ কন্যা নিকটে বসিছে।
যেহেন পুষ্পের পুঞ্জ যতনে রাখিছে।।
কন্যা বলে ভাবি মনে পাত্র সম্বোধিত।
আপনাকে মৃত্যু কৈলো পুরএ বাঞ্ছিত।।
পয়গাম্বরে কহিছন্ত হাদিস মাঝার।
তবে সে প্রত্যেকে পায় তেজিলে সংসার।।
তবে কন্যা পাত্র লই গেল অন্তঃপুরে।
নিকটেত না রাখয় যাইতে না দেয় দূরে।।
দোহানের প্রেম বাক্য বহুল আছিল।
গন্ধর্বের পুষ্পহারে পানিগ্র হইল।।
সখী সবে পাত্রকে না দেখে যেন মতে।
শত পটান্তরে নিয়া রাখয় গোপতে।।
দোহান কামের খেদ যথেক অঙ্কুর।
বৃষ্টিত মদন শরে সব কৈলা দূর।।

তবে কন্যা ভাবে মনে বুদ্ধি বিমর্ষিয়া।
তিলিচমাৎ মন্ত্র এক পত্রেত লিখিয়া॥
লেপটিয়া পাত্রগলে বান্দিল তখন।
শুক বর্ণ হৈল পাত্র মন্ত্রের কারণ॥
শুদ্ধ মন্ত্র হইলে সর্বত্র হয় কার্য।
শুদ্ধ পাত্র হৈলে রাজা রাখে নিজ রাজ্য॥
মন্ত্র এক পরতেক পাপ লভ্য হয়।
গুরু মুখে মন্ত্র লক্ষ্যে ঈশ্বর দেখয়॥
মন্ত্রে স্বর্গ মন্ত্রে নর্ক মন্ত্রে কার্য সার।
জানিও এ তিন মন্ত্র সংসার মাঝার॥
হেন মন্ত্র শুদ্ধি করি গন্ধর্ব হইয়া।
রাখিলেক পাত্র শুক পিঞ্জরে টাঙ্গিয়া॥
দিবসেত মন্ত্রভাবে শুকবর্ণ হয়।
রাত্রিতে মনুষ্য হই হরিষে ভুঞ্জয়॥
এইমতে রসরঙ্গে ছিল কথদিন।
দৈবে তাহে সুখ বিঘ্নে আসি দিল চিন॥
মুজফর শাহা পত্নী হোছন আরা নাম।
পরীকুল মধ্যে সেহ গুণে অনুপাম॥
তান সুতা রুহ্ আফজা অতি রূপবতী।
অবিরত উদ্যানেত টঙ্গিতে বসতি॥
শাহা পত্নী বহু দ্রব্য লই উপহার।
দশ পক্ষ মাসে যায় সুতা দেখিবার॥
আর দিন... ... ... ... ... ...
যাহাকে দেখিল নিদ্রা গিয়াছে শয্যাত।
পাত্রের সঙ্গতি করি মদন বেহার।
শুকরূপে রাখিয়াছে পিঞ্জর মাঝার॥
পুরুষের গন্ধে নারী হয় আন রীত।
তা দেখিয়া হোছনারা হইল বিস্মিত॥

আর দেখে বস্ত্র কেশ বিলোল আকার।
বুঝিলেক কার সঙ্গে মদন বেহার॥
তবে সেথা যাই মাতা লাগিল গর্জিতে।
বোলে তোর আন রীত হইল কেমতে॥
তুই সে আমার কুলে কলঙ্ক রাখিলি।
গন্ধর্বের মহিমা জলেতে ভাসাইলি॥
মুজাফর শাহা নাম মহিমা সাগর।
তাহার প্রশংসা অতি সংসার ভিতর॥
হেন নাম ডুবাইলি কলঙ্ক সাগরে।
কুল শ্রম উড়াই নিলি সমীর উপরে॥
আয় দুষ্ট কি লাগি না হইলি গর্ভপাত।
কেমতে দেখাও মুখ সংসার সাক্ষাত॥
কি লাগি পুষ্প উত্থানে ভ্রমর আনিলি।
নাম ভরম যশাদি সব লুকাইলি॥
তোর অপযশ গেল আকাশ উপর।
অগ্নি কেনে না লাগিল জল দর॥
তবে কন্যা কহিলেক মাতা সম্বোধিয়া।
এহেন অযশ বাক্য কহ কি লাগিয়া॥
মাতাপিতা দিব্য লাগে যদি হেন হয়।
যাহস্তে কলঙ্ক সেহ কেনে না মরএ॥
মাও বাপ সংসারেত বেকত ঈশ্বর।
হেন কর্ম কেনে হইব না ভাবিও ডর॥
সুতার শুনিয়া বাক্য না করি প্রত্যয়।
আপনার গৃহে গেল ভাবি লজ্জা ভয়॥
বোলয় দিলেক শিঙ্গ কেমন তস্করে।
বহু পরী পাঠাইল উদ্দেশ করিবারে॥
ভূমির উপরে যথ আকাশের তলে।
ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া চাহে গন্ধর্ব সকলে॥

হেলায় না চাহে কেহ চিত্রকারী ঘর।
চাহিলেত শুক দেখে পিঞ্জর ভিতর॥
জানিয়ো ঘটের মধ্যে প্রভুর আসন।
অষ্ট কোটি তল্লাসিয়া চাহ কি কারণ॥
সংসারে ভ্রমিয়া চাহি না পায় যাহারে।
ঘট মধ্যে ডুব দিলে পাইবে তাহারে॥
কিবা স্বর্গ কিবা মর্ত্য জীবগণ।
ফিরিস্তাগণ ... ... ...
আর শিলা মাণিক্য নক্ষত্র সুর ইন্দু।
পাইছে প্রভুর যোত করি বিন্দু বিন্দু॥
সর্ব জীব ঘটেত বৈসয় করতার।
ডুব দিয়া না চাহিলে সব অন্ধকার।
না উদ্দেশে সেই পশু সেহ মূর্খজন।
গোপ্ত আক্ষি যেবা দেখে সাফল্য জীবন॥
এহিজ্ঞান গোপতেত পাত্র রাখিছিল।
মন্ত্রবাক্যে শুকবর্ণ কেহ না চিনিল॥
তস্কর উদ্দেশি না পাইল পরীগণ।
তা দেখিয়া জোহনারা করএ শোচন॥
হেনকালে এক সখী আসিয়া গোচর।
কহিলেক শুন, আফজা কন্যার খবর॥
বোলে এক শুক সেই চিত্রকারী ঘরে।
কন্যা গিয়া শুক সঙ্গে অতি প্রেম করে॥
না জানি কি বিশ্চিক আছে শুক সনে।
গোচরিলুম ভাবি চাহ আপনার মনে॥
এথ শুনি জোহনারা চলিল তখন।
সঙ্গে করি সখী আদি যথ পরীগণ॥
চিত্রকারী ঘরে গিয়া সে শুক পাইল।
বাণ্ডর কাটিয়া হস্তে পিঞ্জর লইল॥

সেই মতে চলি গেল শাহার সাক্ষাতে।
কহিলেক শুকের পিঞ্জর লই হাতে ॥
শাহা সম্বোধিয়া রাণী কহিল বচন।
এ শুকেত কন্যা প্রেম করে অনুক্ষণ ॥
বোলে কোন হেতু এথা অবশ্য বুঝিবা।
তিলিচমাৎ কর্ম হৈলে এখনে পাইবা ॥
এথ শুনি মুজাফ্ফর শাহা গুণবান।
হেরিতে লাগিল শুক রাখি বিদ্যমান ॥
পিঞ্জরা খুলিয়া শুক লইলেক হাতে।
হস্ত ফিরাইয়া দেখে শুক গলে সাথে ॥
ফক্রি বিচারিতে মন্ত্র গলাতে পাইল।
তা দেখি বাগুর ছিড়ি হস্তেত লইল ॥
গলহস্তে মন্ত্র কাড়ি লইল যখন।
পূর্বরূপে বহ্‌রাম হইল তখন ॥
দেখ রাত্রি হস্তে যেন উদিত আদিত।
যেন পর ঘট সঞ্চারিল আচম্বিত ॥
তৃণ হস্তে অগ্নি যেন ফুকি ফুকি উঠে...
অভ্র মধ্যে অকস্মাৎ যেহেন বিজলী।
সলিলেত... ... ... ...
তা দেখিয়া শাহা অতি হইল বিস্মিত।
বুঝিল সুতার প্রেম মানব সহিত ॥
এত ভাবি ক্রোধ হইল অগ্নি সমস্বর।
পাত্র প্রতি গর্জিতে লাগিল বহুতর ॥
বোলে দুষ্ট না করিলি ধর্মের বিচার।
কি লাগি আসিলা কুল ছাড়ি আপনার ॥
ভিন্নকুল নিঃশঙ্কে লঙ্ঘিলি কি কারণ।
ন ভাবিলি নিজ মনে নিকটে শমন ॥
মানব উত্তম সৃজিয়াছে নিরঞ্জনে।
তে-কাজে মহিমা পাইল অলি নবীগণে ॥

নিজ গৃহ প্রভুরে সঁপিছে সেবিবার।
মহা শাস্ত্র দিছে পাপ পুণ্যের বিচার ॥
ভূমি বায়ু অগ্নি জল এই চারি হস্তে।
রোবাতুন নাছের[1] বলি প্রচার জগতে ॥
তার মাঝে অতি দুষ্ট তুমি মূর্খ জন।
যেন অপরাধ তেন দুষ্টের মরণ ॥
এ বলিয়া আজ্ঞা দিল পরীগণ স্থান।
বহু কাষ্ঠ আনি অগ্নি দেও তুরমান।
তাকে নিয়া সে অগ্নিতে ফেল শীঘ্রগতি।
ছাই ভস্ম হই যাউক কাষ্ঠের সম্মতি ॥
তা শুনিয়া পরীগণে কাষ্ঠ পুঞ্জ করে।
পাত্র নিয়া ফেলিবারে সে অগ্নি ভিতরে ॥
তবে পাত্র কহিলেক হস্ত করি জোড়।
হেন আজ্ঞা কর কিবা অপরাধ মোর ॥
গুরু মোর মহিমা ধরয় গুরুতর।
প্রেম পন্থ শিখাইছে মদন গোচর ॥
দেবশাপে মনসিজ হৈয়াছে অনঙ্গ।
তোমার দাহনে মোর হেন অতি রঙ্গ ॥
রুহ্‌, আফ্‌জা কন্যার প্রেমের হুতাশনে।
অঙ্গার হইছে মোর শরীর দাহনে ॥
যে আজ্ঞা হইল করিবারে ভস্মপাত।
অঙ্গারের ভয় নাই অগ্নির সাক্ষাৎ ॥
দৈবে দহিয়াছে মোর শরীর সকল।
তোমার দাহনে মোর কেবা দিব জল ॥
যে আজ্ঞা প্রভুর হয় তেমত হইব।
কার স্থানে কদাপি সাহায্য না মাগিব ॥

---

১. রোবাতুন নাছের—আরবী আয়াত। চারি বস্তুর অর্থাৎ মাটি, বায়ু, অগ্নি ও জলের সাহায্যে মানবের সৃষ্টি হয়েছে।

... ... ... ... ...
... ... ... ... ...

বহু কাষ্ঠ আনি পুঞ্জ করিল তখন।
পাত্র নিয়া কাষ্ঠ পুঞ্জ ভিতরে রাখিল।
চৌদিকেতে পরীগণে অগ্নি জ্বালি দিল॥
তথা বকাঅলি কন্যা পরী সঙ্গে করি।
ফিরিতে ইরমে গেল বিমানেত চড়ি॥
কথদিন ছিল তথা উদ্যান ফিরিতে।
আর্তি হইল রুহ্ আফ্জা কন্যা দর্শিতে॥
ফেরদৌসে গেল শীঘ্রে হরষিত মন।
হোছনারা রুহ্ আফ্জা করিল দর্শন॥
তথাতে শুনিল বহ্রামের বৃত্তান্ত।
বহু পুঞ্জ কাষ্ঠে অগ্নি জ্বালি দিহন্ত॥
এথ শুনি বকাঅলি গেল সেই স্থান।
খুল্লতাত প্রণামিল যাই বিদ্যমান॥
পুনি পুছিলেক তথা দোহান বারতা।
বহ্রাম সঙ্গে রুহ্ আফ্জার প্রেম কথা॥
তবে বকাঅলি বহ্রামেরে চিনিল।
শীঘ্রে গিয়া সে অগ্নির নিকটেত গেল॥
কাষ্ঠ সব তুলিয়া ফেলিল দুরান্তর।
পাত্রকে পাইল কাষ্ঠ পুঞ্জের ভিতর॥
বকাঅলি ক্ষেণেক যদি ন আসিত।
বহ্রাম অগ্নি মৈধ্যে জ্বলিয়া মরিত॥
প্রভুর যে আজ্ঞায় ন পারে লড়িতে।
রহিয়াছে যেবা সে পারে কে দহিতে॥
বকাঅলি পাত্র লই সভাতে আনিল।
ছোট বড় সকলেরে কহিতে লাগিল॥
মুজাফর শাহা আর রাণীর সাক্ষাতে।
পাত্রের প্রশংসা যথ লাগিল কহিতে॥

এই সে পুরুষ দেখ অতি বলবান।
রূপে গুণে শাস্ত্র নিতি সোমর্ক সমান॥
জানিও মানব কিবা গন্ধর্বের গণ।
কলঙ্ক নাহিক হেন আছে কোন জন॥
প্রেমেত কলঙ্কবতী প্রেমে মহাধন।
প্রেমে শুদ্ধ চিত্ত হয় নিরঞ্জন বশ॥
দেখহ প্রেমতা লোক বাঞ্ছিত পূরণ।
যে যাকে চায় তাকে পায় দরশন॥
দময়ন্তী পাইলেক নল ······ ··
রত্নসেন যে নৃপতি পাইল পদ্মাবতী॥
চন্দ্রানী পাইল প্রেমে লোক মহিপাল।
তাজুল মুলুকে পাইল বদিউজ্জামাল॥
দোসর ছয়ফুলে পাইল কন্যা··· ···
··· ··· ··· ··· ···
··· ··· ··· ··· ···
মহাদুঃখে জমিলে পাইল দিলারাম॥
আর কত সংসারে পাইছে প্রেমাকুল।
এ দোহান হইছে সে সব সমতুল॥
দোহঁ একস্থানে কর হরিষ হইয়া।
সকল সম্মতে করাইয়া দেও বিয়া॥
খুল্লতাত সঙ্গে বহু ছিল বাক্য জাল।
অবশেষে ক্রোধ সাম্য হই মহীপাল॥
ভ্রাতৃ সুতা অনেক কহিল হিতাহিত।
তা শুনিয়া শাহা কৃপা হইল কিঞ্চিৎ॥
তবে শাহা পত্নী সঙ্গে আদি পাত্রগণ।
লক্ষ লক্ষ পরী সঙ্গে কহিবি বচন॥
রূপে গুণে দেখি সবে কন্যা যোগ্যবর।
পরীকুলে না দেখ তার সমস্বর॥

তে-কারণে সকলে এক যুক্ত মন।
পাত্র হস্তে কন্যাকে করিল সমর্পণ ॥
তবে শাহা আজ্ঞা দিল পরীগণ স্থান।
অন্ন শয্যা সম্পূর্ণীত করিতে সন্ধান ॥
বহু বাদ্য বাজা কৈল্য শব্দ বহুতর।
কন্যার পানিগ্র হেন চৌদিকে খবর ॥
বহু পরী আইল লৈয়া বহু উপহার।
হাস্যরস ব্যঞ্জন গাহন অনিবার ॥
তবে শাহা আজ্ঞা করিলেক মাওলানারে।
শরিয়ত কলেমা পরাইল দোহানেরে ॥
তুলিয়া রাখিল নিয়া উদ্যান মাঝারে।
বহু সখী দিলেক দোহান সেবিবার ॥
সপ্তদিন হরিষে রৈল সেই স্থলে।
বহু দ্রব্য ভুগি উপহার অন্ন জলে ॥
পরস্পর দুইজনে আলিঙ্গন দিল।[১]
বহু বাদ্য বাজা কৈল হই আনন্দিত।
অসাধ্য সাধিয়া পূর্ণ দেখিয়া বাঞ্ছিত ॥
তবে বহ্‌রামে পত্নী সঙ্গে করি যুক্তি।
কুমার কুমারী স্থানে কহে করি ভক্তি ॥
এক নিবেদন করি আপনা চরণে।
জন্ম ভরি যেন কৃপা করিছ আপনে ॥
হেন কৃপা করি মোরে রাখহ গোচর।
তোমাপদ সেবাতে থাকিতে নিরন্তর ॥
সন্নিকটে নির্মি এক দোসরা উদ্যান।
সেবকেরে কৃপা করি রাখ সেই স্থান ॥

---

১. এই অংশ ১ নং পুথিতে ছিল না। ডক্টর আহমদ শরীফের পুথি-পরিচিতি থেকে কাব্যের এই সমাপ্তি অংশ গৃহীত। এই অংশের পাঠটি কাব্যের সমাপ্তি জ্ঞাপক। সে কারণে আমাদের এখানে সংযোজিত হল।

এথ শুনি তাজুল মুলুক নরপতি।
ইরমেত দুত নিয়ুখিল শীঘ্রগতি ॥
হেমালাকে সসৈন্যে আনিয়া তুরমাণ।
অচিরে নির্মিত কৈল স্ফুটঙ্গি উদ্যান ॥
কুমারে ভাবএ যদি নহে সমস্বর।
অসন্তোষ হৈব রুহ্ আফজা পাত্রবর ॥
তবে জ্যোতি শিলা বন্দ কৈল স্থানে স্থানে।
একই সমান হৈল দোহান উদ্যান ॥
তাহাতে করিল নিআ পাত্রের বসতি।
পত্নী সঙ্গে দোহোঁ হৈল হরষিত অতি ॥
সে উদ্যান ধনপুঞ্জ করিল পূর্ণিত।
দাস-দাসী সেবা হেতু রাখিল বিদিত ॥
কুমার উদ্যান যেন অতি মনোহর।
পাত্রের উদ্যান তেন দেখিতে সোন্দর ॥
যথা চক্ষু লাগএ তথাতে দৃষ্টি রহে।
দোহান উদ্যান এক বর্ণ বক্তা কহে ॥
পত্নী সঙ্গে বহ্‌রাম রহে সেই স্থান।
মুখামুখি সন্নিকট দোহান উদ্যান ॥
দিবসে কুমার সঙ্গে পাত্র রহে নিত।
রুহ্ আফজা রহে বকাওলীর সহিত ॥
রাত্রি হৈলে রহে গিয়া জার সেই স্থানে।
হরিষে বঞ্চয় নিশি মদন সন্ধানে ॥
দোহোঁ স্থানে ইচ্ছা হৈলে ফিরে পরিজন।
ক্ষেণেকে ইরমে জাএ হুই আরোহণ ॥
ক্ষেণেকে ফেরদোসে যায় চড়িয়া বিমানে।
মাতাপিতা দৃসিতে [দর্শিতে] ক্ষেণেকে সর্ক স্থানে।
এই মতে সুখে বঞ্চে হরষিত মন।
ধর্মভাবে দানবৃষ্টি করে অনুক্ষণ ॥

তাজুল মুলুক নাম সুধন্য প্রচার।
ধন্য ধন্য পূণিত ঔরসে জন্ম যার ॥
যার ঘরে হেন পুত্র জনম লভএ
ধন্য ধন্য সর্বলোক সাফল্য বোলএ।
যদি হএ হেন পুত্র হৌক বাপ ঘরে ॥
যদি বুধ জন হয় শত গুণ সাধিব।
বিদ্যাবশে বাক্য রসে সকল মুহিব ॥
ভালমন্দ বিচার রাখএ যে সকল।
মিথ্যা বাদে লোক সঙ্গে না করে কন্দল ॥
ছোট বড় সঙ্গে বাক্য মধুরে কহিব।
আপ্ত পর সব সঙ্গে আদর রাখিব।
কিবা মাতা কিবা পিতা গুরুলোকরে মানিব ॥
অহঙ্কার দুর্বচন কাকে না কহিব।
হীন লোক দেখি কভু না কর বড়াই।
তার সম মহাপাপ আদি অন্তে নাই ॥
যে সকলে পুণ্য করে পাপ পরিহরি।
সে সকল ধন্য ধন্য ত্রিভুবন ভরি ॥
দানে দাতা ধন্য ধন্য সংসার পূরণ।
দান সম ধর্ম নাহি এ তিন্ ভুবন ॥
মোহালোকে ধন্য প্রতি কর-এ আদর।
জানিব অকৃতি শক্র সকল গোচর ॥
ধন্য ধন্য আজ্ঞা কর্তা হএ যেই জন।
যাহার আদেশে হৈল পুস্তক রচন।
শ্রীযুত বৈদ্যনাথ মহা নরপতি।
ধন্য হেতু স্বকল্পনে করিল আরতি ॥
হীন নোয়াজিসে কহে ভাবি নিজ মনে।
বকাঅলি পুস্তক রচিল তে-কারণে ॥
এবে কহি আপনার গ্রাম বিবরণ।

জলাত বসিআ কৈলু পুস্তক রচন ॥
প্রপিতামোহোর পিতা গৌর হস্তে আসি।
গোত্র সমে চাটিগ্রামে করিল নিবাসি ॥
ছিলিম খাঁ তাহান নাম সভার প্রধান।
ভাগ্যবন্ত দানে দাতা অধিক বাখান ॥
নিজ নামে গ্রামে বৈসাইল কথ দূর।
সংসারে প্রচার সেই দেশ ছিলিমপুর ॥
সেই ছিলিম খাঁ মোহন্ত জগতে।
মরল বিসই পাইল মোহারাজ হোন্তে ॥
তে-কারণে নাম তান হইল প্রবীণ।...

———